শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা।

অন্বয়, স্বামিটীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য সহিত।

প্রভুপাদ—

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি-ভাগবতাচার্য্য

কর্ত্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

কলিকাতা ১৮নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন নিবাসী,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৮। ৭ই জ্যৈষ্ঠ,
বৈশাখী পূর্ণিমা।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ভগবতাচার্য্য-মহাপ্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামী

সাং বৈচী

বিজ্ঞাপন।

প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি "শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। তাহাতে ভগবানের গোলোকলীলা, অবতার, জন্ম, অসুরসংহার, চৌর্য্য, মৃদ্ভক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্ম-মোহন, কালিয় দমন, বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাসলীলা, এই চৌদ্দটি লীলার সারার্থ, স্বরচিত সংস্কৃত ও বঙ্গ-ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ধারা বাহিক মুল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করি নাই, কিন্তু ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলাম, "যদি সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি এবং আমার পরমায়ু থাকে, তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তার পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়া অন্যান্য লীলার সহিত প্রকাশ করিব।" ঐ পুস্তকের উপর সংবাদ পত্র-সমূহের মন্তব্য পাঠ করিয়া এবং পুস্তকের অচির-বিক্রয় দেখিয়া সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং বলা বাহুল্য আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। অতএব স্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে ঐ পুস্তক অন্যান্য লীলার সহিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশ করাই আমার উচিত ছিল এবং ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু বহুসংখ্যক হরি-পরায়ণ রসজ্ঞ ভক্তের একান্ত অনুরোধে আপাততঃ ভগবানের রাসলীলাই বিস্তার পূর্ব্বক লিখিতে হইল।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ এতদ্দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথমাগমন-কালে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপর বিশেষতঃ রাসলীলার উপর অনেকের যেরূপ বিষ-দৃষ্টি হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে ভগবদিচ্ছায় এখন অনেকেরই সে ভাব শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিশেষতঃ রাসলীলার অন্তর্নিহিত একটা সুগূঢ় সারতত্ত্ব আছে তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অনেকের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে সুতরাং বুঝিবার জন্য ঔৎসুক্যও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার প্রণীত"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামক পুস্তকে রাসলীলায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ক্রমানুরূপ ব্যাখ্যা হয় নাই. কেবল নিজ ভাষায় তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছি, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের তাহাতে তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সেই জন্যই তাঁহারা প্রত্যেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃত তাৎপর্য্যের সহিত রাসলীলা লিখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু মাদৃশ মন্দমতির পক্ষে ইহা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। অতন্নিরসন দ্বারা ভূতময় ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্ম অনুসন্ধান করা যেমন দুরূহ, শৃঙ্গার-রসাবৃত শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা হইতে পরম তত্ত্ব বাহির করাও তদনুরূপ বা ততোধিক দুরূহ। আমি যে, তাহা হইতে পরম রস উদ্ধৃত করিয়া সজ্জনগণকে পরিবেশন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিতে পারিব সে ভরসা আমার নাই। তবে, সর্ব্বদাই সাংসারিক অসদালাপে ব্যাপৃত আছি, যদি অন্যের অনুরোধেও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণকথার আলোচনা হয় তাহাও পরম লাভ; এই ভাবিয়াই, এই অসাধ্য সাধনে সমুদ্যত হইয়াছি। (খোষ খপরের ঝুটাও ভাল)।

"শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা"বলিয়াই পুস্তকের নাম করণ হইল। পুস্তক খানি পঞ্চাঙ্গে পরিপুষ্ট। প্রথমাঙ্গ মূল শ্লোক, দ্বিতীয়াঙ্গ শ্লোকের অন্বয়, তৃতীয়াঙ্গ শ্রীধর স্বামীর টীকা, চতুর্থাঙ্গ শ্লোকের অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং পঞ্চমাঙ্গ বঙ্গভাষায় শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবরণ। অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মা মূল শ্লোক, টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত করিয়াছেন, কেহ কেহ বা শ্লোকের অন্বয় করিয়াও দিয়াছেন। অতএব কেবল রাসলীলা সম্বন্ধীয় পারমার্থিক তাৎপর্য্য লিখিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইত, কিন্তু তাৎপর্য্যের নিকটেই মূল শ্লোক, অন্বয়, টীকা ও অনুবাদ থাকিলে বুঝিবার সুবিধার হয়, সেই জন্যই ঐ চারি অঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়াছি। অন্বয়াংশে শ্লোকস্থ প্রত্যেক পদেরই প্রতিবাক্য দিয়াছি এবং সমস্ত পদের ব্যাস-বিগ্রহ দেখাইয়াছি, কিন্তু শ্রীধর স্বামী যে যে পদের সমাস বিশ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করি নাই। অতি অল্পাক্ষরে শ্লোকের অতি সরল ও অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। তাৎপর্য্যাংশে রাসলীলার অতি পবিত্র পরমার্থই বিবৃত হইয়াছে। ভাগবত-বক্তা শুকদেবই পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে রাসলীলার প্রবিত্রতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; শ্রীধরস্বামী আপন স্বাভাবিক স্বল্পভাষিতানুসারে অতি অল্পাক্ষরে তাহা বিবৃত করিয়া দিয়াছেন; আর আমি, মিষ্টান্ন-লালস বালকের ন্যায়, ঐ উভয়েরই উচ্ছিষ্ট, রাখিয়া রাখিয়া অধিকক্ষণ আস্বাদন করিয়াছি। স্থানে স্থানে অন্যান্য টীকাকারের অভিপ্রায় লইনাই এমন নহে। যদিও শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম বেদের প্রধান গ্রন্থ, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ

প্রমাণ ; তথাপি সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনমতে বেদাদি অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। মূল বেদবাক্য অবিকল উদ্ধৃত করি নাই ; বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। তাৎপর্য্যাংশে ভাষার পারিপাট্য দেখাইবার চেষ্টা করি নাই ; সরল ও সহজ ভাষায় মনের অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছি ; শ্রুতি মধুর হইয়াছে কিনা তাহা আমি নিজে বলিতে পারি না ;— পাচক ব্যঞ্জনের আস্বাদন বুঝে না। যে অভিপ্রায়ে "শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা" লিখিতে উদ্যত হইয়াছি তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না তাহাও বলিতে পারি না, তবে সম্প্রদায় বিশেষের অন্ধ-পক্ষপাতী না হইয়া মূল গ্রন্থ যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি।

কৃষ্ণ ভক্তির গন্ধও আমার নাই, তথাপি, কি জানি কেন, কৃষ্ণ নাম ভালবাসি, কৃষ্ণরূপ ভালবাসি, কৃষ্ণলীলা ভালবাসি। ভালবাসা যোগ্যতা-অযোগ্যতার অপেক্ষা করে না ; তাই আমি সুলেখক না হইয়াও "শ্রীকৃষ্ণলীলা" লিখিতে এবং সুপণ্ডিত না হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরাসলীলার তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত দেখাইতে সমুদ্যত হইয়াছি সুতরাং ভালই হউক, মন্দই হউক, আমি কৃষ্ণ লীলার আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট ; মানব-মুখে নিন্দার ভয় বা যশের আশা অতি অল্পই রাখি।

আর একটি বক্তব্য, যাঁহাদের স্বাভাবিক যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণ ভক্তি আছে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন অন্যথা অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।
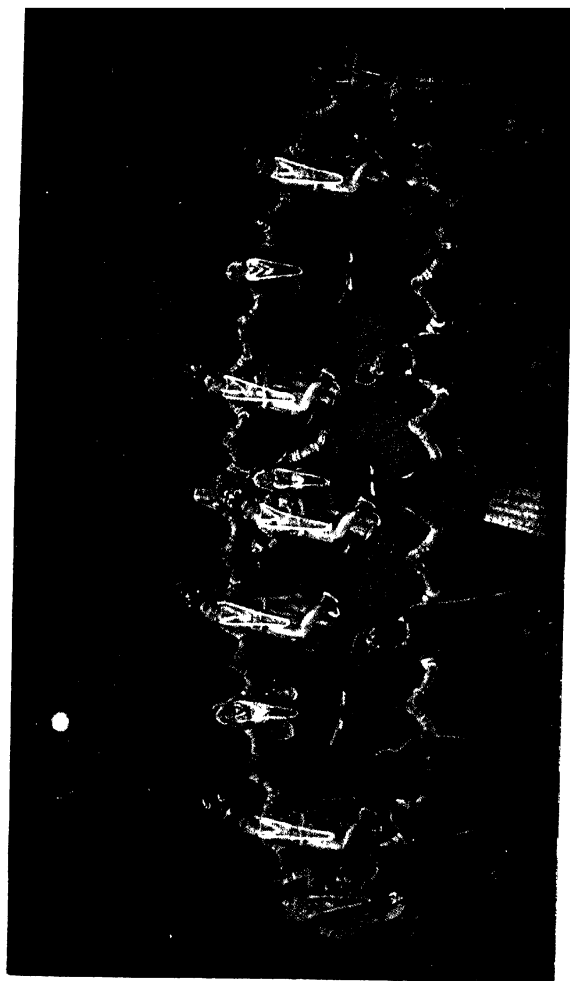
মঙ্গলাচরণম্।

যং ব্রহ্মবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃসুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

বাগীশাদ্যাঃ সুরগণাঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাস্যুঃ স্তং নমামি গজাননম্॥

তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণত্বিষং কণকপিঙ্গ জটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্॥

যংপ্রব্রজন্তমনুপেত মপেত কৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু—
স্তং সর্ব্বভূত হৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥

মূকং করোতি বাচালংপঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল বেশম্॥

কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

পরিশেষে আর একটি কথা, আমার পরম স্নেহভাজন চিরানুগত ভক্ত শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ সাধুর অক্লান্ত উদ্যম ব্যতিরেকে আমি পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইতাম না। তিনি পুস্তকের প্রকাশ কল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহার প্রতিদান নাই।

সর্ব্বশেষে বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পুস্তকের বিজ্ঞাপন সুদীর্ঘ হইলেও অপূর্ণ রহিল, সুতরাং বিজ্ঞাপন লিখিয়া আমার মনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। কারণ, সনির্ব্বন্ধ নিষেধ বশতঃ একটি অবশ্য-প্রকাশ্য নাম প্রকাশ করা হইল না। যাঁহার অযাচিত অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে, এই দারুণ বস্ত্রান্ন-বিপত্তির দিনে, আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সঙ্কল্পও করিতে পারিতাম না সেই উদারচেতা অমরকল্প নরবরের নাম প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখিত রহিলাম। কি করি, তিনি এতৎ-কালোচিত মানবকুলের ন্যায় স্বনাম-ঘোষনায় একান্ত অসম্মত। অচিরস্থায়ী কাগজের উপর অবশ্য-নশ্বর মসীতে লিখিত না হইলেও সর্ব্বান্তর্যামী সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অকাল-স্পৃশ্য পদপত্রে তাঁহার নাম অনন্তকালের জন্য অপার্থিব অক্ষরে অঙ্কিত রহিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—।

শ্রীনীলকান্ত দেবশর্ম্মা।
সাং বৈঁচী

প্রকাশকের নিবেদন।

সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা,—কলিকাতা চোরবাগানস্থ সরকার লেনে "বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভানাম্নী এক মহতী ভক্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেরূপ মহতী সভা আজ পর্য্যন্ত আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমাদের পরম পূজনীয় প্রভুপাদ সেই মহতী সভার আচার্য্য ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত এবং প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত সুমধুর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এত অধিক লোকের সমাগম হইত যে, সুপ্রশস্ত সভাভবনে সমস্ত শ্রোতৃবর্গের স্থান হইত না। ঐ সময়ে প্রভুপাদের সারগর্ভ শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলিত ব্যাখ্যা শুনিয়া কত ব্রাহ্ম পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং কত নাস্তিক অনুতপ্ত চিত্তে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ প্রভুপাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় ঐ সময়ে কলিকাতা নগরীতে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। আমি এবং লালবিহারী সাধু ও বিহারিলাল শীল নামে আমার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিন জনেই তখন নব্য যুবা। আমরা তিন জনেই ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব না জানিলেও ধর্ম্ম সংগত সদালাপ লইয়াই অবসর-কাল অতিবাহিত করিতাম। সভাভি-মুখী জনতা-প্রবাহের বেগে আমরাও একদিন যথা সময়ে সভাস্থলে সমানীত হইলাম। একদিন, দুইদিন, তিনদিন পরেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া প্রভুপাদের পদাশ্রয় লইলাম। সেই অবধি তিনিও আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন।

প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতা মাত্রেরই একান্ত ইচ্ছা হইল, এই ব্যাখ্যা প্রভুর দ্বারা লিখাইয়া মুদ্রিত করিতে হইবে। আমরাও "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা লিখিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিলাম। তখন তাঁহাকে প্রতিদিন দুই তিন স্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে হইত সুতরাং সময়াভাবে লিখিতে পারিতেন না ; আমাদেরও প্রতিজ্ঞা,—লিখাইতেই হইবে। ঐ সময়ে আমাদেরই অনুরোধে প্রভুপাদ "আবার গৌর,, নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্যময় পুস্তক লেখেন। আমারই উপর মুদ্রাঙ্কণের ভার অর্পিত হয়। তখন আমরা তিন জনে পরামর্শ করিয়া প্রভুপাদের অগোচরে ঐ পুস্তকের মলাটে ছাপিয়া দিলাম,—"রাসলীলা যন্ত্রস্থ"। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এবার প্রভু রাসলীলা না লিখিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশা পূর্ণ হইল না,—কি জানি কেন প্রভুপাদ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। আমার দুই বন্ধু সেই দারুণ দুঃখ অন্তরে রাখিয়াই ক্রমে ক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কেবল আমিই "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা মুদ্রিত দেখিবার নিমিত্ত জীবিত রহিলাম। সে আজ ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

আজ বিংশতি বৎসরেরও অধিক হইল, প্রভুপাদ শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৈঁচি গ্রামস্থ স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। প্রভুপাদের প্রস্থানে কলিকাতাস্থ ভক্ত মাত্রেই যার পর নাই দুঃখিত ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইলেন।

আমি রাসলীলা ব্যাখ্যার আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম ধ্যানেই কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

ইহার মধ্যে কত শত ভক্ত কত শত অনুনয় বিনয় করিয়া, একবার কলিকাতায় পদার্পণ করিবার নিমিত্ত কত শত পত্র প্রেরণ করেন; কিন্তু কেহই আনিতে পারিলেন না। পরিশেষে আজ আট বৎসর হইল, প্রভুর মন্ত্রশিষ্য গুরুপরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন শীলের ঐকান্তিক আকর্ষণই প্রভুকে কলিকাতায় আনিয়া দিল। আবার রাসলীলা ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। কলিকাতাস্থ ভক্ত-বৃন্দ প্রভুর মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা শুনিবার জন্য নিদাঘতপ্ত চাতকের ন্যায় সমুৎসুক হইয়াছিলেন, এখন চিরপোষিত অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় ভক্ত-সমাজে আনন্দ-বাজার বসিয়া গেল। সেই অবধি গুরুসেবা-নিরত শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন শীল, তাঁহার খুল্লতাত গুরু-চরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ শীল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন শীল গুরু-সেবায় যেন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াই প্রতি বৎসর প্রভুকে স্বস্ব ভবনে আনিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসরই ছয় মাস ধরিয়া নানাস্থানে সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা। এই বৎসর আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা মুদ্রিত করিবার অভিলাষ সমস্ত ভক্ত হৃদয়ে নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিল। এবার ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, আমি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি

প্রভু-পদাশ্রিত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু।

শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ শ্রীরাধাবল্লভায়।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ অপি (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ অপি) শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ারদা উৎফুল্লাঃ মল্লিকাঃ যাসু তাঃ তথোক্তাঃ) তাঃ (পূর্ব্বপ্রতি- তাঃ) রাত্রীঃ (সুদীর্ঘরজনীঃ) বীক্ষ্য (বিশেষেণ দৃষ্ট্বা) যোগমায়াম্ নিজাচিন্ত্যশক্তিম্) উপাশ্রিতঃ (স্বাতন্ত্র্যেণ আশ্রিতঃ) রন্তুং (বিহর্ত্তুং) ঃ (অভিলাষং) চক্রে (কৃতবান্)॥ ১

টীকা।—ঊনত্রিংশেতু রাসার্থমুক্তিপ্রত্যুক্তয়ো হরেঃ। গোপীভী- ংরন্তে তস্য চান্তর্দ্ধিকৌতুকম্॥ ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি তির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥ নন্ু, বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন র্পজেতৃত্বপ্রতীতে মৈবং, যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ, আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ, ান্মন্মথমন্মথঃ, আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ।

তস্মাদ্রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্। কিঞ্চ শৃঙ্গারকথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ॥ ০॥

তা রাত্রাবিতি বাতাবলা ইত্যনেন প্রতিশ্রুতা ইত্যর্থঃ॥

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অর্থাৎ স্বতন্ত্র্যঃ হইয়াও শরৎকালীন প্রস্ফুটিত-মল্লিকা-কুসুমে সুশোভিত পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত, সেই দীর্ঘরজনী সমাগত দেখিয়া যোগমায়ানাম্নী নিজ অচিন্ত্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে বাসনা করিলেন॥

তাৎপর্য্য।—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য। তিনি বলিয়াছেন, 'হে পার্থ! সকল মনুষ্যই প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা যে ভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই কৃপা করিয়া থাকি।" বাস্তবিক সংসারে যে যাহা চাহে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। কি পার্থিব পরমৈশ্বর্য্য, কি স্বর্গীয় সুখ-সম্পত্তি, কি অনন্ত নির্ব্বাণ মুক্তি,—এই সকল অভিলাষের সহিত যিনি যাহা চাহিবেন, তিনি তাঁহাকে তাহাই দিবেন এবং তাহাই দিতেছেন। অধিকাংশ মনুষ্যই দুঃখ-মিশ্রিত সাংসারিক সুখের বাসনা করে; অতি অল্প লোকেই স্বর্গীয় সুখের অভিলাষ করিয়া থাকে; মুক্তির কামনা করে—এরূপ লোক অতি বিরল। কেবল অভিলাষ করা বা চাওয়া কোন কার্য্যকর নহে; অভিলষিত বস্তু পাইবার উপযুক্ত যত্ন বা চেষ্টা

অথবা সাধন করিতে হইবে। বাক্য দ্বারা না চাহিলেও সাধনানুরূপ ফল পাইতেই হইবে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, কে অন্তরের সহিত কি চাহিতেছে এবং কিসের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। অধিকাংশ লোকের অন্তরে অন্তরে অনিত্য সংসার-সুখই চাহিয়া থাকে; কিন্তু কেবল মুখে ভগবানের সেবা বা মুক্তি অথবা স্বর্গ পাইবার কামনা করে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারেন; সুতরাং তাহাদিগকে তাহাই দিয়া থাকেন। যে সকল অজ্ঞ ইতর জাতি এবং যাহারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হইয়াও নাস্তিক, তাহারা ভগবদুপাসনা না করিয়াও তাঁহারই কার্য্য করিতেছে; কেননা এ জগৎ যে তাঁহার; বৈচিত্র না থাকিলে জগৎ চলিবে কেন? অভিনিবেশের সহিত চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—সামান্য কীটাণু হইতে মানবজাতি পর্য্যন্ত তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছে এবং করিতেছে; এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, 'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"। ইতর জীবের ভজন সাধনে সামর্থ্য নাই, সেই জন্য সাধন-শিক্ষার প্রসঙ্গে মনুষ্যেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন; বস্তুতঃ জীবমাত্রেই তাঁহারই বর্ত্মানুবর্ত্তন করিতেছে—তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

রাজসংসারে উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী থাকে। নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণ যদি উচ্চপদ পাইবার জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বেতনেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে কখনই উচ্চপদ পাইবেনা; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উচ্চতর পদের

অভিলাষী হইয়া তদনুরূপ চেষ্টা করে, তবে সে পাইবে। নিখিল-পতি রাজাধিরাজের জগৎসংসারেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম; তবে বিশেষ এই যে, পার্থিব রাজকর্ম্মচারিগণ উচ্চপদ পাইবার অভিলাষে কায়িক পরিশ্রম করিলেই কৃতকার্য্য হইবে, আর ভগবৎ-কর্ম্মচারিগণ শারীরিক ক্লেশের সহিত অত্যধিক আন্তরিক অনুরাগ বা ব্যাকুলতা দেখাইলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। পার্থিব রাজসংসারে উচ্চপদ পাইবার নিমিত্ত মানসিক অভিলাষ বা বাক্‌চাতুর্য্য গৌণ উপায় এবং কায়িক পরিশ্রমই মুখ্য উপায়; কিন্তু ভগবানের সংসারে উচ্চ অবস্থা পাইতে হইলে, কায়িক ও বাচনিক চেষ্টা গৌণ এবং মানসিক অনুরাগ বা ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই মুখ্য উপায়। কারণ, পৃথিবীপতি স্থূলদৃষ্টি এবং তাঁহার স্বার্থসাধনের প্রয়োজন আছে; সুতরাং তাঁহাকে কর্ম্মচারীর বাক্য ও কার্য্যানুসারেই উচ্চপদ দিতে হয়; কিন্তু ভগবান্ অন্তর্য্যামী এবং তাঁহার নিজের কো[illegible] প্রয়োজন নাই; সুতরাং তিনি উপাসকের আন্তরিক ব্যাকুলত[illegible] দেখিলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রদান করিয়[illegible] থাকেন। ব্রজবালাগণ যাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, তাহা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীরও দুর্ল্লভ। সরল বালিকাগণ ভগবান্‌কে পতিভাবে পাইবার বাসনা করিয়া ছিলেন এবং তজ্জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বস্ত্রহরণ লীলায় অনুশীলন করিলে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার যায়। ভক্ত-কল্পতরু ভগবান্ বিমলা গোপবালাদিগের

ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া, আজ তাঁহাদিগকে তাহাই দিতে প্রস্তুত।

আশা করি, ভগবানে পতিভাব জ্ঞানী ও যোগীর দুর্ল্লভ বলায় কেহ বিরক্ত হইবেন না। শাস্ত্রে সকল কথাই আছে; কোথাও ব্রহ্মসত্তায় মিশ্রিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ, কোথাও পরমাত্মায় তদাকারতাই শ্রেষ্ঠ, কোথাও বা জীবরূপা প্রকৃতির ভগবৎ-সেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ঐ তিন অবস্থার একটিতেও আমাদের অপরোক্ষানুভব নাই। তবে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে শাস্ত্রের যে অভিপ্রায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই বলিয়াছি। জীবমাত্রেরই চিরকাল থাকিতেই ইচ্ছা হয়; আত্মসত্তা হারাইতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। আমি চিরকালই থাকি এবং অবিচ্ছিন্ন আনন্দ আস্বাদন করি, ইহাই সমস্ত জীবের আন্তরিক সহজ অভিলাষ; কেবল শারীরিক বা মানসিক কঠোর যন্ত্রণায় কাহারও কাহারও মরিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে; নির্ব্বাণেচ্ছাও সেই-রূপ—স্বাভাবিক বাসনার বিষয় নহে। এই নিমিত্তই আমাদের মনে হয়; জীব স্বভাবতঃ যাহা চাহে, তাহাই উহার চরম প্রাপ্তব্য। অতএব সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ভগবান্ হইতে পৃথক্ অথচ অপৃথক্-ভাবে চিন্ময় দেহে চিরকাল চিদানন্দময়ের প্রীতি সম্পাদন-পূর্ব্বক নিত্যানন্দ আস্বাদন করাই জীবের স্বরূপে অবস্থান ও নিরতিশয় আনন্দ লাভ। গোপীগণ তাহাই পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও তাহাই দিতে ইচ্ছা করিলেন। মূল শ্লোকে "রন্তুং মনশ্চক্রে" অর্থাৎ ভগবান্ রমণ

করিতে ইচ্ছা করিলেন; এই কথা আছে। অনেকে বলিবেন, ভগবানের আবার রমণই বা কি, ইচ্ছাই বা কি? আমরা বলিব, তাঁহার রমণও আছে, ইচ্ছাও আছে। "রম্" ধাতুর অর্থ আনন্দ আস্বাদন করা; আনন্দময় পরমপতির সহিত মিলিত হওয়াই জীবরূপা প্রকৃতির আনন্দাস্বাদন বা রমণ। এবং শরণাগত জীবের অভিলাষ পূর্ণ করাই ভগবানের আনন্দাস্বাদন বা রমণ। প্রাকৃত নর নারীর প্রাকৃত রমণের ন্যায় গোপী কৃষ্ণের রমণে বাহ্য বিষয় নাই; কেবল নিরতিশয় অবাধ আনন্দ। আনন্দময় ভগবানের যে রমণ বা আনন্দাস্বাদন অপ্রাকৃত নিত্যধামে নিত্যই হইতেছে এবং তাঁহার রমণের ইচ্ছাও নিত্য। আত্মারাম পরমেশ্বরের রমণের জন্য কামিনী কাঞ্চনাদি দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয় না; গোপীগণও তাঁহা হইতে অভিন্ন—দ্বিতীয় ব্যক্তি নহে; এ বিষয় পরে বিস্তারপূর্ব্বক আলোচিত হইবে। আনন্দপূর্ণ ভগবানের জীবের ন্যায় অভাবপূরণার্থ নৈমিত্তিক ইচ্ছা হয় না, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াই আছে, তিনি ইচ্ছাময়। কি তামসিক, কি রাজসিক, কি সাত্ত্বিক, জগতে সকলপ্রকার লোকেই তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল প্রকার কার্য্য করিতেছে এবং তাঁহার অমোঘ ইচ্ছা-তেই নানাপ্রকার ফলভোগ করিতেছে। যুগপৎ সকল ইচ্ছাই সর্ব্বদা তাঁহাতে রহিয়াছে। সে ইচ্ছা ত্রিগুণ-জাত নহে, তাহা তাঁহার স্বরূপ। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, সকল প্রকার ভাবই আমা হইতে উৎপন্ন জানিও; সেই সকল ভাব আমাতে আছে, কিন্তু আমি ঐসকল ভাবের মধ্যে নাই। জীব ভগবান্ হইতে পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্; সুতরাং জীবের ইচ্ছার প্রতিঘাতেই ভগবানের নিত্য ইচ্ছা স্পন্দিত হয় এবং তাহা হইলেই তদনুরূপ ফল তাঁহা হইতেই হইয়া থাকে।

মূল শ্লোকে আছে,—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" অর্থাৎ তিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রমণের ইচ্ছা করিলেন। ইহার অভিপ্রায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গোপী-কৃষ্ণের বিহারে নর-নারীর ন্যায় প্রাকৃত রতিক্রিয়া নাই; অথচ অপ্রাকৃত আনন্দের আস্বাদন আছে। তাহা ত বটেই;—আনন্দ-ঘন বিগ্রহে আলিঙ্গিত বা মিলিত হইলেই সমস্ত আনন্দের আশা পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; আবার ক্রিয়ার অপেক্ষা কি? ক্রিয়া করিয়া যাহা পাইতে হইবে, তাহাই শরীরে হৃদয়ে ধরিলে আবার ক্রিয়ার প্রয়োজন কোথায়? তবে যে, মূল গ্রন্থে রতিক্রিয়ার বিষয় বর্ণিত আছে তাহাও যোগমায়ার কার্য্য। অসাধ্যসাধিকা ভগবৎ-শক্তির নাম যোগমায়া; যোগমায়া অসত্যকে সত্য বলিয়া দেখাইতে পারেন। মায়াধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ যোগমায়ার প্রভাবে রতিক্রিয়ার ন্যায় দেখাইয়াছিলেন মাত্র;—দেখাইবার প্রয়োজনও ছিল; সে প্রয়োজন কি, তাহা পরীক্ষিতের

প্রশ্নানুসারে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।" অর্থাৎ আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি, এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ঠিক্ দেখিতে পায় না। এস্থলেও বহিরঙ্গ লোকের প্রতীতির জন্যই ভগবান্ যোগমায়াশ্রয়ে ঐরূপ দেখাইয়াছিলেন। অশ্লীল-বোধে যাঁহাদের রাসলীলায় অরুচি, তাঁহারা একটি কথা বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন,—যখন রাসলীলা হয়, তখন ভগবানের লীলা-বয়স আট বৎসর মাত্র। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন; —ব্রহ্ম আশ্চর্য্য এবং ব্রহ্মের শ্রোতা, বক্তা ও জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য; অর্থাৎ অতি বিরল। সেই অত্যাশ্চর্য্য পরব্রহ্মই ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সবিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবন-লীলার নায়ক হইয়াছেন; সুতরাং জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহার লীলা আশ্চর্য্য বা অসম্ভব বোধ হইবে বৈ কি!

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন,—রাসলীলা-রসজ্ঞ টীকাকার-কেশরী শ্রীধর স্বামী রাসলীলা-ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া, প্রথমেই এই বলিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছেন,— "ব্রহ্মাদি-জয়-সংরূঢ়-দর্পকন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপী-রাসমণ্ডল-মণ্ডিতঃ॥

"কন্দর্প ব্রহ্মাদিদেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া চিরকালই দর্প করিয়া থাকে। ভগবান্ কমলাপতি কন্দর্পের সেই দুর্দর্প দমন করিয়া গোপীদিগের মণ্ডলমধ্যে শোভা পাইতেছেন।" সুচতুর টীকাকার মঙ্গলাচরণের ছলে ইহাই প্রকাশ করিলেন যে,

ভগবানের রাসলীলায় কাম-প্রসঙ্গ একবারেই নাই। আমরা এই স্থলে কাম ও প্রেমের পার্থক্য যথাসাধ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আপাততঃ মনে হয়, কাম ও প্রেম উভয়ই মানব-মনের এক একটি বৃত্তি-বিশেষ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কাম মনের বৃত্তি বা বাসনাই বটে; কিন্তু প্রেম মনোবৃত্তি বা বাসনা নহে। কাম পদার্থ হইতে পদার্থান্তর ভোগ করিতে চায়; প্রেম একনিষ্ঠ। কাম ও প্রেম উভয়েরই আনন্দলিপ্সা বলবতী; কিন্তু কাম প্রাকৃত পদার্থের আশ্রয়ে আনন্দ ভোগ করিতে চায়; প্রেম পদার্থের অপেক্ষা না করিয়া কেবল অমিশ্র আনন্দই আস্বাদন করিতে অভিলাষী। প্রেম বা আনন্দলিপ্সাই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম; কেবল কামের কুহকে পড়িয়া জীব আপন আপন কল্পিত রাম-চরিত্র অধিকক্ষণ অভিনয় করিতে করিতে একবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। মনে করুন,—বাঞ্ছারাম রাম সাজিয়াছে; বাঞ্ছারামের পত্নীর নাম সরযূবালা, রামের পত্নীর নাম সীতা। গোবর্দ্ধন ঘোষের বাড়ী ঝাকড়দা-মাকড়দা। গোবর্দ্ধন সীতা সাজিয়াছে। ধাপধাড়াবাসী তিনকড়ি ঘোষাল রাবণ সাজিয়াছিল; সে আবার সাজের উপর সাজ দিয়া যোগি-বেশে সীতারূপী গোবর্দ্ধনকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তখন সরযূবালা বাঞ্ছারামের শান্তিপুরস্থ নিজ ভদ্রাসনে সঙ্গিনীদিগের সহিত পরমানন্দে হাস্যে পরিহাস করিতেছে; কিন্তু ধাপধাড়াবাসী রাবণরূপী তিনকড়ি ঝাকড়দা-মাকড়দাবাসী সীতারূপী গোবর্দ্ধনকে

হরণ করিয়াছে বলিয়া, শান্তিপুরবাসী বাঞ্ছারাম নানা-স্থানে অনর্থক অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, আমাদের ভিতরে কাম ও প্রেম উভয়েরই কার্য্য প্রতিনিয়ত যুগপৎ চলিতেছে। তাহা ত চলিবেই; কারণ আমি যে, যুগপৎ দুইটা 'আমি' হইয়াছি; রঙ্গস্থলের নটের ন্যায় যুগপৎ দুইটা 'আমি' হইয়াছি;—একটা আসল, একটা নকল। যখন রামায়ণের অভিনয়ে বাঞ্ছারাম রাম সাজিয়াছে, তখন বাঞ্ছারাম নিশ্চয়ই দুইটা 'আমি' হইয়াছে; একটা 'আমি'র নাম বাঞ্ছারাম, আর একটা 'আমি'র নাম রাম। বাঞ্ছারামের বাড়ী শান্তিপুরে, রামের বাড়ী অযোধ্যায়। বাঞ্ছারাম যখন রামের আচরণ অভিনয় করিতেছে, তখন রাম-নামক কল্পিত 'আমি'তেই তাহার আত্মাভিমান জন্মিয়াছে এবং অযোধ্যানাম্নী পুরীতেই তাহার মমাভিমান বদ্ধমূল হইয়াছে; সুতরাং সে তখন কল্পিত অযোধ্যাবাসীকে আত্মীয় বোধে সুখী করিয়া আপনাকে সুখী এবং তাহাদের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে করিতেছে। বাঞ্ছারাম একজন সুনিপুণ অভিনেতা; সুতরাং রামরূপী বাঞ্ছারাম কাঁদিয়াই অস্থির। তিনকড়ি হাসিতেছে, গোবর্দ্ধন কাঁদিতেছে আর বাঞ্ছারাম অবনী অন্ধকারময় দেখিতেছে। তিন জনেই কল্পিত 'আমি'তে তন্ময় হইয়া গিয়াছে;—তিনকড়ি রাবণে, গোবর্দ্ধন সীতায় এবং বাঞ্ছারাম রামে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে;—আসল 'আমি' নকল 'আমি'তে ডুবিয়া গিয়াছে; সুতরাং সকলেই নকল 'আমি'কে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে।

এ চেষ্টা তাহাদের স্বাভাবিক বা স্বরূপ ধর্ম্ম নহে। তাহারা নকল 'আমি'তে যতই নিমগ্ন হউক, এবং নকল 'আমি'কে পরিতুষ্ট করিবার জন্য যতই চেষ্টা করুক, আসল 'আমি'র আনন্দই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

উপরিলিখিত ঐ দুই প্রকার চেষ্টার প্রথমটি কাম-স্থানীয় এবং দ্বিতীয়টি প্রেম-স্থানীয়। 'আমি'র প্রথমটি নৈমিত্তিক, দ্বিতীয়টি নিত্য; প্রথমটি কামের চেষ্টা; দ্বিতীয়টি প্রেমের স্বভাব। অভিনয়ে উন্মত্ত হইয়া বাঞ্ছারামাদি তিন জনে কল্পিত রামাদিরূপ হইলেও বাঞ্ছারামাদি দেহের উপর ভালবাসা অন্তরে অন্তরে অস্পষ্টভাবে আছেই আছে এবং অভিনয়ান্তে আপন আপন নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিবার বাসনাও অন্তরে অন্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। যখন বার্দ্ধক্য আসিবে সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া পড়িবে, এবং বাক্যেরও জড়তা হইয়া আসিবে তখন আপনা আপনিই অভিনয়ের উপর ঘৃণা হইবে; এবং স্বস্থানে গিয়া স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে। অমনি তাহারা সোলার সাজ পোষাক রঙ্গভূমিতেই রাখিয়া স্বগৃহে গিয়া চির-বিশ্রাম লাভ করিবে। এই আদর্শ ধরিয়াই আমরা কাম ও প্রেমকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারি।

সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ হ্লাদিনী-শক্তি নামক নিজ প্রেমাংশ-দ্বারা নিত্যই নিজানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। ঐ প্রেমাংশের নামই 'শুদ্ধ জীব'। ঐ শুদ্ধ জীবই ভগবান্ হইতে

ভিন্ন ও অভিন্নভাবে শত শত অংশে যে কত শত প্রকার ভগবদানন্দ আস্বাদন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একমাত্র আনন্দই জীবের উপজীব্য। যখন সত্য-সংকল্প ভগবানের অমোঘ ইচ্ছায় ঐ সমস্ত জীব প্রকৃতির প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিয়া, নর-বানরাদি সাজিয়া জগৎ-নামক রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে উদ্যত হয়, তখন নিজ নিজ অভিনেয়-বিষয়ে একবারে তন্ময় হইয়া যায় ;—চিন্ময় হইয়া ভূতময় হইয়া যায়, এবং সজাতিবোধে ভূতেরই সহিত সম্বন্ধ পাতায়। তখন তাহারা ভূতের সন্তোষের জন্য ভূতকে যত্ন করে এবং ভূতের সন্তোষের জন্য ভূতকেই সংহার করে। ভূতের সন্তোষ সাধনই ভূতময় দেহের উদ্দেশ্য হইলেও নিত্যাস্বাদিত নিত্যানন্দ আস্বাদনের বলবতী বাসনা তাহাদের অন্তরে অন্তরে অস্পষ্টভাবে রহিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "আমাদের শরীরে কাম ও প্রেমের কার্য্য প্রতিনিয়তই যুগপৎ চলিতেছে।" মনঃ-সংবলিত ভূতময় শরীর আপন আপন অভিলষিত ভূতময় পদার্থের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ; পদার্থ হইতে পদার্থান্তর অবলম্বন করিতেছে ; কিন্তু তাহাদের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; হইবার কথাও নয় ; কারণ তাহাদের প্রকৃত নিত্য শরীর যাহা চাহিতেছে, তাহা পাইতেছে না। তাহাদের নিত্য দেহ চাহে আনন্দ ; কিন্তু কামাতুর মন বাহ্য পদার্থের জন্যই আকুল। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জল চাহিলে, তাহাকে বেল আনিয়া দিলে তাহার তৃষ্ণা যাইবে কেন ! সকলেরই কামান্ধ মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পাইবার জন্য চেষ্টা

করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তঃশরীরে আনন্দলিপ্সা প্রতিনিয়তই রহিয়াছে। যে আনন্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ, সেই আনন্দই তাহাদের উপজীব্য এবং যে আনন্দ চিরদিন আস্বাদন করিয়া আসিয়াছে, তাহা ভুলিতে পারে নাই। আনন্দই ব্রহ্ম, সেই আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই জীবের উৎপত্তি ; অতএব জীবের স্বাভাবিক অনুরাগ কেবল আনন্দের উপরেই। যেমন স্বর্ণকুম্ভে ছিদ্র হইলে, যদি মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, তাহা কদাচ স্থায়ী হইবে না, সেইরূপ চিদানন্দময় দেহকুম্ভে ছিদ্র অর্থাৎ আনন্দের অভাব হইলে, পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন পদার্থই তাহা পূরণ করিতে পারে না। তাই জীবমাত্রেই প্রেমভাবে সেই পরমানন্দ-স্বরূপ পরম বস্তু লাভের জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইতেছে; কিন্তু কামের কুমন্ত্রণায় নানা প্রকার বাহ্য বস্তুর অন্বেষণ ও আহরণ করিতেছে ; সুতরাং কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। যেমন শ্রবণেচ্ছা সুখস্পর্শে পরিতৃপ্ত হয় না, স্পর্শেচ্ছা সুরূপদর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না, দর্শনেচ্ছা পানভোজনে পরিতৃপ্ত হয় না এবং পানভোজনেচ্ছা সুগন্ধাঘ্রাণে পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ আনন্দলিপ্সা প্রাকৃত কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। একব্যক্তি পত্নী-কামনা করিতেছে, একজন পুত্র কামনা করিতেছে এবং আর একজন ধন কামনা করিতেছে ; এই তিন জনের পদার্থ-কামনা পৃথক্ পৃথক্ ; কিন্তু একমাত্র আনন্দের পিপাসা সকলেরই। আবার একই ব্যক্তি একবার পত্নী কামনা করিতেছে, একবার পুত্র কামনা করিতেছে, আবার একবার

ধন কামনা করিতেছে; ইহার কাম্য পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু প্রেমের বিষয় পরিবর্ত্তিত হয় নাই; প্রেমের বিষয় আনন্দ; সেই আনন্দলিপ্সা পত্নী-কামনা, পুত্র-কামনা ও ধন-কামনার মূলে সর্ব্বদা সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনীয় পদার্থ-কামনার নাম "কাম" এবং ঐ অপরিবর্ত্তনীয় অবিচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্সার নামই "প্রেম"। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, জীবমাত্রেরই হৃদয়ে কামের ও প্রেমের কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে। বহুকাল হইতে এই সুবিশাল ভুবন-রঙ্গশালায় সং সাজিয়া আমাদের প্রকৃত "আমি" কল্পিত "আমি"তে এতই মুগ্ধ বা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, আমার প্রকৃত "আমি"কে ও কল্পিত "আমি"কে, এবং প্রকৃত "আমার"কে ও কল্পিত "আমার"কে চিনিয়া লইতে পারি না; সুতরাং কাম ও প্রেমকেও এক করিয়া ফেলিয়াছি। এক করিয়া ফেলিয়াছি বটে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য এই বাঙ্গময় বঙ্গালয়ের নিকট অবসর লইয়া চিন্তা করিলে, কিছুই বুঝিতে বাকি থাকে না।

এখন আমরা বুঝিলাম, প্রেম নিত্য, কাম আগন্তুক;—প্রেম অপ্রাকৃত ও আনন্দবিষয়ক, কাম প্রাকৃত ও পদার্থবিষয়ক। প্রাকৃত পদার্থে আনন্দ নাই, কিন্তু মাতালের কলুর দোকানে সন্দেশ কিনিতে যাওয়ার ন্যায় জীব মোহবশতঃ ধন-পুত্রাদির কাছে আনন্দ পাইতে অভিলাষ করে; সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যখন ভাগ্যক্রমে সংসারের নেশা ছুটিয়া যাইবে, তখন আপনাকে আপনি চিনিতে পারিবে, আপনার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে,—কে

আমি এবং আমারই বা কি, তাহা জানিতে পারিবে। তখন বুঝিতে পারিবে,—আমি অস্থিমাংসময় দেহ নই;—আমি চিদানন্দ-কণা,—চিদানন্দ-সাগরে মিশিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত,—কৃতার্থ—শান্ত। ঐ আনন্দ-সাগরে মিশিবার জন্য জীবের নিত্য অন্তর্ভূত অস্ফুট ব্যাকুলতাই প্রেম; নরলোকে সেই কাম গন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্যই প্রেমরূপিণী গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আনন্দমূর্ত্তি মনমোহনের এই রাসলীলা। ইহাতে প্রাকৃত পদার্থ অবলম্বনে কাম্য সুখের বা কামনার গন্ধমাত্র নাই

যেদিন বস্ত্রহরণ লীলা হয় সেই দিনই রাসলীলা হইত; কিন্তু সরলা গোপবালাগণ চক্রীর চক্র বুঝিতে পারেন নাই,—তাঁহার কৌশলময় কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; সেই জন্য তাঁহাদিগকে এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া আবার প্রস্তুত হইতে হইল। মৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত"-নামক গ্রন্থের অন্তর্গত "বস্ত্রহরণ লীলামৃত" পাঠ করিলে, পাঠকগণ গোপীর পরীক্ষার বিষয় কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যাঃবিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তদা (তস্মিন্নেব ক্ষণে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) উড়ুরাজঃ (উড়ূনাং রাজা ইত্যুড়ুরাজঃ নক্ষত্রপতিঃ চন্দ্রঃ) দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘেণ কালেন দর্শনং যস্য

সঃ দীর্ঘদর্শনঃ চিরাদ্দৃষ্টঃ) প্রিয়ঃ (প্রেমবিষয়ঃ) প্রিয়ায়াঃ (স্বপ্রিয়তমায়াঃ) [মুখং] ইব প্রাচ্যাঃ (পূর্ব্বস্যাঃ) ককুভঃ (দিশঃ) মুখম্ (মুখমিব মুখম্ অগ্রভাগং) শন্তমৈঃ (সুখতমৈঃ) করৈঃ (রশ্মিভিঃ—পক্ষে হস্তৈঃ) অরুণেন (উদয়রাগেণ পক্ষে তদ্‌বর্ণকুঙ্কুমেন) বিলিম্পন্ (অরুণীকুর্ব্বন্) চর্ষণীনাং (জীবানাং) শুচঃ (তাপগ্লানীঃ) মৃজন্ (অপনয়ন্) উদগাৎ (উদিতঃ) ॥ ২

টীকা।—(১) তদা তস্মিন্নেব ক্ষণে তৎপ্রীতয়ে উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ উদিতঃ। কিং কুর্ব্বন্? দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায়া মুখম্ অরুণেন কুঙ্কুমেন যথা লিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভঃ দিশো মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ রশ্মিভিঃ অরুণেন উদয়রাগেণ বিলিম্পন্ অরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স উড়ুরাজঃ। তথা চর্ষণীনাং শুচঃ তাপগ্লানীঃ মৃজন্ অপনয়ন্ ॥ ২

অনুবাদ।—যেমন বহুকাল বিদেশ-বাসের পর গৃহাগত প্রিয়তম স্বহস্তে আপন প্রিয়তমার মুখকমল কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করে, সেইরূপ ঠিক ঐসময়েই নক্ষত্রপতি নিশাকর আপন সুশীতল করদ্বারা পূর্ব্বদিকের মুখস্বরূপ প্রথমাংশ অরুণ বর্ণ উদয়রাগে রঞ্জিত করিয়া প্রাণিবর্গের দিবাতাপ অপনয়ন পূর্ব্বক উদিত হইলেন। ২

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে বিশেষ তত্ত্বকথা কিছুই নাই। তাহা না থাকিলেও কিছু বলিবার বা শুনিবার কথা আছে। আরোগ্য দানের নিমিত্ত বালককে তীব্র ঔষধ খাওয়াইতে হইলে,

কিঞ্চিৎ মধু বা গুড় মিশ্রিত করিয়া দিতেই হয়। প্রেমানন্দের সম্মিলন অর্থাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত ভক্তের আলিঙ্গন বড়ই দুর্বোধ ও দুরূহ বিষয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"উঠ, জাগ,—সদ্‌গুরুর নিকট চৈতন্য লাভ কর; পরম পদ প্রাপ্তির পন্থা ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম"। বিনশ্বর পার্থিব মহামূল্য পদার্থ পাইতে হইলেও অসম-সাহস অবলম্বন করিতে হয়;—শুক্তি-গর্ভস্থ মুক্তা সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সুগভীর সমুদ্রগর্ভে ডুবিতে হয়। খনিজ হীরকাদি আহরণ করিতে হইলে, প্রগাঢ় অন্ধকারময় আকর-মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; জলশূন্য মরু, শ্বাপদ-সঙ্কুল কানন ও অলঙ্ঘ্য শৈলমালা অতিক্রম করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে না যাইলে, ধন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় না। মৃত্তিকাময় নশ্বর পার্থিব পদার্থের পন্থাই যদি এরূপ দুর্গম, তবে নিত্য, সত্য, অতীন্দ্রিয় আনন্দ-বিগ্রহ পাইবার পথ যে কিরূপ দুর্গম, তাহা ভাবিলেও ভীতির সঞ্চার হয়। তাঁহাকে পাইতে হইলে, কামাদি উত্তাল-তরঙ্গময় অপার ভবসাগর পার হইতে হইবে; তাঁহাকে পাইতে হইলে, ভোগবিলাস-রূপ জলশূন্য কঠোর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে হইবে, তাঁহাকে পাইতে হইলে, দুর্লঙ্ঘ্য মোহ-মহীধর উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। এই সুদুর্গম সাধন-পথ দেখিয়া বিলাস-প্রিয় মানবকুল ভয়ে আকুল হইয়া উঠে,—অগ্রসর হইতে চাহেনা। তাহারা অগ্রসর হইতে না চাহিলেও দয়াময় ছাড়িবেন না; তিনি জীবকে ভব-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া স্বসমীপে লইয়া যাইবেনই

যাইবেন। তাই স্বীয় স্বরূপ-শক্তিগণের সহিত রসরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া, মধুর-রসময় সুমধুর দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় করিলেন। স্বভাব-সুহৃৎ মহর্ষি বেদব্যাসও জীবের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া কাব্যের রসে, কাব্যের ভাষায় এবং কাব্যের ভাবে সেই অপ্রাকৃত লীলাকাব্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া দিলেন।—সুদুর্গম পথ সুগম হইয়া গেল।

মহাজনের বাক্যই আছে,—

"বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি হি প্রাহু-স্ত্রিবৃদ্ ভাগবতং পুনঃ॥"

বেদ প্রভুর ন্যায়, পুরাণ মিত্রের ন্যায় এবং কাব্য প্রিয়তমার ন্যায় জীবকে উপদেশ দিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়তমা তিনেরই ন্যায় উপদেশ প্রদান করেন; অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ, পুরাণ ও কাব্য তিনই আছে। পরে এ বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বিবৃত হইবে।

মহর্ষি প্রকৃত বিষয় কাব্যের ভাবে বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে কাব্যরস উদ্দীপিত করিয়াছেন। সকল রসেরই স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবে পরিস্ফুট হইয়া রসরূপে পরিণত হয় এ স্থলে বিভাবের বিষয় আলোচনা করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিভাব দুই প্রকার; আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব অলঙ্কার শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"আলম্বন-বিভাবোঽসৌ যমালম্ব্য রসোদ্গমঃ।
উদ্দীপন-বিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে॥"

অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন রসের উদ্গম হয়, তাহাই "আলম্বন-বিভাব" আর যে সকল পদার্থদ্বারা রসের উদ্দীপন হয়, ঐ সকলকে "উদ্দীপন-বিভাব" বলে। রাসলীলা মধুর রসময়। মধুর রসের স্থায়িভাব রতি, আবলম্বন-বিভাব নায়ক ও নায়িকা এবং উদ্দীপন-বিভাব পূর্ণচন্দ্র, নির্জ্জন কুসুম-কানন, সুশীতল সমীরণ ও কোকিলের কুহুরব ইত্যাদি। এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ আলম্বন-বিভাব, এবং পূর্ণচন্দ্র ও প্রফুল্ল মল্লিকাদি উদ্দীপন-বিভাব। প্রাকৃত শৃঙ্গার-লীলায় উদ্দীপন-বিভাবদ্বারা নায়ক-নায়িকারই রসোদ্দীপন হইয়া থাকে; কিন্তু শৃঙ্গার-রসের দৃশ্যকাব্য বা শ্রব্যকাব্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে, পাঠক ও শ্রোতাদিগেরই হৃদয়ে সুস্পষ্ট রসানুভব হয়। সেই জন্যই সদাশয় মহর্ষি বেদব্যাস পরবর্ত্তী পাঠক বা শ্রোতাদিগকে অভিমুখ করিবার আশয়ে মুক্তিদায়িনী রাসলীলাকে আপাত-সুখকর কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। যিনি অনাদি কাল হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ দৃশ্যকাব্যের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন এবং যাঁহার শাসনাধীন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জপ্রভৃতি প্রাণিসমূহ অনুক্ষণ আপন আপন নিয়মিত কার্য্যের ও ভাবের অভিনয় করিতেছে, সেই নট-চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি-গণকে লইয়া প্রাকৃতের ন্যায় অপ্রাকৃত রাসলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং পূর্ণচন্দ্র ও সুগন্ধি কুসুমসমূহ নিজ নিজ অভিনয়ে তাঁহারই শাসনে, তাঁহারই অভিপ্রেত লীলারস পরিপুষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥"

অর্থাৎ "কাব্য হইতেই কোমলমতি মানবগণের অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়; এই নিমিত্ত আমি কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছি।" গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন; পাঠের মত পাঠ করিতে পারিলে, কাব্যপাঠেও মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রায় অধিকাংশ পাঠকই কাব্যের উপরিস্থিত রসটুকু মাত্র অবলেহন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন; অন্তর্নিহিত অমূল্য উপদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এখনকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত নব্য পাঠকগণ রামায়ণ, রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কাব্যরত্ন পাঠ করিয়া ভাষা ও অলঙ্কারাদির সমালোচনা লইয়াই ব্যস্ত; কেহ কেহ বা গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়াই নিশ্চিন্ত; কাব্যোল্লিখিত পাত্রগণের চরিত্র চিন্তা অতি অল্প লোকেই করিয় থাকেন। ঐ সকল কাব্যোক্ত পাত্রগণের চরিত্র চিন্তা করিবে যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি লৌকিক কাব্যের আলোচনায় মুক্তিপর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তবে ঈশ্বরাবতার মহর্ষি বেদব্যাসের লিখিত শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত, কাব্যরসাপ্লু মুকুন্দলীলা পাঠে বা শ্রবণে যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহা আ বিচিত্র কি? এই নিমিত্তই তত্ত্ববিশারদ শ্রীধর স্বামী প্রথ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতে নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী অর্থাৎ রাসলীলায় শৃঙ্গার-কথা কেব

ছলমাত্র; বাস্তবিক ইহা মোক্ষদায়িনী।" মুক্তিই যে রাসলীলা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল, ইহা স্বয়ং বেদব্যাসও লিখিয়াছেন; ভক্তযোগী শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট ইহা উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন এবং টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরও সগর্ব্বে ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। রাসলীলার গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল হইতে এযাবৎ ধর্ম্মপরায়ণ ভারতবাসিমাত্রেই মোক্ষকামনায় রাসলীলাঙ্কিত এই শ্রীমদ্ভাগবত সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা নিজ নিজ গৃহে পাঠ করাইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কারণেও রাসলীলা যে মোক্ষপ্রতিপাদিকা, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ইহা নিষ্কর্ম্মার সময়-যাপনের বা বিলাসীর ক্ষণিক চিত্ত-বিনোদনের পদার্থ নহে। যাঁহারা ধর্ম্ম-পিপাসু, যাঁহারা আত্মোন্নতির অভিলাষী এবং যাঁহারা সংসার-সাগর উত্তরণের আকাঙ্ক্ষী, ইহা তাঁহাদেরই চরম সাধনার সামগ্রী। অতএব পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ, যেন তাঁহারা মুক্তি-দায়িনী অপ্রাকৃত লীলার উপরিভাগে প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের আবরণ দেখিয়া অবহেলায় আত্মবঞ্চিত না হন। কণ্টক দেখিয়া কমল পরিত্যাগ করিলে, আত্ম-বঞ্চিতই হইতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও ভক্তবাৎসল্য এবং গোপীদিগের স্বরূপ ও ভগবৎ-প্রেম লক্ষ্য করিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন ॥২

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥৩

অন্বয়ঃ।—অখণ্ডমণ্ডলং (ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য তং পরিপূর্ণং) নবকুঙ্কুমারুণং (নবকুঙ্কুমবৎ অরুণং) রমাননাভং (রমায়া আননস্য আভাইব আভা যস্য তং লক্ষ্মীবদনসন্নিভং) কুমুদ্বন্তং (কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে অস্য তং তন্নাম-জলপুষ্পবিকাসিনং চন্দ্রং) বনঞ্চ (শ্রীবৃন্দাবিপিনঞ্চ) তৎকোমলগোভিঃ (তস্য কোমলৈঃ গোভিঃ শশি-শীতল-রশ্মিভিঃ) রঞ্জিতং (উজ্জ্বলীকৃতং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) বামদৃশাং (বামাঃ মনোহরাঃ দৃশঃ যাসাং তাসাং কমলনেত্রাণাং গোপীনাং) মনোহরং (মনঃ হরতীতি তথা চিত্তাকর্ষকং) কলং (অস্ফুট-মধুরং) জগৌ (অগায়ৎ শ্রীকৃষ্ণ ইতিশেষঃ)॥ ৩

টীকা—কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্য তং কুমুদ্বন্তম্। ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য তৎ। রমায়া আননস্যাভেব আভা যস্য। নবং কুঙ্কুমমিব অরুণং দৃষ্ট্বা তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ রশ্মিভিঃ রঞ্জিতং দৃষ্ট্বা কলং মধুরং জগৌ অগায়ৎ। কথম্? বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং মনোহরং যথা ॥৩

অনুবাদ—রাসাভিলাষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কমলার বদনকমলের ন্যায় লাবণ্যবিশিষ্ট অরুণবর্ণ কুমুদবিকাসী পূর্ণচন্দ্র অবলোকন করিয়া এবং সুশীতল চন্দ্রকিরণে শ্রীবৃন্দাবন আলোকিত দেখিয়া হরিণ-নয়না ব্রজাঙ্গনাদিগের মনোহরণ করিবার নিমিত্ত সুমধুর স্বরে মোহন মুরলীতে গান করিতে লাগিলেন ॥৩

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে উদ্দীপন-বিভাবের কথা বলা হইয়াছে। রসোদ্দীপন পূর্ণচন্দ্রদর্শনে ভগবানের কমলানিন স্মরণ হইল; সুতরাং রাস-বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন,— "কবিগণ চন্দ্রের ন্যায় মুখ" বলিয়াই মুখের লাবণ্যাতিশয় বর্ণন করিয়া থাকেন; কিন্তু মহর্ষি তাহা না বলিয়া "কমলা-মুখের ন্যায় চন্দ্র" বলিলেন। সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য হয় না, চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলিলে, চন্দ্রগত লাবণ্যের কিয়দংশ-যুক্ত মুখই বুঝায়; এখানে "লক্ষ্মীর মুখের ন্যায় চন্দ্র" বলায় লক্ষ্মী-মুখের লাবণ্য যৎকিঞ্চিৎ চন্দ্রে আছে ইহাই বুঝাইল। অলোক-সুন্দরী লক্ষ্মীর অলোক-লাবণ্য প্রদর্শনই মহর্ষির উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য নামক পদার্থের কিঞ্চিদংশ পাইয়াই চন্দ্র সুন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বা সবিগ্রহ স্বয়ং সৌন্দর্য্যই লক্ষ্মী। সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ থাকিলে যদি সুন্দর হয়, তবে স্বয়ং সৌন্দর্য্য কত সুন্দর, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্য কোনও উপাদানের অমিশ্রণে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য দিয়া যদি কোনও নারী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যায়, তবে সেই অমিশ্র সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিই লক্ষ্মী। অতএব লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য যে ভাষার অতীত, মুনিবর বিপরীত-সাদৃশ্যে কৌশলে তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ ঘটিলে রসাভাস হয় অর্থাৎ প্রকৃত রস বিকৃত হইয়া যায়। বৃন্দাবন-বিহারী বংশীধারী রস-রাজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল,—প্রেমময়ী গোপীদিগের সহিত রমণ করিবেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর মুখ স্মরণ হওয়ায়, প্রেমময়ী

গোপীদিগের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা হইলে রসাভাস হয় এবং গোপী অপেক্ষা লক্ষ্মীর উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, মহানুভব নব্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ ধাত্বর্থ-সাহায্যে শ্লোকস্থ 'রমা', শব্দের অর্থ "রাধা" করিয়াছেন। রস-তত্ত্বজ্ঞ ঐসকল মহানুভবদিগের লেখনীর বিরুদ্ধে আমার ন্যায় মন্দবুদ্ধির লেখনী সঞ্চালন নিতান্ত হাস্যজনক। তাঁহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা অতীব সুন্দর; আমি তাঁহাদের পবিত্র পদধূলী মস্তকে ধারণ করিয়া একবার দেখিব;—ঋষিবাক্য অবিকল বজায় রাখিয়া অর্থাৎ "রমা" শব্দের মুখ্যার্থ "লক্ষ্মী"ই স্বীকার করিয়া, সামঞ্জস্য করা যায় কি না।

পূর্ণচন্দ্র দর্শনে লক্ষ্মীর মুখ স্মরণ হওয়ায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর গানে গোপীদিগকে আহ্বান করিলেন।—অলোক-সুন্দরী ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য স্মরণ হওয়ায় প্রেমরূপিণী গোপী-দিগের বিলাসশূন্য সৌন্দর্য্য তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ইহাতে গোপীদিগেরই ভগবৎ-প্রেমের উৎকর্ষ এবং ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,আর গোপী অকিঞ্চনা বনবাসিনী; লক্ষ্মী স্বর্গীয় বিভূষণে ভূষিত হইয়া আছেন, আর গোপী বিলাস-বিরতা; লক্ষ্মী আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া ভগবান্‌কে আয়ত্ত করিয়া থাকেন, আর গোপী দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, মন দিয়া ভগবানের প্রীতিসাধন করিয়াই প্রীত হইতে চাহেন। লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য বাহিরে, গোপীর সৌন্দর্য্য অন্তরে; লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য

চঞ্চল, গোপীর সৌন্দর্য্য অটল। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঐশ্বর রূপ না দেখিলে লক্ষ্মীর ভগবানে ভক্তি হয় না, গোপী ভগবানের রাখাল বেশেই মোহিত। চন্দ্র জড়,—তাহাতে অস্থায়ী বাহ্য সৌন্দর্য্য আছে,—অন্তঃ-সৌন্দর্য্য নাই; সুতরাং প্রেম-সমুজ্জ্বল গোপীগণের সৌন্দর্য্য চন্দ্রে নাই; 'রাধামুখের আভার ন্যায় চন্দ্রের আভা বলিলে, মদনমোহন-মোহিনী রাধার অপকর্ষই সূচিত হয়; অতএব শ্লোকোক্ত "রমা" শব্দের মুখ্যার্থ লক্ষ্মীই মহর্ষির অভিপ্রেত। পূর্ণচন্দ্রে লক্ষ্মীর মুখসাদৃশ্য দেখিয়া, ভগবানের বিহার-বাসনা উদ্দীপিত হইল মাত্র; কিন্তু প্রেমময়ী গোপী ভিন্ন বৃন্দাবন-বিহারীর বিহারবাসনা-পরিতৃপ্ত হয় না। তিনি প্রেমেরই অধীন,—ঐশ্বর্য্যের কেহই নহেন। তাই ঐশ্বর্য্য-ময়ী লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমরূপিণী গোপীকে আহ্বান করিলেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আচার্য্যের সাহায্যে এই পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না, মেধায় পাওয়া যায় না অথবা বহু শাস্ত্রাধ্যয়নেও পাওয়া যায় না; এই পরমাত্মা নিজে যাহাকে চাহেন, সেই এই পরমাত্মাকে পায়।" মূর্ত্তিমান্ পরমাত্মা বংশীর গানে গোপী-দিগকে আহ্বান করিয়া, ঐ শ্রুত্যর্থই সুস্পষ্ট দেখাইলেন। সুপেশলা গোপবালারা নিজ নিজ দেহের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, এক মাস কাল কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াও ভগবান্‌কে পান নাই,—পাইয়াও পান নাই। আর এখন গোপীরা গৃহে বসিয়া আছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য

ব্যস্ত,—ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান। সর্ব্বসুহৃৎ ভগবান্ গোপীদিগকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মানবকে ইঙ্গিতে বলিলেন,—"হাজার গুরূপদেশ প্রাপ্ত হও, হাজার মেধাবী হও, হাজার বেদাধ্যয়ন কর, হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ মলিনতার গন্ধ থাকিতে আমাকে লাভ করিতে পারিবে না; হাজার হাজার বার ডাকিলেও আমার সাড়া-শব্দ পাইবে না; যখন তুমি আমাকে পাইবার উপযুক্ত হইবে,—যখন গোপীভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আমি নিজেই তোমাকে ডাকিয়া লইব।" যাঁহারা লীলারসের রসিক, তাঁহারা ইহাতেই পরম পরিতুষ্ট হইবেন, আর যাঁহারা অধ্যাত্মপ্রিয়, তাঁহারা জীব-চৈতন্য ও সহস্রদলস্থ চিদ্গুরুর সহিত এই লীলা মিলাইয়া লইবেন; আমি দুর্ব্বোধ অধ্যাত্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়া সুখসেব্য লীলারস বিরস করিলাম না।

অতঃপর ভগবানের বংশীর কথা।—বংশী কি? শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অরে এই মহদ্ভূতের (পরব্রহ্মের) নিশ্বাসবায়ুই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ।" মারুত অর্থাৎ বায়ুই মুখ কিংবা নাসিকা দ্বারা বংশীতে প্রবেশ করিয়া গানোৎপাদন করে। অতএব যাহা পরব্রহ্মের মুখমারুতস্বরূপ বেদ-পুরাণাদি, তাহাই লীলাময় সবিগ্রহ ব্রহ্মের মুখমারুতস্বরূপ বংশীগান। বেদ-পুরাণাদিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি যত কথাই থাকুক না কেন, আসল কথা, সকল ছাড়িয়া পরমানন্দময় পরব্রহ্মে সম্মিলিত হও। ভগবান্ বংশীগানে গোপীদিগকে বলিতেছেন,—সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আইস,

আমার সহিত মিলিত হও, আমার সহিত আলিঙ্গিত হও। গীতাতেও ভগবান্ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি সকল কথাই বলিয়া, পরিশেষে বেদপুরাণের সারস্বরূপ ঐ বংশীগানই বলিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

"সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

কিন্তু বেদের সার এবং গীতার তত্ত্ব সকলে ঠিক বুঝিতে পারেন না, সকল কথা সকলের ভালও লাগে না; তাই বেদ, পুরাণ ও গীতা পড়িয়া নানা মুনির নানা মত হয়। ভগবানের বাঁশীর গানও সকলে সমান শুনিত না; যশোদা শুনিতেন,—বাঁশী "মা মা" বলিতেছে; শ্রীদামাদি ব্রজবালকেরা শুনিতেন,—"শ্রীদাম-সুবল" বলিতেছে; গাভীগণ শুনিত,—বাঁশী "শ্যামলী ধবলী" বলিতেছে এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণ শুনিতেন,—বাঁশী কেবল "রাধা রাধা"ই বলিয়া ডাকিতেছে। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"কলং জগৌ" 'কল' শব্দের অর্থ অস্ফুট মধুর স্বর; ভগবানের বংশীগানও মধুরাদপি মধুর; কিন্তু অস্ফুট। বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রও অস্ফুট; যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি শাস্ত্রার্থ সেইরূপ করিয়া লয়েন। এখন গীতাই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যোগানুরাগী ব্যক্তি বলেন,—গীতা যোগপ্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে; কর্ম্মী বলেন,—গীতা কর্ম্মপ্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে; জ্ঞানা-

সুরাগী বলেন,—গীতা জ্ঞান-প্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে; এবং ভক্ত বলেন,—গীতা ভক্তিময়,—গীতা আমাকেই ডাকিতেছে। বেদসার কৃষ্ণ-বংশীও ঠিক সেই রকম।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহহম্ ॥"

"আমিই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য, আমিই বেদান্ত-কর্ত্তা এবং একমাত্র আমিই বেদজ্ঞ।" তিনি উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চন ॥"

"বেদে কি বলিতেছে, কি বিধান করিতেছে এবং কিই বা একপ্রকার বলিয়া আবার প্রকারান্তরে বলিতেছে—তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন; আমি ভিন্ন বেদের অন্তর্গত অভিপ্রায় কেহই জানে না।" যখন কেহই বেদার্থ বুঝিল না, তখন ভগবান্ স্বয়ং আনন্দ-বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া, অধরে বেদসার বংশী ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রের সারার্থ সুমধুর স্বরে বুঝাইয়া দিলেন,—আইস,—আমার কাছে আইস,—সব ছাড়িয়া আমার কাছে আইস, সকল জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে, আমাকে আলিঙ্গন করিলে অনন্ত পরমানন্দ পাইবে।

এখন আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জীবের স্বভাব আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব,—ভগবান্ জীবকে ডাকিতেছেন কি না? শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ এবং মহাভারত বলিয়াছেন,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্ব্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

"কৃষ্ সত্তাবাচক শব্দ এবং মূর্দ্ধন্য ণ পরমানন্দ-বাচক শব্দ; 'কৃষ্' ও 'মূর্দ্ধন্য ণ' এর মিলনে কৃষ্ণশব্দ সম্পন্ন হয়; অতএব সত্তা ও পরমানন্দের মিলনের নাম কৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁহাতে পরমানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ।" এখন আমরা বুঝিলাম,—যাহা তত্ত্বে পরমানন্দ মাত্র, তাহাই লীলায় ঘনীভূত বিগ্রহ এবং যাহা বেদে ব্রহ্ম, তাহাই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বাঁশী বাজাইলেন। জগতে যত প্রকার প্রলোভনের সামগ্রী আছে, আমরা নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি, আনন্দের তুল্য প্রলোভন আর কিছুই নাই; অথবা আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই লোভনীয় নাই। জগতে যে যাহা চাহে, কেবল আনন্দের আকর্ষণেই চাহে। অতএব দেখি, সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সেই আনন্দের আকর্ষণ অনুক্ষণ রহিয়াছে,—তাহার বিরাম নাই এবং অবিরত আনন্দের আকর্ষণেই নিখিল জীব অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে ধাবমান হইতেছে; অথচ কে আকর্ষণ করিতেছে,—কাহার জন্য এত ব্যাকুলতা—তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া, নানা প্রকার নিরানন্দ পদার্থে আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে। সেই আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই ঘনীভূত আনন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঘনীভূত আকর্ষণী শক্তি বাঁশীই অনুক্ষণ অখিল জীবের মন মুগ্ধ করিতেছে বলিয়া, তাহার নাম "মোহন বাঁশী"। এই নিমিত্ত লীলাতত্ত্বজ্ঞ সুরসিক

বৈষ্ণব টীকাকারগণ বাঁশীকেই ভগবানের যোগমায়া শক্তি বলিয়াছেন। নিজ কল্পনায় কেবল বাক্যবলে বলিয়াছেন, তাহা নহে; ধাত্বর্থযোজনায় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। সে সকল কথার অবতারণা করিয়া গ্রন্থবাহুল্য করিলাম না। বুভুৎসু পাঠক বুঝিয়া লইবেন;—যোগমায়া মনোমোহিনী, এবং শ্রীকৃষ্ণবংশীও মনোমোহিনী; অতএব শ্রীকৃষ্ণবংশী কার্য্যসাদৃশ্যে যোগমায়াই বটে। যেখানে শক্তির আশ্রয় মূর্ত্তিমান্, সেখানে শক্তিও মূর্ত্তিমতী॥

মূল শ্লোকে যে "বামদৃশাং" পদ আছে, তাহার অর্থ যাহাদের দৃষ্টি অতি সুন্দর অর্থাৎ নির্ম্মল। দৃশ্ শব্দের অর্থ নেত্র, দৃষ্টি এবং জ্ঞানও হইতে পারে। এস্থলে দৃষ্টি অথবা জ্ঞানার্থই সংগত। যার নয়ন সুন্দর, সেই অন্যের মন আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু নয়ন সুন্দর বলিয়া অন্যের রূপে, গুণে বা গানে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব এস্থলে দৃশ্ শব্দের নয়নার্থ করিলে, কোনো সার্থকতাই থাকে না। জ্ঞানার্থ বা দৃষ্টি অর্থ করিলে কিরূপে সার্থকতা থাকে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিবৃত হইতেছে। গ্রন্থকারের যে এরূপই অভিপ্রায়, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে শ্লোকস্থ শব্দের কষ্টকল্পিত অর্থ না করিয়া যদি অর্থ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই॥ ৩

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবৰ্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজবাসিন্যঃ গোপবালাঃ) অনঙ্গবৰ্দ্ধনং (অনঙ্গং বৰ্দ্ধয়তীতি তথা, কামোদ্দীপনং) তৎ (শ্রীকৃষ্ণগীতং) গীতং নিশম্য (শ্রুত্বা) কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ (কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তাঃ কৃষ্ণেন গৃহীতং মানসং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) অন্যোন্যম্ (পরস্পরম্) অলক্ষিতোদ্যমাঃ (অজ্ঞাপিতগমনোদ্‌যোগাঃ অলক্ষিতঃ উদ্যমো যাভিঃ তাঃ) জবলোলকুণ্ডলাঃ (জবেন গতিবেগেন লোলে চঞ্চলে কুণ্ডলে কর্ণভূষণে যাসাং তাঃ চ সত্যঃ) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সঃ (গায়কঃ) কান্তঃ (কমনীয়রূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) (বৰ্ত্ততে ইতি শেষঃ) (তত্র) আজগ্মুঃ (আগতবত্যঃ) ॥ ৪

টীকা—অসাপত্ন্যায় অন্যোন্যমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যমো যাভিস্তাঃ। স কান্তো যত্র তত্র গীতধ্বনিমার্গেণ আজগ্মুঃ। জবেন বেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ ॥ ৪

অনুবাদ।—সেই কামোদ্দীপক গীত শ্রুতিগোচর হওয়ায় গোপীদিগের চিত্ত কৃষ্ণেতেই আকৃষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা শশব্যস্তে, যে স্থানে কমনীয় কৃষ্ণ ছিলেন, সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই কাহারও গমনের উদ্‌যোগ জানিতে পারিলেন না এবং দ্রুতগমনে তাঁহাদের কর্ণস্থ কুণ্ডল দুলিতে লাগিল ॥৪

তাৎপর্য্য—সৌন্দর্য্যের, সুস্বরের, সুরসের, সুগন্ধের ও সুখ-স্পর্শের যে, আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সৌন্দর্য্যাদির আকর্ষণেই মানুষ ঐ সকলে অনুরক্ত হয়। কেহ সুরূপে, কেহ সুস্বরে, কেহ সুরসে, কেহ সুগন্ধে, কেহ বা সুখ-স্পর্শে অত্যধিক আসক্ত—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। 'অমুক অমুকের রূপে আকৃষ্ট, অমুক অমুকের গানে আকৃষ্ট' ইত্যাদি কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব সকল গুণেরই যে এক একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, ইহা স্থির। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পার্থিব কোনো পদার্থের বা কোনো সুরূপাদি গুণেরই আকর্ষণী শক্তি নাই;—আকর্ষণী শক্তি কেবল আনন্দেরই আছে। জগতে সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে, সুস্বর কাহাকে বলে এবং সুরস কাহাকে বলে,—তাহারই স্থিরতা নাই। রাম যাহাকে সুন্দর বলে, শ্যাম তাহাকে দেখিতে পারে না; শ্যাম যাহা খাইতে ভাল বাসে, রামের তাহাতে রুচি হয় না। পরমসুন্দরী পতিরতা পত্নীকে ঘৃণা করিয়া একটা প্রেতিনী বারনারীতে আসক্ত পুরুষ-বরও দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র কুরূপ হইলেও প্রসূতির অসীম অপত্যস্নেহ অচল ও অটল ভাবেই থাকে। ভারতবাসী কবির এবং ইংলণ্ডবাসী কবির কামিনী-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা অনেকেই জানেন। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, সুন্দর, সুস্বর, সুরস, সুগন্ধ ও সুখ-স্পর্শ বলিয়া কোনো নির্দ্দিষ্ট পদার্থ নাই;—যে যাহাতে আনন্দ

পায়, তাহার তাহাই সুন্দর, তাহাই সুস্বর, তাহাই সুরস, তাহাই সুগন্ধ এবং তাহাই সুখস্পর্শ—সে তাহাতেই আকৃষ্ট। তবেই বুঝিতে পারা যায় যে, আকর্ষণী শক্তি আনন্দেরই ;—অন্য কোনো পদার্থের নয়। জ্ঞানাধিকারী মানুষের কথা দূরে থাকুক, আনন্দের আকর্ষণী শক্তি কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত ইতর জীবকেও অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ আনন্দের লোভেই সকলে সর্ব্বদাই ধাবমান। সেই আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ; আবার শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মের অর্থাৎ আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তিরূপা বংশী অনাদি কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত অনুক্ষণই বাজিতেছে। ভক্তিশাস্ত্রে বলেন,—

"কৈরপি প্রেম-বৈবশ্যভাগ্‌ভি র্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥

"শ্রীকৃষ্ণ অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন ; কোনো কোনো প্রেমবিবশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা দেখিয়া থাকেন।" বেদ, শব্দদ্বারা আনন্দের আকর্ষণী শক্তির কথা বলিয়াছেন, ভগবান্ লীলা করিয়া তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাইলেন।

জীবমাত্রেই যদিও একমাত্র আনন্দের আকর্ষণেই—আনন্দেরই অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তথাপি, ইতর জীবের কথা দূরে থাকুক, মায়ামুগ্ধ মনুষ্যও তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। প্রেমস্বভাব চিৎস্বরূপ শুদ্ধ জীব, ভৌতিক দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত এত মাখামাখি হইয়া গিয়াছে যে, এই ইন্দ্রিয়-সংবলিত ভৌতিক দেহকেই 'আমি" বলিয়া মনে করে ; সুতরাং 'আমি' স্বরূপ এই দেহে-

ন্দ্রিয়ের সুখকর ভৌতিক পদার্থকেই আমার সুখকর বলিয়া অনু-
সন্ধান করিয়া ঘুরিতে থাকে। শুদ্ধজীব যেমন ভৌতিক দেহেন্দ্রিে
ঢাকা পড়িয়াছে, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিক আনন্দ-লিপ্সা
ভৌতিক পদার্থের ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। শুদ্ধ চৈতন্য ক্ষয়শী
দেহেন্দ্রিয়ে ঢাকা পড়িলেও আমরা যেমন তদন্তর্গত নিত্য চৈতন্যে
সত্তা বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিত্য আনন্দলিপ্সা পরিবর্ত্তনশী
পদার্থের ছায়ায় ঢাকা পড়িলেও তদন্তর্গত অবিচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্সা
অনুভব করিতে পারি। যেমন চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি লৌহবে
আকর্ষণ করে, কিন্তু লৌহ কাদামাখা হইলে চুম্বকের আকর্ষণী শতি
লৌহকে স্পর্শ করিতে পারে না; সুতরাং লৌহ চুম্বকের কাছে
যায় না; সেইরূপ আনন্দময় ভগবানের আকর্ষণী শক্তি বাঁশী
অনুক্ষণ জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু চৈতন্যময় জী
কাদামাখা অর্থাৎ ভূতাবৃত হইলে, ভগবানের আকর্ষণী শক্তি তাহা
কাছে পৌঁছায় না; সুতরাং জীব ভগবানের কাছে যাইতে
চায় না বা যাইতে পারেও না। যখন জীবের উপরিস্থ কর্দম
অর্থাৎ ভূতাবরণ দূর হইবে অর্থাৎ জীব যখন দেহাভিমান ত্যাগ
করিয়া শুদ্ধ জীব হইবে, তখনই আনন্দময়ের আকর্ষণী শক্তি
তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিবে,—সে তখন দিব্য কর্ণ পাইবে,—
বাঁশীর গান তাহার কর্ণগোচর হইবে, তখন সে ভূতের দল পরি
ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দময় নিত্যবন্ধুর দিকে ছুটিবে। গোপীগণ
ভূতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন,—প্রেমময় হইয়াছেন—তাঁ
আনন্দময়ের আকর্ষণী শক্তি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিল,—বাঁশী

গান তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল—তাঁহারা বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় আনন্দ-সাগরের দিকে ছুটিলেন। আনন্দ-বিগ্রহ একমাত্র বেদান্তোক্ত সার বস্তু; তদ্ভিন্ন সমস্তই অসার—অবস্তু; ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন; তাই পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি,—শ্লোকস্থ "বামদৃশ" শব্দের অর্থ "নির্ম্মল জ্ঞান বা দিব্য দৃষ্টি" করিলেই ভাল হয়।

এখন বুঝিলাম, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই সমভাবে বাঁশীর স্বরে সর্ব্বদাই আহ্বান করিতেছেন; জীবমাত্রেই তাহা শুনিতেও পায়; কিন্তু শুনিয়াও শুনে না,—বুঝিয়াও বুঝে না; বাঁশীর গান তাহাদের কর্ণে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হয় না; তাহাদের কর্ণে সংসারের কর্কশ কোলাহল সুমধুর বংশীধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া উঠে। কৃষ্ণসার সম্ভক্তের ভক্তিশোধিত কর্ণেই বংশীধ্বনি সুস্পষ্ট অনুভূত হয়; তাই লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষপাতী বলিয়া আশঙ্কা করে; কিন্তু তিনি সকলেরই কাছে সমান। ব্রজ-গোপীগণ সম্ভক্তের উচ্চতম আদর্শ; তাই কেবল তাঁহারাই বংশী-ধ্বনি শুনিলেন,—অন্যে শুনিলনা। আবার ব্রজগোপীগণের মধ্যে প্রেমময়ী শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রধানা; সুতরাং তাঁহার কাণে বাঁশী সর্ব্বদাই বাজিয়া থাকে, সেই জন্যই, রাধানামে বাঁশী সাধা।

শ্লোকস্থ "কলং" শব্দের অর্থ অস্ফুট-মধুরধ্বনি, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাঁশীর স্বর অস্ফুট কেন, তাহা বুঝিলাম। মধুর কেন, এখন তাহাই আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি। এ কথা বুঝিবার জন্য অত্যধিক আয়াস পাইতে হইবে না। বাৎসল্যময়ী

জননীর স্নেহময়-আহ্বান সৎসন্তানের কর্ণে সুধাসেচন করে, সুভাষিণী পতিব্রতা পত্নীর প্রেমপূর্ণ আহ্বান পত্নীব্রত সৎপতির কর্ণে অমৃত ধারার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে এবং অজাত-দন্ত অস্ফুটভাষী শিশুর সুকোমল মুখ হইতে নবনিঃসৃত "বাবা, মা" প্রভৃতি অলক্ষ্য আহ্বান বাৎসল্যময় মাতা-পিতার কর্ণে অমৃতাধিক অমর্ত্ত্য মাধুর্য্য বিতরণ করিয়া থাকে। মাতা, পত্নী ও পুত্রের আহ্বান এত মিষ্ট লাগে কেন? অস্থিমাংসময় জড় হইতে ঐ সকল আহ্বান শুনিলে সকলেরই আনন্দ হয়; এবং আনন্দ হয় বলিয়াই ঐ সকল আহ্বান মিষ্ট লাগে। যে যৎ কিঞ্চিৎ আনন্দের জন্য জড়ের আহ্বানও এত মিষ্ট মনে হয়, সেই সকল আনন্দের মূল-স্বরূপ পরমানন্দ মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বয়ং ডাকিতেছেন; সে আহ্বান যে কত মিষ্ট,—কত মধুর,—তাহাতে যে কত অমৃত,—তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।

মুল শ্লোকে আছে,—"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্। "অনঙ্গ" শব্দের অর্থ কন্দর্প বা কাম। ভগবানের সুপবিত্র রাস লীলায় যে কামগন্ধও নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু মহ[illegible] বলিলেন,—ভগবানের বংশী-গীত অনঙ্গ-বর্দ্ধন অর্থাৎ উহাতে কাম বর্দ্ধন হয়। কথাট আপাততঃ বড়ই অসংগত বলিয়াই প্রতীয়মা[illegible] হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে অসঙ্গতি নাই। "কাম' শব্দের অর্থ কামনা, বাসনা, আশা, অভিলাষ, ইচ্ছা ইত্যাদি যাহা যাহার নাই বা যাহা যাহার নয়, তাহাই পাইবার জন্য কামনাই "কাম"। কিন্তু যাহা যাহার আছে বা যে বস্তুে

যাহার নিত্য-স্বত্ব, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হারাইয়া পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যে কামনা, তাহা কামনার ন্যায় দেখাইলেও কামনা নয়,—কাম নয়,—দূষিত বাসনা নয়। আনন্দমূর্ত্তি ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ,—ভগবানের উপর জীবের নিত্য স্বত্ব,—ভগবান্‌ই জীবের জীবন। জীবকে ভগবানের জন্য কামনা করিতে হয় না; ভগবানের জন্য কামনা মায়ামুগ্ধ জীবেরও হৃদয়াভ্যন্তরে অবিচ্ছেদে অদৃশ্যভাবে ফল্‌গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে। অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে ভগবদ্‌ভক্তি জন্মিলেই জীবের অন্তর্নিহিত সেই কামনা-প্রবাহের বহির্বিকাশ হয় মাত্র। সেই নিমিত্তই মহর্ষি, "অনঙ্গ-জনন" না বলিয়া "অনঙ্গ-বর্দ্ধন" বলিয়াছেন। যাহার অঙ্গ নাই, সেই অনঙ্গ; অতএব কামও অনঙ্গ,—প্রেমও অনঙ্গ; এই স্থলে "অনঙ্গ" শব্দের অর্থ চপল-স্বভাব কাম নহে,—অচল অটল ভগবৎ-প্রেম; অলব্ধ-লাভের বাসনা নহে,—প্রনষ্ট স্বত্বে স্বত্বস্থাপনের স্বাভাবিক অনুরাগমাত্র। বস্ত্রহরণ-লীলায় ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—

"ন মষ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

অর্থাৎ আমাতে যাহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কাম, কাম নহে। কারণ, যেমন ভর্জ্জিত ও পক্ক যবাদি হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হইলে, সে চিত্তে আর কোনো কামনা উৎপন্ন হয় না।"

ইহা ভিন্ন আরও শাস্ত্রপ্রমাণ আছে,—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

অর্থাৎ ব্রজগোপীদিগের স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমই সাধার লোকসমাজে কাম নামে প্রথিত হইয়াছে। এই জন্য ভগবানে পরমপ্রিয় উদ্ধবাদি ভক্তগণও ঐ গোপীদিগের কাম পাইবা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।"

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এস্থলে যেরূপ সিদ্ধা প্রদর্শিত হইল, বোধ হয়, সুবুদ্ধি সাধক ও পাঠকবর্গ তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।

বস্ত্রহরণ-লীলায় দেখা গিয়াছে, গোপীগণ ভগবান্‌কে পতি ভাবে পাইবার বাসনায় সকলেই মিলিত হইয়া কাত্যায়নী পূজ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু এখন কাজের বেলায় লুকাচুরি হইল কেন? মহর্ষি বলিলেন,—"আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতো দ্যমাঃ" অর্থাৎ কেহ কাহাকেও না জানাইয়া গমন করিলেন।" তখন তত আত্মীয়তা দেখাইয়া এখন এরূপ অসদ্ভাব দেখাইবার কারণ কি? ইহার উত্তর শ্লোকেই রহিয়াছে,—"কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ" অর্থাৎ তৎকালে কৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাদের মন গৃহীত হইয়াছিল। জগদ্বিস্মারক বাঁশীর গান তাঁহাদের কর্ণগোচর হওয়ায় তাঁহারা আত্মহারা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণভিন্ন আর সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মনই স্মরণ করিবার যন্ত্র; কৃষ্ণ তাঁহাদের মন গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর স্মরণ করিবার উপায় ছিল না,—ইহাকেই বলে "কৃষ্ণপ্রেম" ॥ ৪

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥৫

অন্বয়ঃ।—দুহন্ত্যঃ কাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) সমুৎসুকাঃ (সম্যগ্ব্যগ্রাঃ) দোহং (গোদোহনং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) অভিযযুঃ (কৃষ্ণাভিমুখং জগ্মুঃ) ; অপরাঃ (অন্যাঃ গোপ্যঃ) পয়ঃ (পাত্রস্থং দুগ্ধং) সংযাবং (পাত্রস্থং গোধুম-কণান্নং চ) অধিশ্রিত্য (চুল্ল্যাম্ অধ্যারোপ্য) অনুদ্বাস্য (তত্তৎ অনবতার্য্যৈব) যযুঃ (অগমন্) ; কাশ্চিৎ পরিবেশয়ন্ত্যঃ (অন্নব্যঞ্জনাদিকং বিভজ্য ভুঞ্জানেভ্যঃ স্বজনেভ্যঃ দদত্যঃ এব) তৎ (পরিবেশনং) (হিত্বা), কাশ্চিৎ শিশূন্ (দুগ্ধপোষ্যবালান্) পয়ঃ (দুগ্ধং) পায়য়ন্ত্যঃ (তৎহিত্বা), কাশ্চিৎ পতীন্ (স্বামিনঃ) শুশ্রূষন্ত্যঃ (সেবমানাঃ) তৎ (শুশ্রূষণং হিত্বা), (কাশ্চিৎ স্বয়ং) অশ্নন্ত্যঃ (ভুঞ্জানাঃ) ভোজনম্ অপাস্য (ত্যক্ত্বা) যযুঃ (ত্বরিতমগমন্) ॥ ৫

টীকা—শ্রীকৃষ্ণসূচকশব্দশ্রবণেন তৎপ্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব ত্রৈবর্গিককর্ম্মনিবৃত্তিং দ্যোতয়ন্ত্য ইব অর্দ্ধাবসিতং কর্ম্ম বিহায় যযুস্তদাহ দুহন্ত্য ইতি। পয়ঃ স্থালীস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য এতৎক্বাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদযযুঃ। সংযাবং গোধুমকণান্নং পক্কম্ অনুদ্বাস্য অনুত্তার্য্য ॥৫

অনুবাদ।—ঐ সময়ে কোনো গোপী গোদোহন করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণমাত্র অসমাপ্ত গোদোহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া প্রস্থান করিলেন; কেহ কেহ চুল্লীতে

দুগ্ধকটাহ আরোপিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ গোধূমকণা পাক করিতে ছিলেন; চুল্লী হইতে দুগ্ধকটাহ ও পাকস্থালী নামাইবার অবসর হইল না, তদবস্থায় রাখিয়াই গমন করিলেন। কেহ কেহ আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করিতে ছিলেন, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ বা পতিসেবা করিতেছিলেন; কোনও গোপী স্বয়ং ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, সকলেই আপন আপন আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত না করিয়াই কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৫

তাৎপর্য্য—যখন ভক্তের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, তখন ঐকান্তিক ভক্তের সেই ভক্তি-ভাবিত চিত্তে সংসারের কোনো বিষয়ই স্থান পায় না। সাংসারিক ভোগ্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধাত্মক ধর্ম্মাধর্ম্মও বিস্মৃত হইয়া যায়। প্রেমিক ভক্তের এইরূপ একাগ্রতা দেখাইবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস তিনটি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। তন্মধ্যে এইটি প্রথম শ্লোক,—দুইটি শ্লোকে একটি। সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্যেই সকল শ্লোকের অভিপ্রায় বিবৃত হইবে; কারণ, তিনটি শ্লোকে একই অভিপ্রায়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অন্যাঃ লিম্পন্ত্যঃ (অঙ্গে চন্দনাদিলেপং সাধয়ন্ত্যঃ) (অপরাঃ) প্রমৃজন্ত্যঃ (উদ্‌বর্ত্তনেন শরীরং পরিষ্কুর্ব্বত্যঃ) কাশ্চিৎ লোচনে (নেত্রে) অঞ্জন্ত্যঃ (কজ্জলাক্তে কুর্ব্বত্যঃ) কাশ্চিৎ ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ (বিপর্য্যস্তবস্ত্রালঙ্কারাঃ, ব্যত্যস্তানি বস্ত্রাভরণানি যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণান্তিকং (কৃষ্ণস্য অন্তিকং সমীপং) যযুঃ (গতবত্যঃ) ॥ ৬

টীকা—অন্যাঃ প্রমৃজন্ত্যঃ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ। কাশ্চ কাশ্চিৎ। শ্রীকৃষ্ণতুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম তদাসক্তমনসাং অন্যথা কৃতমপি ফলত্যেবৈতৎ দ্যোতয়ন্নাহ ব্যত্যস্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ ঊর্দ্ধাধোধারণেন বিপর্য্যয়-প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরণানি যাসাং তাঃ ॥ ৬

অনুবাদ।—কেহ কেহ গাত্রে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করিতেছিলেন, কেহ চূর্ণদ্রব্যদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিতে ছিলেন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন দিতে ছিলেন, এমন সময়ে ভগবানের বংশীগান শ্রবণগোচর হওয়ায় সেই সেই আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন। আবার কতকগুলি গোপী বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণ করিতে ছিলেন, তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া অন্যমনে পরিধেয় বস্ত্র উত্তরীয় করিয়া এবং উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্থিত হইলেন ; কেহ কেহ কটিতে হার ও কণ্ঠে কাঞ্চী ধারণ করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন ॥৬

তাৎপর্য্য।—এই তিনটি শ্লোকে ভগবানের প্রতি গোপী-

দিগের অকপট অনুরাগের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন একই সময়ে দুই বস্তু ধারণ করিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্মর্য্যমাণ পদার্থ বিস্মৃত না হইলে অপর পদার্থ স্মরণ করা হয় না। যখন সংসার মনে পড়িয়াছে, তখন ভগবান্ মনে নাই এবং যখন ভগবান্ মনে পড়িয়াছে, তখন সংসার মনে নাই, ইহা স্থির। যাঁহারা শাস্ত্র, সমাজ, ব্যবহার ও সংস্কারের অনুরোধেও প্রতিদিন সন্ধ্যাহ্নিকের সময় ভগবান্‌কে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই। সংসারী লোক সন্ধ্যাহ্নিকের সময় ভগবান্‌কে চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন; চেষ্টার ফলে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য ভগবৎস্মৃতি হইয়াই বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু বিনা চেষ্টায় সংসারের হাট-বাজার আসিয়া শূন্য হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। ইহার কারণ কেবল অত্যন্ত অভ্যাস। আমরা আজন্ম কেবল সংসারই অভ্যাস করিয়াছি,—এত অভ্যাস করিয়াছি যে, সংসারের মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বিনা চেষ্টায় উহা স্মৃতিগোচর হয়। ভগবান্‌কে লইয়া সেরূপ অভ্যাস করি নাই; সুতরাং বিনা চেষ্টায় স্মরণ হওয়ার কথা দূরে থাকুক, চেষ্টা করিলেও দ্বিতীয় ক্ষণে স্মরণ রাখিতে পারি না। আমরা সংসার লইয়া যেরূপ অভ্যাস করিয়াছি, যদি ভগবান্‌কে লইয়া সেইরূপ অভ্যাস করিতে পারিতাম, তবে সংসারের চিন্তা করিতে গিয়া বিনা চেষ্টায় ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ফেলিতাম; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন চিরাভ্যস্ত সংসারের ন্যায় ভগবদ্‌ভাবই আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যাইত;

সুতরাং ভগবচ্চিন্তার জন্য চেষ্টা করিতে হইত না। গোপীগণ ভগবান্‌কে লইয়া আশৈশব প্রাণপণে অভ্যাস করিয়াছেন; তাই গোদোহনাদি জাতীয় বৃত্তি, পতিসেবাদি সংসারধর্ম্ম, এবং ভোজনাদি দৈহিক ভোগ আরব্ধ করিয়াও তাহাতে অভিনিবেশ রাখিতে পারিলেন না; বিনা চেষ্টায় ভগবানের আনন্দময়ী মূর্ত্তি তাঁহাদেব স্মৃতিগোচর হইল; তাঁহারা জাতীয় বৃত্তি, সংসারধর্ম্ম ও দৈহিক ভোগ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ মহাজন বলিয়াছেন,—

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাশ্চ চত্বার স্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥"

অর্থাৎ "মানব-হৃদয়ে ভগবদনুরাগের আভাসমাত্র উদিত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তৃণতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

প্রথম শ্লোকে অর্থত্যাগ, দ্বিতীয় শ্লোকে ধর্ম্মত্যাগ এবং তৃতীয় শ্লোকে গোপীদিগের কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। মানবের হৃদয় ভগবানেরই বসিবার নির্দ্ধারিত আসন, সে আসনে আর কাহারও বসিবার অধিকার নাই। ভগবান্‌ও পরম দয়ালু; সংসারাসক্ত মানব অনাদরের সহিত ডাকিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু তাঁহারই আসনে তাঁহার বসিবার স্থান নাই দেখিয়া ফিরিয়া যান। তিনি দেখেন,—তাঁহারই আসনে মানবের মনোময় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি কল্পিত আত্মীয় স্বজন বসিয়া রহিয়াছে,—তিনি দেখেন,—তাঁহারই আসনে মনোময় ধনজন-পশু ভৃত্য সকল

বসিয়া রহিয়াছে,—তিনি দেখেন,—তাঁহারই বসিবার আসনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি তাঁহারই চিরবৈরিগণ বিরাজ করিতেছে ; সুতরাং তিনি স্মরণমাত্র সুহৃদ্‌ভাবে আসিয়াও বসিবার স্থানাভাবে অভিমানভরে ফিরিয়া যান। অন্যমনস্ক মানব তাহা দেখিতে পায় না,—এত শীঘ্র ফিরিয়া যান যে, তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পায় না ; দেখিতে পাইলে সব ছাড়িয়া তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইত। গোপীদিগের হৃদয় সংসারশূন্য, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ; তাই ভগবান্ স্থায়িভাবে তথায় স্থান পাইয়াছেন ; সুতরাং চাপিয়া বসিয়াছেন ; গোপীগণ তাঁহার কাছে চলিয়া গেলেন। সংসারি সাধক ! একবার গৃহকার্য্যের অন্তরালে নির্জ্জনে বসিয়া বিমলান্তঃকরণে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন,—ভগবান্‌কে হৃদয়ে স্থান দেওয়া আর ভগবানের কাছে যাওয়া একই কথা। গোপীগণ কামের বিষয় ছাড়িয়া প্রেমের বস্তু আশ্রয় করিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥ অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ও কৃষ্ণানুরাগ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের ন্যায় ঠিক বিপরীত। অতএব যেমন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পশ্চিম দিকের বস্তু পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াভিলাষের গন্ধ থাকিলে কৃষ্ণানুরাগ হয় না। গোপীগণ সমস্ত ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুরাগ দেখাইলেন ॥৬

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ—গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ (গাঃ ইন্দ্রিয়াণি বিন্দতি অধিকরোতীতি গোবিন্দঃ হৃষীকেশঃ তেন হৃতঃ আকৃষ্য নীতঃ আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ অতএব) মোহিতাঃ (বহির্জ্ঞানহীনাঃ) তাঃ (ব্রজাবলাঃ) পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ (ভ্রাতরশ্চ বন্ধবশ্চ তৈঃ) বার্য্যমাণাঃ (বাধ্যমানাঃ অপি) ন ন্যবর্ত্তন্ত (ন নিবৃত্তাঃ অভবন্) ॥ ৭

টীকা—নচ শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টমনসাং বিঘ্নাঃ প্রভবন্তীত্যাহ তা বার্য্যমাণা ইতি ॥ ৭

অনুবাদ।—ভগবান্ গোবিন্দ গোপীদিগের চিত্ত আত্মসাৎ করায় তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন ; অতএব প্রস্থানকালে তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিষেধ করিলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ৭

তাৎপর্য্য।—যদি কেহ কোনো হিন্দু মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন,—এবার রথের সময় পুরুষোত্তমে যাইবে কি ? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া থাকেন,—"যদি জগন্নাথ টানেন, তবে যাইব।" বেদান্তকর্ত্তা নারায়ণাবতার বেদব্যাস জ্ঞান ও যোগবলে যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং প্রেমরূপিণী ব্রজরমণী যে সিদ্ধান্তের আদর্শ, ধর্ম্মপ্রাণা আর্য্য মহিলাদিগের হৃদয়ে সে সিদ্ধান্ত সহজাত। আর্য্য মহিলাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস,—

জগন্নাথ টানিলে, কেহই আমাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আজ্ জগন্নাথ গোপীগণকে টানিয়াছেন; সুতরাং তাহাদের পিতা, পতি, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ কতই বারণ করিলেন, কেহই রাখিতে পারিলেন না; কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজাঙ্গনা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এই আত্মা যাহাকে চাহেন, সেই-ই এই আত্মাকে পায়।" আজ মূর্ত্তিমান্ আত্মা গোপীগণকে চাহিয়াছেন, তাই তাঁহারা কৃষ্ণদর্শন পাইলেন।

ভগবানের আকর্ষণও সাধকের সাধন-সাপেক্ষ; এ কথা চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার প্রকারান্তরে বলিতেছি। পৃথিবীর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে; তাহা এখন প্রায় সকলেই জানেন। কোনো পদার্থ আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিলে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে উহা ভূমিতে পড়িয়া যায়, যতই বলপূর্ব্বক উৎক্ষিপ্ত করা হউক, উহা ভূমিতে পড়িবেই পড়িবে। সেইরূপ মায়া-রচিত সংসারেরও একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে; মানবগণ সাধনবলে চিত্তকে যতই সর্ব্বোচ্চ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" নামক স্থানে উৎক্ষিপ্ত করিতে যায়, ততই উহা সংসারের আকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সংসারেই পড়িয়া যায়; ইহা প্রথম-সাধকের প্রত্যক্ষ-অনুভূত। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা সীমা আছেই আছে; অনন্ত উর্দ্ধে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যায় না, ইহা স্থির। সেইরূপ সংসারেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা সীমা আছেই আছে; মায়া-রচনার

বহিরূর্দ্ধে উহা যাইতে পারে না, ইহাও স্থির। যদি কোনো কৌশলে কোনো পদার্থ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অগম্য-ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তবে উহা পৃথিবীতে না পড়িয়া তদূর্দ্ধস্থ অন্য কোনো গ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেইখানেই যাইবে; ইহা আমরা অনুমানে স্থির করিতে পারি। সেইরূপ যদি মানব কখনো সাধন বলে আপন চিত্তকে সংসারের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অগম্য স্থানে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারে, উহা "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌" নামক স্থানের অপ্রতিবার্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় সম্মিলিত হইবেই হইবে, সংসারের সহস্র আকর্ষণ তাহা ফিরাইতে পারিবে না, ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি এবং চিন্তাশীল সাধক ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রেমরূপিণী ব্রজগোপীদিগের পবিত্র চিত্ত সংসারের আকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল; তাই মায়াতীত কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর আকর্ষণী শক্তি বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া কৃষ্ণসমীপে পৌঁছাইয়া দিল;—সংসারের মূর্ত্তিস্বরূপ পতিপুত্রাদি সকলে সহস্র চেষ্টাতেও রাখিতে পারিল না। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

"ক ঈপ্সিতার্থ-স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ॥

অর্থাৎ "অভীপ্সিত বিষয় পাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন এবং নিম্নাভিমুখ জলপ্রবাহ কেহই ফিরাইতে পারে না।" গোপীদিগের কৃষ্ণার্পিত মন কিছুতেই ফিরিল না॥ ৭

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনা-যুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অলব্ধবিনির্গমাঃ (ন লব্ধঃ প্রাপ্তঃ বিনির্গমঃ বহির্গমনং যাভিঃ তাঃ) অন্তর্গৃহগতাঃ (গৃহমধ্যে এব স্থিতাঃ) কাশ্চিৎ গোপ্যঃ তদ্ভাবনাযুক্তাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবনা ভাবঃ তয়া যুক্তাঃ ভাবিতাঃ) মীলিতলোচনাঃ (মীলিতে মুদ্রিতে লোচনে নেত্রে যাভিঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং দধ্যুঃ (অবিচ্ছেদেন চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ৮

টীকা—ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তাঃ। প্রাগপি তদ্ভাবনাযুক্তাঃ তদা নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৮

অনুবাদ।—কতকগুলি গোপী আপন আপন পতি পুত্রাদির প্রতিবন্ধে কৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিলেন না; গৃহমধ্যে থাকিয়াই ভগবদ্ ভাবিত হইয়া মীলিত-লোচনে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তাৎপর্য্য—"উজ্জ্বল নীলমণি" নামক নব্য বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রেমের মর্য্যাদানুসারে গোপীদিগের শ্রেণী-বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে দুই শ্রেণীর গোপীই এ স্থলে উল্লেখের বিষয়;—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। যাঁহারা অনাদি কাল হইতে নিত্যই ভগবানে মিলিত আছেন; সাধনার ফলে গোপী হন নাই, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধা; যথা—শ্রীরাধা প্রভৃতি। প্রেম নামে একটি ভাববিশেষ নিত্য আছেই ত! এবং আনন্দনামে একটি

বস্তুবিশেষও নিত্য আছেই ত! এবং যেখানে প্রেম সেইখানেই আনন্দ—ইহাও ত স্থির। সেই প্রেমের মূর্ত্তি রাধা ও রাধানুগত গোপীগণ এবং আনন্দের মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ; একথা বলা হইয়াছে। অতএব রাধা ও রাধানুগত গোপীগণ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য মিলিত; সুতরাং ইহাঁরা "নিত্যসিদ্ধা" গোপী। ব্রহ্মসংহিতা-নামক গ্রন্থের বচনে নিত্যসিদ্ধা গোপীর পরিচয় পাওয়া যায়,—

"আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

অর্থাৎ "যিনি আনন্দ ও চিন্ময়-রসে পরিপূরিত নিজস্বরূপ নিজ শক্তিগণের সহিত গোলোকে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমি সেই অখিলাত্মা গোবিন্দের ভজনা করি।"

এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে নিত্যসিদ্ধা গোপীর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, গ্রন্থবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। সাধনসিদ্ধা গোপীর প্রমাণ পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥"

ত্রেতাযুগে যখন ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা দেবীর সহিত দণ্ড-

কারণ্যে বাস করেন, ঐ সময়ে কতকগুলি গোপালোপাসক ঋষি তথায় অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সীতা-সেবিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সীতার ন্যায় রমণীরূপে গোপালের সেবা করিতে বাসনা করেন। তাঁহারাই গোকুলে গোপীরূপে কামভাবে ভগবান্‌কে পাইয়া ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ পান। ইঁহারা ভজন,সাধনের ফলে গোপীদেহ পাইয়াছিলেন; সুতরাং ইহাঁরা "সাধনসিদ্ধা" গোপী। এই সাধনসিদ্ধা গোপী দুই ভাগে বিভক্ত;—একদল পরিণীতা; কিন্তু তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হয় নাই। ইঁহারা নিত্য-সিদ্ধাদিগের প্রায়ই সমবয়স্কা। সেই নিমিত্ত দুই দলে প্রগাঢ় সখ্য হইয়াছিল। আর এক দলের গোপী পরিণীতা ও জাতাপত্যা এবং নিত্যসিদ্ধাদিগের অপেক্ষা বয়োধিকা। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধাদিগের সমবয়স্কা ও সখ্যবদ্ধা, তাঁহারা সৎসঙ্গ-লাভে ভগবানের প্রতি নির্ম্মল প্রেম লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং নিত্যসিদ্ধাদিগের ন্যায় পতিপ্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের উপরে তাঁহাদের মমতা একবারেই ছিলনা। ইঁহারাই আত্মীয় বন্ধুর নিবারণে উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করেন; নিত্যসিদ্ধা-দিগের বাধা বিঘ্ন হয়ই নাই। যাঁহারা বয়োধিকা ও জাতাপত্যা নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত সখ্য না হওয়ায় তাঁহাদের নির্ম্মল প্রেম জন্মে নাই এবং আত্মীয় বন্ধুর উপরে কিঞ্চিৎ মমতাও ছিল। ইঁহারাই রাসস্থলে যাইতে না পারিয়া গৃহমধ্যেই মুদ্রিত-নয়নে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এখন আমরা দেখিব, ঐ সমস্ত গোপীদিগের কৃষ্ণসমীপে

যাইবার প্রকৃত প্রতিবন্ধ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহঁাদের পতি-পুত্রাদির প্রতি কিঞ্চিৎ মমতার আভাস ছিল। ঐ যৎ কিঞ্চিৎ মমতাই তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিবন্ধ। কৃষ্ণপ্রেমও বড় সুলভ সামগ্রী নয়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংগতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥"

অর্থাৎ "প্রাকৃত কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তি'র উপর "আমার" বলিয়া জ্ঞান থাকিবেনা; কেবল একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকেই "আমার" বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইবে; এইরূপ মনের ভাবই 'ভগবৎ-প্রেম'। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও দেবর্ষি নারদ প্রেমের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন।"

এই সমস্ত গোপীদিগের কৃষ্ণানুরাগ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত প্রেম জন্মে নাই; কারণ পতিপুত্রাদির উপর তাঁহাদের মমতা-গন্ধ ছিল; অতএব তাঁহারা কৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিলেন না; ঐ মমতাই পতিপুত্রাদিরূপে তাঁহাদের প্রতিবন্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সংসারে যাহা অহরহঃ অনুক্ষণ ঘটিতেছে, ভগবান্ তাহাই লীলা দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং সর্ব্বচিত্তজ্ঞ মহর্ষি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সংসারী মানবের ভাব আলোচনা করিলেও ইহা বুঝিতে পারি। কোনো এক ব্যক্তি, পুরুষ হউন বা স্ত্রীই হউন, তিনি সুদূর তীর্থ যাত্রার সংকল্প করিয়াছেন,—তিনি স্থির করিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দর্শনে যাইবেন। তিনি শুভযাত্রার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই

মোট্‌মাট্‌ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন; হস্তদ্বারা মোট বাঁধিতেছেন, বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়মধ্যে শ্রীগোবিন্দ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয় স্বজনের সহিত সাময়িক অদর্শনজন্য দুশ্চিন্তা অনিচ্ছায় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। বাটীর বাহির হইয়াও নিস্তার নাই; যতই দূর হইতে দূরতর প্রদেশে যাইতেছেন, ততই মমতা বলবতী হইতেছে;—প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীধামে উপস্থিত হইলেও পরিত্রাণ নাই,—প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরেও প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। তাঁহার মাংসময় দেহ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আত্মা সংসারেই রহিয়াছে; তিনি "রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে" বলিয়া প্রণাম করিতে গিয়া, গৃহস্থিত রাধাকান্ত-নামক অষ্টবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে স্মরণ হওয়ায় কাঁদিয়াই অস্থির। অতএব প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়াই হয় নাই; অন্তরস্থ মমতার বিষয়-সকল তাঁহাকে নিজ বাটীতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি নিজ গ্রামস্থিত নিজ ভদ্রাসনে,—আম-বাগানে—তালপুকুরে অথবা শাকের ক্ষেত্রেই স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বসিয়া আছেন।

এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ তীর্থ-যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে যাইবেন, এমন সময় কোনো প্রিয়জন আসিয়া ধরিল,—যাওয়া হইবে না; অথবা আকস্মিক কোনো শুভ বা অশুভ ঘটনায় বাধা পড়িল;—তাঁহার যাওয়া হইল না। এই প্রতিবন্ধকারী প্রিয়জন বা আকস্মিক ঘটনা আর কিছুই নয়, প্রগাঢ় মমতারই ভৌতিক মূর্ত্তি। কেন না, যদি কাহারও প্রতি

তাঁহার মমতা না থাকিত, তবে সেই প্রিয় জনে বা আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার গমনে কদাচ বাধা দিতে পারিতনা। অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম জন্মে নাই,—সংসার-মমতা দূর হয় নাই, তাই বিঘ্ন ঘটিল। গৃহরুদ্ধা গোপীদিগেরও তাহাই হইয়াছিল; পতি-পুত্রাদির উপর তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ মমতা ছিল, তাই তাঁহারা রাসস্থলে যাইতে পারিলেন না। যদি তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গোপীদিগের ন্যায় অনন্য-মমতা হইতেন, তবে কাহারও নিবারণে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না; এবং বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ হইলে বাঁচিতেন না,—মরিয়া যাইতেন।

এখন আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের অন্তরেও প্রতিবন্ধ ছিল না, বাহিরেও কেহ তাঁহাদিগকে নিবারণ করে নাই; তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে গিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনসিদ্ধা, অথচ নিত্যসিদ্ধাদিগের সঙ্গলাভে মমতাশূন্য হইয়া কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে বিঘ্ন হয় নাই; কেবল বাহিরের আত্মীয় বন্ধু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেলেন। আর শেষোক্ত সাধন-সিদ্ধাদিগের অন্তরেও সামান্য মমতারূপ বিঘ্ন ছিল এবং বাহিরেও আত্মীয় স্বজন তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল। যৎকিঞ্চিৎ মমতাপাশে বদ্ধ হইয়া, তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের নিবারণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়াই তাঁহারা কৃষ্ণচিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৮

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ ৯
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ—দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপ-ধুতাশুভাঃ (দুঃসহঃ অসহ যঃ প্রেষ্ঠস্য প্রিয়তমস্য বিরহঃ বিচ্ছেদঃ তেন ধুতানি নষ্টানি অশুভা পাপানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা (ধ্যানেন নিরন্তর চিন্তয়া প্রাপ্তঃ লব্ধঃ যঃ অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আশ্লেষঃ আলিঙ্গনং তেন নির্বৃতিঃ পরমসুখং তেন ক্ষীণং নষ্টং মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ)॥ জারবুদ্ধ্যা অপি (পরপুরুষজ্ঞানেন অপি) তমেব পরমাত্মানং (অন্ত র্য্যামিণং) সংগতাঃ (সংপ্রাপ্তাঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রক্ষীণবন্ধনা (প্রক্ষীণম্ অপগতং বন্ধনং ভোগাদৃষ্টং যাসাং তাঃ) গুণময়ং (মায়িকং দেহং (শরীরং) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ, তদানীমেব তং পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তা সত্যঃ গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন॥৯

দুঃসহেতি। নমু কথং জহুঃ পরমাত্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জারবুদ্ধ্যাপীতি। নহি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে। অন্যথা মত্বা পীতা-মৃতবদিতি ভাবঃ। নমু তদপি প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ—সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা ইতি। নমু, কথং ভোগমন্তরেণ প্রারব্ধং কর্ম্ম ক্ষীণং ভোগেনৈব সদ্যঃ ক্ষীণমিত্যাহ—দুঃসহ ইতি। দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠস্য বিরহস্তেন

ষন্তীব্রস্তাপস্তেন ধুতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ। এতদপ্রাপ্তিপরম-দুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থঃ। তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্য আশ্লেষেণ যা নির্ব্বৃতিঃ পরমসুখভোগঃ তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তাঃ। অতো ধ্যানেন পরমাত্মপ্রাপ্তেস্তৎকালসুখদুঃখাভ্যাং নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়াৎ গুণময়ং দেহং জহুঃ॥ ১০

অনুবাদ।—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহে দারুণ দুঃখ ভোগ এবং হৃদয়মধ্যে ধ্যানেতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি আলিঙ্গনে যুগপৎ পরম সুখ ভোগ হওয়ায় ঐ সমস্ত গোপীদিগের পাপ ও পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল॥ ৯

সুতরাং তাঁহারা পরপুরুষ-বোধেও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া গুণময় মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিলেন॥ ১০

তাৎপর্য্য।—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি, —অর্থাৎ সৎ কর্ম্মই হউক আর অসৎ কর্ম্মই হউক, তাহার ফল ভোগ না করিলে, শতকোটি কল্পেও সে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহা শাস্ত্রেরই উক্তি। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যেমন কাহারও অপমান করিলে, রাজ-নিয়মানুসারে অর্থদণ্ড হয়, অপহরণ করিলে কারাদণ্ড হয় এবং প্রাণহিংসা করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। আবার রাজার অভিপ্রেত কার্য্য করিলে, প্রজা পুরস্কারও পাইয়া থাকে,—সে পুরস্কারেরও কর্ম্মানুরূপ পরিমাণ আছে। অসৎ কর্ম্মানুরূপ দণ্ড ভোগ হইলেই

দোষী নিষ্কৃতি পাইল এবং সৎকর্ম্মানুরূপ পুরস্কার পাইলেই গুণী প্রতিকৃত হইল। ঈশ্বরের রাজ্যেও ঐ নিয়ম; কর্ম্মের অনুরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিলেই পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ পাপ থাকিতে মুক্তি হয় না এবং কিঞ্চিৎ পুণ্য থাকিতেও মুক্তি হয় না,—পাপ ও পুণ্য দুইই নিঃশেষে নষ্ট না হইলে মুক্তি নাই। কিন্তু শুকদেব যে, এক নিশ্বাসেই গোপীদিগকে মুক্তি দিলেন; সেই জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইল।

তিনি বলিলেন,—"প্রিয়তমের বিরহে দুঃসহ দুঃখ ভোগেই গোপীদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইল।" এরূপ হইলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের ধ্বংস হওয়া অতীব সঙ্গত। পাপের সম-পরিমাণ দুঃখ ভোগ হইলেই পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু গোপী-দিগের পাপের পরিমাণ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ শতগুণ অধিক হইয়াছিল। কৃষ্ণদর্শনে যাইতে না পারায় তাঁহাদিগের যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতেও পারে না— বুঝাইতেও পারে না। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা হইয়াছে, অথচ পাইতেছে না, এরূপ অবস্থা যাঁহার হইয়াছে, তিনিই বুঝিবেন; যিনি চৈতন্য-চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহ-বিলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিও কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন। এরূপ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিলে যে, অনন্ত পাপরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে,তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর ক্ষণকালের জন্য সমস্ত সংসার ভুলিয়া ঐকান্তিক ধ্যানে হৃদয়মধ্যে আনন্দময়ী মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে যে, কি সুখ

হয়, তাহা যাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—অন্যে পারিবে না। ক্ষণকাল সেই অবর্ণনীয় অপ্রাকৃত আনন্দভোগে যে, পুণ্যও বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফল কথা—গোপীদিগের পাপও ছিল না, পুণ্যও ছিল না; কেবল ভগবৎপ্রাপ্তির দুর্ল্লভতা দেখাইবার নিমিত্তই এইরূপ অভিনয়॥ ৯

তাহার পর শুকদেব বলিলেন,—"জার, অর্থাৎ পরপুরুষ বোধেও ভগবানে অনুরক্ত হইয়া, তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইলেন। জার-বোধেও শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইলে, কিরূপে মুক্তি হইতে পারে, তাহার আলোচনা আমরা পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তরেই করিব। এখন, ভগবানে "জার" শব্দ প্রয়োগ করিলেন কেন, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখি।

"জার" শব্দের অর্থ পরপুরুষ অর্থাৎ উপপতি। অন্য পুরুষে অনুরাগ জন্মিলে, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার হয়। বাস্তবিক গৃহস্থিত গোপীদিগেরও ব্যভিচার ঘটিয়াছিল; কারণ, তাঁহাদের দুই পুরুষের উপর পতিভাব হইয়াছিল। জগৎপতির উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ হইলেও লৌকিক পতির উপর স্বল্পমাত্র পতি-ভাব ছিল, এই নিমিত্তই ব্যভিচার হইয়া পড়িল। যেমন পর-পুরুষে আসক্তি জন্মিলে, লৌকিক পত্নীর লৌকিক পতিপ্রেম কলুষিত হয়, লোকে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলে এবং পরকালে তাহার পতিলোক প্রাপ্তি হয় না; সেইরূপ জগতের কোন বস্তুতে

বা ব্যক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ মমতা থাকিলেই ভক্তের অলৌকিক ভগবৎপ্রেম কলুষিত হইয়া যায়; প্রেম-তত্ত্বজ্ঞেরা ঐরূপ প্রেমকে প্রেমের ব্যভিচার বলেন; ঐরূপ ব্যভিচরিত প্রেমে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে পাইতে হইলে, দুই দিক্ রাখা চলিবে না,—শ্যামও রাখা, কুলও রাখা চলিবে না;—তাঁহাকে পাইতে হইলে,—সশরীরে আনন্দমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিতে হইলে,"ইস্পার কি উস্পার" করিতে হইবে;—হয় শ্যাম, না হয় কুল। গৃহস্থিত গোপীদিগের ভগবৎপ্রেমে কিঞ্চিৎ ব্যভিচার ছিল, সেই নিমিত্তই শুকদেব জগৎপতির প্রতিও "জার" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই ঐ সকল গোপী সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিতে পাইলেন না। সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তির আলিঙ্গন না পাইলেও ভগবচ্চিন্তার ফল কোথায় যাইবে?—ভগবচ্চিন্তার ফল পাইতেই হইবে। তাঁহারা একাগ্র-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে করিতে গুণময় দেহ ও দৈহিক একবারে ভুলিয়া পরমাত্মস্বরূপ পরমপুরুষে তন্ময় হইলেন এবং যোগীর ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া রহিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন, তাঁহাদের বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে ব্যভিচার হয় নাই। সংসারে তাঁহাদের মমতার গন্ধও ছিল না,—তাঁহারা নিজ নিজ লৌকিক পতিকে পতি বলিয়াই মনে করিতেন না; তাই তাঁহারা জগৎপতিকে পতিরূপে পাইলেন॥ ১০

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ ॥

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—মুনে (মহর্ষে) কৃষ্ণং পরং (কেবলং) কান্তং (কমনীয়ং) বিদুঃ (জ্ঞাতবত্যঃ) নতু ব্রহ্মতয়া (ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ ভাবঃ ব্রহ্মতা ভগবত্তা তয়া; তাঃ গোপ্য ইতি শেষঃ) গুণধিয়াং (গুণে গুণময়ে সৌন্দর্য্যে ধীঃ ভোগ্যবুদ্ধিঃ যাসাং তাঃ তাসাং গোপীনাং) কথং (কেন প্রকারেণ) গুণপ্রবাহোপরমঃ (গুণপ্রবাহস্য গুণময়-সংসারস্য উপরমঃ নিবৃত্তিঃ; জাতঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১১

টীকা—নন্বুচ, যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেঽপি ন তত্তদ্ভজনান্মোক্ষস্তথা বুদ্ধ্যভাবাৎ। এবং শ্রীকৃষ্ণেঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে—কৃষ্ণং বিদুরিতি। পরং কেবলং কান্তং কমনীয়ম্ ॥ ১১

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না; পরমসুন্দর পুরুষ বলিয়াই জানিতেন, তবে তাঁহাদের গুণময় সংসার কিরূপে নিবৃত্ত হইল? ॥১১

তাৎপর্য্য।—শুকদেব পূর্ব্ব শ্লোকেই গোপীদিগের মুক্তির কারণ দেখাইয়াছেন, তবে আবার পরীক্ষিতের এরূপ প্রশ্ন অর্থাৎ মুক্তির কারণ-জিজ্ঞাসা হইল কেন? শ্রুতি

বলিয়াছেন,—"তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়, তাঁহাকে জানা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তির অন্য উপায় নাই।" এই শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়াই পরীক্ষিৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম হইলেও গোপীগণ তাঁহার মানবাকার দেখিয়া তাঁহাকে অলৌকিক সুন্দর-পুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক আকারের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল; তিনি যে বস্তু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, সে জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না; এ দিকে শ্রুতি বলিতেছেন,—ব্রহ্মকে না জানিতে পারিলে মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। এই জন্য পরীক্ষিতের সংশয় এবং এই জন্যই জিজ্ঞাসা। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"সকলই ব্রহ্ম; ব্রহ্মভিন্ন বস্তু নাই যে নানা বস্তু দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি বাক্যানুসারে যদি সকলই ব্রহ্ম হইল,— ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুই ন রহিল, তবে সংসারে যে যাহার সেবা করিতেছে, তাহাে ব্রহ্মেরই সেবা হইতেছে; যে যাহা দেখিতেছে, ব্রহ্মই দেখিতেছে যে যাহা শুনিতেছে, ব্রহ্মই শুনিতেছে; যে যাহা আস্বাদ করিতেছে, ব্রহ্মই আস্বাদন করিতেছে; অথচ কাহারও মুক্তি হইতেছেনা, ইহার কারণ কি? মানুষ ব্রহ্ম খাইতেছে ব্রহ্ম পরিতেছে, ব্রহ্ম মাখিতেছে তথাপি মুক্তি হয় না কেন? মানবমাত্রেই ব্রহ্মেরই সেবা করে বটে, ব্রহ্মই খায় বটে, ব্রহ্মই পরে বটে, ব্রহ্মই মাখে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া ত কেহই বুঝে না—ব্রহ্ম বলিয়া ত কেহই দেখে না; তাই মুক্তি হয় না। যা

সকল পদার্থই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিত, তবে সব এক রকম হইয়া যাইত, ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র, আপন পর; ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান থাকিতনা এবং খ্যাতি নিন্দা, বিদ্বেষ প্রণয়, মমতা অনাস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবও থাকিত না; সুতরাং মুক্তি হইত। অতএব যখন সমস্তই ব্রহ্ম হইলেও ব্রহ্ম বলিয়া না জানিলে মুক্তি হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া না জানিয়া, সুন্দর পুরুষ বোধে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলে বা তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তন্ময় হইলে মুক্তি হইবে কিরূপে? এই সংশয়েই পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের অণুমাত্র সংশয় ছিলনা। কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে মরিতে পারিলে মুক্ত হইব, সেই বিশ্বাসে যিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধে সংশয় হইতে পারেনা। কেবল জনসাধারণের সংশয় দূর করিবার জন্যই লীলাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়েই পরীক্ষিতের এইরূপ অজ্ঞানের অনুকরণ মাত্র। যেখানে যেখানে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিবেন সেই সেই স্থলেই এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ॥১১

শ্রীশুক উবাচ ॥

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ—পুরস্তাৎ (পূর্ব্বং সপ্তমস্কন্ধে) তে (তুভ্যং) এতৎ (মুক্তি-কারণম্) উক্তম্ (কথিতম্) চৈদ্যঃ (চেদিরাজঃ শিশুপালঃ) হৃষীকেশং (হৃষীকাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশং নিয়ন্তারং শ্রীকৃষ্ণং) দ্বিষন্ অপি (বৈরিতয়া পশ্যন্ অপি) যথা (যেন প্রকারেণ) সিদ্ধিং (বৈকুণ্ঠলোকং) গতঃ (প্রাপ্তঃ), অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (অধঃ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যস্মাৎ স ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীতঃ তস্য প্রিয়াঃ) কিমুত (তাসাং কা কথা ইতি) ॥ ১২

টীকা—পরিহরতি উক্তমিতি। অয়ম্ভাবঃ। জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং শ্রীকৃষ্ণস্যাতু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবৃতম্ অতো ন তত্র বুদ্ধ্যপেক্ষেতি ॥ ১২

অনুবাদ।—মহারাজ, পূর্ব্বে সপ্তম স্কন্ধে আমি এ বিষয় তোমাকে বলিয়াছি। চেদিরাজ শিশুপাল হৃষীকেশের প্রতি বিদ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন অর্থাৎ নরদেহ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তখন যাঁহারা ভগবান্‌কে কমনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মুক্তিসম্বন্ধে আবার বক্তব্য কি ? ১২

তাৎপর্য্য।—শুকদেব জানিতেন, কৃষ্ণমহিমায় পরীক্ষিতের অণুমাত্র সংশয় নাই ; অতএব এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নও তাঁহার নিজের জন্য নহে ; লোকসাধারণের জন্যই। তাই লোকসাধারণকে

তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়ে পরীক্ষিতের প্রতি যেন একটু কপট বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। যে বিষয় একবার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা মনে রাখিতে পারে না, তাহার তত্ত্ব-কথা না শুনাই ভাল। একই কথা পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে হইলে, গুরু মারা যান; এবং অতি দীর্ঘকালেও সিদ্ধান্ত স্থির হয় না। অতএব যেমন ব্যাকরণ পড়িতে হইলে সংজ্ঞা ও সূত্র প্রভৃতি পূর্ব্বকথা স্মরণ রাখিতে হয় এবং যেমন •ক্ষেত্রতত্ত্ব (জিওমেট্রি) পড়িতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সকল (ডেফিনিসন্) মনে রাখিতে হয়, সেইরূপ তত্ত্ব-কথা শুনিতে হইলে, পূর্ব্বকথা স্মরণ রাখা আবশ্যক; এই শ্লোকে শুকদেব পরীক্ষিৎকে কপট তিরস্কার করিয়া জনসাধারণকে ইহাই শিক্ষা দিলেন।

ইহাতেই পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরও হইয়া গেল। শুকদেবের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ,—মহারাজ! তুমি যে মনে করিয়াছ ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্ম অথচ কোন পদার্থকে সুন্দর বলিয়া ধ্যান করিলে যখন মুক্তি হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া ধ্যান করিলে মুক্তি হইবে কেন? এ সন্দেহ অন্যের হইতে পারে; কিন্তু তোমার এরূপ সন্দেহ শোভা পায় না। দেখ, সকলই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু আবৃত ব্রহ্ম; সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপর ত্রিগুণের আবরণ পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে; অতএব বিবেক দ্বারা আবরণ নিরাস না করিয়া, যিনি যতই ধ্যান বা সেবা করুন, তাঁহার ঐ আবরণেরই ধ্যান বা সেবা করা হয়,—ব্রহ্মের হয় না; অতএব তাহাতে মুক্তিও হয়

না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ তাঁহাতে ত্রিগুণময় ভৌতিক পদার্থের আবরণ নাই ; তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় ; সুতরাং তাঁহাকে ব্রহ্ম ভাবে না ভাবিয়া যে কোনো ভাবেই হউক, তাঁহাতে মনো- নিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে।

এখনও যদি তুমি না বুঝিয়া থাক, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি শুন।—যদি কোন অবোধ শিশু সুন্দর পুষ্প মনে করিয়া দীপশিখায় হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই ; যদি কেহ মধু মনে করিয়া ভ্রান্তি-বশে বিষপান করিয়া ফেলে, তাহার জীবন-নাশ হইবেই। আবার দীপশিখা মনে করিয়া চম্পকপুষ্পে হস্তার্পণ করিলে, হস্ত সুগন্ধ ও শীতলই হইবে এবং আত্মহত্যার নিমিত্ত বিষ মনে করিয়া অমৃত পান করিলে, বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, সে অমর হইয়া যাইবে। "নহি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে" অর্থাৎ বস্তু-শক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি না জানিয়া অগ্নিতে হস্তার্পণ করিলেও অগ্নির শক্তি আপন কার্য্য করিয়া যাইবে ; কেহ জানুক বা না জানুক, অগ্নির শক্তি তাহা দেখিবে না। অমৃতের জীবনী শক্তি ; ইহা না জানিয়া কেহ অমৃত পান করিলে, অমৃতের শক্তি আপন কার্য্য করিয়া যাইবে ; কেহ জানে, কি না জানে, অমৃতের শক্তি তাহার অপেক্ষা করিবে না। সেইরূপ মায়া-রচিত জগতের বন্ধনী শক্তি ; জগতের অন্তর্নিহিত পরমাত্মাকে অনুভব না করিয়া যাহাই ভাবিয়া ইহার সেবা কর, বন্ধনই হইবে এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের মুক্তিদায়িনী শক্তি ; যাহাই ভাবিয়া তাঁহাতে মনোনিবেশ কর, মুক্তি হইবে।

বস্তুর শক্তি কোথায় যাইবে? মহারাজ! শীতল-জলপূর্ণ পাত্রের বহির্ভাগ লেহন করিলে তৃষ্ণা দূর হয় না। মানবগণ ব্রহ্মপূর্ণ জগতের বহির্ভাগমাত্রই লেহন অর্থাৎ বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বারা উহার গুণাবরণই চক্ষুতে, কর্ণে, নাসিকায়, জিহ্বায় ও ত্বকে বুলাইতেছে মাত্র; সুতরাং তাহাদের তৃষ্ণা দূর হইতেছে না,—তাহারা মুক্তিও পাইতেছে না। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন ও আনন্দঘন; তাহাতে গুণাবরণ নাই; অতএব "যেন তেন প্রকারেণ" শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ অন্তর্হৃদয়ে সংলগ্ন হইবামাত্রই মুক্তি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

মন প্রাকৃত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ হইলেই অন্তরস্থ আনন্দস্বরূপ আত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়; ঐ প্রতিবিম্ব স্থায়ী হইলেই মুক্তি; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। যদি নিরাকার আত্মানন্দ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে মুক্তি হয়, তবে সেই আত্মানন্দের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ মূর্ত্তিমান্ আনন্দ স্থায়িভাবে হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে যে মুক্তি হইবে, ইহা আবার বিচিত্র কি? অনুক্ষণ আনন্দ-মূর্ত্তি দর্শনে এবং অনুরাগের সহিত অনুক্ষণ ধ্যানে যাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাঁহারা মায়াময় জগৎ ভুলিয়া গেলেন, সুতরাং তাঁহাদের মুক্তি হইল॥১২

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—হে নৃপ (নৄন্ পাতি রক্ষতি ইতি নৃপ, হে ভূপতে) নৃণ (মনুষ্যাণাং) নিঃশ্রেয়সার্থায় (নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সং পরমমঙ্গ তদেব অর্থঃ প্রয়োজনং তস্মৈ) অব্যয়স্য (ন ব্যেতি ক্ষিণোতি ইতি অব্য হ্রাসশূন্যঃ তস্য) অপ্রমেয়স্য (ন প্রমেয়ঃ নির্ণেয়ঃ ইতি অপ্রমে অনির্ণেয়ঃ তস্য) গুণাত্মনঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাম্ আত্মা নিয়ন্তা তস্য নির্গুণস্য (নিঃ ন সন্তি গুণাঃ প্রাকৃতসত্ত্বাদয়ঃ যস্মিন্ তস্য) ভগবত (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণস্য) ব্যক্তিঃ (আবির্ভাবঃ ভুবনমোহন-নরাকারেণ ভূ প্রাকট্যম্ ইত্যর্থঃ)॥১৩

টীকা—ননু দেহী কথম্ অনাবৃতঃ স্যাদত আহ-নৃণামিতি। গুণাত্ম গুণনিয়ন্তুঃ ভগবত এব এবং রূপাভিব্যক্তিঃ। অতো ন দেহিসাদৃ মত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ॥ ১৩

অনুবাদ—মহারাজ! মনুষ্যের পরম মঙ্গলের জন্যই অ অপ্রমেয় গুণাত্মা ও গুণাতীত ভগবানের ভূমণ্ডলে আবির্ অর্থাৎ সবিগ্রহে বিকাশ জানিবে॥১৩

তাৎপর্য্য—মহারাজ পরীক্ষিতের সন্দেহ হইয়াছিল, ব্রহ্ম জগতের সেবায় যখন ব্রহ্মসেবা হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্থ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে মুক্তি হইবে কেন? শুকদেব দ্বাদশ শ্লো শ্রীকৃষ্ণকে অনাবৃত ব্রহ্ম বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন। তাহা

যদি পরীক্ষিৎ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট বিগ্রহ-ধারী তিনি; অনাবৃত হইবেন কিরূপে? পরীক্ষিতের এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া, শুকদেব এই ত্রয়োদশ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।—তিনি বলিলেন,—মহারাজ! মানবের পরম মঙ্গলের অর্থাৎ মুক্তির জন্যই সবিগ্রহে ভগবানের প্রকাশ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম 'ভগ'; এই ছয়টি যাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে, তিনিই ভগবান্; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই এবং তাঁহার তুল্য দয়াময় আর কেহই নাই। কলির মানব অতিস্থূলবুদ্ধি এবং রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ; তাহারা ভগবানের অসীম আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে না; অথচ তাঁহাকে ধারণা না করিলেও নিস্তার নাই; তাই দয়ার সাগর দয়া-পরবশ হইয়া, অন্তরে অপরিছিন্নভাবে থাকিয়াও বাহিরে পরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেই মানবাকারে অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অব্যয় হইয়াও ক্ষীণের ন্যায়, অপ্রমেয় হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় এবং অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট হইয়াও প্রাকৃত-গুণবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিলেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও নহেন; অথচ একই সময়ে স্থূল এবং অণু দুইই। অতএব মহারাজ! তাঁহাকে প্রাকৃত ভৌতিক-দেহধারী মনে করিও না; তোমার ন্যায় ংসার-বিরাগী রোরুদ্যমান মুক্তিকামী ব্যক্তিকে দয়া করিবার ন্যই তাঁহার ঐরূপে আবির্ভাব। কঠশ্রুতিতে ভগবানের চদ্‌বিগ্রহ ধারণের কথা স্পষ্টই আছে; তাহার অর্থ এই,—

"এই আত্মা উপদেশ দ্বারা, মেধাদ্বারা অথবা অধ্যয়নদ্বারা লভ্য নহেন; এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন, তাহারই নিকটে নিজতনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।" এস্থলে "নিজতনু" শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ। সর্ব্বলোক-বিদিত বেদান্ত-বিশারদ ভাস্করানন্দ স্বামী ঐ শ্রুতিবাক্যের শেষাংশ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"এষ আত্মা যং বৃণুতে অনুগৃহ্লাতি তেন লভ্যতে, কথং তত্রাহ তস্য ভক্তস্য এষ শারীর আত্মা স্বাং শুদ্ধচিত্তনূং স্বীকরোতীত্যয়মস্মীতি" অর্থাৎ এই আত্মা যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই ভক্তের নিকটে নিজ শুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক "এই আমি" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন।" শাস্ত্রান্তরেও "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" অর্থাৎ উপাসক-দিগের কার্য্যের নিমিত্ত পরব্রহ্ম নিজরূপ কল্পনা অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন।—এই যে বচন আছে, ইহাও ঐ শ্রুতিবাক্যের প্রতিবাক্য। এখন আবার শুকদেব যাহা বলিলেন, তাহাও ঐ দুই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। অতএব পরব্রহ্ম ঐকান্তিক ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া স্বকীয় শুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের অনুমোদিত॥ ১৩

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হি (নিশ্চিতং) তে (মানবাঃ) হরৌ (সংসারহারিণি শ্রীকৃষ্ণে) নিত্যং (সর্ব্বদা) কামং (ভোগবাসনাং) ক্রোধং (কোপং) ভয়ং (ত্রাসং) স্নেহম্ (যত্নম্) ঐক্যং (সম্বন্ধং) সৌহৃদং (ভক্তিম্) এব চ (এব বা) বিদধতঃ (কুর্ব্বন্তঃ) তন্ময়তাং (ব্রহ্মময়তাং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥১৪

টীকা—অতো যথাকথঞ্চিৎ তদাসক্তিমু‍ক্তিকারণমিত্যাহ—কামমিতি। ঐক্যং সম্বন্ধং সৌহৃদং ভক্তিম্ ॥ ১৪

অনুবাদ। অতএব মহারাজ! কামে, ক্রোধে, ভয়ে, স্নেহে, সম্বন্ধে বা ভক্তিতে, যে ভাবেই হউক, অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই মানব তন্ময় হইয়া যাইবে ॥ ১৪

তাৎপর্য্য—একথা শুনিয়া হয়ত অনেকেই বলিবেন,—এখন শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষীর ত অভাব নাই, তবে কি তাহারা সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে? না, তাহা হইবে না। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে মর্ত্ত্য লোকে প্রকট ছিলেন, শুকদেব সেই সময়ের কথা বলিতেছেন। তখন সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি স্বচক্ষুতে দর্শন করিত। হৃদয়ের ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিলেও সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপই চক্ষু দ্বারা হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইত; সুতরাং অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে দেখিলেও বস্তু-

শক্তির প্রভাবে সকলেরই মুক্তি হইত। এখন প্রতিকূল ভাবে চিন্তা করার কথা দূরে থাকুক, অনুকূল ভাবে চিন্তা করিলেও মুক্তিলাভ করা সহজ নয়। কারণ, সেই মুক্তিপ্রদ আনন্দময় বস্তু কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না; সুতরাং মুক্তিও হয় না। তবে যদি বহুজন্ম তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারই অনুকম্পায় সচ্চিদানন্দ স্ফূর্ত্তি হয়, তবেই মুক্তি হইবে। কিন্তু গোপীদিগের ন্যায় কিংবা কংস-শিশুপালাদির ন্যায় ঐকান্তিকী চিন্তা হইলে, এই জন্মেই, এমন কি তৎক্ষণাৎও হইতে পারে। পুরাণপাঠে জানা যায়, কংস কেবল ভয়ে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন এবং শিশুপাল বিদ্বেষে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন। তাঁহাদের আর অপর চিন্তা একবারেই ছিল না। শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে ঐ কৃষ্ণচিন্তা—সাংসারিক সকল কার্য্যেই কৃষ্ণচিন্তা। আমরা কংস ও শিশুপালের চরিত্র শুনিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণবিরোধী বলিয়া নিন্দা করি; কিন্তু আমাদের ন্যায় তিলকমালাধারী কয়জন ভক্ত প্রতিনিয়ত কৃষ্ণচিন্তা করিয়া থাকেন? বিরুদ্ধভাবে অবিরাম ভগবচ্চিন্তা করাও বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল। সেই সঞ্চিত সুকৃতির ফলেই অবিরত কৃষ্ণচিন্তা হয় এবং অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যায়; পরমানন্দে তন্ময় হওয়ার নামই মুক্তি॥ ১৪

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ভবতা (ত্বয়া) ভগবতি (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি) অজে (প্রাকৃত-জন্মরহিতে) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগানামষ্টাঙ্গানামীশ্বরাঃ তেষাং ঈশ্বরে নিয়ন্তরি) কৃষ্ণে (যশোদাস্তনন্ধয়ে) এবং ("কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তম্" ইত্যাদিরূপঃ) বিস্ময়ঃ (আশ্চর্য্যবোধঃ) ন চ কার্য্যঃ (ন কর্ত্তব্যঃ) যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (চরাচরং জগৎ) বিমুচ্যতে (সংসার-বন্ধনাৎ বিমুক্তং ভবতি) ॥১৫

টীকা।—নচ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ ন চৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ॥১৫

অনুবাদ।—অতএব মহারাজ! যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর জন্মবিহীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তোমার এরূপ বিস্ময় হওয়া উচিত নহে; গোপীদিগের কথা দূরে থাকুক, এবং মননশীল সাধারণ মানবের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ মুক্ত হইতে পারে ॥ ১৫

তাৎপর্য্য।—সমাধি পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গযোগ সম্যক সাধন করিলে মানবের মুক্তি হয়, ইহা সকলেই জানেন। যোগিগণ যোগাসনে বসিয়া যাঁহার ধ্যান করেন, ধ্যান করিতে করিতে যাঁহাতে তদাকার হইয়া যান এবং যাঁহাতে তদাকার হইয়া মুক্তিলাভ করেন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পরমাত্ম-স্বরূপে যোগীর ধ্যেয়,

তিনিই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে অবতীর্ণ। পরমাত্ম-স্বরূপে যাঁহাকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়, তাঁহাকে সবিগ্রহে ধ্যান করিলে যে মুক্তি হইবে, ইহা আবার বিচিত্র কি? ইহাই শুকদেবের অভিপ্রায়; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ দিলেন,—"যোগেশ্বরেশ্বরে" অর্থাৎ যাঁহারা যোগিপ্রধান, তাঁহাদেরও ঈশ্বর অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু এই শ্রীকৃষ্ণ। আবার বিশেষণ দিলেন,—"ভগবান্" অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। যিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহাতে আবার আশ্চর্য্য কি আছে? তৃতীয় বিশেষণ,—"অজ" অর্থাৎ অনাদি হইয়াও স্বেচ্ছায় আবির্ভূত। যিনি অনাদি এবং স্বেচ্ছায় আবির্ভূত, তিনিইত পরব্রহ্ম; পরব্রহ্মের ধ্যানে যে মুক্তি হইবে, ইহাতে কোন অসম্ভাবনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ শ্রীধরস্বামী শ্লোকস্থ "যত এতদ্‌বিমুচ্যতে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিলেন,—"যতঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ এতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে" অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তরু-লতাদি স্থাবর জীবগণও মুক্তিলাভ করে। একথা শুনিয়া অনেকে বলিবেন,—শ্রীধর বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বিশ্বাসমূলক দৈন্যপ্রধান ভক্তিপথ ছাড়িয়া সংশয়-হেতুক দম্ভপ্রধান বিচারমার্গ অবলম্বন করিলে, স্বামীর সিদ্ধান্ত "বাড়াবাড়ি" বলিয়াই মনে হয় বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে, ইহা অতি সহজ কথা। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তদুপযুক্ত ভক্তি করিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করি; সুতরাং স্বামীর সিদ্ধান্তে আমাদের প্রতিবাদ নাই।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ লাভ করিলে যে মুক্তি হয়, ইহাতে আমাদের ঠিক বিশ্বাস না হইলেও সংশয় নাই। বেদান্তাদি শাস্ত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য,আর শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র উপাসনার জন্য হইয়াছে। উপাসনার মূল ভিত্তিই বিশ্বাস; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে তরু-লতাদি স্থাবরগণ মুক্ত হয় কিনা, ইহার বিচার না করিয়া, যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন, তরুলতাদি মুক্ত হউক, বা না হউক, তিনি মুক্ত হইবেনই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফল কথা,—এমন কোনো কথা মানুষ বলিতেই পারে না বা এমন কোনো অসম্ভব বিষয় মানুষ মনে মনে কল্পনাও করিতে পারে না, যাহা অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবানে অসম্ভব বা বাড়াবাড়ি হইতে পারে। ভগবানে যে শক্তি, যে গুণ, যে মহিমা আছে, তাহাই মানুষ বলিতে বা ভাবিতে পারে না; তবে বাড়াইয়া বলিবে কিরূপে? ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় যতই বাড়াইয়া বলা হউক, সাধারণ লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভগবৎ-শক্তির অত্যল্প মাত্র। অতএব শ্রীধরস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাড়াবাড়ি নয়;— অচিন্ত্য ভগবৎ-শক্তির সামান্য অংশ মাত্র॥ ১৫

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্ বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—বদতাং (বাগ্মিনাং) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) ব্রজযোষিতঃ (গোপরমণীঃ) অন্তিকম্ (স্বসমীপম্) আয়াতাঃ (আগতাঃ) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) বাচঃ (বাক্যস্য) পেশৈঃ (বিলাসময়-ভঙ্গিভিঃ) বিমোহয়ন্ (বিহ্বলীকুর্ব্বন্) অবদৎ (উবাচ) ॥১৬

টীকা—প্রস্তুতমাহ তা ইত্যাদি। বাচঃপেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ ॥ ১৬

অনুবাদ।—বাক্য-বিশারদদিগের শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সমস্ত গোপীদিগকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়া কৌতুকময় বাক্য-ভঙ্গিতে তাঁহাদিগকে মোহিত করিবার অভিলাষে, এইরূপ বলিলেন ॥ ১৬

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অপ্রাকৃত ভগবৎপদ পাইতে হইলে, রাজকর্ম্মচারীর ন্যায়, সাধককেও পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়। একবার বস্ত্রহরণে গোপীগণের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গোপীগণ সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; সুতরাং ভগবদালিঙ্গনও লাভ করিতে পারেন নাই; তাই আবার তাঁহাদের পরীক্ষা আরব্ধ হইতেছে ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ ॥

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্‌॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—মহাভাগাঃ (হে পরমভাগ্যবত্যঃ) বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং? (সু-আগতং শুভাগমনং?) বঃ (যুষ্মাকং) কিং প্রিয়ং (অভিলষিতং) করবাণি? (সাধয়ানি?) ব্রজস্য (গোপাবাসস্য) কচ্চিৎ অনাময়ং (অপি কুশলম্‌)? আগমনকারণং (অত্র যুষ্মাকম্‌ আগতেঃ হেতুং) ব্রূত (কথয়ত)॥ ১৭

টীকা।—সর্ব্বাঃ সসম্ভ্রমমাগতা বিলোক্য সভয়মিবাহ ব্রজস্যেতি॥ ১৭

অনুবাদ।—হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের শুভাগমন ত? আমাকে তোমাদের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে? ব্রজের মঙ্গল ত? তোমাদের আগমনের হেতু কি তাহা বল॥ ১৭

তাৎপর্য্য।—ইহাই ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বিলাসময় বাক্য-ভঙ্গি। তিনি নিজেই আহ্বান করিয়াছেন, আবার নিজেই তাহাদিগকে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিতেছেন! ইহা কেবল রসিকতাময় কাব্যরস॥ ১৭

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোর-সত্ত্ব-নিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—এষা (ইয়ং) রজনী (রাত্রিঃ) ঘোররূপা (ঘোরং রূপং যস্যাঃ সা ভীমদর্শনা) ঘোর-সত্ত্বনিষেবিতা (ঘোরৈঃ হিংস্রৈঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিভিঃ নিষেবিতা) সুমধ্যমাঃ (সুন্দরঃ মধ্যমঃ দেহভাগঃ যাসাং তাঃ হে সুমধ্যাঃ) স্ত্রীভিঃ (অবলাভিঃ) ইহ (অত্র বনে) ন স্থেয়ম্ (ন বর্ত্তিতব্যম্); ব্রজং (গোপাবাসং) প্রতিযাত (প্রতিগচ্ছত) ॥১৮

টীকা—লজ্জয়া মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ রজন্যেষা ইতি ॥ ১৮

অনুবাদ।—এখন রাত্রিকাল, অতি ভয়ঙ্কর সময়; হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। হে সুন্দরীগণ! এ সময়ে স্ত্রীজাতির এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাও ॥ ১৮

তাৎপর্য্য।—ভগবৎপ্রেমের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কাহাকেও কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে, ভয় প্রদর্শন করিতে হয়। প্রধান ভয় তিন প্রকার,—প্রাণভয়, লোকভয় ও ধর্ম্মভয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের ঐকান্তিক প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রাণভয় দেখাইলেন। তিনি বলিলেন,—এখন রাত্রিকাল, এবং এই বনে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সকল চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; তোমরাও স্ত্রীজাতি সহজেই অবলা; অবলা মহিলাদিগের এমন সময়ে এমন স্থানে

অবস্থান করা উচিত নয়। এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন বিনষ্ট হইবে; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও।

জীব যখন ভগবান্‌কে পাইবার জন্য আপন জীবনও উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবে, তখনই তাঁহাকে পাইবে। ভগবান্ পরীক্ষা করিতেছেন,—গোপীগণ আমার জন্য আপন জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে কিনা; ইহাদের প্রাণ বড়, কি আমি বড়। প্রাকৃত প্রণয়ী নায়ক সম্মিলনকালে প্রণয়িনী নায়িকার মন বুঝিবার জন্য এইরূপ ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিহাস করিয়া থাকে। আজ স্বয়ং ভগবান্ নায়ক সাজিয়া প্রিয়তমা গোপীদিগের সহিত ছলনাময় পরিহাস করিতেছেন; এই পরিহাসের অন্তরেই ভক্তের প্রেম পরীক্ষিত হইতেছে। এ পরীক্ষা গোপীদিগের নয়; এ পরীক্ষা তোমার ও আমার,—এ পরীক্ষা সমস্ত ভক্তের,—এ পরীক্ষা জগৎ জুড়িয়া নিখিল জীবের; এ কথা সাধক ও পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত ॥১৮

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—বঃ (যুষ্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতর পতয়শ্চ অপশ্যন্তঃ (অনবলোকয়ন্তঃ) হি (নিশ্চিতং) বিচিন্বন্তি (মৃগয়ন্তি) বন্ধুসাধ্বসং (স্বজনভীতিং) মা কৃঢ্বম্ (ন উৎপাদয়ত)॥ ১৯

টীকা।—কিঞ্চ, মাতর ইতি। বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তি। বন্ধূনাং সাধ্বসং ম কৃঢ্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ॥ ১৯

অনুবাদ। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে না দেখিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন; আত্মীয় স্বজনের ভয় উৎপাদন করিও না॥১৯

তাৎপর্য্য।—আত্মীয় স্বজনের সন্তোষ সম্পাদন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। ভগবান্ গোপীদিগকে সেই ব্যবহারিক কর্ত্তব্যভঙ্গের ভয় দেখাইলেন। ইহাতেও ভগবানের পরীক্ষা,—গোপীদিগের নিকট লৌকিক ব্যবহার বড়, কি আমি বড়॥ ১৯

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্ ।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—রাকেশকর-রঞ্জিতং (রাকেশঃ চন্দ্রঃ তস্য করৈঃ কিরণৈঃ রঞ্জিতং বিভাসিতং) যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং (যমুনায়াঃ কালিন্দ্যাঃ সম্বন্ধী যঃ অনিলঃ তস্য লীলা মন্দগতিঃ তয়া এজন্তঃ কম্পমানাঃ তরূণাং পল্লবাঃ নবপত্রাণি তৈঃ শোভিতং বিভূষিতং) কুসুমিতং (পুষ্পিতং) বনং (কাননং) দৃষ্টম্ (অবলোকিতম্ ; অতোঽধুনা ব্রজং প্রতিযাত ইতি শেষঃ) ॥ ২০

টীকা ।—ঈষৎ প্রণয়কোপেন অন্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ—দৃষ্টমিতি। রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈরঞ্জিতম্। যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাস্তৈঃ শোভিতম্ ॥ ২০

অনুবাদ ।—যমুনাস্পর্শী মন্দমারুতে আন্দোলিত, তরু-পল্লবে সুশোভিত, চন্দ্রালোকে আলোকিত কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করা হইল ত ; তবে আর কেন, এখন ব্রজে ফিরিয়া যাও ॥ ২০

তাৎপর্য্য ।—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনের লালসায় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভগবান্ যখন প্রাণের ভয় দেখাইয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তখন তাঁহারা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তখন পরীক্ষাকারী পরমেশ্বর কর্ত্তব্য-ভঙ্গের ভয় দেখাইয়া আবার গৃহে যাইতে বলিলেন। গোপীগণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া, হতাশচিত্তে

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—প্রিয়তমের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া রসিকতার চূড়ান্ত দেখাইলেন। ইহা পরীক্ষা নয়,—প্রণয়গর্ভ পরিহাসমাত্র। প্রণয়-নিবন্ধ নায়ক-নায়িকার সম্মিলন-সময়ে একতর পক্ষের ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্যাংশ। যেমন জ্ঞানী অতন্নিরসনদ্বারা ভূতময় পদার্থের ভিতর দিয়া ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিতে পারেন, সেইরূপ ভক্ত কাম্য কাব্যরসের আশ্রয়ে অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করিতে সমর্থ। অতএব ইহা কাব্য-রসের কথা হইলেও ভক্তের প্রেমপোষক। সুরসিক পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন,—রসময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে মর্ম্মাহত দেখিয়া প্রেমময় পরিহাসে সুগূঢ় আশ্বাসও দিলেন। এ পরিহাস প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের পরিপোষক এবং অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমের পরিবর্দ্ধক। গোপীগণ যে, তাহা বুঝিতেছেন না এমন নয়; তবে, প্রত্যাখ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান পরিহাসও তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না; তাই মর্ম্মাহত হইতেছেন। ইহাও প্রগাঢ় প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম॥ ২০

তদ্‌যাত মা চিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—সতীঃ (হে সত্যঃ সৎস্বভাবাঃ) তৎ (তস্মাৎ) চিরং (অচিরাদেব) ঘোষং (ব্রজং) যাত (গচ্ছত); পতীন্ স্বামিনঃ) শুশ্রূষধ্বম্ (সেবধ্বম্) ; বৎসাঃ (গোশাবকাঃ) বালাশ্চ শিশবশ্চ) ক্রন্দন্তি (রুদন্তি); তান্ (বালান্ বৎসাংশ্চ), পায়য়ত হ্যত (দোহয়ত) ॥ ২১

টীকা।—সতীঃ হে সত্যঃ ॥ ২১

অনুবাদ।—অতএব হে সাধ্বীগণ! তোমরা অতি সত্বর জে ফিরিয়া যাও। নিজ নিজ পতির সেবা কর। গোবৎস ও শুগণ রোদন করিতেছে, গৃহে গিয়া গাভী দোহন কর এবং শুদিগকে দুগ্ধ পান করাও ॥ ২১

তাৎপর্য্য।—ইহাও পরিহাস-মূলক শ্লেষাত্মক আশ্বাস-ক্য; পরীক্ষার অভিপ্রায়ও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। ইহাতে বালকদিগকে দুগ্ধপান করাইবার কথা আছে, তাহা তৃপুত্র প্রভৃতির কথা,—গর্ভজাত সন্তানের কথা নহে। পূর্ব্বে লা হইয়াছে, যে সকল গোপী ভগবানের আহ্বানে রাসস্থলে য়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ছিল না; থাকিবার কথাও । কারণ, স্বামিসহবাস ভিন্ন সন্তান হয় না; তাঁহাদের স্বামি-হবাস হয় নাই। তাঁহারা নিজ নিজ স্বামীকে স্বামী বলিয়াই মনে

করিতেন না,—সহবাসের কথাত অনেক দূরে। ঐ সকল গোপী
দিগের পতিগণ সময়ে সময়ে বড়ই ভ্রমে পতিত হইতেন
তাঁহারা এক একবার আপন আপন পত্নীদিগকে কৃষ্ণসমীপে
অবস্থান করিতে দেখিয়া, ক্রোধে অধীর হইতেন, আবার তখনই
নিজ নিজ পত্নীদিগকে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন
সুতরাং বুঝিতে হইবে,—শ্রীবৃন্দাবনে দুই প্রকার গোপবালা
ছিলেন; মায়িকী এবং নিত্যচিন্ময়ী। দুই দলেই সর্ব্বাংশে
সমরূপা; সুতরাং গোপদিগের ভ্রম হইত। তন্মধ্যে মায়িকী
দিগের সঙ্গেই গোপদিগের সহবাস হইত; চিন্ময়ীগণ কৃ
লইয়াই থাকিতেন। পরে এ বিষয় আরও পরিষ্কার করি
বলা হইবে। যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত রাসলী
শ্রবণ করিয়া আপন সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত জিজ্ঞা
করিবেন, তখন তদুত্তরে শুকদেব যেরূপে তাঁহাকে বুঝাই
নিরস্ত করিবেন; আমরাও সেই অবসরে সুযোগ পাইয়া শু
বাক্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যার অনুরোধে যথাসাধ্য ইহা আলোচ
করিবার চেষ্টা করিব। বিষয় বড়ই দুরূহ; সজ্জনগণ
সন্তুষ্ট করিতে পারিব কিনা, সন্দেহ। তবে, তত্ত্বকথা বুঝি
হইলে, মূলে কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের প্রয়োজন॥ ২১

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে মম জন্তবঃ ॥২২

অন্বয়ঃ।—অথবা (পক্ষান্তরে) ভবত্যঃ (যূয়ং) মদভিস্নেহাৎ
য়ি অভিস্নেহঃ পরমপ্রীতিঃ তস্মাৎ) যন্ত্রিতাশয়াঃ (যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ
শয়ঃ চিত্তং যাসাং তাঃ) আগতাঃ (আয়াতাঃ) হি (নিশ্চিতং) তৎ
াগমনম্) উপপন্নং (যুক্তং); জন্তবঃ (প্রাণিনঃ) মম (মহ্যং) প্রীয়ন্তে
প্রীতাঃ ভবন্তি) ॥ ২২

টীকা।—সংরম্ভস্ফুভিতদৃষ্টীঃ প্রত্যাহ—অথবেতি। যন্ত্রিতাশয়াঃ
ীকৃতচিত্তাঃ। উপপন্নং যুক্তম্। মম মহ্যম্। সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রীয়ন্তে
তা ভবন্তি ॥ ২২

অনুবাদ।—অথবা যদি আমার প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট
য়া আসিয়া থাক, ভালই করিয়াছ, সন্দেহ নাই; কেন না জীব-
ত্রই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে ॥ ২২

তাৎপর্য্য।—এই বাক্যের বহির্ভাগে যদিও আশ্বাসের
ভাস রহিয়াছে, তথাপি সাধারণ জীবের ব্যবহার দৃষ্টান্তে গোপী-
গের আগমন অনুমোদন, করিয়া, তাঁহাদের অভিমান-বহ্নি
ধূয়মান করিয়া দিলেন ॥ ২২

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্‌বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্।
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥২৩

অন্বয়ঃ।—কল্যাণ্যঃ (হে ভাগ্যবত্যঃ) হি (নিশ্চিতং) স্ত্রীণা (নারীণাং) ভর্ত্তুঃ (পত্যুঃ) তদ্বন্ধূনাং চ (তস্য পত্যুঃ বন্ধূনা আত্মীয়ানাংচ) অমায়য়া (অকপটেন) শুশ্রূষণং (সেবনং) প্রজান (সন্তানানাম্) অনুপোষণঞ্চ (পালনঞ্চ) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ (শাস্ত্রোক্তকর্ত্তব্যঃ)।

লোকেপ্সুভিঃ (ঐহিকপারত্রিকসুখেচ্ছুভিঃ) স্ত্রীভিঃ (নারীভি দুঃশীলঃ (দুঃ দুষ্টং শীলং চরিত্রং যস্য তথাভূতঃ) দুর্ভগঃ (দুঃ দুষ্টঃ ভ ভাগ্যং যস্য তথাভূতঃ) বৃদ্ধঃ (জরাগ্রস্তঃ) জড়ঃ (কর্ম্মাসক্তঃ) রো (রোগগ্রস্তঃ) অধনঃ (দরিদ্রঃ) অপিবা অপাতকী (ন বিদ্যতে পাত পতনহেতুঃ পাপবিশেষঃ অস্য ইতি অপাতকী) পতিঃ (স্বামী) ন হাত (ন ত্যক্তব্যঃ) ॥ ২৩

টীকা—দৃষ্টাদৃষ্টভয়-প্রদর্শনেন নিবর্ত্তয়তি-ভর্ত্তুরিত্যাদিশ্লোকত্রয়েণ ॥ ২

অনুবাদ।—হে কল্যাণীগণ! অকপটে নিজ নিজ পতি পতিবন্ধুদিগের সেবা এবং সন্তান সন্ততির প্রতিপালনই জাতির পরম ধর্ম্ম।

যে সকল মহিলার ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অভি আছে, তাঁহাদের পতি দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, অসমর্থ, রো

ংবা দরিদ্র হইলেও, যদি পাতকী না হয়েন, তবে কোনোরূপেই
রিত্যাজ্য নহেন ॥ ২৩

তাৎপর্য্য।—ধর্ম্ম ভারতবর্ষীয় আর্য্যনারীর প্রাণাপেক্ষাও
প্রিয়তর এবং বিনয়, নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও গৃহকার্য্যে অনুরাগ
াহাদের অযত্নলভ্য স্বাভাবিক স্বর্গীয় ভূষণ। প্রেমপরীক্ষক
গবান্ দেখিলেন,—গোপীগণ তাঁহার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ
রিতেও পশ্চাৎপদ নহেন এবং রমণীভূষণ লজ্জাদিও পরিত্যাগ
রিতে প্রস্তুত; তাই এখন ধর্ম্মনাশের ও সদাচারত্যাগের ভয়
দখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীজাতির
ন্য কোনও ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন নাই; একমাত্র পতি-
সবাতেই তাহাদের সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া যায়; পক্ষান্তরে
তিকে অনাদর করিয়া শত শত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা
ফল। এইরূপ শাস্ত্রাভিপ্রায় দেখাইয়া ভগবান্ গোপীদিগকে
বৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন
রিবেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভগবান্ গোপীদিগকে
বৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। গোপীরা নিবৃত্ত হইবেন
া, তাহা তিনি জানেন। ভক্তের অন্তঃকরণে ভগবৎপ্রাপ্তির
ব্যবহিত পূর্ব্বে জীবে ও পরমাত্মায় যেরূপ অশব্দ আন্দোলন
ইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই লীলা করিয়া দেখাইতেছেন।
াবার ভক্তের অন্তরে অন্তর্য্যামীর সঙ্গে কতই বাদ প্রতিবাদ
ইয়া থাকে, তাহা সাধকেরই সুবিদিত; আমরা তাহা বুঝিবার
। বুঝাইবার অধিকারী নহি ॥ ২৩

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥২৪
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥

অন্বয়ঃ।—হি (নিশ্চিতং) কুলস্ত্রিয়াঃ (কুলবত্যাঃ নার্য্যাঃ) ঔপপত্যম্ (পুরুষান্তর-সঙ্গঃ) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রতিকূলম্) অযশস্যং (যশোলোপকরং) ফল্গু (তুচ্ছঃ) কৃচ্ছ্রং (কষ্টসাধ্যং) ভয়াবহং (ভীতিজনকং) সর্ব্বত্র জুগুপ্সিতম্ (স্বদেশপরদেশয়োঃ নিন্দিতম্) ॥২৪

টীকা।—ফল্গু তুচ্ছম্। কৃচ্ছ্রং দুঃখসম্পাদকম্। ঔপপত্যং জারসৌখ্যম্॥ ২

অনুবাদ।—দেখ, কুলনারীর উপপতি-সংসর্গ অতি তুচ্ছ, অথচ কষ্টসাধ্য ও ভয়াবহ; উপপতি-সঙ্গ করিলে কুল-নারীর পূর্ব্বকীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়, দেশে বিদেশে নিন্দার সীমা থাকে না এবং পরজন্মে স্বর্গলাভও হয় না ॥২৪

তাৎপর্য্য —ইহা কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল প্রকার ভয় প্রদর্শনের সারোপসংহার ॥ ২৪

টীকা।—কিঞ্চ শ্রবণাদিতি।

অন্বয়ঃ।—শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ ময়ি [যথা] ভাবঃ (অনুরাগঃ) [ভবতি] সন্নিকর্ষেণ (সামীপ্যেন) তথা ন [ভবতি]; ততঃ (তস্মাৎ) গৃহান্ (স্বস্বভবনানি) প্রতিযাত (প্রতিগচ্ছত ॥

অনুবাদ।—শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে ও কীর্ত্তনে আমার

ৃতি যেরূপ অনুরাগ জন্মে, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ য় না ; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ॥

তাৎপর্য্য।—ইহা প্রাকৃত শৃঙ্গার রস এবং অপ্রাকৃত ধুর রস উভয়েরই পরিচায়ক। প্রাকৃত নায়িকা প্রথমে ায়কের রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া, অনুরক্তচিত্তে অনুসন্ধান র্ব্বক দর্শন পায় ; কিন্তু যতদিন সঙ্গলাভ না হয়, ততদিন িরন্তর তাহাকেই চিন্তা করে এবং তৎসম্বন্ধীয় কথারই আলো- না করিতে থাকে। ইহাকেই পূর্ব্বরাগ বলে।

অপ্রাকৃত মধুর রসেও ভক্তের এইরূপ পূর্ব্বরাগ হইয়া কে। প্রথমে গুরুমুখে ভগবানের রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ, ৎপরে যথাশ্রুত রূপের স্ফূর্ত্তি বা প্রাতীতিক দর্শন, তৎপরে িবিষ্টচিত্তে নিরন্তর সেই রূপের ধ্যান এবং তৎপরে ভগবৎ- থাতেই কালযাপন। নৈষ্ঠিক ভক্তমাত্রেরই এইরূপে ভগবদনু- গ বদ্ধমূল হইয়া থাকে ; সে অনুরাগ কখনও বিচলিত হয় না বং ঐরূপ অবিচলিত অনুরাগেই সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হয়। গবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ভক্তের ভাব দেখাইয়া, গোপীদিগকে বৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই শ্লোকের ভঙ্গি দেখিয়া ন হয়,—ভগবান্ গোপীদিগের নিকট কৌশলে আত্মপরিচয় লেন। তিনি বলিলেন,—যদি তোমরা আমাকে ভগবান্ বলিয়া াত্মসমর্পণ করিতে চাও, তবে গৃহে গিয়া আমার অদর্শন জন্য িতর-প্রাণে অনুক্ষণ রোদন কর ; আমার সঙ্গসুখ অপেক্ষা হাতে অধিকতর সুখলাভ করিবে।

আমরা ভগবানের সঙ্গও করি নাই এবং তাঁহার বিরহে প্রাণ খুলিয়া রোদনও করি নাই; সুতরাং ভগবৎসঙ্গে কিরূপ সুখ এবং ভগবদ্-বিচ্ছেদেই বা কিরূপ সুখ, তাহার কিছুই জানি না; তবে কোনো কোনো ভক্তের মুখে শুনিয়াছি,—ভগবানের জন্য রোদনেই অধিকতর আনন্দ হয়। তাহা হইলে, ভগবান্ ঠিকই বলিয়াছেন। ঠিকই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহারা সেই অপ্রাকৃত আনন্দ বিগ্রহ স্বচক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে নহে।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে স্ব-সমীপে সমাগত দেখিয়া, পরীক্ষার্থ পরিহাসময় যে সকল বাক্যাবলি বলিয়াছেন; মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দশটি শ্লোকে সেই সকল কথা সংগ্রথিত করিয়াছেন। নব্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ ঐ দশটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকেই নিবারণ ও অনুমোদন উভয় পক্ষই ব্যাখ্যা করায় অতি সুন্দর ও সুসংগতও হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের সেরূপ অভিপ্রায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বৈষ্ণব টীকাকারগণ, রসিকের শিরোমণি ও ভাবুকের চূড়ামণি; তাঁহারা অচিন্ত্যচিত্ত ভগবানের মনের ভাব বাহির করিয়াছেন। ভগবান্ গোপীদিগকে নানা ছলে নিবারণ করিলেও তাঁহার অন্তরে যে গোপীদিগের আগমন অনুমোদিত হইয়াছিল, তাহা রসিক ও ভাবুক মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই দশটি শ্লোকে অসাধারণ কাব্যরস প্রকাশ করিয়াও গূঢ় ভাবে কেমন সাধকের সাধন

পরীক্ষা রক্ষা করিয়াছেন ; সাধক পাঠকগণ তাহা বুঝিয়া লইবেন। প্রণয়ী প্রাকৃত নায়কও এইরূপ অবসরে এইরূপ পরিহাসে সঙ্কেতস্থা নায়িকাকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপ পরিহাসময় প্রাকৃত প্রণয় পরীক্ষা অবলম্বন করিয়াই ভগবৎ-কৃত অপ্রাকৃত প্রেম-পরীক্ষা বুঝিয়া লইতে হইবে। সকল প্রকার শিক্ষাতেই, প্রথমে নকল অবলম্বন করিয়া আসলে পৌঁছিতে হয়। কিন্তু নকলকে আসল মনে করিলেই সর্ব্বনাশ। অতএব রাসলীলা-পাঠক! প্রাকৃত নায়ক নায়িকার অন্যান্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রণয়াংশ গ্রহণ করিলেই রাসলীলার রসাস্বাদ পাইবেন,—পরিণামে পরমানন্দের অধিকারী হইবেন। সর্ব্বলোক-হিতৈষী মহর্ষি সেই জন্যই—দুর্ব্বোধ বিষয়টিকে সুখবোধ করিবার জন্যই—দুর্গম পথ সুগম করিবার জন্যই—অশান্তি-সন্তপ্ত সংসারীকে চিরশান্তি প্রদান করিবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় অপ্রাকৃত রাসলীলার উপরিভাগ প্রাকৃত কাব্যরসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি ভগবদনুরাগ বুঝিতে হয়, তবে জগতের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ হইয়াও জগতের ভাব অনুকরণ করিয়া 'স্বভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই সৎস্বরূপের সদভিপ্রায়ও অসদ্ভাবে লইতে চাই। ভগবানের এই ভাবটি অতি পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ, আমাদের হৃদয়ই নরক॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—গোপ্যঃ ইতি (ঈদৃশং) বিপ্রিয়ং (অনভীষ্টং) গোবিন্দভাষিতম্ (শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) ভগ্নসংকল্পাঃ (ভগ্নঃ সংকল্পঃ যাসাং তাঃ নষ্টমনোরথাঃ) বিষণ্ণাঃ (দুঃখিতাঃ সত্যঃ) দুরত্যয়াং (দুরন্তাং) চিন্তাম্ আপুঃ (প্রাপ্তবত্যঃ) ॥ ২৫

অনুবাদ।—শ্রীগোবিন্দের মুখে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে গোপীগণ ভগ্নমনোরথ ও বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাদের চিন্তার সীমা রহিল না ॥ ২৫

তাৎপর্য্য।—প্রণয়ী নায়কের নিকট আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারই মুখে মর্ম্মভেদী প্রত্যাখ্যান-বাণী শ্রবণ করিলে, প্রণয়-নিবদ্ধা নায়িকার যে রূপ চিন্তা হইয়া থাকে, প্রাণাদপি প্রিয়তম পরমাত্মার মুখে অপ্রিয় কথা শুনিয়া গোপীদিগেরও তাহাই হইল; প্রেমিক পাঠক সাধন-মার্গের সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন ॥ ২৫

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—উরুদুঃখভরাঃ (উরুঃ মহান্ দুঃখভরো যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) শুচঃ (শোকাৎ) শ্বসনেন (দীর্ঘোষ্ণনিঃশ্বসিতেন) শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি (শুষ্যন্তঃ নীরসতাং গচ্ছন্তঃ বিম্ববৎ লোহিতাঃ অধরাঃ যেষু তানি) মুখানি (বদনানি) অব (অবাঞ্চি) কৃত্বা (অবনময্য) চরণেন (পদাঙ্গুষ্ঠেন) ভুবং (ভূমিং) লিখন্ত্যঃ (খনন্ত্যঃ) উপাত্তমসিভিঃ (উপাত্তা গৃহীতা মসিঃ কজ্জলং যৈঃ তাদৃশৈঃ) অস্রৈঃ (নয়নজলৈঃ) কুচকুঙ্কুমানি (স্তনস্থকুঙ্কুমানি) মৃজন্ত্যঃ (ক্ষালয়ন্ত্যঃ) তূষ্ণীং তস্থুঃস্ম (মৌনং স্থিতাঃ॥ ২৬

টীকা।—চিন্তাপ্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ কৃত্বেতি। শুচঃ শোকাদুদ্গতেন শ্বসনেন শুষ্যন্তো বিম্বফলসদৃশা অধরা যেষু মুখেষু তানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা, তথা চরণাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং মহীং লিখন্ত্যঃ, তথা গৃহীতকজ্জলৈরশ্রুভিঃ কুচকুঙ্কুমানি ক্ষালয়ন্ত্যঃ তূষ্ণীং স্থিতাঃ যত উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাষাং তাঃ॥ ২৬

অনুবাদ।—শোকসন্তপ্ত নিশ্বাসে দুঃখভরাক্রান্ত গোপীদিগের বিম্বাধর নীরস হইয়া আসিল, এবং অঞ্জনাক্ত অশ্রুধারায় কুচকুঙ্কুম বিধৌত হইয়া গেল। তাঁহারা মৌনভাবে অধোবদনে পদাঙ্গুষ্ঠের নখদ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে লাগিলেন॥ ২৬

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকটি কেবল অসীম শোকসন্তপ্ত

অবলাগণের তৎকালোচিত চিত্রাঙ্কণ মাত্র। মহর্ষি সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ গোপীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ভাষান্তরে তাহার আভাস দেওয়া দুষ্কর। আর ভগবৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত না হইলে, গোপীদিগের তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করাও অসম্ভব। এইরূপ অবস্থা হইলেই ভগবৎপ্রেমের পরিপাক হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে, আরূঢ় ভক্তের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। সংসারসর্ব্বস্ব মনুষ্যের অর্থ-লালসা যেরূপ, ঔদরিকের মিষ্টান্ন-লালসা যেরূপ এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণা কামিনীর পুরুষান্তর লালসা যেরূপ, আরূঢ় ভক্তের ভগবৎ-সঙ্গ-লালসাও সেইরূপ বা ততোধিক উৎকট; অতএব সংসারী মানব, ঔদরিক ব্যক্তি ও কামুকী কামিনীর নিজ নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে যেরূপ অবস্থা হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিকূল বাক্যে ভক্তেরও ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক দুরবস্থা হইয়া থাকে। অন্তরে এই ভাব রাখিয়া রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা ঘোর সংসারী, অর্থ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধে আমাদের যেরূপ মর্ম্মান্তিক চিন্তা হইয়া থাকে, ভগবৎ-প্রত্যাখ্যানে গোপীদিগের তাহার শতগুণ অধিক হইয়াছিল। ইহার পরে ভগবান্ নিজেই ঠিক এই কথা বলিবেন ॥ ২৬

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ-
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অনুরক্তাঃ (অত্যাসক্তাঃ) তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ (তদর্থং কৃষ্ণার্থং বিনিবর্ত্তিতঃ বিশেষেণ নিবর্ত্তিতঃ পরিত্যক্তঃ সর্ব্বে কামাঃ ভোগ-বাসনা যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রুদিতেন রোদনজনিতাশ্রুণা উপহতে আচ্ছন্নে) নেত্রে (নয়নে) বিমৃজ্য (অবমৃষ্য) কিঞ্চিৎসংরম্ভ-গদ্গদগিরঃ (কিঞ্চিৎসংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদাঃ অস্পষ্টাঃ গিরঃ বাক্যানি যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) প্রিয়েতরমিব (অপ্রিয়মিব) প্রতিভাষমাণং (বদন্তং) কৃষ্ণম্ অব্রুবত স্ম (অবদন্) ॥ ২৭

টীকা।—কিঞ্চ, প্রেষ্ঠমিতি। কিঞ্চিৎসংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ। অব্রুবত স্ম অব্রুবন্। সংরম্ভে কারণং প্রেষ্ঠমিত্যাদি। প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণম্ ॥ ২৭

অনুবাদ।—পরে কৃষ্ণানুরক্ত গোপীগণ অশ্রুভরাক্রান্ত নয়নকমল মার্জ্জন করিলেন এবং যাঁহার নিমিত্ত সমস্ত ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই পরম প্রিয়তম কৃষ্ণের মুখেই দারুণ অপ্রিয়ের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ কোপাবেশে গদ্গদ্ বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের প্রেম-পরীক্ষার্থ নিবারণচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ শ্রুতি-

মাত্র দারুণ অপ্রিয় হইলেও, মেঘান্তরিত পূর্ণচন্দ্রের অনভিস্পষ্ট আলোকের ন্যায় যেন তাহার অন্তরে অন্তরে আশ্বাসময় পরিহাসের অস্পষ্ট আভাস প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ যে, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছিলেন, তাহাও শুকদেবের এই বাক্যেই সূচিত হইয়াছে। শুকদেব বলিয়াছেন—"প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণম্" অর্থাৎ "কৃষ্ণকে অপ্রিয়ের ন্যায় কথা বলিতে দেখিয়া।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-বাক্য অপ্রিয় মনে করেন নাই,—অপ্রিয়ের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। আবার শুকদেব গোপীদিগের বিশেষণ দিলেন,—"কিঞ্চিৎসংরম্ভ-গদ্‌গদগিরঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-বাক্যে গোপীদিগের কিঞ্চিৎ কোপ হইয়াছিল,—অত্যধিক কোপ হয় নাই। যদি গোপীগণ কৃষ্ণের অন্তর্গত আশ্বাসগর্ভ পরিহাস অবগত না হইতেন, তবে তাঁহারা তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণই অপ্রিয় বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার উপর অত্যধিক রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন।

চিৎ ও জড়ে মিলিত হইয়া এই অখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব জগতের কিয়দংশ চিৎ ও কিয়দংশ জড়। চিজ্জড়াত্মক ব্যক্তি-বিশেষের সহিত ব্যক্তি-বিশেষের সংযোগ না থাকিলেও অখিলব্যাপী চিতের সহিত ব্যক্তিগতচিতের এবং অখিলগত জড়ের সহিত ব্যক্তিগত জড়ের নিত্যসংযোগ আছেই আছে। যেমন অনন্ত-বিসারিত আকাশের কিয়দংশ প্রাচীর-বেষ্টিত হইলেই সেই প্রাচীরান্তর্গত আকাশই গৃহনামে অভিহিত হয়। অবনী-তলে উত্তম, অধম ও অধম প্রভৃতি যত প্রকার ও যত-সংখ্যক

গৃহ আছে, সকল গৃহেরই প্রাচীরে প্রাচীরে পরস্পর সংযোগ না থাকিলেও জড়স্বরূপে সংযোগ আছে এবং প্রাচীরান্তর্গত সকল আকাশের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই। সেইরূপ নিখিল-ব্যাপী অনন্ত চৈতন্যের কিয়দংশ ভূতময় দেহবেষ্টিত হইলেই ঐ দেহান্তর্গত চৈতন্যই 'জীব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক দেহরূপ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত অপর দেহরূপ ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ না থাকিলেও জড়স্বরূপে সকলের সহিত সকলেরই সংযোগ আছে এবং সকল দেহেরই অন্তর্গত চৈতন্যের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই আছে। সেই জন্যই এক জনের দুঃখে অপরের দুঃখ হয়, এবং এক জনের আনন্দে অপরের আনন্দ হয়; একজনকে রোদন করিতে দেখিলে, অপরের অশ্রুপাত হয় এবং একজনকে হাস্য করিতে দেখিলে, অপরের হাস্য আসিয়াই থাকে। অনেকের অন্যের দুঃখে দুঃখ এবং অন্যের আনন্দে আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না ইহাও সত্য। যাহাদের, পশ্বাদির ন্যায় দেহাভিমানের আবরণ অত্যন্ত ঘনীভূত, তাহাদের চিত্তে চিত্তে সংযোগও সমাচ্ছন্ন। যেমন অনন্ত আকাশের কিয়দংশ সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত হইলে, তাহার সহিত বহিরাকাশের এবং অসংখ্য গৃহাকাশের সংযোগ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু আকাশাংশ ইষ্টক-নির্ম্মিত নিশ্ছিদ্র প্রাচীর-বেষ্টিত হইলে, ঐ আকাশাংশের সহিত বহিরাকাশের বা অন্যান্য গৃহাকাশের সংযোগ অবরুদ্ধ হইয়া যায়; অথচ অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য সংযোগ থাকে; কিন্তু সংযোগের ক্রিয়া হয় না। সেইরূপ

সমস্ত জীবেরই চিদংশে পরস্পর সংযোগ থাকিলেও দেহাভি-
মানের বিরলতা ও গাঢ়তা অনুসারে চৈতন্য-সংযোগের প্রকাশ
ও অপ্রকাশ হইয়া থাকে। যাহার দেহাভিমান বিরল ও সূক্ষ্ম বা
পাতলা, তাহারই চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়া হইয়া থাকে; অর্থাৎ
অন্যের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয়; আর যাহার
দেহাভিমানের আবরণ অত্যন্ত গাঢ়—অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক
পদার্থই যাহার সর্ব্বস্ব, তাহার চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়া হয় না।
অর্থাৎ অন্যের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয় না।
সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার উপর যাহার অধিক
স্নেহ, যাহার সহিত যাহার অধিক প্রণয় এবং যাহার প্রতি যাহার
অধিক ভক্তি, তাহারাই পরস্পরের সুখ দুঃখ অধিক অনুভব করে।
পিতা মাতা পুত্রের, পতিব্রতা পত্নী পতির এবং সৎশিষ্য গুরুর
হৃদয় বুঝিতে পারে। তাহার কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে
পৃথক্ ভাবের আবরণ নাই; সুতরাং তাহাদের অন্তরে অন্তরে
অর্থাৎ চৈতন্যে চৈতন্যে সংযোগের অন্তরায়ও ঘটে নাই। অতএব
যে যাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে, সে যে তাহার অন্তরের
কথা বুঝিতে পারে,—ইহা স্থির। প্রিয়তম ব্যক্তি যদি প্রণয়-
পরীক্ষার্থ পরিহাসগর্ভ পরুষ বাক্যও বলে, বাক্য পরুষ হইলেও
তদন্তর্গত নিগূঢ় পরিহাস আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।
কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন—
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত আপন আপন হৃদয় মিশাইয়া ছিলেন;
তাই প্রিয়তমের অন্তঃ পরিহাস তাঁহাদের অবিদিত রহিল না এবং

সেই জন্যই তাঁহারা রোষভরে গৃহে প্রতিগমন না করিয়া, উপযুক্ত উত্তর দানে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত ভাব বুঝিয়াও প্রকাশ্য পরুষার্থ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ছিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত-সূত্রে বলিয়াছেন—"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" অর্থাৎ পরব্রহ্ম যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার লোকবৎ লীলা অর্থাৎ খেলামাত্র। শাস্ত্রানুসারে যদি সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার খেলাই হয়, তবে সুবুদ্ধি পাঠক বুঝিয়া লইবেন, জগৎ সংসারে যাহার যাহা কিছু বিপদ্, বিভীষিকা, বা কোনো প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহাও সেই লীলাময়ের পরিহাস-গর্ভ পরীক্ষা বা খেলা। তিনি অনুক্ষণ আনন্দের আকর্ষণরূপ বাঁশীর গানে জীবগণকে আত্মসমীপে আহ্বান করিতেছেন—আবার নানাপ্রকার বাহ্য বিভীষিকা দেখাইয়া নিবারণও করিতেছেন,—আর হাসিতেছেন। সুদারুণ বিভীষিকার ভিতরেও তাঁহার অসীম দয়া, কুশলময় আশ্বাস এবং সুমধুর পরিহাস নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছেই। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত কৃত্রিম বাহ্য বিভীষিকা দর্শনে সাধন-পথে পশ্চাৎপদ না হইয়া এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত দয়া, আশ্বাস ও পরিহাসের ভাব অবগত না হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্যই গোপীর ন্যায় দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকে, সেইই আনন্দবিগ্রহের আলিঙ্গনলাভে সমর্থ হয়। এখন অবশ্যই বুঝিতে পারা যায়,—যে পরিহাসময় পরীক্ষা অনাদিকাল হইতে অনন্ত সংসারে অনুক্ষণ হইতেছে ॥ ২৭

শ্রীগোপ্য উচুঃ ॥

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—বিভো (হে সর্ব্বসমর্থ) ভবান্ (অস্মৎপ্রিয়তমঃ) এব (ঈদৃশং) নৃশংসং (ক্রূরং বচনং) গদিতুং (বক্তুং) মা অর্হতি (ন যোগ্যো ভবতি); দুরবগ্রহ (হে স্বচ্ছন্দ) যথা আদিপুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) দেব (নারায়ণঃ) মুমুক্ষূন্ (মুক্তিমিচ্ছূন্) ভজতে (স্বীকরোতি) [তথা] সর্ব্ব বিষয়ান্ (সর্ব্বান্ ভোগান্) সংত্যজ্য (বিহায়) তব পাদমূলং (চরণসমীপং ভক্তাঃ (আশ্রিতাঃ) অস্মান্ (গোপীজনান্) ভজস্ব (স্বীকুরু) মা ত্যা (ন প্রত্যাখ্যাহি) ॥ ২৮

টীকা।—নৃশংসং ক্রূরম্। দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ। তব পাদমূলং ভক্তা সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব মা ত্যজেতি ॥ ২৮

অনুবাদ।—গোপীগণ বলিলেন,—হে বিভো! আমাদিগকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত নয়; হে স্বচ্ছন্দ পুরুষ আমরা ঐহিক পারত্রিক সমস্ত ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণ-সমীপে আশ্রয় লইয়াছি। অতএব যেমন আদিদে নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন, সেইরূপ আমাদিগকে গ্রহণ কর;—পরিত্যাগ করিও না ॥ ২৮

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "বিভো!" বলিয়া

সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন,—"তোমার চরণসমীপে আশ্রয় লইয়াছি"। ইহা ত ঈশ্বরোচিত সম্বোধন এবং ঈশ্বরোচিত বিজ্ঞাপন। অনুরক্তা কামিনীর প্রণয়ী পুরুষের প্রতি এরূপ সম্বোধন ও এরূপ বিজ্ঞাপন সম্ভবে না। বরং অকারণে প্রত্যাখ্যাতা পতিব্রতা পত্নীর পতির প্রতি কথঞ্চিৎ সম্ভবে। গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী নহেন,—তাঁহারা পরনারী। রসশাস্ত্রানুসারে প্রণয়ী পুরুষের প্রতি প্রণয়িনী কামিনীর এরূপ উক্তিতে রসাভাস হয়; তাহা কখনই সংগত নহে। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই তাঁহার আশ্রয় লইতেছেন। সেই জন্য, পূর্ব্বে ভগবান্ যে সকল বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া, কেবল পদাশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। অতন্নিরসন দ্বারা বিবেকাশ্রয়ে সমস্ত প্রাকৃত পদার্থে মিথ্যা জ্ঞান না হইলে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখে তুচ্ছ জ্ঞান না হইলে, অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মানুভূতি হয় না;—ইহা শ্রুতি ও বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। গোপীগণ সবিগ্রহ পরব্রহ্ম পাইবার বাসনা করিয়াছেন, তাই তাঁহারা বলিলেন—'আমরা সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণাশ্রয় লইয়াছি"। প্রাকৃত প্রণয়ী নায়কের প্রতি প্রাকৃত প্রণয়িনী নায়িকার এরূপ আত্মপরিচয় দেওয়া সম্ভবে না; কেন না, যখন ইন্দ্রিয়-সুখের জন্যই নায়কের আশ্রয় লইতেছে, তখন সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ কিরূপে হইল? বরং রতি-প্রার্থনাতেই ইন্দ্রিয়সুখের চূড়ান্ত প্রার্থনা হইল। অতএব গোপীদিগের বাক্যে অত্যুচ্চ ঈশ্বরানু-

রাগই প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার গোপীগণ দৃষ্টান্ত দিলেন,—"যেমন আদিদেব নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর।" পরপুরুষের নিকট ব্যভিচারিণী কামিনীর ঘৃণিত রতি-প্রার্থনার কি এই দৃষ্টান্ত? অতএব দেখা যায়, সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নাগর সাজিয়া, গোপীদিগকে নিবারণ করিবার ছলে ব্যঙ্গোক্তিতে যেরূপ রসিকতা বর্ষণ করিলেন, ভগবৎপ্রাণা গোপাঙ্গনা সে দিকেও গেলেন না,—তাঁহাদের লক্ষ্য স্থিরই রহিল। ইহার ভিতরে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধীয় অশ্লীল ভাবের আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনীয় অটল-অচল ঈশ্বরানুরাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহার পরে গোপীদিগের ঈশ্বরানুরাগ আরও অধিকতর প্রকটিত হইতেছে। সত্যশংসী মুনিবর গর্গ গোকুলে আগমনপূর্ব্বক ভগবানের নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বাৎসল্যময় ব্রজরাজ নন্দের নিকট এরূপ ভাবে ভগবানের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহাতে নন্দ ভগবান্‌কে মানব-পুত্রের ন্যায় নিজ পুত্র বলিয়া মনে করেন, অথচ তাহারই মধ্যে ভগবত্তত্ত্বও প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। তিনি নানা কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন, "হে নন্দ! তোমার এই পুত্রটি সর্ব্বসদ্গুণে নারায়ণের তুল্য হইবে। গোপীগণ তাহা পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন; সেই জন্যই ভগবান্‌কে বলিলেন, যেমন নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর; কারণ, তুমি নারায়ণের তুল্য গুণশালী ॥ ২৮

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে শ্রীকৃষ্ণ) পত্যপত্যসুহৃদাম্ (পতয়শ্চ অপত্যানিচ সুহৃদশ্চ তেষাম্) অনুবৃত্তিঃ (অনুবর্ত্তনং শুশ্রূষণং) স্ত্রীণাং (নারীণাং) স্বধর্ম্মঃ (অবশ্যকর্ত্তব্যং) ইতি যৎ ধর্ম্মবিদা (ধর্ম্মং বেত্তীতি ধর্ম্মবিৎ তেন ধর্ম্মবাগীশেন) ত্বয়া উক্তম্ (উপদিষ্টম্) এতদুপদেশপদে (এতস্য উপদেশস্য পদে স্থানে) ঈশে (অন্তর্য্যামিণি) ত্বয়ি এবম্ অস্তু (ভবতু)। ভবান্ (ত্বং কিল) তনুভৃতাং (তনুং বিভ্রতীতি তনুভৃতঃ তেষাং দেহধারিণাং) আত্মা (অন্তর্য্যামী) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) বন্ধুঃ (সুহৃৎ চ)॥ ২৯

টীকা।—অপিতু যদুক্তং যৎ পত্যপত্য ইত্যাদি ত্বয়া ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসম্ এবমেতৎ উপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয্যেবাস্তু। উপদেশপদত্বে হেতুঃ ঈশে ইতি। বিবিদিষাবাক্যেন সর্ব্বোপদেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ। ঈশত্বে হেতুঃ আত্মা কিল ভবানিতি। ভোগ্যস্য হি সর্ব্বস্য ভোক্তাত্মৈবেশ ইত্যতঃ প্রেষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ব্ববন্ধুষু করণীয়ং ত্বয্যেবাস্ত্বিত্যর্থঃ। অথবা ধর্ম্মোপদেশানাং পদে স্থানে ধর্ম্মোপদেষ্টরি ত্বয়ি সতি অস্মাসু ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাসু সতীষু ত্বয়া ধর্ম্মবিদা যদুক্তম্ এবমেতদস্তু নতু ত্বং ধর্ম্মোপদেষ্টা, কিন্তু ভবানাত্মেতি। অয়মর্থঃ। সর্ব্বধর্ম্মফলরূপস্ত্বমেব যদি প্রাপ্তস্তদা কিমন্যেন ধর্ম্মানুষ্ঠানসন্ধানেন ইতি ন বা বয়ং ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাঃ। অথবা যদুক্তম্, এতদুপদেশপদে তদেগাচরপুরুষেঽস্তু নাম ত্বয়ি ঈশে স্বামিনি তু সতি এবং, কাকা নৈবমিত্যর্থঃ। যতস্তনুভৃতাং ত্বমাত্মা ফলরূপ ইতি।

যদ্‌বা, যত্ত্বক্তং পত্যাদিশুশ্রূষণং ধর্ম্ম ইতি, এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্তু কুতঃ উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেন উপদিশ্যমানানাং পত্যাদীনাং পদেঽধিষ্ঠানে। কুত ঈশে। নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোঽপি পতিপুত্রাদির্নামেতি। নহি অধিষ্ঠানভূতরজ্জুসত্তাজ্ঞাং নিশ্চিতানাং সর্পাদিকমারোপ্য স্ফুরতীতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২৯

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! আমরা বুঝিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্রে তুমি দিগ্‌গজ পণ্ডিত; তুমি যে বলিলে, "পতি, পুত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের সেবা করা স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম, তাহা সত্যই। আমরা তাহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তুমি ঈশ্বর, অতএব তুমিই তোমার ঐ উপদেশের বিষয় অর্থাৎ তোমার সেবাতেই আমাদের সর্ব্বসেবা সিদ্ধ হউক; কারণ তুমি নিখিল দেহধারীর আত্মা, প্রিয়তম ও বন্ধু ॥ ২৯

তাৎপর্য্য।—ইহার উপরে উচ্চতর সাধনার কথা, উচ্চতর সাধকের কথা এবং উচ্চতর ভগবৎপ্রেমের কথা আর কি হইতে পারে? জীব যখন আপনাকে প্রকৃতি জানিয়া মধুরভাবে পরম-পুরুষের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তাহার চরম গতি ও পরম নির্ব্বৃতি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভাবেই ভগবান্‌কে ভক্তি করার নাম মধুর ভাব। ঈশ্বর-বোধে ভক্তি করার নাম শান্ত ভাব; প্রভু বোধে আদেশ পালন করার নাম দাস্য, বন্ধু বোধে প্রণয় করার নাম সখ্য; পুত্র বোধে স্নেহ করার নাম বাৎসল্য এবং পতিবোধে ঐ সকল ভাবের সহিত আত্মসমর্পণ করার নাম মধুর ভাব। সংসারের মানব-

াত্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই পাঁচ প্রকার ভাবের অন্যতম
াব দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচটি ভাবের অন্যতম ভাবেই
াক ব্যক্তি অপরের সেবা করিয়া থাকে; এবং অপরের প্রতি
মুরক্ত হয়; আর তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে। এই পাঁচ
াবের বন্ধনেই সংসার আবদ্ধ এবং এই পাঁচ ভাবের অস্তিত্বেই
ংসারের অস্তিত্ব। ভগবৎ-প্রেম আর কিছুই নহে; এই পাঁচ
াবের অনুরাগ সংসার হইতে উঠাইয়া ভগবানে অর্পণ করাই
রম ভগবৎপ্রেম বা মাধুর্য্য প্রেম। ঈশ্বরই প্রভু, ঈশ্বরই সখা,
শ্বরই পুত্র এবং ঈশ্বরই পতি; সংসারে আর কাহারও
িহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই; এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইলেই
ীবের পরমানন্দ।

তখন আনন্দলাভের জন্য পৃথক্ বস্তু বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি
াবলম্বন করিতে হয় না; তখন জীব সকলানন্দের মূল-স্বরূপ
াত্যুক্ত পরমানন্দ পাইয়া এক স্থানেই সকলানন্দ আস্বাদন
করিতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"সমস্ত জীব সেই ব্রহ্মা-
নন্দেরই কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন করিয়া জীবন ধারণ করে; অতএব
যে আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্রই জীবের উপজীবা, সেই মূলানন্দ
পাইলে, আর অন্যানন্দের প্রয়োজন হয় না; সকল আনন্দের
অভিলাষ তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। তাই ভক্তচূড়ামণি
প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবিবেকী মানবদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভোগে যে অনপায়িনী প্রীতি হইয়া থাকে, একমাত্র তোমার স্মরণে আমার যেন সেইরূপ অনপায়িনী প্রীতি হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়।" সব শিয়ালের এক রা।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—তুমি ঈশ্বর, তোমার সেবাতেই আমাদের পতি, পুত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের সেবা সম্পন্ন হউক; অর্থাৎ সংসারিণী কামিনী পতি, পুত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের সেবা করিয়া যে ফল, যে আনন্দ পাইয়া থাকে—আমরা তোমার সেবা করিয়া সেই ফল, সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইব। তুমিই আমাদের ঈশ্বর, তুমিই আমাদের সুহৃৎ, তুমিই আমাদের পুত্র, এবং তুমিই আমাদের পতি। ঈশ্বর বলায় শান্ত, সুহৃৎ বলায় সখ্য, পুত্র বলায় বাৎসল্য এবং পতি বলায় মাধুর্য্য ভাব পাওয়া গেল; আর সেবার কথায় দাস্য আপনা আপনিই আসিল। এখন বুঝা গেল, গোপাঙ্গনারা সংসারের কাহারো সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভাবেই ভগবান্‌কে আশ্রয় করিতে চাহিতেছেন। ভগবান্‌ই যে পতি, পুত্র ও সুহৃৎ, তাহার কারণ দেখাইলেন, এবং ভগবানের সেবাতেই যে, সর্ব্বসেবা সিদ্ধ হয়, তাহারও কারণ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—তুমি অখিল দেহধারীর আত্মা; অর্থাৎ যেমন পরিদৃশ্যমান প্রভাকর উত্তাপরূপে পার্থিব সমস্ত পদার্থের অন্তর্গত রহিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের সম্মুখবর্ত্তী চিদ্‌ঘন বিগ্রহধারী তুমিই প্রত্যেক জীবদেহে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইয়া রহিয়াছ; অতএব পতির মধ্যেও তুমি,

পুত্রের মধ্যেও তুমি এবং সমস্ত সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যেও তুমি; সুতরাং যেমন মূল উত্তাপের অর্থাৎ প্রভাকরের পূজা করিলে, পদার্থগত সমস্ত উত্তাপেরই পূজা হইয়া যায়, সেইরূপ মূল পতির, মূল পুত্রের এবং মূল বন্ধুর অর্থাৎ তোমার সেবা করিলে, পরিণেতা উপপতির, গর্ভজাত উপপুত্রের ও মনঃ-কল্পিত উপমিত্রের সেবা আপনা আপনিই হইয়া থাকে।

ভগবৎসর্ব্বস্ব গোপীগণের অভিপ্রায়ে ভগবান্‌ই মূল বা যথার্থ পতি, ভগবান্‌ই যথার্থ পুত্র এবং ভগবান্‌ই যথার্থ সুহৃৎ; আর সাংসারিক পতিমাত্রেই উপপতি, পুত্রমাত্রেই উপপুত্র এবং সুহৃৎ-মাত্রেই উপসুহৃৎ। আশা করি, তত্ত্বদর্শী পাঠক এ কথায় হাসিবেন না। গোপীগণ প্রাকৃত লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বলিতে-ছেন না,—লোকাতীত চরম তত্ত্বকথাই বলিতেছেন। ইহা কেবল গোপীগণের কথা নহে, পারমার্থিক শাস্ত্রেরও এই কথা। ভক্ত-জন-সম্মত দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তই এই। ভক্তাদৃত দ্বৈতবাদের অভিপ্রায়ে, শুদ্ধ জীব চিন্ময়, অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামই তাহার নিজ নিত্য নিকেতন এবং সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সঙ্গেই তাহার নিত্য-সম্বন্ধ। ভগবদিচ্ছায় কর্ম্মানুরূপ ভৌতিক দেহ ধারণ-পূর্ব্বক নরলোকে অস্থায়ী উপনিবেশ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় বাস করে এবং তত্রত্য ভূতময় দেহের সহিত অস্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। ইহা কেবল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নহে; চিন্তাশীল মানবের প্রতি-নিয়ত প্রত্যক্ষ অনুভূত। তবেই বুঝা যায়, এখানকার গৃহ উপগৃহ, এখানকার পুত্র উপপুত্র, এখানকার মিত্র উপমিত্র এবং

এখানকার পতিও উপপতি ; এক কথায়, এখানকার সম্বন্ধ মাত্রই উপসম্বন্ধ। এখানে পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র হইতে অত্যুচ্চ অট্টালিকাবাসী চক্রবর্ত্তী রাজা পর্য্যন্ত উপগৃহ অর্থাৎ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন এবং নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তিদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী যখন মনে করিবেন, তখনই পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উঠাইয়া দিবেন এবং দিতেছেন। সকলে ইহা দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না ; শ্রীবৃন্দাবনের গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই উপগৃহ, উপপুত্র, উপমিত্র এবং উপপতির সহিত মিথ্যা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য নিকেতনে যাইবার জন্য, নিত্যপুত্র, নিত্যমিত্র এবং নিত্যপতির আশ্রয় লইতেছেন।

পা ধাতু হইতে পতিশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে ; যিনি রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই পতি। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, সে অন্যের পতি অর্থাৎ রক্ষক হইবে কিরূপে ? পুৎ-নামক নরক হইতে যে উদ্ধার করে, সেই পুত্র ; যে আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ, সে অন্যের পুত্র অর্থাৎ নরকত্রাতা হইবে কিরূপে ? যে বিনা স্বার্থে অন্যের হিতসাধন করে সেই সুহৃৎ ; যে সর্ব্বদাই স্বার্থানুসন্ধানে অন্ধ, সে অন্যের সুহৃৎ অর্থাৎ নিঃস্বার্থ মিত্র হইবে কিরূপে ? অতএব অখিল-পালক সর্ব্বপাপহারী পরিপূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরই যথার্থ পতি, যথার্থ পুত্র ও যথার্থ সুহৃৎ। পতিপুত্রাদি নামধারী ভৌতিক দেহের সহিত কাহারো কোনো সম্বন্ধই নাই ; সেই দেহের অন্তর্গত পরমাত্মার সহিতই

কলের নিত্যসম্বন্ধ; সেই পরমাত্মাই বাহিরে গোপীর সম্মুখবর্ত্তী
়গ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ। গোপী তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন, তাই সব
াড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন।

গোপীগণ ভগবান্‌কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম বলিলেন। সক-
লরই দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয়, জীবাত্মা প্রিয়তর এবং
রমাত্মা প্রিয়তম। পরমাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া জীবাত্মা প্রিয়
য় এবং জীবাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয়
ইয়া থাকে। অতএব পরমাত্মাই প্রিয়তম। শ্রুতি বলিয়াছেন,—
অরে! পতির নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না, পুত্রের নিমিত্ত পুত্র প্রিয়
য় না, কাহারও নিমিত্ত কেহ প্রিয় হয় না; কেবল আত্মার
নিমিত্তই এক ব্যক্তি বা বস্তু অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে"। সেই
াত্মার আত্মা পরমাত্মাই বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ; অতএব শ্রীকৃষ্ণই
প্রিয়তম এবং তাঁহার প্রীতিতেই জগৎ প্রীত,—'তস্মিন্ তুষ্টে
গত্তুষ্টম্'। অতএব গোপীগণ ঠিকই বলিয়াছেন,—"তোমার
সেবাতেই পতি-পুত্রাদি সকলেরই সেবা সিদ্ধ হউক"।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া
বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" অর্থাৎ বেদ ত্রিগুণ-বিষয়ক, তুমি
ত্রিগুণ-শূন্য হও। অন্যত্রও "অবিদ্যাবদ্ বিষয়ো বেদঃ" অর্থাৎ
যাহারা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাকৃত পদার্থই পরম পদার্থ
এবং প্রাকৃত সুখই চরম সুখ মনে করে, পরম বস্তু ও চরমা-
নন্দের স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদেরই জন্য বিধি-নিষেধাত্মক
বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র; যাহারা পরম বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইয়া, পরমা-

নন্দের আস্বাদনে সাংসারিক সমস্ত ভোগ সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে
তাহাদের জন্য নহে। যে সকল স্ত্রীজাতির অস্থিচর্ম্মময় দেহ
বিশেষে পতিবোধ আছে, এবং যাহারা ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ও
সন্তানসন্ততিলাভের কামনা পোষণ করে, তাহাদের জন্যই "পতি
রেব গুরুঃ স্ত্রীণাম্" "পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যঃ" ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের
বিধান। তাহারা যদি পতিপুত্রাদির সেবা না করে, তবে অধর্ম্ম
হইবে ; কিন্তু যাহারা জগৎপতিকেই যথার্থ পতি বলিয়া বুঝিয়াছে,
প্রাণে মনে ঐক্য করিয়া "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা
নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিতে পারিয়াছে, এবং "ঈশ্বরঃ
সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি
মায়য়া" ইহার অর্থ অবগত হইয়াছে, তাহাদের লৌকিক কর্ত্তব্য-
করণে পুণ্য নাই, অকরণে পাপও নাই। যাহারা আনন্দঘন মদন-
মোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া, প্রাকৃত সমস্ত ভোগসুখ তৃণবৎ পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই,
সুতরাং ভগবৎসর্ব্বস্ব গোপীদিগেরও নাই। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গোপীদিগকে পতিপুত্রাদির সেবা
করিতে বলিয়াছিলেন, তাই গোপীগণ সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহাকে
শুনাইয়া দিলেন এবং "ধর্ম্মবিৎ" অর্থাৎ "ধর্ম্মশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত"
বলিয়া উপহাস করিলেন।

শুকপ্রোক্ত এই শ্লোকটিতে গোপীগণ যাহা বলিলেন, তাহা
সমস্ত উপনিষদের সারাংশ, বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত এবং সাধকের
ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত সাধন॥ ২৯

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম-
ন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—হি (নিশ্চিতং) কুশলাঃ (শাস্ত্রনিপুণাঃ জনাঃ) নিত্যপ্রিয়ে শশ্বৎপ্রীতিকরে) স্বে আত্মনি (নিজাত্মস্বরূপে) ত্বয়ি (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে) তিং (ভাবং) কুর্ব্বন্তি (স্থাপয়ন্তি) আর্ত্তিদৈঃ (সদাদুঃখদায়কৈঃ) পতি- তাদিভিঃ (পতিপুত্রাদিভিঃ) কিং (কিং প্রয়োজনং ন কিমপীত্যর্থঃ); ৎ (তস্মাৎ) বরদেশ্বর (হে বরদশ্রেষ্ঠ) অরবিন্দনেত্র (হে কমললোচন) ঃ (অস্মভ্যং) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব); ত্বয়ি (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ভগবতি) রাৎ ধৃতাম্ (রোপিতাম্) আশাং (অনুরাগরূপাং) মা ছিন্দ্যাঃ (ন ন্মূলয়) ॥ ৩০

টীকা।—এতৎ সদাচারেণ দ্রঢ়য়ন্তঃ প্রার্থয়ন্তে—কুর্ব্বন্তি হীতি। কুশলাঃ াস্ত্রনিপুণাঃ। তথাচ শাস্ত্রম্। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নায়মাত্মা লাক ইতি ॥ ৩০

অনুবাদ।—তুমি সকলেরই আত্মস্বরূপ; সুতরাং নিত্য-প্রিয়, এই জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাতেই রতি করিয়া াকেন। পতি-পুত্রাদি কেবল দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে প্রয়োজন াই। অতএব হে বরদশ্রেষ্ঠ! হে কমললোচন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও; বহুদিন হইতে তোমার আশায় আছি; সে আশা ছেদন করিও না ॥ ৩০

তাৎপর্য্য।—প্রমাণ-সমূহের মধ্যে সদাচারও একটি অন্যতম প্রমাণ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ-স্বরূপ সদাচার দেখাইলেন,—বলিলেন, "দেখ কৃষ্ণ! আমরা স্ত্রীজাতি বলিয়া ধরা পড়িয়াছি, তুমি আমাদিগকে ব্যভিচারিণী বলিয়া মনে করিতেছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যাহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছে, তাহারা স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, আমাদের ন্যায় তোমার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

বাস্তবিক শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিলে, তাঁহাতে অনুরক্ত না হইয়া থাকিবার উপায় নাই। আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীব কৃষ্ণেই অনুরক্ত রহিয়াছে, কৃষ্ণাশ্রয়েই জীবিত আছে এবং অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানই করিতেছে। তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দুটি বিশেষণ দিলেন,—"স্বে আত্মনি" এবং "নিত্যপ্রিয়ে"। "নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্বম্ আত্মত্বম্" অর্থাৎ কোনো কারণ অপেক্ষা না করিয়া, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যে বস্তুর প্রতি প্রেম হইয়া থাকে, তাহাই আত্মা; অতএব আত্মাই অহৈতুক প্রেমের বিষয়। সেই চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্য্যামী আত্মাই বাহিরে বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ। 'আত্মার প্রতি প্রেম যদি জীবের স্বাভাবিক, তবে বিগ্রহবান্ আত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমও সুতরাং স্বাভাবিক। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আত্মস্বরূপে আছি। আবার এই শ্রীমদ্ভাগ-

াতেই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া-ছ্ন.—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।" অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জানিও। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এই আত্মা যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই নিকটে নিজ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।" অতএব যদি আত্মা স্বাভাবিক প্রেমাস্পদ হইলেন, তাহা হইলে পরমাত্মাও অধিকতর প্রেমাস্পদ এবং সেই পরমাত্মাই যখন তনুমান্ শ্রীকৃষ্ণ, তখন তিনি স্বাভাবিক অধিকতম প্রেমাস্পদ। আত্মা যে, সকলেরই স্বাভাবিক প্রেমাস্পদ, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতিরেকেও চিন্তাশীল মানবের প্রত্যক্ষ অনুভূত। জরাজীর্ণ মনুষ্যও মরিতে চায় না; তাহার কারণও আত্মপ্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যপ্রিয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু মায়ামুগ্ধ মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে না। যাহাকে অন্তরে অন্তরে ভাল বাসিতেছে, তাহাকে চিনিতে পারে না; তাহাদের অন্তরে অন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে; যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—তাঁহারা ভগবৎ-কৃপায় তাহা অপরোক্ষ অনুভব করিয়া তাঁহাতেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতি সংস্থাপন করিয়া থাকেন।

গোপীগণ ভগবান্‌কে—"নিত্যপ্রিয়" বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব স্মরণ রাখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে "শ্রীকৃষ্ণই নিত্য-প্রিয়"। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে "আনন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ।" আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই জীবের নিত্যপ্রিয় নহে। ইহা অভি-নিবেশের সহিত চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাংসারিক

ভোগ্য পদার্থ যতই উৎকৃষ্ট হউক, অধিকক্ষণ ভোগ করিলে তাহা অরুচিকর হয় এবং ভুক্ত পদার্থে পরিবর্ত্তনে অপর পদার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়; অতএব পার্থিব কোনো পদার্থ নিত্যপ্রিয় নয়,—নিত্যপ্রিয় কেবল আনন্দ; আনন্দে কখনও কাহারও অরুচি হয় না। সেই আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রিয়।

পঞ্চদশী-নামক বেদান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ। মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥" অর্থাৎ এই সংবিৎ অর্থাৎ চৈতন্যই আত্মা এবং এই আত্মাই পরমানন্দ স্বরূপ; যে-হেতুক আত্মার প্রতিই পরম প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই ইচ্ছা, আমার সত্তা যেন নষ্ট না হয়,—আমি যেন চিরকাল থাকি। পঞ্চদশীর কথায় আমাদের পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ই প্রতিপন্ন হইল। পঞ্চদশী বলিলেন,—"আনন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই কাহারও নিত্যপ্রেম হয় না, আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আত্মার উপর সকলেরই স্বাভাবিক নিত্যপ্রেম; যেহেতুক কেহই মরিতে চায় না,—সকলেই বাঁচিতে চায়। আত্মাই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং আত্মা যে আনন্দময় তাহাও বলা হইল; সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাই যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন আমাদের প্রেমময় গোপীবৃন্দ সেই সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা এবং নিত্যপ্রিয় বলিলেন। পাঠক ও সাধকগণ দেখিবেন,—গোপীগণ চরম পরমার্থ-পথেই চলিয়াছেন॥ ৩০

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—যৎ (চিত্তং) গৃহেষু (গৃহকৃত্যেষু) সুখেন (আনন্দেন) নির্ব্বিশতি (অভিনিবিষ্টং ভবতি), [তৎ] চিত্তং (মনঃ) ভবতা (ত্বয়া) অপহৃতম্ (আকৃষ্য নীতম্) ; উত করৌ অপি [যৌ] গৃহকৃত্যে [নির্ব্বিশতঃ] [তৌ অপি অপহৃতৌ] ; পাদৌ (চরণৌ) তব পাদমূলাৎ (তব চরণ-সমীপাৎ) পদং (পাদমাত্রং) ন চলতঃ (ন গচ্ছতঃ) ; কথং (কেন প্রকারেণ) ব্রজং (গোপাবাসং) যামঃ (গচ্ছামঃ ; অথো (ব্রজং গত্বা) কিংবা [কর্ম্ম] করবাম (সম্পাদয়াম) ॥ ৩১

টীকা।—কিঞ্চ, প্রতিযাতেতি যদুক্তং, তদশক্যং, ত্বয়ৈব চিত্তাদীনামপহৃতত্বাদিত্যাহুঃ চিত্তমিতি। যদস্মাকং চিত্তমেতাবন্তং কালং সুখেন গৃহেষু নির্ব্বিশতি তৎ ত্বয়া অপহৃতম্। যৌ করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতঃ তাবপি সুখাত্মনা ত্বয়েতি বা॥ ৩১

অনুবাদ।—পূর্ব্বে আমাদের যেমন আনন্দের সহিত গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিত ; তুমি আমাদের সে মন অপহরণ করিয়াছ এবং পূর্ব্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, সে হস্তও সুতরাং তোমা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে ; কেন না, হস্তাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের অধীন। আমাদের পা তোমার চরণ-সমীপ হইতে

এক পাও চলিতে চায় না ; তবে বল দেখি, আমরা কিরূপে ব্রজে যাই এবং গিয়াই বা কি করি ॥ ৩১

তাৎপর্য্য।—যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা অগ্রে কর্ত্তার মনে উদিত হয় ; তাহার পর বহিরিন্দ্রিয়ের চেষ্টায় কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। সাংসারিক এক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, অপর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনের সংযোগ ভিন্ন কোনো ইন্দ্রিয়ই কোনো কার্য্য করিতে পারে না ; যখন প্রকৃত সাধকের মন জপাদির সময় ধ্যানে ভগবানে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার সংসার মনেই থাকে না ; সুতরাং তখন তাঁহার দ্বারা কোনো কার্য্যই হইতে পারে না। গোপীগণের মন সম্মুখস্থ সাক্ষাৎ ভগবানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে ; কাযে কাযেই তাঁহাদের হস্তপদ কার্য্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানে মনোনিবেশ কিরূপ, ইহা তাঁহারই অভিনীত উপদেশ। যে আনন্দের আভাসের জন্য জীব আপন জীবন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, সেই আনন্দের বিগ্রহবান্ মূর্ত্তি দেখিলে কে নড়িতে পারে? যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্‌যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" অর্থাৎ যোগী চেষ্টা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যোগীকে পরিত্যাগ করে। কি জ্ঞান-যোগী, কি অষ্টাঙ্গ-যোগী, কি ভক্তি-যোগী, পরমানন্দের আস্বাদন পাইলে তাঁহাদের মন তাহাতেই অভিনিনিবিষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং মনের অধীন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; কর্ম্ম আপনাআপনিই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। গোপী তাহাই সমস্ত মানবকে শিক্ষা দিলেন ॥ ৩১

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তব অধরামৃতম্ অধরসুধা তস্য পূরকঃ প্রবাহঃ তেন) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং (হাসশ্চ অবলোকশ্চ কলগীতঞ্চ তৈঃ জাতঃ যঃ হৃচ্ছয়াগ্নিঃ হৃদি মনসি শেতে ইতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ স এব অগ্নিঃ দাহকঃ তং) সিঞ্চ (নির্ব্বাপয়) ; নো চেৎ (অন্যথা) সখে (হে বন্ধো) বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত-দেহাঃ (বিরহাৎ জায়তে ইতি বিরহজঃ বিচ্ছেদজনিতঃ অগ্নিঃ তেন উপযুক্তাঃ ভক্ষিতাঃ দেহাঃ যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) ধ্যানেন (অবিচ্ছিন্ন-চিন্তনেন) তে (তব) পদয়োঃ (চরণয়োঃ) পদবীং (অন্তিকং) যাম (গচ্ছাম) ॥ ৩২

টীকা।—অতঃ অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ নোঽস্মাকং তবাধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেনচ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ ; নো চেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেনচ উপযুক্তদেহা, দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম ॥ ৩২

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ ; তোমার সহাস্য অবলোকন-দর্শনে এবং সুমধুর মুরলীগান-শ্রবণে আমাদের কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব তুমিই তোমার অধরামৃত-সেচনে তাহা

নির্ব্বাপিত কর। তাহা না করিলে, আমরা কামানলে ত দগ্ধ হইতেছিই, তাহার উপর তোমার বিরহানলে অধিকতর দগ্ধ হইয়া ধ্যানেতেই তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত হইব ॥ ৩২

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে ভক্তভাব ও কামিনীভাব দুইই আছে। পূর্ব্বে গোপীগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল ভগবৎ-প্রত্যাখ্যাত ভক্তের কথা। তাঁহারা সকল কথাতেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও অন্তর্য্যামী বলিয়া আসিলেন; এখন একবারে "সখে" বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক অধরামৃত দ্বারা কামানল নির্ব্বাপিত করিবার প্রার্থনা করিলেন। আবার তাহারই ভিতর বলিলেন,—ধ্যানদ্বারা তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইব। যখন ভগবান্ প্রত্যাখ্যান-বাক্যদ্বারা গোপী-দিগকে নিবারণ করেন, তখন তাঁহারা নিবারণ-বাক্যে যারপর নাই দুঃখিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত পরিহাস কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছিলেন; একথা পূর্ব্বে কারণ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। সেই জন্য গোপীদিগের হৃদয় দোলায়িত হইয়াছিল। ভক্তের ভগবৎপ্রেম ঘৃতাদি স্নেহ-দ্রব্যের ন্যায় কখনো গাঢ়, কখনো বা জলের ন্যায় তরল; ঘৃতাদি স্নেহ-দ্রব্য শৈত্যে গাঢ় এবং উত্তাপে তরল হইয়া থাকে। ভক্তের ভগবৎ-প্রেমও শৈত্যে গাঢ় ও উত্তাপে তরল হয়। একটি লোহিতবর্ণ সুশীতল পাত্রে ঘৃত রাখিলে, তাহা গাঢ় হইয়া যায়, এবং ঘৃতপাত্রের লোহিতবর্ণ তলদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাহা ঘৃতের সহিত সমানবর্ণ

হইয়া যায়। আবার ঐ পাত্রই উত্তপ্ত হইলে, ঘৃত তরল হইয়া যায় এবং পাত্রতলের লোহিতবর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবৎ-সম্মিলনে ভক্তের হৃদয় যখন পরমানন্দে শান্তিময় ও সুশীতল হইয়া থাকে, তখন হৃদয়স্থ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যপ্রেম এত গাঢ় হয় যে, হৃদয়ান্তরস্থিত ভগবান্‌কে 'ভগবান্' বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিশ্বব্যাপী পুরুষ তখন প্রগাঢ় প্রেমে ঢাকা পড়িয়া, ভক্তের সহিত সমান হইয়া যান। আবার ভগবদ্-বিচ্ছেদের উত্তাপে যখন ভক্তের হৃদয় উত্তপ্ত হয়, তখনই প্রেম তরল হইয়া যায় এবং হৃদয়ান্তর্গত ভগবানের ঈশ্বরত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের গোপীগণও ভগবানের প্রত্যাখ্যান-বাণী স্মরণ করিয়া, বিরহাশঙ্কায় যখন সন্তপ্ত হইতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করিতেছেন; আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ান্তর্গত পরিহাস স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতেছেন, তখন সাহসপূর্ব্বক "সখে" বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কামানল নির্ব্বাপণের প্রার্থনা করিতেছেন। প্রেমের স্বভাবই এইরূপ। প্রগাঢ় প্রেমে ভগবান্‌কে আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়; যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পরমানন্দ হয় না। কামের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, আবার যথাস্থানে সবিশেষ আলোচিত হইবে। গোপীগণ বর্ত্তমান শরীরে কৃষ্ণকে না পাইলে, মরিয়াও পাইতে চাহিতেছেন; প্রকৃত প্রেমের স্বভাবই এইরকম ॥৩২

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—অম্বুজাক্ষ (হে পদ্মনেত্র) যর্হি (যদা) রমায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) দত্তক্ষণং (দত্তঃ ক্ষণঃ উৎসবঃ যেন তৎ) অরণ্যজনপ্রিয়স্য (অরণ্যজনাঃ বনচারিজনাঃ প্রিয়াঃ প্রীতিকরাঃ যস্য তস্য) তব পাদতলং (চরণতলং) কচিৎ (কদাচিৎ) অস্প্রাক্ষ্ম (স্পৃষ্টবত্যঃ) ত্বয়া অভিরমিতাঃ (আনন্দিতাঃ চ) তৎপ্রভৃতি (তদারভ্য) বত (অহো দুঃখং) অন্যসমক্ষং (অন্যস্য সমীপে) অঞ্জঃ (সত্যমেব) স্থাতুং ন পারয়ামঃ (ন শক্তাঃ ভবামঃ)॥ ৩৩

টীকা।—নন্থ, স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুরিতি তত্রাহু যর্হীতি। রমায়া লক্ষ্ম্যা দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং তদপি কচিদেব, ন সর্ব্বদা, অরণ্যজনাঃ প্রিয়া যস্য তস্য তব। অরণ্যজনপ্রিয়ত্বাদেবারণ্যে কচিৎ যর্হি অস্প্রাক্ষ্ম স্পৃষ্টবত্যো বয়ম্। তত্রচ ত্বয়াভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ সত্যঃ তদারভ্য অন্যসমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ। তুচ্ছাস্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৩

অনুবাদ।—হে কমললোচন! বনবাসিগণই তোমার পরমপ্রিয়; আমরাও বনবাসিনী; সেই জন্য লক্ষ্মীর আনন্দদায়ক ত্বদীয় চরণতল কদাচিৎ যখন স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি, দুঃখের কথা, বলিব কি, তদবধি সত্যই, অন্য কাহারও নিকটে অবস্থান করিতে পারি না॥ ৩৩

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ এই শ্লোকে ভগবানের স্বভাব এবং আপন আপন অবস্থার পরিচয় দিলেন। বলিলেন,—সম্পদ্রূপা ও সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী তোমার চরণতলে পরমানন্দ পাইয়া থাকেন; কিন্তু বনবাসিগণই তোমার প্রিয়; অর্থাৎ লক্ষ্মী তোমাকে প্রিয়তম বলিয়া মনে করেন এবং তোমাকে পাইতে চাহেন, তুমি কিন্তু অকিঞ্চন বনবাসীকেই আত্মদান করিয়া থাক। আনন্দের অভিলাষেই লোকে সম্পত্তি সংগ্রহ করে; কিন্তু তাহারা অভিলাষের বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অধিকতর সম্পত্তির অধিকারী, সে ব্যক্তি যে, ততই অধিকতর অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে, ইহা বিবেচনাশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন। পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বরকে অহর্নিশ যেরূপ অশান্তি অনুভব করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। বহির্দর্শী ধনহীন লোকে মনে করে, রাজাই সুখী; কিন্তু রাজার অন্তরের সুখ রাজাই জানেন। পক্ষান্তরে, 'আমার' বলিয়া রক্ষা করিবার বস্তু, যাহার যে পরিমাণে অল্প, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে সুখী ও নিশ্চিন্ত। মহাজনেরা বলেন,—"অর্থানামর্জ্জনে দুঃখ-মর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্।" অর্থাৎ অর্থের উপার্জ্জনে দুঃখ, উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষণে দুঃখ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ; অতএব এরূপ দুঃখময় অর্থে ধিক্। অতএব অর্থ প্রার্থনা করা আর দুঃখ প্রার্থনা করা একই কথা এবং অর্থ সঞ্চয় করা, আর দুঃখ সঞ্চয় করাও সমান। গোপীগণ বলিলেন, তোমার চরণতলেই

লক্ষ্মীর আনন্দ; লক্ষ্মী তোমার জন্যই অর্থাৎ পরমানন্দের জন্যই লক্ষ্মী হইয়া বসিয়াছেন; কিন্তু তুমি অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ বস্তু নিষ্কিঞ্চন বনবাসীকেই ভাল বাসিয়া থাক। যেখানে লক্ষ্মী অর্থাৎ পার্থিব সম্পত্তি, সেখানে তুমি নাই;—আনন্দ নাই; আর যেখানে লক্ষ্মীর অর্থাৎ সম্পত্তির সম্বন্ধ নাই, সেই খানেই তুমি, অর্থাৎ পরমানন্দ,—আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।

যে ব্যক্তি গুড় ভিন্ন অন্য মিষ্টান্ন খায় নাই,—দেখেও নাই, তাহার নিকট বৰ্দ্ধমানের সীতাভোগের প্রশংসা করিলে সে গুড় ছাড়িতে পারিবেনা, প্রত্যুত উপহাস করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি সীতাভোগের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহার আর গুড় ভাল লাগিবেনা। আমরা চিরকাল কেবল গুড় খাইয়াই আসিতেছি,—সীতাভোগের আস্বাদন জানিনা অর্থাৎ সংসারের অসার সুখই বহু জন্ম হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছি, ইহাই সুখ বলিয়া জানি; ভগবৎ-পাদপদ্মের আস্বাদন পাই নাই; তাই রসজ্ঞ ঋষিদিগের বর্ণিত ভগবদানন্দের কথা শুনিলে বিশ্বাস করিতে পারি না। যদিও ঋষিবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই; তাহা প্রকৃত বিশ্বাস নয়,—তাহা খাঁটি বিশ্বাস নয়; তাহা সংশয়াকুল কপট বিশ্বাস,—বাঙ্ময় বিশ্বাস মাত্র। তাই চিরাভ্যস্ত চিরাস্বাদিত অসার সংসারসুখ ত্যাগ করিতেও পারি না। প্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনা সীতাভোগের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরমানন্দময় মূর্ত্তিমান্ ভগবানের দর্শন ও স্পর্শন পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তু তুচ্ছ হইয়া গেল।

সেইজন্য তাঁহারা বলিলেন,—"যে দিন তোমার চরণ স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে আর কাহারো নিকটে অবস্থান করিতেও পারি না।" এইরূপ অবস্থায় সাধক মাত্রেরই এইরূপ হইয়া থাকে; তাহাতে স্ত্রীপুরুষের বিশেষ নাই; প্রকৃত সাধক মাত্রেরই এই কথা। সাধক বলেন,—

"স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

অর্থাৎ হে সখে! যদি সংসারের আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তবে এখন কেশিঘাটের উপকণ্ঠে মহাস্যবদন কমললোচন পিচ্ছচূড়ায় সুশোভন বংশীবদন গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিও না; সে রূপ নয়নগোচর হইলেই সংসারে আর যাইতে পারিবে না; আজ গোপীগণ বলিতেছেন যে দিন তোমার চরণ-কমল স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্যের নিকটে অবস্থান করিতে পারি না। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"সেই পরমপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়, সকল সংশয় দূর হয় এবং হৃদয়ের গ্রন্থিস্বরূপ মায়াবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। গোপীগণ বেদানুমোদিত চরম কথাই বলিতেছেন। (আমরা সে রূপ দেখি নাই, বেশ আছি) ॥ ৩৩

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—যস্যাঃ (শ্রিয়াঃ) স্ববীক্ষণে (স্ব-কর্তৃক-দৃষ্টি-নিক্ষেপে) অন্যসুরপ্রয়াসঃ (অন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদিদেবানাং প্রয়াসঃ যত্নঃ) শ্রীঃ (সা লক্ষ্মীঃ) বক্ষসি (তব উরঃস্থলে) পদং (বাসস্থানং) লব্ধাপি (প্রাপ্যাপি) তুলস্যা (বৃন্দয়া সহ) ভৃত্যজুষ্টং (ভৃত্যৈঃ ভক্তৈঃ জুষ্টং সেবিতং) পদাম্বুজরজঃ (চরণসম্বন্ধিপরাগং) চকমে (কাময়তে স্ম) কিল (এবং প্রসিদ্ধিঃ অস্তি) বয়ঞ্চ (বয়মপি) তদ্বৎ (শ্রীরিব) তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ (সমাশ্রিতাঃ)॥ ৩৪

টীকা।—ত্বৎপাদসৌভাগ্যস্তুতিচিত্রমিত্যাহুঃ শ্রীরিতি। বক্ষসি অসাপত্ন্য স্থানং লব্ধ্বাপি তুলস্যা সপত্ন্যা সহ লক্ষ্মীর্যৎ তব পদাম্বুজরজঃ কাময়তে স্ম ভৃত্যৈঃ সর্বৈর্জুষ্টমিতি সৌভাগ্যাতিশয়োক্তিঃ। যস্যাঃ স্ববীক্ষণে শ্রীরাত্মানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থমন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোতি প্রয়াসঃ সা, তদ্রজঃ তদ্বয়মপি প্রপন্না ইতি ॥ ৩৪

অনুবাদ।—ব্রহ্মাদি অন্যান্য দেবতাগণ যাঁহার কৃপাকটাক্ষ পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সেই লক্ষ্মী তোমার বক্ষঃস্থলে স্থান পাইয়াও তুলসীর সহিত ভক্তসেবিত চরণরজঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেইরূপ আমরাও তোমার পদরজঃপ্রার্থিনী হইয়াছি ॥ ৩৪

তাৎপর্য্য।—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ব্রজবাসিনী গোপীদিগের মধুর ভাবে কৃষ্ণসেবা দেখিয়া, তাহাই পাইবার জন্য বৃন্দাবনস্থ বিল্ববনে তপস্যা করেন। ভগবান্ তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি আপন অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বলেন,—ঐশ্বর্য্যের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিতে গোপীভাবের সেবা কেহই পাইতে পারে না। তুমি অখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী; গোপীভাবে আমার সেবা পাইবে না। আমি অকিঞ্চনেরই প্রাপ্য। আমার অন্যান্য রূপ অনেকেই পাইতে পারে; কিন্তু আমার এই নন্দনন্দন-রূপ প্রাপ্ত হওয়া সহজ নয়। লক্ষ্মীর সহিত অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহারা কখনই আমাকে পাইবে না। গোপী ধনজনের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই আমাকে পাইয়াছেন; তুমি ধনেশ্বরী; অতএব আমাকে পাইবার অধিকার তোমার নাই। যাহা হউক, তোমার তপস্যাও বিফল হইবে না। তুমি সুবর্ণরেখারূপে আমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান কর। সেই অবধি লক্ষ্মী সুবর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। গোপীগণ তদনুসারেই এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিলেন। গোপীদিগের এই কথাগুলিতে দাস্যের আভাস পাওয়া যায়। ৩৪

———

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্‌॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাৎ) বৃজিনার্দ্দন (বৃজিনং ক্লেশম্‌ অর্দ্দয়তি নাশয়তি ইতি হে ক্লেশনাশন) নঃ (অস্মভ্যং) প্রসীদ (প্রীতঃ ভব); ত্বদুপাসনাশাঃ (তব উপাসনায়াম্‌ আশা বাসনা যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) বসতীঃ (গৃহান্‌) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (চরণ-সমীপং) প্রাপ্তাঃ (আগতাঃ বয়ং); পুরুষভূষণ (হে পুরুষোত্তম) ত্বৎ সুন্দরস্মিত-নিরীক্ষণ-তীব্রকাম-তপ্তাত্মনাং (তব যৎ সুন্দরং স্মিতং হাস্য নিরীক্ষণঞ্চ তাভ্যাং যঃ তীব্রঃ অসহ্যঃ কামঃ তেন তপ্তঃ আত্মা চিত্তং যাসা তাসাং) নঃ (অস্মভ্যং) দাস্যং (কিঙ্করীত্বং) দেহি (অনুমন্যস্ব)॥ ৩৫

টীকা।—হে বৃজিনার্দ্দন দুঃখহন্তঃ ত্বদুপাসনে ত্বদ্ভজনে এব আশ যাসাং তাঃ। বয়ং বসতীর্গৃহান্‌ বিসৃজ্য যোগিন ইব প্রাপ্তাঃ তব সুন্দর স্মিতবিলসিতনিরীক্ষণেন যস্তীব্রকামস্তেন তপ্তচিত্তানাং নঃ হে পুরুষ দাস্যং দেহি॥ ৩৫

অনুবাদ।—অতএব হে ক্লেশনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা তোমারই উপাসনা করিবার অভিলা সংসার পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি হে পুরুষোত্তম। তোমার মধুর হাস্য ও সপ্রেম নিরীক্ষ আমাদের হৃদয় উৎকট কামে জর্জ্জরিত হইতেছে; আমাদিগ দাস্যে নিযুক্ত কর॥ ৩৫

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে দাস্যের আভাস পাওয়া গিয়াছে ;
ই শ্লোকে দাস্য প্রার্থনা সুস্পষ্ট। গোপীগণ দাস্য-প্রার্থনা
রিতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যেই শান্ত ও মাধুর্য্যও প্রকাশ
াইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "বৃজিনার্দ্দন" বলিয়া সম্বোধন
রিলেন ; ইহা ঈশ্বরোচিত শান্তভাবের সম্বোধন। আবার
লিলেন,—"তোমার হাস্য ও নিরীক্ষণে আমাদের হৃদয়স্থ কাম
্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা মাধুর্য্যের কথা। তাহা ত হইবেই ;
াধুর্য্যভাবে সকল ভাবই আছে ; বিচ্ছেদ ঘটিলে বা বিচ্ছেদের
াশঙ্কা হইলে পর্য্যায়ক্রমে এক এক ভাবের উদয় হয়। ইহা
েমন নায়ক-নায়িকা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, আরূঢ় ভক্তেরও
গবদ্দর্শনে বা অদর্শনের আশঙ্কায় এইরূপ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন
ামরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রসান্তরের অবতারণা ব্যতিরেকে মূল
সের পুষ্টিসাধন হয় না। অম্ল-মধুরাদি পেয় রসও পরিবর্ত্তন
রিয়া আস্বাদন করিতে হয় ; নতুবা একরস প্রতিনিয়ত বা
ধিকক্ষণ আস্বাদন করিলে, বিরক্তিজনক হইয়া উঠে, ইহা
কলেই অবগত আছেন। কাব্যরসের স্বভাবও ঐরূপ।
গবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাব্যাভিনয়ে ভক্তভাব দেখাইতেছেন ; সেই
িমিত্ত প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মুখদ্বারা শ্রুতিসুখকর কাব্যের
াব এবং পরানন্দদায়ক ভক্তির ভাব দুইই প্রকাশ করিতেছেন ;
াহার দয়ার সীমা নাই। আমরা দয়া লইতে জানি না॥ ৩৫

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—কুণ্ডলশ্রি গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং (হসিতে হাস্যেন সহ অবলোকঃ নিরীক্ষণং যস্মিন্ তৎ) তব অলকাবৃতমু দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং যেন তৎ) ভুজদণ্ডযুগং (তব সুদীর্ঘবাহুদ্বয়ং। শ্রিয়ৈকরমণং (কমলাশ্রেষ্ঠরতিজনকং) বক্ষঃ চ (তব উরঃস্থলং বীক্ষ্য (অবলোক্য) দাস্যঃ (কিঙ্কর্য্যঃ) ভবাম ॥ ৩৬

টীকা।—নন্থ, গৃহস্বাম্যং বিহায় কিমিতি মদ্দাস্যং প্রার্থ্যতে আহুর্বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতং মুখং তথা কুণ্ডলয়ে শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ, এবং বী দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দা এব ভবামেতি ॥ ৩৬

অনুবাদ।—আমরা তোমার কুণ্ডলালঙ্কৃত গণ্ডস্থল, সুধা বিম্বাধর, সহাস্য দৃষ্টিপাত-যুক্ত অলকরাজিত শ্রীমুখ অবলোক করিয়া, তোমার অভয়প্রদ সুদীর্ঘ বাহুযুগল নিরীক্ষণ করিয়া এ তোমার কমলানন্দ-দায়ক বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া দাসী হই আসিয়াছি ॥৩৬

তাৎপর্য্য।—এখানেও মাধুর্য্য-প্রধান দাস্য। যেখা যেখানে ভগবানের প্রতি গোপীদিগের দাস্যময় বাক্য প্রকাশি

হইবে, সেই খানেই মাধুর্য্যাত্মক দাস্য বুঝিতে হইবে,—চাকরাণীর কথা নয়। ইংরাজরমণীদিগের সে প্রথা নাই এবং অধুনা ভারতবর্ষীয় ইস্কুল কালেজোত্তীর্ণ সুসভ্য সুন্দরীগণও অপমান বোধে সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু বিনয়ালঙ্কৃত ধর্ম্মপ্রাণ পতিদৈবত অশিক্ষিত ও অসভ্য দলভুক্ত আর্য্য গৃহিণীগণ অদ্যাপি পতিকে পত্র লিখিবার সময় "আপনার শ্রীচরণের দাসী" বলিয়া নাম সই করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রাণ গোপীগণ সেই দাসী হইতে চাহিতেছেন। ঈদৃশস্থলে শৃঙ্গাররসে দাস্যের সংযোগ হইল বলিয়া রসাভাসের আশঙ্কা নাই। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুটি শব্দ বিপরীত অর্থবোধক; অতএব অপ্রাকৃত সকল বিষয়ই প্রাকৃত বিষয় হইতে বিভিন্ন। প্রাকৃত জগতে প্রভুত্বেই সুখ; সুতরাং সকলে প্রভুত্বই চাহে,—দাসত্ব সহজে কেহ চাহে না। কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে অপ্রাকৃত আনন্দময়ের দাসত্বে যে সুখ, তাহা শতভৃত্য-পরিসেবিত আসামুদ্রক্ষিতিপতি কল্পনাতেও আনিতে পারেন না। আমরা বলিলে হয়ত অনেকে উপহাস করিবেন, কপিলদেব বলিয়াছেন, "সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"॥ অর্থাৎ আমার ভক্তগণ সারূপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি, প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কেবল আমার সেবাই চাহেন॥ ৩৬

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) কা স্ত্রী তে (তব) কলপদামৃত-বেণু-গীত-সম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তথাভূতম্ অমৃতস্বরূপং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা হৃতচিত্তা সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগম্ (ত্রিভুবনসুন্দরং) ইদং রূপং চ নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আর্য্যচরিতাৎ (নিজধর্ম্মাৎ) ন চলেৎ (ন বিচলিতা ভবেৎ) যৎ (যতঃ) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ (নিখিলস্থাবরজঙ্গমাঃ ইত্যর্থঃ) পুলকানি অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ) ॥৩৭

টীকা।—নন্বু, জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ—কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমূর্চ্ছিতং স্বরালাপ-ভেদস্তেন। অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদামৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ, ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি। যদ্যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। তদ্দ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্ত্বদনুভবেনেতি ॥ ৩৭

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ,—উপপতি আশ্রয় করা স্ত্রীজাতির পক্ষে অত্যন্ত নিন্দিত; আচ্ছা, বল দেখি, ত্রিভুবনে এমন নারী কে আছে যে, তোমার মনোহর পদ-বিশিষ্ট অমৃত-ময় বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার ত্রিভুবনসুন্দর এই রূপ

অবলোকন করিয়া, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? তোমার
গীত-শ্রবণে এবং তোমার রূপ-দর্শনে গাভী, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষ
সকলও লোমাঞ্চিত হইয়া থাকে ॥৩৭

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গীতের বিষয় যেরূপ
আলোচনা করা হইয়াছে, তদনুসারে সেই রূপ-দর্শনে ও গীত-
শ্রবণে স্থাবর-জঙ্গমেরও লোমাঞ্চিত হওয়া অসম্ভব নয়। কি স্থাবর,
কি জঙ্গম, সকলেই সেই আনন্দময় রূপে মুগ্ধ এবং আনন্দের
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব গোপীদিগের বাক্য
ঈষৎ মাধুর্য্য-মিশ্রিত পরম তত্ত্বের কথা। আরও, কামোন্মত্তা
কামিনী পরপুরুষে অত্যাসক্ত হইলে, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে
না; থাকিলে কার্য্যসিদ্ধিও হয় না। সেইরূপ মনুষ্য ভগবৎপ্রেমে
উন্মত্ত হইলে, তাহারও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ থাকে না এবং
থাকিলে অভীষ্ট লাভও হয় না। কিন্তু জানিয়া রাখিতে হইবে,
উত্তম অধিকারীর পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা, নিম্নাধিকারীর ধর্ম্ম-
ত্যাগে পাপই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই রথ-
চালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম
পরিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামে
প্রবর্ত্তিত করিলেন। আজ এখানে যিনি রসিকনাগর, তিনিই
সেখানে রথের সারথি। নিরাপদ পথে রথ চালানই সারথির
কর্ত্তব্য। তাই এরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষুচ শিরঃসুচ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—যথা আদিপুরুষঃ দেবঃ (নারায়ণঃ) সুরলোকগোপ্তা (স্বর্গপালকঃ), [তথা] ব্যক্তং (নিশ্চিতং) ভবান্ (ত্বং) ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ (ব্রজস্য ভয়ম্ আর্ত্তিং চ হরতি ইতি তথা) অভিজাতঃ (আবির্ভূতঃ); তৎ (তস্মাৎ) আর্ত্তবন্ধো (হে দীননাথ) কিঙ্করীণাং (দাসীনামস্মাকং) তপ্তস্তনেষু (কামোষ্ণকুচেষু) শিরঃসুচ (মস্তকেষুচ) করপঙ্কজং (কর-কমলং) নিধেহি (স্থাপয়) ॥ ৩৮

টীকা।—ব্যক্তং নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮

অনুবাদ।—নিশ্চয়ই সুরলোকপালক আদিদেব নারায়ণের ন্যায় তুমি ব্রজবাসীর শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব হে দীননাথ! এই ব্রজবাসিনী কিঙ্করীদিগের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর ॥৩৮

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ আপনাদিগকে কিঙ্করী বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্তনে করার্পণ প্রার্থনা করিলেন এবং মস্তকেও হস্তার্পণ করিতে বলিলেন। অতএব এই শ্লোকে শান্ত, দাস্য ও মাধুর্য্যের কথা স্পষ্টই রহিয়াছে। গোপীদিগের উক্তিতে এই

শেষ শ্লোক; এই চরম শ্লোকে তাঁহারা আপনাদের চরম অভিপ্রায় জানাইলেন। কুচ-কমলে করার্পণের কথাটা বড়ই অশ্লীল হইল। ইহার পর প্রকৃত রাসলীলা আরম্ভ হইলে, আরও অধিকতর অশ্লীল কথা শুনিতে হইবে; সেই সময়ে ইহার অভিপ্রায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

ভগবদ্বাক্যের উত্তরে গোপীগণ যে সকল কথা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধরামৃত দ্বারা কামানল নির্ব্বাপণ এবং তপ্ত স্তনে করার্পণের কথা ছাড়িয়া দিলে, অবশিষ্ট সকল কথাই পরমার্থবিষয়িণী। আর কাম-নির্ব্বাপণ ও তপ্তস্তনের কথা শ্রীধরোক্ত শৃঙ্গার-কথাপদেশ অর্থাৎ উপরিস্থিত আবরণ বা ছল মাত্র। অতএব সুবুদ্ধি সাধক লক্ষ্য করিবেন; গোপীদিগের প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন,—এক ভাগ পরপুরুষাসক্তা বিপ্রলম্ভাপন্না ব্যভিচারিণী কামিনী, আর এক ভাগ সর্ব্বত্যাগিনী ভগবদনুরাগিণী পরমানন্দ-প্রার্থিনী প্রেমময়ী প্রকৃতি। কামানল-নির্ব্বাপণের কথা কামিনী-ভাগের এবং পরমার্থ-বিষয়িণী কথা প্রেমময় প্রকৃতি-ভাগের। ভূতময় পরপুরুষের ভূতময় অঙ্গসংসর্গে কামিনীর তাৎকালিক সুখবোধ হয় বটে, কিন্তু কামানল বা স্তন-কণ্ডূতি নিঃশেষে নিবৃত্তি পায় না। ঔপাধিক অস্থায়ী আনন্দের লোভেই স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর অঙ্গসংসর্গ করিয়া থাকে; কিন্তু কেহই চির-নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারে না। আনন্দ-স্বরূপের সংস্পর্শ পাইলেই জীবের চির-নির্ব্বৃতি। গোপীগণ কাম-কণ্ডূতির চির-নির্ব্বাণ চাহেন, তাই

আনন্দময় বিগ্রহের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কান্ত-কামিনী হইয়া জ্বালা জানাইতেছেন, আর কৃষ্ণভাবিনী হইয়া নির্ব্বাণ প্রার্থনা করিতেছেন। প্রেমমার্গের ভগবৎ-সাধক পুরুষ হইলেও তাহার এই দশা হইবে,—তাই রাধার ভাবে গৌর। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা হইয়াই কৃষ্ণের জন্য পাগল হইয়াছিলেন ; রাধা না হইলে হইতে পারিতেন না। কিম্বদন্তী আছে, একদা মিরাবাই বৃন্দাবনবাসী আদর্শ ভক্ত সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক বলিয়া বিরাগী সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন না ; তাহাতে মিরাবাই তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া বলিয়াছিলেন,—সনাতন এখনো 'পুরুষ' হইয়া আছে, অতএব আমিও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই না। ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ভগবান্ই পুরুষ, তদ্ভিন্ন সমস্তই প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতি হইয়া সকলকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে। পুরুষাভিমান থাকিতে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, অনেক বৈষ্ণবাভিমানী মানব, মেয়ে সাজিয়া কৃষ্ণ ভজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেয়ে সাজিলে চলিবে না ; মানবী মেয়ে আর প্রকৃতি উভয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; অতএব প্রকৃতি হইতে হইবে,—মেয়ে মানুষ নহে। সদাশয় পাঠক ও সাধকগণ চন্দ্রাভিলাষী উদ্বাহু বালকের ন্যায় অনধিকারচারী লেখকের প্রতি দয়া করিয়া ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইবেন ॥ ৩৮

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরেশ্বরঃ (কৃষ্ণঃ) আত্মারামঃ অপি (নিজানন্দপূর্ণো ঽপি) তাসাং (গোপীনাং) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) বিক্লবিতং (বিলপিতং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) প্রহস্য (প্রকৃষ্টং হসিত্বা) সদয়ং (কৃপাপূর্ব্বকং) গোপীঃ অরীরমৎ (রময়ামাস) ॥ ৩৯

টীকা।—বিক্লবিতং পারবশ্যবিলপিতং গোপীররীরমৎ রময়ামাস॥ ৩৯

অনুবাদ।—যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও গোপীদিগের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া সহাস্য-মুখে তাঁহাদিগকে রমণ করাইলেন ॥৩৯

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণপ্রাণ গোপীগণ ভগবৎকৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যাঁহারা মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, দেবাদিদেব মহাদেবও আত্মানুরক্তা পার্ব্বতীকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া, আত্মসেবায় অধিকার দিয়াছিলেন। তাহাও এই পরমার্থ তত্ত্বেরই কথা। ভগবান্ দয়ার সাগর; কিন্তু তাঁহার দয়া চাহে কে? চাহিবেই বা কেন? সকলেরই সকল

আছে—ঈশ্বরের দয়ার প্রয়োজন কি? যাহারা ঈশ্বরের দয়া চাহে, তাহারা প্রায় মুখেই চাহিয়া থাকে, অন্তরের সহিত নয়। তাহারা মনে মনে জানে, আমাদের ধন আছে, জন আছে এবং আমরা নিজেও ক্ষমতাবান্। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার দয়া হয় না,—দয়ার সাগর নির্ব্বিকার হইয়াই থাকেন। যদি কেহ কাহারো নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়া বলে, "আমার মাসিক সহস্র মুদ্রা আয়ের ভূমি সম্পত্তি আছে; আমি চারিপুত্রের পিতা এবং নিজেও সুস্থশরীর; অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিন।" ইহাতে দাতার দয়া হয় কি? কখনই না। ভগবানেরও ঠিক সেইরূপ; যাহার কিছু আছে বা কেহ আছে, তাহার উপর তাঁহার দয়া হয় না। ভগবান্কে পাইতে হইলে, ব্রজ-গোপীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে; জগতের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিতে তাঁহার দয়া হইবে না,—তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। ব্রজবালাদিগের আর কিছুই নাই,—আর কেহই নাই; তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, বাহিরেও নাই—অন্তরেও নাই; তাঁহারা অন্তর্য্যামীকে অন্তরের কথা জানাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন; অন্তর্য্যামীও তাহা বুঝিলেন,—দয়ার সাগর উদ্‌বেল হইয়া উঠিলেন। তিনি নিরাশ্রয় গোপীদিগকে নিজাশ্রয় প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—তিনি দূরে, তিনি নিকটে, অর্থাৎ ভগবান্কে পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। হৃদয়ে কপটতার গন্ধ থাকিলে, তিনি অনেক দূরে এবং ব্রজগোপীর ন্যায়

অকপটে অশ্রুপাত করিলে, তিনি নিতান্ত নিকটে। যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং যে যাহাকে প্রাণের সহিত পাইতে চাহে, সে যদি তাহাকে দেখিতে না পায়, তাহার সহিত কথা কহিতে না পায় এবং তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পায়, তবে দুই করে নয়ন ঘর্ষণ করিয়া,—নয়ন নিষ্পীড়ন করিয়া অশ্রু বাহির করিতে হয় না; বিনা চেষ্টায়, বিনা ইচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে অশ্রু আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। যিনি প্রাণের সহিত ভগবান্‌কে চাহেন, ভগবদ্দর্শনে তাঁহারও অশ্রুপাত না হইয়া থাকিতে পারে না। ঐরূপ অচেষ্টিত, অনভিলষিত ও অজ্ঞাত অশ্রুই আনন্দময় অন্তর্য্যামী ভগবানের মূল্যস্বরূপ। ঐরূপ অশ্রু একবিন্দু দিলেই তিনি আত্মদান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তগণকে ঐরূপ অশ্রুপাত শিখাইবার জন্যই আপন অভিন্নস্বরূপা রাধা প্রভৃতি হ্লাদিনী শক্তিদিগকে বিভিন্নস্বরূপা করিয়া অন্তর্দ্ধানের ছলে অনুক্ষণ কাঁদাইলেন। ব্রহ্মাদি দেবদুর্ল্লভ বস্তুর মূল্য একবিন্দু অকপট অশ্রু; ইহা অপেক্ষা নিকট, সহজ বা সুলভ আর কি হইতে পারে? সুচতুর সৌভাগ্যবান্ সাধকের ভগবৎকৃপা অতিসুলভ,—আর দুর্ভাগ্য লেখকের কেবল কালী, কলম ও কাগজই সুলভ ॥৩৯

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিঃ উদারচেষ্টিতঃ (উদারং চেষ্টিতং যস্য সঃ) অচ্যুতঃ (অস্খলিতপ্রতিজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (প্রিয়স্য ঈক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) সমেতাভিঃ (মিলিতাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) উড়ুভিঃ (নক্ষত্ররাজিভিঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) এণাঙ্কঃ ইব (এণঃ মৃগঃ অঙ্কে ক্রোড়ে যস্য সঃ চন্দ্রইব ব্যরোচত (বিশেষেণ অশোভত) ॥

বনিতাশত-যূথপঃ (বনিতানাং মহিলানাং শতানি যূথানি দলানি পাতি রক্ষতি ইতি তথা বহুনারীনায়কঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্প গ্রথিতাং) মালাং বিভ্রৎ (কণ্ঠে ধারয়ন্) উপগীয়মানঃ (গোপীভি গীতেন বর্ণ্যমানঃ) উদ্গায়ন্ (স্বয়ং চ উচ্চৈঃ গায়ন্ সন্) গোপীভি [সহ] নদ্যাঃ (কালিন্দ্যাঃ) তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তস্যা কালিন্দ্যাঃ তরলৈ তরঙ্গৈঃ আনন্দী চাসৌ কুমুদামোদযুক্তঃ কুমুদ সৌরভ বিশিষ্টঃ বায়ুঃ তেন) জুষ্টং (বাতং) হিমবালুকং (হিমাঃ শীতলাঃ বালুক

যত্র তৎ) পুলিনম্ (তীরম্) আবিশ্য (উপব্রজ্য) বনং (বৃন্দাবিপিনং) মণ্ডয়ন্ (অলঙ্কুর্ব্বন্) ব্যচরৎ (বিচচার) ॥ ৪০

টীকা।—প্রিয়স্যেক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ। উদারহাসশ্চ দ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দকুসুমবদ্দীধিতির্যস্য সঃ। এণাঙ্কশ্চন্দ্রঃ ॥ ৪০

অনুবাদ।—সহাস্যবদনে কুন্দকুসুম-সদৃশ দন্তরাজির প্রভাবিশিষ্ট উদারকর্ম্মা অচ্যুত প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লমুখী গোপী-বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

সুশীতল বালুকাসমূহে সমাস্তৃত কালিন্দীপুলিনে তরঙ্গ-স্পর্শীসমীরণ কুমুদগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। বহুনারীনায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গলদেশে বৈজয়ন্তীর মালা ধারণ করিয়া গোপীদিগের সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিচরণে তত্রত্য বনভূমি অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল। গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন করিয়া সংগীত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও উচ্চস্বরে সংগীত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪০

বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু-
নীবী-স্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥৪১

অন্বয়ঃ।—বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু-নীবিস্তনালভন-নর্ম্ম নখাগ্রপাতৈঃ ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈঃ [চ] ব্রজসুন্দরীণাং (ব্রজাঙ্গনানাং রতিপতিম্ (রত্যাঃ পতিং কামং) উত্তম্ভয়ন্ (উদ্দীপয়ন্) রময়াঞ্চকার ॥৪

টীকা।—বাহুপ্রসারশ্চ পরিরম্ভশ্চ করালকাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ ন পরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ। ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়াচ অবলোকৈশ হসিতৈশ্চ কামং তাসাম্ উদ্দীপয়ন্ তা রময়ামাস ॥ ৪১

অনুবাদ।—তিনি কখনো বাহুপ্রসারণ, কখনো আলিঙ্গন কখনো করস্পর্শ, কখনো অলকস্পর্শ, কখনো উরু, নীবি ও স্তনে আলভন, কখনো বা মিষ্টালাপ, দৃষ্টিপাত ও হাস্যদ্বারা গোপীদিগে কামোদ্দীপন করিয়া তাঁহাদিগকে রমণ করাইলেন ॥৪১

তাৎপর্য্য।—শুকোক্ত এই তিনটি শ্লোক কেবল কাব্যো-চিত রস-পোষক অঙ্গমাত্র ॥ ৪১

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি ॥৪২

অন্বয়ঃ।—মহাত্মনঃ (মহান্ আত্মা যস্য তস্মাৎ অনাসক্তচিত্তাৎ) ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ এবং (অনেন প্রকারেণ) লব্ধমানাঃ (লব্ধঃ প্রাপ্তঃ মানঃ সংকারঃ যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) মানিন্যঃ (গর্ব্বিণ্যঃ সত্যঃ) ভুবি (পৃথিব্যাং) আত্মানং স্ত্রীণাম্ (রমণীনাম্) অধিকং (প্রধানং) মেনিরে (নিশ্চিতবত্যঃ) ॥ ৪২

টীকা।—মহাত্মনশ্চ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।—গোপীগণ মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ সম্মান লাভে গর্ব্বিত হইয়া প্রত্যেকেই আপনাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত নারীগণের প্রধান বলিয়া মনে করিলেন ॥৪২

তাৎপর্য্য।—গোপীদিগের বাস্তবিক গর্ব্ব নাই। ভূতময় দেহে আত্মাভিমান হইলে এবং সেই দেহাভিমান জন্য গর্ব্বাদি জন্মিলে, অন্যাভিনিবেশ-বশতঃ ভগবদ্দর্শন হয় না। এই তত্ত্বোপদেশ পৃথিবীতে প্রচার করিবার নিমিত্ত ভগবানেরই এই লীলা; অর্থাৎ তিনিই নিজাভিপ্রায় পূর্ণ করিবার অভিলাষে গোপীদিগের হৃদয়ে ঐরূপ গর্ব্বের উত্তেজনা করিয়া দিলেন ॥৪২

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।—কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (স চাসৌ সৌভগমদশ্চ ইতি তং সৌভাগ্যহেতুকাত্মগৌরবং) মানং (গর্ব্বং চ) বীক্ষ্য (অবগত্য) প্রশমায় (মদমান-দমনায়) প্রসাদায় (গোপীঃ প্রতি অনুগ্রহায় চ) তত্রৈব (তস্মিন্ স্থানে এব) অন্তরধীয়ত (অদৃশ্যঃ অভূৎ) ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলান্বয়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

টীকা।—তৎসৌভগেন মদম্ অস্বাধীনতাম্। মানং গর্ব্বম্। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে (বশয়তি) ইতি তথা সঃ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা-টীকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ।—ভগবান্ কেশব গোপীদিগের সৌভাগ্য-হেতুক ঐরূপ মদ ও মান অবগত হইয়া, মদ ও মান প্রশমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন ॥৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলানুবাদে প্রথম অধ্যায়।

তাৎপর্য্য।—শুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ সেস্থান হইতে কোথাও যান নাই; সেই স্থানেই ছিলেন অথচ

গোপীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। মানসিক ভগবদ্দর্শনের বিষয় চিন্তা করিলে, আমরা এই লীলার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি। মন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে দুইবস্তু ধারণ করিতে পারে না, এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গোপীদিগের মন যতক্ষণ দেহ-গৃহাদি ভুলিয়া কৃষ্ণেতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণদর্শন পাইতেছিলেন; যখনই মন দেহে আসিল অর্থাৎ এই দেহস্বরূপ আমরাই কামিনীকুলের প্রধান বলিয়া মনে হইল, তখনই কৃষ্ণ অদৃশ্য হইলেন। এইজন্য শ্রুতি দুই কথাই বলিয়াছেন,—"মনোদ্বারাই ব্রহ্মদর্শন করিতে হইবে" একথা বলিয়াছেন এবং "যাহা মনোদ্বারা মনন করা যায় না, তাহাই ব্রহ্ম" একথাও বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যাভিনিবেশ-শূন্য নির্ম্মল মনেই ব্রহ্মদর্শন হয়, অন্যাসক্ত মলিন মনে হয় না। শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, ভগবান্ তাহাই লীলা করিয়া দেখাইলেন।

এই লীলায় ভগবানের দুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল,—উপরিস্থ ছলময় শৃঙ্গার-রসে বিচ্ছেদ না হইলে রস পরিপুষ্ট হয় না, ইহা কাব্য-রসিক মাত্রেই জানেন। রসশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন শৃঙ্গারঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে।" অর্থাৎ যেমন শুভ্রবস্ত্র পীত লোহিত প্রভৃতি বর্ণান্তরে রঞ্জিত করিতে হইলে, প্রথমে কষায়িত করিতে অর্থাৎ কষ দিতে হয়। কষায়িত বস্ত্রেই অন্যবর্ণ সমধিক প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিচ্ছেদের পর মিলন অধিকতর সুখের হয়;

বিচ্ছেদ না হইলে অবিচ্ছিন্ন মিলনে শৃঙ্গার-রস পরিপুষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসের নায়ক হইয়া রস-পুষ্টির জন্য গোপীদিগের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন; আবার অপর পক্ষে ভগবান্ হইয়া ভক্তের প্রেমোৎকণ্ঠা পরিপাকের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইলেন। যেমন জ্বরাদি রোগের উপশম হইলে পথ্যলাভের পরেও সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের নিমিত্ত কিছুদিন ঔষধ সেবন ও নিয়ম পালন করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানপরিপাকের জন্য জ্ঞানাভ্যাস আবশ্যক এবং প্রেম লাভের পরেও প্রেম-পরিপাকের প্রয়োজন। ভগবান্ গোপীদিগের প্রেম-পরিপাকের নিমিত্তই এইরূপ লীলা করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দিলেন। এ কথা ভগবান্ নিজমুখেও গোপীদিগকে বলিবেন।

রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে, পরস্পর অত্যন্ত অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার পরিহাসগর্ভ প্রণয়কলহের ছলে আরূঢ় ভক্তের ভগবদপ্রাপ্তিজন্য অন্তরানন্দকর কাতর্য্য প্রদর্শিত হইল ॥৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা তাৎপর্য্যে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

—:০:—

শ্রীশুক উবাচ ॥

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥১

অন্বয়ঃ।—ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) সহসৈব (হঠাৎ এব) অন্তর্হিতে (তিরোহিতে সতি) করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) যূথপতিম্ ইব (দলপতিমিব) ব্রজাঙ্গনাঃ (ব্রজরমণ্যঃ) তম্ (শ্রীকৃষ্ণম্) অচক্ষাণাঃ (অপশ্যন্ত্যঃ) অতপ্যন্ (সন্তপ্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ১

ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্ ।
উন্মত্তবদ্দীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভির্বনে বনে ॥

টীকা।—অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্ত্যঃ ॥১

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলে, যূথপতি গজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীদিগের ন্যায় ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে না দেখিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন ॥১

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকের দৃষ্টান্তাংশে নায়ক-নায়িকার ভাব এবং দার্ষ্টান্তিকে ভগবান্ ও ভক্তের ভাব। যূথপতিকে না দেখিয়া করিণীদিগের যে রূপ সন্তাপ হয়, তাহা কাম-সন্তাপ; আর ভগবানের অদর্শনে ভক্তের যে সন্তাপ হয়, তাহা প্রেম-সন্তাপ। অতএব কাম-সন্তাপের কামাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্তাপাংশেই দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত

হয় না; এখানে ভগবানের অদর্শনে প্রেমরূপিণী গোপীদিগের অসহ্য সন্তাপ প্রদর্শনই মহর্ষির অভিপ্রেত।

ভগবানের অদর্শনে গোপীদিগের যেরূপ মনস্তাপ হইয়াছিল, তাহা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যাঁহারা আনন্দময়কে পাইয়া হারাইয়াছেন, তাঁহারাই সে মনস্তাপ বুঝিয়াছেন। প্রাকৃত প্রিয় বস্তুর অদর্শনে যত প্রকার মনস্তাপ হইতে পারে, তাহার মধ্যে যাহা অত্যন্ত সন্তাপক, তাহাই অবলম্বন করিয়া গোপীদিগের মনস্তাপ আংশিক প্রদর্শিত হইয়াছে। মাতঙ্গজাতি স্পর্শেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত বশীভূত; তাহা প্রসিদ্ধই আছে। মহাজনেরা বলিয়াছেন,—

"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গভৃঙ্গ-মীনা-হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।"

অর্থাৎ কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পাঁচ জাতির এক এক জাতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া বিনষ্ট হয়; একই জাতি যদি পাঁচ ইন্দ্রিয়েরই বশীভূত হইয়া পড়ে, তবে তাহার বিনাশ হইবে না কেন? করিণীগণ করীর অদর্শনে স্পর্শসুখ না পাইয়া এত অধীর ও সন্তপ্ত হয় যে, তাহারা যন্ত্রাবদ্ধ করীর আঘ্রাণ পাইয়া আপনারাও যন্ত্রাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য করিণীর দৃষ্টান্তে গোপীদিগের সন্তাপ কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল মাত্র কামের ভিতর দিয়াই প্রেম বুঝিতে হইবে; এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে। তাই রাসলীলার উপরিভাগ কামের ন্যায় প্রতীয়মান ॥১

গত্যানুরাগস্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥২

অন্বয়ঃ।—প্রমদাঃ (ব্রজসুন্দর্য্যঃ) রমাপতেঃ (লক্ষ্মীকান্তস্য কৃষ্ণস্য) ত্যানুরাগস্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈঃ মনোরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ আক্ষিপ্তচিত্তাঃ আকৃষ্টমানসাঃ অত এব) তদাত্মিকাঃ (তন্ময্যঃ সত্যঃ) [তস্য] তাঃ তাঃ পূর্ব্বকৃতাঃ) বিচেষ্টাঃ (বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ) জগৃহুঃ (অনুচক্রুঃ) ॥২

টীকা।—গত্যাচ অনুরাগস্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাস- রীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরমা আলাপাশ্চ বিহারাশ্চ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যেচ লাসাস্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরাক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং ঃ। অতস্তস্মিন্নেব আত্মা যাসাং তাঃ। তস্য বিবিধাঃ চেষ্টাঃ জগৃহুঃ। নুকরণেনাক্রীড়ন্ ॥২

অনুবাদ।—ভগবানের সুললিত গতি, সুবিমল হাস্য, কপট অনুরাগ, মনোহর বিলাস, সানুরাগ নিরীক্ষণ, আনন্দ- নক আলাপ, নানাপ্রকার বিহার ও অন্যান্য বিবিধ চেষ্টায় াপীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহারা তন্মনস্ক য়া, তাঁহারই পূর্ব্বকৃত সেই সেই আচরণের অনুকরণ করিতে গিলেন ॥২

তাৎপর্য্য।—প্রগাঢ় প্রণয়ে ও অকপট প্রেমে ইহা সম্পূর্ণ ভাবিক। প্রিয়তম নায়কের অদর্শনে প্রণয়িনী নায়িকার

এইরূপই হইয়া থাকে। বিচ্ছেদাবস্থায় প্রণয়িনী নায়িকা প্রনষ্ট নায়কের ভাবভঙ্গি চিন্তা করিয়াও আনন্দ পায় এবং আনন্দ পায় বলিয়াই সে চিন্তা আপনা আপনিই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। কেহ কেহ প্রনষ্ট নায়কের ক্রিয়া-কলাপ চিন্তা করিতে করিতে মনে মনেই হাসে ও মনে মনেই কাঁদে। কেহ বা অদম্য আবেগে অধীর হইয়া নায়কের সেই সেই ক্রিয়া চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ং অনুকরণ করিয়া বাহিরেও প্রকাশ করিয়া ফেলে; সুতরাং ধরা পড়িয়া যায়। প্রণয়ী নায়ক ও প্রণয়িনী নায়িকা উভয়েরই বিরহাবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে। তবে, কামিনী-হৃদয় স্বভাবতই কোমল, সেই জন্য এইরূপ অবস্থা নায়িকারই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ কখনও প্রাণ ঢালিয়া গুপ্ত প্রণয়ের পাল্লায় পড়িয়া এবং প্রণয়ের প্রগাঢ়াবস্থায় বিচ্ছেদের নিদারুণ আস্বাদন পাইয়া থাকেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। সেই সুখময় সম্মিলনে বিচ্ছেদ ঘটিলে, প্রণয়িনী নায়িকার যেরূপ মনোভাব হইয়া থাকে, প্রিয়াদপি প্রিয়তম পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবানের অদর্শনে আরূঢ় ভক্তের ঠিক সেই অবস্থা হইয়া থাকে। রাসলীলার উপরিভাগে নায়ক-নায়িকার ভাব দেখিয়া অনেকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভাবুক ও রসিক পাঠক বা শ্রোতা অবশ্যই বুঝিবেন; নায়ক-নায়িকার দৃষ্টান্ত ভিন্ন সুগূঢ় রাসলীলা বুঝিবার উপায় নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্তদর্শনেও ঐ দৃষ্টান্ত। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—"পর-ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ

কর্ম্মণি। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নম্॥ এবং শুদ্ধে পরে তত্ত্বে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ব্বহির্ব্যবহরন্নপি॥" অর্থাৎ যেমন পরপুরুষাসক্তা নারী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্তরে অন্তরে সেই জারানন্দ আস্বাদন করে; বিশুদ্ধ পরতত্ত্বে যিনি বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, সেই ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ বাহ্যে-ন্দ্রিয়দ্বারা সংসারের কার্য্য করিতে করিতেই অন্তরে অনুক্ষণ সেই পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব একবার মাত্র রাসলীলা পড়িয়াই চটিয়া উঠিলে চলিবে না; স্থির, ধীর ও ঠাণ্ডা হইয়া গাঢ় অভিনিবেশের সহিত পুনঃ পুনঃ মনন করিলেই সকল সংশয় দূর হইবে। প্রগাঢ় প্রণয়ের বিচ্ছেদাবস্থায় নায়ক নায়িকার এরূপ তন্ময়তা হইয়াই থাকে। তদ্ভিন্ন আমরা যদি চিন্তা করিয়া দেখি তবে বুঝিতে পারি, প্রতিনিয়তই সকলেরই ঐরূপ; ঠিক ঐরূপ না লইলেও, ক্ষণিক কিঞ্চিন্ময়তা হইয়া থাকে; আমাদেরও হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক জন মনুষ্য রাস্তায় চলিতেছে এবং আপনা আপনিই নানা কথা কহিতেছে; ইহার কারণ আর কিছুই নয়; সে তখন কোনো বস্তুতে বা কোনো ব্যক্তিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। যাহারা মুখে ঐরূপ কথা কহে না, তাহারাও কিছু না কিছুতে প্রতিক্ষণেই তন্ময় হইতেছে। যখন যাহা চিন্তা করিবে, তখনই তাহাতে তন্ময় হইবে; চিন্তার ফলই এইরূপ। একটি বিষয়ে ঐ চিন্তা স্থায়ী হইলেই সমাধি হইল। গোপীর তাহাই হইয়াছিল;—আমাদের সংসারে,—গোপীর ভগবানে।২

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৩

অন্বয়ঃ।—প্রিয়স্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ ভাষণাদিষু (গতিশ্চ স্মিতঞ্চ প্রেক্ষণঞ্চ তানি আদীনি যেষু তানি তেষু) প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ (আবিষ্টবিগ্রহাঃ) প্রিয়াঃ অবলাঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ) তদাত্মিকাঃ (তস্মিন্ কৃষ্ণে আত্মা যাসাং তাঃ তন্ময়াঃ) [অতঃ] কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমাঃ [সত্যঃ] অসৌ (কৃষ্ণঃ) অহম্ ইতি ন্যবেদিষুঃ (পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ) ॥৩

টীকা।—অপিচ, গতিস্মিতেত্যি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ। অতঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ কৃষ্ণস্যেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ। অহমেবাসৌ কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ ॥ ৩

অনুবাদ।—অবলা গোপবালাদিগের মূর্ত্তি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতি, সুমধুর হাস্য, অনুরাগ, নিরীক্ষণ ও অমৃতময় বাক্যাদিতে আবিষ্ট হইয়া গেল; সুতরাং তাঁহারা তন্ময় হইয়া গেলেন; এই নিমিত্ত আপনারাই কৃষ্ণের ন্যায় গমন, কৃষ্ণের ন্যায় হাস্য, কৃষ্ণের ন্যায় নিরীক্ষণ ও কৃষ্ণের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে করিতে "আমিই কৃষ্ণ" বলিয়া পরস্পর পরিচয় দিতে লাগিলেন ॥৩

তাৎপর্য্য।—যোগী সমাধি-অবস্থায় ধ্যেয় পরমাত্মায় তদাকার

হইয়া থাকেন ; স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহে তদাকার হয় এবং জাগ্রদবস্থায়ও অনেকে অবস্থা-বিশেষে অভিনিবিষ্ট হইয়া তন্ময় হইয়া যায়। এ সকল কেবল অনন্যচিত্তে অভিনিবেশের ফল। প্রাকৃত পদার্থে অভিনিবেশ হইলে যে তদাকার হয়, তাহাও এক প্রকার যোগ বা সমাধি। প্রাকৃত পদার্থে অভিনিবিষ্ট হইলে, যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ঔপাধিক আনন্দ ; সেই জন্য তাহাতে অধিকক্ষণ অভিনিবেশ থাকে না। যোগী বিমলানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট হন, সেই জন্য চিরানন্দ আস্বাদন করেন। গোপীদিগের মূর্ত্তিমান্ পরমাত্মায় অভিনিবেশ ; সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণাকার হইয়া গেলেন,—ইহা প্রেম-যোগ বা প্রেম-সমাধি-জ্ঞান ; যোগ, ও ভক্তির কথা শুনিলে অনেকে মনে করেন, এগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয় ; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না ; আমরা জানি ঐ তিনের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান-প্রধান উপাসনাই জ্ঞানমার্গ, যোগ-প্রধান উপাসনাই যোগমার্গ এবং ভক্তিপ্রধান উপাসনাই ভক্তিমার্গ। গোপী প্রেমের মূর্ত্তি হইলেও জ্ঞানিনী ও যোগিনী। যখন তাঁহারা পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবান্‌কেই পরম পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানীর শিরোমণি ; যখন তাঁহারা ভগবানেই তন্ময় হইয়া যাইতেছেন, তখন যোগীর প্রধান এবং যখন তাঁহারা ভগবৎসেবা পাইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতেছেন, তখন তাঁহারা ভক্তের শিরোভূষণ। আজ কৃষ্ণভাবিনী গোপীদিগকে আমরা সমাধিস্থ ধ্যেয়াকার-প্রাপ্ত যোগীর ন্যায় দেখিতেছি ॥৩

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্‌বনাদ্‌বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥৪

অন্বয়ঃ।—সংহতাঃ (মিলিতাঃ) [গোপ্যঃ] উন্মত্তকবৎ (উন্মত্তা ইব) অমুমেব (শ্রীকৃষ্ণমেব) উচ্চৈঃ (তারস্বরেণ) গায়ন্ত্যঃ (স্বরালাপেন বর্ণয়ন্ত্যঃ) বনাৎ বনং (গচ্ছন্ত্যঃ) বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্); আকাশবৎ ভূতেষু (স্থাবরাদিষু) অন্তরং (মধ্যে) বহিঃ [চ] সন্তং (বর্ত্তমানং) পুরুষং বনস্পতীন্ (বৃক্ষান্) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবত্যঃ) ॥৪

টীকা।—কিঞ্চ, গায়ন্ত্য ইতি। বনাদ্‌বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুঃ অমৃগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ। বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ। ভূতেষু অন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি ॥ ৪

অনুবাদ।—তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া উন্মত্তার ন্যায় উচ্চস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যে পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, বৃক্ষগণকে তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৪

তাৎপর্য্য।—মহর্ষি নয়টি শ্লোকে গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা বর্ণন করিয়াছেন; সকল শ্লোকে সেই জিজ্ঞাসারই কথা; সুতরাং সকল শ্লোকের একই তাৎপর্য্য; অতএব শেষ শ্লোকের পর ইহার তাৎপর্য্য বিবৃত হইবে, এখন সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ॥৪

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥৫

অন্বয়ঃ।—(হে) অশ্বত্থ, প্লক্ষ (হে পর্কটিন্), ন্যগ্রোধ (হে বট), নন্দসূনুঃ (নন্দনন্দনঃ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ হৃত্বা (চোরয়িত্বা) গতঃ (পলায়িতঃ); বঃ (যুষ্মাভিঃ) [সঃ] দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (অবলোকিতঃ কিম্) ॥৫

টীকা।—তৎ প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। তত্র মহত্ত্বাদেতে পশ্যেয়ুরিত্যাশয়া অশ্বত্থাদীন্ পৃচ্ছন্তি দৃষ্ট ইতি। প্রেমহাসবিলসিতৈরবলোকনৈর্নোঽস্মাকং মনো হৃত্বা চৌর ইব গতঃ। বো যুষ্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৫

অনুবাদ।—হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে বট! নন্দনন্দন আমাদের মন হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে; তোমরা তাহাকে দেখিয়াছ কি? ॥৫

তাৎপর্য্য।—শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই শ্লোকের আভাসে বলিলেন, "মহত্ত্বাদেতে পশ্যেয়ুরিত্যাশয়া অশ্বত্থাদীন্ পৃচ্ছন্তি" অর্থাৎ ইহারা মহাবৃক্ষ; ইহাদের মস্তক অত্যন্ত উন্নত; সুতরাং ইহাদের দৃষ্টি অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়; অতএব ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া থাকিবে,—এই আশায় অশ্বত্থাদি অত্যুচ্চ বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রীধরস্বামী অসাধারণ ভাবনাচতুর; তিনি বিরহাতুরা গোপীদের মনোভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাই ঐরূপ আভাস দিয়াছেন। তিনিও যে সংসারসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় ঐরূপই ত হয় ॥৫

কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ।—কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ (কুরুবকাশ্চ অশোকাশ্চ নাগাশ্চ পুন্নাগাশ্চ চম্পকাশ্চ তে; হে তত্তন্নামানো বৃক্ষাঃ) মানিনীনাং (মানবতীনাং) দর্পহরস্মিতঃ (দর্পদমনহাস্যঃ) রামানুজঃ (বলরামাবরজঃ কৃষ্ণঃ) ইতঃ কচ্চিৎ (গতঃ কিম্) ॥ ৬

টীকা।—মহান্তঃ স্বপুষ্পৈর্বহূপকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্ পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি। হে কুরুবকাশোকাদয়ঃ। দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ, ইতো গতঃ কচ্চিদিতি ॥ ৬

অনুবাদ।—হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক বৃক্ষগণ! যাঁহার মধুর হাস্য দেখিলে, মানিনী কামিনীদিগের দুর্জ্জয় মান দূরে যায়, বলরামের কনিষ্ঠ সেই কৃষ্ণ এই স্থান দিয়া গিয়াছেন কি ? ॥৬

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ ভগবানের বিশেষণ দিলেন, "মানিনীনাং দর্পহরস্মিতঃ" অর্থাৎ যাঁহার সুমধুর হাস্য দেখিলে মানিনীদিগের অভিমান অপগত হয়। ইহা আপাততঃ কাব্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও পরম-তত্ত্ববোধক। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ আনন্দঘন। ভূতময় মনুষ্যের মুখে হাস্য দেখিলে আনন্দ হয়, হাস্যই আনন্দের পরিচায়ক; সেই জন্যই হাস্য বড় মধুর। হাস্য যদি যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের পরিচয় দিয়া এত মধুর হয়, তবে মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ আনন্দের হাস্য কত মধুর, তাহা কৃষ্ণময়ী গোপী ভিন্ন আর কে জানিবে ? সে হাসির দর্শনে মানবের আর আত্মাভিমান হৃদয়ে স্থান পায় না ॥৬

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥৭

অন্বয়ঃ।—কল্যাণি (ভাগ্যবতি) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (গোবিন্দস্য চরণানাং প্রিয়া তৎ সম্বুদ্ধৌ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমে) তুলসি অলিকুলৈঃ (ভ্রমরগণৈঃ) সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ (অতিশয়েন প্রিয়ঃ) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (অবলোকিতঃ কিম্) ॥৭

টীকা।—অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রত্তবাতিপ্রিয়স্ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি ॥৭

অনুবাদ।—হে ভাগ্যবতি কৃষ্ণপ্রিয়ে তুলসি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রিয়তম, তোমারই ভ্রমরান্বিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন; তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? ॥৭

তাৎপর্য্য।—শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতির তাৎপর্য্য অতি গূঢ়; আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের ধারণা হয় না। যাহা আমাদের ধারণায় ধরে না, তাহাই যে মিথ্যা, এমন কথা বলা সাহসের কার্য্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদর্শী গভীর চিন্তাশীল মহর্ষিগণের সকল অভিপ্রায় মনুষ্য-সাধারণে বুঝিতে পারে না; গোপীগণ তুলসীকে "গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে" বলিলেন; শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়, তুলসীই বিষ্ণুপূজার প্রধান উপকরণ; তুলসী ভিন্ন বিষ্ণুপূজা হয় না। যিনি বিষ্ণুপূজা করিবেন, তাঁহাকে তুলসীর মালা ধারণ করিতে হইবে। অতএব আমরা না বুঝিলেও তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া; ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়। সেই জন্যই গোপীগণ তুলসীকে গোবিন্দপ্রিয়া বলিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তুলসী যে, সাত্ত্বিক বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং সত্ত্ব-স্বরূপ বিষ্ণুর প্রিয়া, আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারি ॥৭

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৮

অন্বয়ঃ।—(হে) মালতি (হে) মল্লিকে (হে) জাতিকে (হে) যূথিকে! মাধবঃ (রমানাথঃ) করস্পর্শেন (যুষ্মাসু করার্পণেন) বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং (আনন্দং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) যাতঃ (গতঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) অদর্শি কচ্চিৎ (দৃষ্টঃ কিম্) ॥ ৮

টীকা।—গুণাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পপ্রচ্ছুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে জাতিযূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ। করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ॥

অনুবাদ।—হে মালতি! হে জাতি! হে যূথিকে! মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে গিয়াছেন, তোমরা দেখিয়াছ কি? ॥৮

তাৎপর্য্য।—ভাবুক-চূড়ামণি শ্রীধর এই শ্লোকের অভাস দিলেন, "গুণাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পপ্রচ্ছুরিতি পৃচ্ছন্তি" অর্থাৎ গোপীগণ মনে করিলেন, মালতী-মল্লিকাদি পুষ্প বৃক্ষ সদ্গুণ-শালী হইয়াও নম্র; অতএব ইহারা কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছে গোপীগণ জানেন এবং আমরাও শাস্ত্রে দেখিয়াছি, গুরুমুখে উপদেশও পাইয়াছি; কৃষ্ণলাভের মূলমন্ত্রই নম্র হওয়া। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" অধীরা গোপী এখন চেতনাচেতন বুঝেন না, তাঁহারা জানেন নম্র হইলেই কৃষ্ণদর্শন পায়; তাই নম্রস্বভাব মালতী,-মল্লিকা-প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৮

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্ব্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৯

অন্বয়ঃ।—চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্বনীপাঃ (চূতাশ্চ প্রিয়ালাশ্চ পনসাশ্চ অসনাশ্চ কোবিদারাশ্চ জম্ববশ্চ অর্কাশ্চ বিল্বাশ্চ বকুলাশ্চ কদম্বাশ্চ নীপাশ্চ তে হে তত্তন্নামানঃ বৃক্ষাঃ) যে অন্যে (এতদ্ভিন্নাঃ) পরার্থভবকাঃ (পরোপকারার্থজীবনাঃ) যমুনোপকূলাঃ (কালিন্দীতীরস্থিতাঃ) [বৃক্ষাঃ] রহিতাত্মনাং (রহিতঃ শূন্যঃ আত্মা চেতঃ যাসাং তাঃ তাসাং) নঃ (অস্মভ্যং) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু) ॥ ৯

টীকা।—ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পকা এতে পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। হে চূতাদয়ঃ যেঽন্যে পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে যমুনোপকূলাঃ যমুনায়াঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাস্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু ॥ ৯

অনুবাদ।—হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে যমুনাতীরবর্ত্তি-পরার্থ-জীবন অন্যান্য বৃক্ষগণ! আমরা আত্মহারা হইয়াছি; আমাদিগকে কৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও ॥৯

কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রি-সম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥ ১০

অন্বয়ঃ।—ক্ষিতি (হে ক্ষিতে) তে (ত্বয়া) কিং (কীদৃশং) তপঃ (ব্রতং) কৃতং (আচরিতং) কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা (কৃষ্ণপদস্পর্শা-নন্দা) অঙ্গরুহৈঃ (অঙ্গাৎ রোহন্তি ইতি অঙ্গরুহাঃ তৃণাঙ্কুরাঃ তৈঃ) উৎপুলকিতা (উল্লোমাঞ্চিতা) বিভাসি (শোভসে) অপি (কিং) অয়ং (উৎসবঃ) অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ (অঙ্ঘ্রেঃ সম্ভবঃ যস্য সঃ কৃষ্ণপদস্পর্শজাতঃ) বা (অথবা) উরুক্রমবিক্রমাৎ (ত্রিবিক্রমপদাক্রমণাৎ) আহো (অথবা) বরাহবপুষঃ (শূকররূপিণঃ বিষ্ণোঃ) পরিরম্ভণেন (আলিঙ্গনেন জাতঃ)॥ ১০

টীকা।—হে ক্ষিতি ক্ষিতে তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতম্। যা ত্বং কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা, কুতঃ অঙ্গরুহৈঃ উৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা বিভাসি শোভসে। তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি। অপি কিম্ অয়মুৎসবঃ অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অধুনা তস্যৈকদেশাঙ্ঘ্রি-সংস্পর্শসম্ভূতঃ। যদ্বা, নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ। আহো অথবা নৈতাবদেব অপিতু ততোঽপি পূর্ব্বং বরাহস্য বপুষঃ পরিরম্ভণেনেতি। অতস্ত্বয়া নূনং দৃষ্টস্তং দর্শয়েতি॥ ১০

অনুবাদ।—হে ধরণি! তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছ, বল। দেখিতেছি কেশবের চরণস্পর্শে তোমার পরমানন্দ হইয়াছে; যেহেতুক, তুমি নিজাঙ্গজাত তৃণাঙ্কুরে উৎপুলকিত হইয়া শোভা

পাইতেছ। বল দেখি, এইবার কৃষ্ণচরণ স্পর্শেই কি তোমার এইরূপ পরমানন্দ হইয়াছে? কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবিক্রমের পদাক্রমণে হইয়াছে? অথবা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বরাহরূপী বিষ্ণুর আলিঙ্গন লাভে হইয়াছে?১০

তাৎপর্য্য।—আনন্দের অন্যতম লক্ষণ লোমাঞ্চ। অত্যধিক আনন্দ হইলে মানবদেহ লোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু যাহাতে লোমাঞ্চিত হয়, বিষয়-সংস্পর্শে আনন্দ এরূপ প্রায়ই হয় না; কারণ বিষয়ানন্দে ভৌতিক পদার্থই দেহ ও মন স্পর্শ করিয়া থাকে; তাহাতেই আনন্দ-কল্পনা করিয়া লইতে হয়। বিষয়ের আবরণশূন্য সাক্ষাৎ অনাবৃত আনন্দ যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে লোমাঞ্চিত হইতেই হইবে। সেই সাক্ষাৎ অনাবৃত আনন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে দেহ লোমাঞ্চিত হইবেই। এমন কি, কোনো কোনো প্রগাঢ় প্রেমবান্ ভক্তের কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে বা শ্রবণেও দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। গোপী কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শ ভিন্ন দেহ লোমাঞ্চিত হয় না। তাই অধীরাবস্থায় পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে তৃণাঙ্কুর দেখিয়া এবং তাহাই কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্য পরমানন্দের লক্ষণ মনে করিয়া, এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথিবী যে, মাটীর ঢিবি, মাটির ঢিবির লোমাঞ্চ হয় না, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই; তাঁহাদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকাও লোমাঞ্চিত হয়। সত্যদর্শী ঋষিগণও তাই বলেন;—বিজ্ঞ-আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না॥১১

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১১

অন্বয়ঃ।—(হে) সখি এণপত্নি! (হরিণরমণি) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়য়া (শ্রীরাধয়া সহ) গাত্রৈঃ (সুন্দরাঙ্গৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (প্রসিদ্ধসুন্দরনেত্রাণাং) সুনির্বৃতিং (পরমসুখং) তন্বন্ (জনয়ন্) অপি (কিং) উপগতঃ (সমীপং যাতঃ) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) কুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ (কুন্দকুসুমমালায়াঃ) গন্ধঃ (পরিমলঃ) বাতি (আগচ্ছতি)॥ ১১

টীকা।—হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যাসত্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুরপীতি। হে সখি এণপত্নি অপি কিম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ গাত্রৈঃ সুন্দরৈর্মুখবাহ্বাদিভিঃ। প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তৎ দ্যোতয়ন্তি। কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতস্তৎ-কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি॥ ১১

অনুবাদ।—হে সখি হরিণপত্নি! এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রিয়ার সহিত মনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমাদের সুন্দর নয়নের সুখোৎপাদন করিতে করিতে নিকট দিয়া গিয়াছেন কি? এখানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত এবং প্রিয়তমার অঙ্গসঙ্গজন্য কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কুন্দমালার সুগন্ধ আসিতেছে॥১১

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—(হে) তরবঃ (নতাগ্রাঃ বৃক্ষাঃ) মদান্ধৈঃ (মদমত্তৈঃ) তুলসিকালিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) গৃহীতপদ্মঃ (গৃহীতং পদ্মং যেন সঃ করধৃতকমলঃ) রামানুজঃ (রামস্য অনুজঃ কনিষ্ঠঃ) প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ অংসে স্কন্ধে) বাহুম্ (বামহস্তম্) উপধায় (স্থাপয়িত্বা) ইহ (অত্র) চরন্ (পরিভ্রমন্) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়েন প্রীত্যা অবলোকাঃ দৃষ্টিপাতাঃ তৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং (প্রণতিং) কিংবা অভিনন্দতি (সানন্দং স্বীকরোতি)॥ ১২

টীকা।—ফলভারেণাবনতাংস্তরূন্ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতান্ মত্বা প্রিয়য়া সহ গতস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলসিকায়া অলিকুলৈঃ অতস্তদামোদমদান্ধৈঃ অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমান ইহ চরন্নিত্যর্থঃ॥১২

অনুবাদ।—হে তরুগণ! অলিকুল তুলসীমালার আমোদে মত্ত হইয়া যাঁহার অনুগমন করিতেছে, সেই রামানুজ কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্কন্ধে বাম হস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণ করে প্রফুল্ল কমল ধারণ করিয়া এই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে প্রণয় নিরীক্ষণে তোমাদের প্রণাম সানন্দে গ্রহণ করিতেছেন কি ॥১২

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥১৩

অন্বয়ঃ।—(হে সখ্যঃ) ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত [এতাঃ] বনস্পতেঃ (বৃক্ষস্য) বাহূন্ (শাখারূপান্) আশ্লিষ্টাঃ অপি (আশ্রিতাঃ অপি) অহো (ভাগ্যং) নূনং (নিশ্চিতং) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করজৈঃ নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ সত্যঃ) পুলকানি (রোমোদ্‌গমান্) বিভ্রতি (ধারয়ন্তি) ॥১৩

টীকা।—কাশ্চিদাহুঃ হে সখ্য ইমা লতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা নূনম্ অত ইমাঃ পৃচ্ছত। নন্থ স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতির্দুর্ঘটা, ন, বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহূনাশ্লিষ্টা অপি, অহো ভাগ্যং নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা যতঃ উৎপুলকানি বিভ্রতি। ন হি স্বপতিসঙ্গতিমাত্রেণ তাদৃক্ পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ১৩

অনুবাদ।—কতকগুলি গোপী বলিলেন,—সখি! এই সম্মুখস্থ লতাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। ইহারা বনস্পতির বাহু আশ্রয় করিলেও যখন লোমাঞ্চিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নখস্পর্শ পাইয়াছে। ইহাদের কি সৌভাগ্য ॥১৩

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণাদর্শন-কাতর গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইল। শুকদেব বলিয়াছেন—"গোপীগণ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।" যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা ভাবনা বলে অন্যের হৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইতে পারেন, তাঁহারা বলিবেন, গোপীগণের বাক্য উন্মত্তার ন্যায়;—উন্মত্তার নহে। কি নায়ক-নায়িকার প্রণয়ে, কি ভক্তের অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমে, পরস্পরের অদর্শনে এইরূপ উন্মত্ততা হইয়াই

থাকে। প্রণয়িনী কামিনীর অদর্শনে প্রণয়ী পুরুষের এবং প্রণয়ী পুরুষের অদর্শনে প্রণয়িনী কামিনীর মনে মনে ইচ্ছা হয়, গাছ পালাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—পশু-পক্ষীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, পাহাড়-পর্ব্বতকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। যদি সত্য সত্যই জিজ্ঞাসা করে, তবে অভাবুকের কাছে সে উন্মত্ত বা পাগল বলিয়া পরিচিত সুতরাং উপহসিত হয়। ধীর-ধুরীণ রামচন্দ্রও প্রাণাধিকা পত্নীকে হারাইয়া, দণ্ডকবনস্থ তরু-লতাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কবিবর কালিদাসের মানসপুত্র বিরহ-বিধুর যক্ষ আকাশচারী বাষ্পময় মেঘ সকলকেও বার্ত্তাবহ করিয়া দূরস্থ প্রণয়িনীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ইতিহাস সত্য, যক্ষের উপন্যাস মিথ্যা। যক্ষের উপন্যাস মিথ্যা হইলেও যে ভিত্তির উপর উপন্যাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা রাম-চন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য; কারণ, এরূপ সত্য ঘটনা সংসারে হয় বলিয়াই সেই সত্য আশ্রয় করিয়া মিথ্যা উপন্যাস রচিত হইয়াছে। যাহার আসল আছে, তাহারই নকল হয়; যাহার আসল নাই, তাহার নকলও হয় না।

বিরহাবস্থ নায়ক-নায়িকার ভাব যেরূপ প্রদর্শিত হইল, ইহা ভগবদ্দর্শন জন্য ভক্তের পরমোৎকণ্ঠার আভাস মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"সমস্ত জীব সেই আনন্দেরই আভাসমাত্র আস্বাদন করিয়া জীবিত থাকে।" যে আনন্দের আভাসের অভাবে জীবের এত উৎকণ্ঠা, যে আনন্দের আভাসের অভাবে মনুষ্য উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তরুলতাদির নিকট অনুসন্ধান পাইবার আশা করে,

যাঁহারা সেই বিগ্রহবান্ পরমানন্দ পাইয়া হারাইয়াছেন, তাঁহাদের উৎকণ্ঠা লেখনীমুখে নিঃসৃত হইবার নহে। তাহা না হইলেও, বিচ্ছেদাপন্ন নায়ক-নায়িকার অবস্থা দেখিয়াই, ভগবৎসর্ব্বস্ব ভক্তের বিচ্ছেদাবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে। ভগবৎপ্রেম কিরূপ, শাস্ত্র তাহা বলিয়াছেন; কিন্তু আদর্শ আশ্রয় না করিয়া কেবল গ্রন্থ পাঠ করিলে, কেবল গ্রন্থোক্ত বাক্যগুলি অভ্যস্ত হয়; বাক্যার্থ ধারণা হয় না। আমরা সে আদর্শ কোথায় পাইব!— এই সংসারেই,—অবিকল না হউক—কথঞ্চিৎ পাইব। পুত্রের মাতৃভক্তি, মাতার অপত্যস্নেহ, মিত্রের মিত্রসৌহার্দ্দ্য এবং নায়ক-নায়িকার পরস্পর অদম্য অনুরাগ দেখিয়াই ভক্তের ভগবৎ-প্রেম বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা ভালবাসিতে জানি, হাসিতে জানি, কাঁদিতেও জানি, কিন্তু কাহাকে ভালবাসিতে হয়, কাহাকে পাইয়া হাসিতে হয় এবং কাহাকে হারাইয়া কাঁদিতে হয়, তাহাই জানি না। তাহাই জানাইবার জন্য নটচূড়ামণির এই অভিনয়। আপনি নায়ক সাজিলেন, স্ব-স্বরূপা গোপীদিগকে নায়িকা সাজাইলেন, একবার নিত্যানন্দের আস্বাদন জানাইয়া অদৃশ্য হইলেন; কৃষ্ণপ্রাণা গোপী তাঁহার অদর্শনে উন্মত্ত হইয়া গেলেন, —পাগল হইয়া গেলেন,—পাত্রাপাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃক্ষদিগকেও কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি জগৎকে জানাইলেন; আমার অদর্শনে যাহার এইরূপ অবস্থা হয়, তাহারই প্রেম জন্মিয়াছে, সেই আমাকে পাইবে।

এখন আমরা শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সহিত গোপীদিগের

কৃষ্ণজিজ্ঞাসা মিলাইয়া দেখিব। আজকার দিনে আমাদের ন্যায় অকালপক্ক ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর অভাব নাই। জিজ্ঞাসার কথা দূরে থাকুক, আমরা নিজে ব্রহ্ম না বুঝিয়া ব্রহ্ম বুঝাইতে চাই। কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উপযুক্ত একটা সময় আছে,—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার সূচিত হইয়াছে। প্রথম সূত্র,—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইহার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন,—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, অর্থাৎ কি নিত্য বস্তু, কি অনিত্য বস্তু তাহার বিচার; ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ অর্থাৎ কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল প্রকার সুখভোগে অনিচ্ছা; শম-দমাদি সাধন-সম্পত্তি, অর্থাৎ শমদমাদি সাধনের অনুষ্ঠান; মুমুক্ষুত্ব, অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা; ইহার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। বেদান্ত-সারেও ঠিক এই কথাই আছে। বেদান্ত আরও বলিয়াছেন,—"যেমন অগ্নিসংযোগে দীপ্তশিরস্ক ব্যক্তি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নির্ব্বাণেচ্ছায় ইতস্ততঃ ধাবমান হয়; ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী ব্যক্তি সংসার-সন্তাপে তাপিত হইয়া নির্ব্বাণ পাইবার জন্য সেই-রূপ আকুলভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায়।" ইহা জ্ঞানমার্গের কথা; কিন্তু প্রেমমার্গেও আরূঢ় ভক্তের ভগবান্‌কে পাইবার জন্য ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; গোপীর তাহাই হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যেরও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল; তিনি কৃষ্ণের জন্য পাগল হইয়াছিলেন। আমরা জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রাখিনা, প্রেমেরও

ধায় ধারিনা ; তাই গড্ডলিকা-ন্যায়ে অন্যতরের পক্ষপাতী হইয়া ঝগ্‌ড়া করিয়া মরি। ব্রহ্মজ্ঞানে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, আর ভগবৎপ্রেমে অনন্যমমতা,—একই কথা।

এই ত গেল জিজ্ঞাসু উপাসকের অবস্থা ; এখন, জিজ্ঞাসা কাহার কাছে করিবে, তাহাও একবার দেখা যাউক। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যে দেব অগ্নিতে, জলেতে, বনস্পতিতে এবং ওষধিতে অনুস্যূত রহিয়াছেন ; যিনি সমস্ত বিশ্ব সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই দেবকে নমোনমঃ।" কেবল "নমোনমঃ" বলিলেইত চলিবেনা ; বনস্পতি, ওষধি, অগ্নি জল প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের গভীরতম অন্তঃস্থলে সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গাঢ়াভিনিবেশের সহিত ধ্যান করিতে করিতে যতই সচ্চিদানন্দের অনুভব হইবে, জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু উপাসক ততই কাঁদিয়া অস্থির হইবে,—পূর্ণানন্দ পাইবার জন্য ততই উন্মত্ত হইবে। আজ প্রেমময়ী গোপীদিগের তাহাই হইয়াছে। তাঁহারা আনন্দময়ের আস্বাদন পাইয়া হারাইয়াছেন ; তাই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বৃক্ষদিগের নিকট অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তবে, জ্ঞানী ও প্রেমিকের অনুসন্ধানে বিভিন্নতা এই যে, জ্ঞানীর ব্যাকুলতা অন্তরে অন্তরেই প্রধূমিত হইতে থাকে, প্রেমিক অন্তরের ব্যাকুলতা চাপিয়া রাখিতে পারেনা। জ্ঞানী প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্গত সন্মাত্র, চিন্মাত্র ও আনন্দমাত্র অনুভবে পরিতৃপ্ত হন ; কিন্তু প্রেমিক কেবল তাহাতেই তৃপ্ত নহেন। প্রেমিক সেই

ভুবনান্তর্গত অনন্ত সচ্চিদানন্দকে আপন হৃদয়-পরিমিত মদনমোহন রূপে আলিঙ্গন করিতে চাহেন ; নতুবা তাঁহার প্রেমের পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। সেই নিমিত্ত প্রেমের পুত্তলি ব্রজবালারা ভগবান্‌কে সর্ব্বব্যাপী জানিয়াও আবার অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—"আমরা জানি, জানি,— তুমি সর্ব্বব্যাপী তাহা জানি। যাহারা সর্ব্বব্যাপিরূপে জানিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তাহাদের কাছে তুমি সর্ব্বব্যাপী হইয়াই থাক,—কিন্তু আমাদের তাহাতে তৃপ্তি নাই ; সেই ভুবনমোহন রূপে আমাদিগকে দেখা দাও।" আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অনুসন্ধান করিতেছে ; কিন্তু কি যে অনুসন্ধান করিতেছে, তাহা তাহারা নিজেই জানে না। আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতির কাছে আনন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণানুসন্ধানই করি। আমাদের অন্তরাত্মা চাহে কৃষ্ণ ; কিন্তু মনের ভ্রমে মনে করি স্ত্রীপুত্রাদিই চাই। আমরাই ক্ষেপিয়াছি, গোপী ক্ষেপেন নাই। গোপীদিগের অন্তরাত্মা যাহা চাহে এবং নিখিল জীবের অন্তরাত্মা অন্তরে অন্তরে যাহা চাহে, গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, গোপীর মনের ভ্রম দূর হইয়াছিল, তাই তাঁহারা কৃষ্ণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত॥১৩

———

ইত্যুন্মত্তবচো-গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ।—ইতি (অনেন প্রকারেণ) উন্মত্তবচো গোপ্যঃ (উন্মত্তানাং বচঃ ইব বচঃ যাসাং তাঃ গোপ্যশ্চ) কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ (কৃষ্ণস্য অন্বেষণে মার্গণে কাতরাঃ ব্যাকুলাঃ) তদাত্মিকাঃ (তস্মিন্ কৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) তাঃ তাঃ (পূর্ব্বকৃতাঃ) লীলাঃ অনুচক্রুঃ (অনুকৃতবত্যঃ) ॥ ১৪

টীকা।—উন্মত্তকবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকা ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি ইতীতি। উন্মত্তবচসশ্চ তা গোপ্যশ্চ কৃষ্ণান্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ অনুচক্রুঃ অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪

অনুবাদ।—কৃষ্ণান্বেষণে অতীব কাতর গোপীগণ এইরূপ উন্মত্তের ন্যায় বাক্য বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া ভগবানের পূর্ব্বকৃত সেই সেই লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

তাৎপর্য্য।—নয়টি শ্লোকে গোপীদিগের কৃষ্ণানুকরণ ও তন্ময়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সকলের শেষে তাৎপর্য্য বিবৃত হইবে। এক্ষণে প্রয়োজনমতে অতি সংক্ষেপে কোন কোন শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত করা যাইবে। কারণ অনর্থক অধিক লিখিয়া গ্রন্থ বাহুল্য করা সমুচিত নয় ॥১৪

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহঞ্ছকটায়তীম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণায়ন্তী (কৃষ্ণবৎ আচরন্তী কাচিৎ গোপী) পূতনায়ন্ত্যাঃ (পূতনাবৎ আচরন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (গোপ্যাঃ) স্তনম্ অপিবৎ (পপৌ) অন্যা (অপরা গোপী) তোকায়িত্বা (তোকবৎ শিশুবৎ আত্মানং কৃত্বা) রুদন্তী (ক্রন্দন্তী) [সতী] শকটায়তীং (শকটবৎ আচরন্তীং গোপীং) পদা অহন্ (হতবতী) ॥ ১৫

টীকা।—কস্যাশ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ অনুকরণং প্রপঞ্চ্যতে, তত-শ্চতুর্ভিস্তন্ময়ত্বং পুনরেকেনানুকরণমিতি বিবেকঃ। পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদা-চরন্ত্যাঃ। কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥১৫

অনুবাদ।—কৃষ্ণরূপিণী কোনো গোপী পূতনারূপিণী গোপীর স্তন্য পান করিতে লাগিলেন, কোনো গোপী শিশু হইয়া রোদন করিতে করিতে শকটরূপিণী গোপীকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাৎপর্য্য।—ভগবানের পূতনাবধলীলা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানেন। গোপী তাহারই অনুকরণ করিলেন। এক দিন এক দৈত্য নন্দালয়স্থ গোযানে আবিষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্‌কে বিনাশ করাই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু শিশু ভগবান্‌ই শিশূচিত পদবিক্ষেপের ছলে তাহাকেই চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার নাম শকটভঞ্জনলীলা। ইহা তাহারই অনুকরণ ॥১৫

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্‌ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ॥
কৃষ্ণরামায়িতে দ্বেতু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকাতু বকায়তীম্॥১৬

অন্বয়ঃ।—একা (অন্যা) দৈত্যায়িত্বা (তৃণাবর্ত্তদৈত্যবৎ আত্মানং কৃত্বা) কৃষ্ণার্ভভাবনাম্ অন্যাং জহার (অনুকরণেন হৃতবতী) কা অপি (কাচিৎ) ঘোষনিস্বনৈঃ (কিঙ্কিনীধ্বনিভিঃ সহ) অঙ্‌ঘ্রী (পাদৌ) কর্ষতী (চালয়ন্তী) রিঙ্গয়ামাস (জানুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ ব্যচরৎ) দ্বে (গোপ্যৌ) কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামবৎ বভূবতুঃ) কাশ্চন (গোপ্যঃ) গোপায়ন্ত্যঃ (গোপবালকবৎ বভূবুঃ) তত্র (তন্মধ্যে) একা (কৃষ্ণায়মানা) বকায়তীং (বকভাবনাবতীং) অন্যাচ (কৃষ্ণায়মানা) বৎসায়তীং (বৎসভাবনাবতীং গোপীং) হন্তি (বধতি)॥১৬

টীকা।—দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা একা কৃষ্ণার্ভভাবনাং কৃষ্ণস্যার্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তামন্যাং জহার॥১৬

অনুবাদ।—কোনো গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্য ভাবিয়া বালকানুকারিণী অন্য গোপীকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। কেহ বা কিঙ্কিনীধ্বনি সহকারে পদাকর্ষণ করিয়া জানু ও হস্ত দ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। (হামাগুড়ি দিতে লাগিলেন)।

দুই গোপী কৃষ্ণ ও বলরাম এবং কতকগুলি গোপী গোপ-

বালক হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এক গোপী কৃষ্ণ হইয়া বৎসরূপিণী গোপীকে এবং আর এক গোপী বকরূপিণী গোপীকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬

তাৎপর্য্য।—একদিন নন্দ-মহিষী যশোদা দুইমাস বয়স্ক কৃষ্ণকে গৃহাঙ্গনে পীঠোপরি শায়িত রাখেন। শিশু নিদ্রিত হইলে কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্তনামে এক দৈত্য ঘূর্ণায়ুর আকারে ব্রজে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিয়া আকাশে উত্থিত হয়। এই শ্লোকের প্রথমে গোপীগণ কর্ত্তৃক তাহারই অনুকরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর শিশুরূপী ভগবান্ জানু ও হস্তদ্বারা যেরূপে বিচরণ করিতেন, তাঁহারই অনুকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ যখন বালক হইয়া বৎসগণকে লইয়া সহচরদিগের সহিত বনে যাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে একদিন কংস-প্রেরিত বকরূপী এক দৈত্যকে এবং অপর একদিন বৎসরূপী এক দৈত্যকে বিনাশ করেন। শুকদেব এই শ্লোকের শেষে ঐ দুই লীলার অনুকরণ বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ দুই লীলা ব্রজের বাহিরে হইয়াছিল, গোপীগণ তাহা স্বচক্ষেতে দেখেন নাই; তাহার পরে ব্রজবালকদিগের মুখে শুনিয়াছিলেন। শুনিয়াই তাহা অনুক্ষণ চিন্তা করিতেন। এখন কৃষ্ণের অদর্শনে কোনো গোপী সেই লীলায় অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া গেলেন এবং তন্ময় হইয়া তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন।১৬

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নন্বু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ।—অন্যাঃ (অপরাঃ গোপ্যঃ) যদ্বৎ (যথা) কৃষ্ণঃ [তথা] দূরগাঃ (দূরবর্ত্তিনীঃ গবীঃ) আহূয় তম্ (কৃষ্ণম্) অনুকুর্ব্বতীং (কৃষ্ণবৎ আহ্বয়ন্তীং) বেণুং (বংশীং) ক্বণন্তীং (বাদয়ন্তীং) ক্রীড়ন্তীং (অন্যাং গোপীং) সাধু ইতি শংসন্তি (সাধুবাদেন প্রোৎসাহয়ন্তি)॥

অপরা (অন্যা) কস্যাংচিৎ (কস্যাশ্চিৎ স্কন্ধে) স্বভুজং (নিজহস্তং) ন্যস্য (স্থাপয়িত্বা) চলন্তী (গচ্ছন্তী) তন্মনাঃ (তদাত্মিকা সতী) ইতি আহ (এবমুবাচ) নন্বু (অয়ি সখি) অহং কৃষ্ণঃ ললিতাম্ অতি রমণীয়াং) গতিং (পাদচালনং) পশ্য (অবলোকয়)॥১৭

টীকা।—দূরগা দূরে বর্ত্তমানা গাঃ যদ্বৎ যথা কৃষ্ণস্তথাহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্তন্তীম্ অনুবর্ত্তমানাম্। অনুকুর্ব্বতীমিতি বা পাঠঃ॥ ১৭

অনুবাদ।—কোনো গোপী কৃষ্ণের অনুকরণে বংশীরবে, দূরবর্ত্তিনী গাভীদিগকে আহ্বান করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং অপর কতকগুলি গোপী "সাধু' সাধু" বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥

অন্য এক গোপী কৃষ্ণস্বরূপে তন্ময় হইয়া অপর এক গোপীর স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক চলিতে চলিতে বলিলেন,—"অয়ি সখি!" আমি কৃষ্ণ, এই আমার ললিত গতি অবলোকন কর॥ ১৭

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং হি বঃ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥
আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নন্বু।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং নন্বু দণ্ডধৃক্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বাতবর্ষাভ্যাং (বাতশ্চ বর্ষাচ তাভ্যাং ঝটিকাসারাভ্যাং) মা ভৈষ্ট (ন বিভীত) বঃ (যুষ্মাকং) তত্রাণং (তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং ত্রাণং তত্রাণং অত্ররক্ষা) বিহিতম্ (সম্পাদিতম্) ইতি উক্ত্বা (কথয়িত্বা) যতন্তী (যত্নং কুর্ব্বতী) একেন (বামেন) হস্তেন অম্বরম্ (উত্তরীয়বস্ত্রং) উন্নিদধে (ঊর্দ্ধং ধৃতবতী)।

অপরা (অন্যা) একাং (গোপীং) পদা আক্রম্য (পাদেন ধৃত্বা) শিরসি (মস্তকে) আরুহ্য (উত্থায়) আহ (উবাচ) নন্বু দুষ্টাহে (রে দুর্দ্দান্ত সর্প) গচ্ছ (অপসর্প) নন্বু (ভো) অহং খলানাং (হিংস্রাণাং দণ্ডধৃক্ (শাস্তা) জাতঃ (সম্ভূতঃ) ॥ ১৮

টীকা।—যতন্তী যত্নং কুর্ব্বতী অম্বরম্ উত্তরীয়ং বস্ত্রমুন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী ॥ ১৮

অনুবাদ।—কোনো গোপী আপন উত্তরীয় বস্ত্র ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া বলিলেন, বাত ও বর্ষায় ভয় নাই, এই আমি তোমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিলাম ॥

অপর এক গোপী অন্য এক গোপীকে পদদ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিয়া বলিলেন,—রে দুষ্টসর্প! এখান হইতে চলিয়া যা; আমি দুষ্ট দমনের জন্য জন্মিয়াছি ॥ ১৮

তত্রৈকা চাহ * রে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিধদ্ধং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—তত্র (তস্মিন্ স্থানে) একা (গোপী) আহ (উবা
রে গোপাঃ উল্বণং (প্রদীপ্তং) দাবাগ্নিং (দাবানলং) পশ্যত (অবলে
কয়ত) আশু (শীঘ্রং) চক্ষূংষি (নেত্রাণি) অপিধদ্ধং (নিমীলয়ত) অঞ্জ
(অধুনৈব) বঃ (যুষ্মাকং) ক্ষেমং (মঙ্গলং) বিধাস্যে (সাধয়িষ্যামি) ॥ ১

টীকা।—অপিধদ্ধং নিমীলয়ত ॥ ৯

অনুবাদ।—সেই স্থানে অপরা এক গোপী বলিলে
রে গোপবালকগণ, ভীষণ দাবানল দেখ; তোমরা শীঘ্র চ
মুদ্রিত কর, আমি তোমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছি ॥ ১৯

তাৎপর্য্য।—একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগকে লই
গোচারণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে দাবানলে বন দগ্ধ হইত
থাকে। ভগবান্ সহচরদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলেন এ
তাহারা নয়ন মুদ্রিত করিলে, তিনি সেই সমস্ত অগ্নি পান করি
ফেলেন। তাহা দেখিয়া গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়
এই শ্লোকে সেই লীলার অনুকরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা
অপর কিছু বক্তব্য নাই ॥ ১৯

* তত্রৈকোবাচ...ইতি পাঠান্তরম্।

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎতন্বী তত্র উদূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষন্ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥২০

অন্বয়ঃ।—ভাণ্ডভেত্তারং (ভাণ্ডস্য ভেত্তা, তং দধিপাত্রভঞ্জকং) হৈয়ঙ্গবমুষং (হৈয়ঙ্গবং সদ্যোজাতনবনীতং মুষ্ণাতি চোরয়তীতি তথা তং) বধ্নামি (বদ্ধা রক্ষামি) ইতি (এবমুক্ত্বা) অন্যা (অপরা) তত্র (তস্মিন্ স্থানে) উদূখলে (কণ্ডন্যাং) স্রজা (পুষ্পমালয়া) বদ্ধা (সংযতা) কাচিৎ তন্বী (কৃশাঙ্গী গোপী) ভীতা (ত্রস্তা সতী) সুদৃক্ (সু সুন্দরী দৃক্ নয়নং যস্মিন্ তথাভূতং) আস্যং (মুখং) পিধায় (করাভ্যাম্ আচ্ছাদ্য) ভীতিবিড়ম্বনং (ভীতেঃ ভয়স্য বিড়ম্বনম্ অনুকরণং) ভেজে (অকরোৎ)॥ ২০

টীকা।—সুদৃক্ সুনয়নম্ আস্যং পিধায় সুদৃক্ বরাঙ্গীতি বা ভীতি-বিড়ম্বনং ভয়ানুকরণম্॥ ২০

অনুবাদ।—"তুমি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছ এবং নবনীত চুরী করিয়াছ; তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব" এই বলিয়া কোনো গোপী অপর এক কৃশাঙ্গী গোপীকে পুষ্পমালা দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলে, তিনি ভীতা হইয়া কর দ্বারা সুন্দর নয়নবিশিষ্ট বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভয়ের অনুকরণ করিতে লাগিলেন॥ ২০

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণ-বিরহাতুরা গোপীদিগের কৃষ্ণলীলানু-করণ ও তন্ময়তার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে এক প্রকার বলাই হইয়াছে।

ভাবনা-নিপুণ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারেন, বিরহাবস্থায় বিরহীর বা বিরহিণীর মনে মনে প্রিয়তমার বা প্রিয়তমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়া-কলাপ সর্ব্বদাই সমুদিত হইতে থাকে ; ক্রমে মন তন্ময় হইয়াও যায়। ঐ অবস্থায় সকলেই অন্তরে অন্তরে প্রিয়ব্যক্তির চলন বলন প্রভৃতি কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিয়াই থাকে; এমন কি, এক একবার আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে অসাবধানে হাসিয়া বা কাঁদিয়াও ফেলে এবং আপনা আপনিই লজ্জিত হয়। যখন বিরহবেদনা অধিকতর বলবতী হইয়া বাহ্য জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন বিনা চেষ্টায় অন্তরের অনুকরণ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা অসাধারণ প্রণয়ের লক্ষণ। নায়ক নায়িকা ভাবে দেখিলে গোপীর সেই অবস্থাই হইয়াছে। গোপীর অন্তরের আচরণ সবলে বাহির হইয়া পড়িতেছে। ধরিয়া লইলাম, গোপীগণ নায়িকা ভাবেই ভগবানে আবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু গোপীদিগের এই কৃষ্ণানুকরণ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, সেই নায়িকাভাবের অন্তস্তলে ভগবদ্ভক্তির ভাব নিহিত রহিয়াছে। গোপীদিগের মধ্যে যিনি ভগবানের যে লীলায় অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই লীলায় তন্ময় হইয়া সেই লীলার অনুকরণ করিতেছেন। তাঁহারা যে যে লীলার অনুকরণ করিলেন, প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। প্রথম পূতনাবধ, দ্বিতীয় শটক-ভঞ্জন, তৃতীয় তৃণাবর্ত্তবধ, চতুর্থ বৎসবধ, পঞ্চম বকবধ, ষষ্ঠ গোবর্দ্ধন-ধারণ, সপ্তম কালিয়দমন, অষ্টম দাবানল পান এবং নবম দামোদরলীলা। তাহা হইলেই

বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা এখন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরবোধেই ভাবিতেছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলনে গোপীগণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া যাইতেন এবং বিরহে ঐশ্বর্য্যই স্মরণ করিতেন। সংসারেও ইহা স্বাভাবিক; রাজমহিষী কিংবা রাজার কোনো প্রণয়ভাজন রমণী রাজাকে আপন পতি বা প্রণয়ী পুরুষ বলিয়াই মনে করেন; রাজা বলিয়া ভয় বা ভক্তি করেন না; কিন্তু ভূপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, রাজশক্তি স্মরণ করিয়া স্তব স্তুতি করিতে থাকেন। গোপীদিগের তাহাই হইত, মিলনে প্রিয়তম পুরুষ,—অদর্শনে অখিলেশ্বর ভগবান্। প্রথমে যখন ভগবান্ গোপীদিগকে বংশীর গানে আকর্ষণ করিয়া গৃহে যাইতে বলেন, তখন তাঁহারা ঈশ্বর বোধেই অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন; এখন অদৃশ্য হইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার ঐশ্বরিক কার্য্য চিন্তা করিয়া, তন্ময় হইয়া, তাহারই অনুকরণ করিতেছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে, গোপীদের চিন্তা ও অনুকরণ অসংগত হইয়া পড়ে; কেন না, গোপীদিগকে যদি শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক কিংবা দুই এক বৎসরের অল্পাধিক-বয়স্কও ধরা যায়,তাহা হইলেও পূতনাবধ, শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্তবধ চিন্তা করিবার কোনো কারণ নাই; ঐ সকল লীলা ভগবানের ছয় মাস বয়সের মধ্যেই হইয়াছিল। অতএব নায়ক-নায়িকার পরস্পর অনুরাগের আদর্শে ঈশ্বরানুরাগ শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন, কৃষ্ণলীলার অন্য অভিপ্রায় হইতে পারেনা।

ভগবান্ পশুগুলি পরমাত্মায় সমাধির জন্য যম-নিয়মাদি অনু-

ষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়া বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা" অর্থাৎ যম-নিয়মাদি অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে তন্ময় হওয়া যায় অথবা কেবল ঈশ্বরে অভিনিবেশ দ্বারাও তন্ময় হইতে পারে। পাতঞ্জল-সূত্রের ভাষ্যকার "ঈশ্বর-প্রণিধানের" অর্থ করিয়াছেন—ভক্তিবিশেষ। সেই ভক্তিবিশেষই প্রেম। গোপীগণ ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হইলেন,—আপনারাই কৃষ্ণে ও কৃষ্ণকার্য্যে একাকার হইয়া গেলেন। প্রেমে যে, ভগবানে তন্ময় হওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে হওয়া যায়, তাহা, যাঁহারা কখনও প্রেমভরে ভগবান্‌কে ভাবিয়াছেন বা ডাকিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। তবে, যোগী সমাধি-অবস্থায় অন্তরেই আত্মানন্দ আস্বাদনে 'বুঁদ' হইয়া বসিয়া থাকেন,—প্রেমিকের তাহাতে আশা মিটে না,—গোপীগণ নিজে কৃষ্ণ হইয়াও পরিতৃপ্ত হন না; তাঁহাদের একটা উৎকট অন্তর্ব্যাকুলতা থাকিয়া যায়। অন্তরে বাহিরে আত্মানন্দরূপ অনুভব না করিলে, তাঁহারা স্থির হইতে পারেন না; শ্রীচৈতন্যও স্থির হইতে পারেন নাই। অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, শ্রীবৃন্দাবনে জ্ঞানও আছে, যোগও আছে, কিন্তু জ্ঞানও গৌণ, যোগও গৌণ; প্রগাঢ় প্রেমে উভয়েই আচ্ছন্ন, জ্ঞানেও যোগ ও ভক্তি থাকে; কিন্তু যোগ ও ভক্তি আচ্ছন্ন; যোগেও জ্ঞান ও ভক্তি থাকে কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি আচ্ছন্ন এবং ভক্তি বা প্রেমেও জ্ঞান ও যোগ থাকে; কিন্তু প্রবল প্রেমে জ্ঞান ও যোগ আচ্ছন্ন রহে॥ ২০

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতাতরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ-যবাদিভিঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—এবং (অনেন প্রকারেণ) বৃন্দাবন-লতাতরূন্ কৃষ্ণং চ্ছমানাঃ বনোদ্দেশে (বনৈকভাগে) পরমাত্মনঃ (সবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণস্য) দানি (পদাঙ্কাঃ) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্); [পরস্পরম্ ঊচুশ্চ] মহাত্মনঃ মহান্ আত্মা স্বরূপং যস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য) নন্দসূনোঃ (ব্রজরাজ-ত্রস্য) এতানি (অত্রস্থিতানি) পদানি (পদাঙ্কাঃ) ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ-বাদিভিঃ (ধ্বজশ্চ অম্ভোজঞ্চ বজ্রশ্চ অঙ্কুশশ্চ যবশ্চ তে আদয়ো যেষাং তৈঃ সাধারণ-তৎপদচিহ্নৈঃ) ব্যক্তং (সুস্পষ্টং) লক্ষ্যন্তে (দৃশ্যন্তে) ॥২১

টীকা।—এবং পুনরপি বৃন্দাবনে লতাস্তরূংশ্চ কৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যঃ নোদ্দেশে বন প্রদেশে ব্যচক্ষত অপশ্যন্ ॥২১

অনুবাদ।—গোপীগণ পুনর্ব্বার বৃন্দাবনস্থ তরুলতা-গকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, কাননের এক স্থানে র্ত্তিমান্ পরমাত্মার পদাঙ্ক দেখিতে পাইলেন। এবং পরস্পর লিতে লাগিলেন,—এ সকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দনন্দনের পদাঙ্ক খা যাইতেছে; কেননা ইহাতে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ ও যব ভৃতি তাঁহার অসাধারণ চরণ-চিহ্ন রহিয়াছে ॥ ২১

তাৎপর্য্য।—সবিকল্প সমাধিতে যেমন মধ্যে মধ্যে ব্যুত্থান

অর্থাৎ বহির্জ্ঞান হইয়া থাকে, গোপীদিগের তাহাই হইয়াছিল। কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদিগের প্রথমে কেবল সন্তাপমাত্র, তৎপরে গীতের সহিত কৃষ্ণান্বেষণ, তৎপরে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণলীলানুকরণ, তৎপরে বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় পুনর্ব্বার অন্বেষণ এবং তৎপরে পদাঙ্ক-দর্শন হইল। ইহা প্রাকৃত প্রিয়বিচ্ছেদে এবং আরূঢ় ভক্তের ভগবদ্‌-বিচ্ছেদে সমভাবেই হইয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের এবং বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণে একবিংশতি চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই নিমিত্ত এখানে গোপীদিগের উক্তিতে "ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ-যবাদিভিঃ" এই 'আদি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহার পদতলে ঐ একবিংশতির দুই একটি চিহ্নও লক্ষিত হয়, তিনি পরম ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। যাঁহার পদতলে ঐ সমস্ত চিহ্নই থাকে, তিনিই ভগবান্ অথবা যিনি স্বয়ং ভগবান্ তাঁহারই চরণতলে ঐ সমস্ত চিহ্নই থাকে। এগুলি ভগবানের অসাধারণ চিহ্ন। বৈকুণ্ঠে পুরুষ মাত্রেই চতুর্ভুজ, নবজলদশ্যাম ও পীতাম্বর; সেখানে ঐ অসাধারণ চিহ্নই নারায়ণের পরিচায়ক। শ্রীবৃন্দাবনেও রূপে ও বেশে অবিকল শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অনেক ব্রজবালক ছিলেন, কেবল ঐ একবিংশতি চিহ্নই তাঁহার বিশেষত্ব। আমরা সকল চিহ্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না; কেবল স্কন্দপুরাণে যে পাঁচটি চিহ্নের তাৎপর্য্য পাইয়াছি, তাহাই অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারি-ষড়্‌বর্গচ্ছেদনায় সঃ। ১। মধ্যমাঙ্গুলি-মূলে চ

[ক্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভ-
[ন]ম্। ২। পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্। ৩।
[ক]নিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্ত-পাপাদ্রিভেদনম্। ৪। পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং
[ভ]ক্ত-চিত্তেভ-বশকারিণম্। ৫।” অর্থাৎ ভগবান্ স্বভক্তের
[ক]ামাদি ছয় রিপু ছেদনের নিমিত্ত দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র,
[ধ্য]াননিষ্ঠ ভক্তের চিত্তরূপ ভ্রমরকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত
[দ]ক্ষিণ পদের মধ্যমা-মূলে সুপেশল কমল, কমলের নিম্নে
[স]র্ব্বানর্থজয়ের জয়ধ্বজস্বরূপ ধ্বজ, ভক্তের পাপ-পর্ব্বত বিদা-
[র]ণের নিমিত্ত দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠামূলে বজ্র এবং ভক্তের
[ম]নোমাতঙ্গ বশীভূত করিবার নিমিত্ত গুল্‌ফমধ্যে অঙ্কুশ চিহ্ন
[ধ]ারণ করিয়া থাকেন।

শুকদেব ভগবানের বাস্তব লীলার কথা বলিতেছেন; সুতরাং
গোপীগণ প্রত্যক্ষই চরণাঙ্ক দেখিয়াছিলেন। এখনও যদি কোনো
ভক্ত গোপীদিগের ন্যায় ভগবানের জন্য কাঁদিতে পারেন, তিনিও
প্রত্যক্ষের ন্যায় পদাঙ্ক অনুভব করিতে পারিবেন। তাহাই
দেখাইবার নিমিত্ত লীলাময়ের এই লীলা। সচ্চিদানন্দ বিগ্র-
হের পদাঙ্ক ভূমিতে অঙ্কিত হয় না; তাহা কেবল ঐকান্তিক
ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনেই অঙ্কিত হইয়া থাকে, এ কথা সত্যই।
তথাপি তিনি ভক্তাধীন; ভক্তের ইচ্ছা হইলে ভূমিতেও পদাঙ্ক
দেখাইয়া থাকেন; ইহা আমরা বিশ্বাস করি॥২১

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্।।২২

অন্বয়ঃ।—অবলাঃ (ব্রজগোপ্যঃ) তৈঃ তৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) পদৈঃ (পদাঙ্কৈঃ) তৎপদবীং (তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং মার্গং) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগয়মাণাঃ) অগ্রতঃ (পুরঃ প্রদেশে) বধ্বাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) পদৈঃ (পদাঙ্কৈঃ) সুপৃক্তানি (সংলগ্নানি) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) আর্ত্তাঃ (দুঃখিতাঃ) সমব্রুবন্ (পরস্পরমূচুঃ) ॥২২

টীকা।—সুপৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২২

অনুবাদ।—গোপীগণ ঐ সকল পদাঙ্কের সাহায্যে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে অদূরে কৃষ্ণপদাঙ্কের সহিত সংলগ্ন রাধা-পদাঙ্ক অবলোকন করিয়া দুঃখিতচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ২২

তাৎপর্য্য।—লোকেও পলায়িত ব্যক্তির পদাঙ্ক ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকে। লীলায় গোপীগণ নায়িকাভাবে প্রিয়তমের পদাঙ্ক ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; তত্ত্বেও এইরূপ হইয়া থাকে; কারণ ভগবান্‌কে অনুসন্ধান করিতে হইলে, তাঁহারই পদাশ্রয় ভিন্ন উপায় নাই। জ্ঞানী ও যোগী আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জ্ঞান ও যোগ সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে পাইতে চাহেন; ভক্তের ভগবৎ-পাদপদ্মেই নির্ভর। জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষ, ইহা জ্ঞানি-শিরোমণি শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবনে পরব্রহ্মের

মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ এবং তাঁহার কৃপাও মূর্ত্তিমান্ পদাঙ্ক। তিনিই পরমোৎকণ্ঠিত গোপীদিগকে আপনার পথ আপনিই দেখাইতেছেন। আমরাও যদি তাঁহার জন্য গোপীর ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইব,—পদাঙ্ক দেখিতে পাইব এবং প্রেমময়ী শ্রীরাধারও কৃপালাভ করিব ;—কৃষ্ণপদাঙ্ক-সংলগ্ন তাঁহারও পদাঙ্ক দেখিতে পাইব। প্রেম ও আনন্দ পরস্পর সংলগ্ন ; সুতরাং প্রেমরূপিণী রাধা ও আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর সংলগ্ন ; সুতরাং উভয়ের পদাঙ্কও পরস্পর সংলগ্ন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম জ্ঞানের নিকট নিরাকার, কিন্তু প্রেমের কাছে মূর্ত্তিমান্। আমরা কেবল বৃথা তর্ক করিতেই জানি। তর্ক করিয়া কেহ কখনই ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিবে না। বেদান্ত সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ, অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। একজন পণ্ডিত তর্ক করিয়া অপর এক জনকে পরাস্ত করিলেন ; আবার একজন আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন ; আবার তৃতীয় একজন আসিয়া দ্বিতীয় পণ্ডিতকে পরাস্ত করিলেন ; তর্ক চলিতেই লাগিল। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম অশব্দ" অর্থাৎ শব্দ তাঁহাকে বুঝাইতে পারে না। অতএব আমাদের মতে তর্ক ছাড়িয়া যাঁহাকে বুঝিবে, তাহারই উপর নির্ভর করাই ভাল। সেই নির্ভরের নামই ভক্তি। শ্রীবৃন্দাবন-লীলা জ্ঞান বা তর্কে বুঝিতে পারা যায় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য। অতএব ভক্তির সহিত ভগবানের ব্রজ-লীলা পাঠ করিলেই পরমানন্দ পাওয়া যায়। ভক্তির মূল বিশ্বাস ; বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর" ॥ ২২

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥২৩

অন্বয়ঃ।—করিণা (হস্তিনা সহ) যাতায়াঃ (গতায়াঃ) করেণোঃ (হস্তিন্যাঃ যথা) [তথা] নন্দসূনুনা (নন্দনন্দনেন সহ) যাতায়াঃ অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ (অংসে কৃষ্ণস্কন্ধে ন্যস্তঃ স্থাপিতঃ প্রকোষ্ঠঃ কফোণি-মণিবন্ধ মধ্যভাগঃ যয়া তথাভূতায়াঃ) কস্যাঃ এতানি পদানি ॥২৩

টীকা।—তেন অংসে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠো যস্যাঃ। করেণোঃ হস্তিন্যাঃ ॥ ২৩

অনুবাদ।—দেখ দেখ, এ সকল আবার কাহার পদচিহ্ন এই নারী নন্দনন্দনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া করীর সঙ্গে করিণীর ন্যায় তাঁহার সহিত গমন করিয়াছে ॥২৩

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল পদচিহ্ন শ্রীরাধারই পদচিহ্ন, তাহা গোপীগ বুঝিয়াছেন। অত্যন্ত অভিমানের ভরে তাঁহার নাম মুখে আনিতে ছেন না। এরূপ ঘটনায় প্রাকৃত নায়িকাদিগেরও এইরূপ অভিমান হইয়া থাকে। তবে, কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপী আর প্রিয় বিরহিণী নায়িকার অভিমান আপাততঃ সমান বলিয়া প্রতী হইলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নায়িকার অভিমান কেবল সন্তাপ গোপীর অভিমান প্রেমবর্দ্ধক। নায়িকার অভিমানের ফল দুঃ আর গোপীর অভিমানের ফল পরমানন্দ,—সাক্ষাৎ ভগব প্রাপ্তি ॥ ২৩

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ।—নূনম্ (নিশ্চিতম্) অনয়া (গোপ্যা) ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ আরাধিতঃ (উপাসিতঃ) যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ (অস্মান্) বিহায় (ত্যক্ত্বা) প্রীতঃ [সন্] যাং রহঃ (একান্তস্থানং) অনয়ৎ (নিনায়) ॥ ২৪

টীকা।—রহঃ একান্তস্থানম্ ॥ ২৪

অনুবাদ।—নিশ্চয় এই গোপী পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির যথার্থ আরাধনা করিয়াছে। যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে ইহাকেই নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন ॥ ২৪

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে অনেক সুবুদ্ধি সমালোচক শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার নাম নাই বলিয়া, তাঁহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। এই শ্লোকে বিরহাতুর গোপীগণ রাধিকার অকল্পিত নিত্য নাম দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি এই গোপী কর্ত্তৃক যথার্থই রাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ এই গোপী ভগবানের সম্পূর্ণ রাধনা,—আরাধনা করিয়াছেন। আবার তাহার কারণ দেখাইলেন,—"যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ" অর্থাৎ যে হেতুক গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রীতচিত্তে ইহাকেই

নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছেন। তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, যাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়াছেন, তিনিই ভগবানের যথার্থ রাধনা করিয়াছেন। যিনি যথার্থ রাধনা করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ "রাধিকা।" "ইনিই যথার্থ রাধনা করিয়াছেন",—এই বাক্যটি যদি সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, ইনিই রাধিকা; আবার 'ইনিই যথার্থ রাধিকা",—এই বাক্যটি যদি প্রসারিত করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, "ইনিই যথার্থ রাধনা করিয়াছেন"। আমরা কোনো এক ব্যক্তির অসমান সরলতা, অসাধারণ পবিত্রতা, অকপট বৈরাগ্য এবং অলৌকিক ভগবৎপ্রেম দেখিয়া বলিয়া থাকি "ইনিই যথার্থ সাধক।" যদি কোন নারীতে ঐ সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বলিতেই হইবে "ইনিই যথার্থ সাধিকা।" সাধক ও সাধিকা এবং রাধক ও রাধিকা একই কথা। প্রকৃত পক্ষে, যদি কোনো পুরুষ যথার্থ বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি বাহ্যাকারে পুরুষ হইয়াও অন্তর্ভাবে "রাধিকা"। প্রেম নামক পদার্থই স্ত্রীজাতি, ইহা ভাবুকমাত্রেই বুঝিতে পারেন; সুতরাং পুরুষই হউন আর নারীই হউন, যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম পরিপূর্ণ হইয়াছে, তিনিই "রাধিকা"।

ঐকান্তিক মমতাই প্রেমের স্বরূপ; কোমলতা, সরলতা, নম্রতা ও পবিত্রতাই প্রেমের স্বভাব, এবং স্নেহ, যত্ন, ভক্তি ও ভালবাসাই প্রেমের কার্য্য। এক কথায় বলিতে হইলে যথার্থ রাধনাই প্রেমের কার্য্য। আমরা নরলোকবাসী নরঁ; নরলোকে দেখিতে

পাই, প্রেমের স্বভাব, প্রেমের ক্রিয়া নারীতেই আছে। কোমলতা, সরলতা, নম্রতা ও পবিত্রতা নারীতেই আছে, এবং স্নেহ করিতে, যত্ন করিতে, ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে নারীই জানে; প্রিয়জনের পরিচর্য্যায় প্রাণপাত করিতে নারীই পারে। বিধাতা যেন প্রেমের আদর্শ দেখাইবার জন্যই নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। একজন সুনিপুণ চিত্রকরকে প্রেমের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে আদেশ করিলে, তিনি যে নারীমূর্ত্তিই অঙ্কিত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই আজ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাণা প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা নারী,—প্রাকৃত স্ত্রীত্ববর্জ্জিত হইয়াও নারী শ্রীরাধিকা। প্রেমের ভাবে,—শ্রীরাধিকার ভাবে যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবেন, তিনিই নারী; বাহিরে পুরুষ হইলেও অন্তরে অন্তরে নারী,—অন্তরে অন্তরে রাধিকা। তাই শ্রীনবদ্বীপ-নিশাকর নিমাই বাহ্যাকারে পুরুষ হইয়াও, অন্তর্ভাবে নারী,—শ্রীরাধার ভাবে রাধিকা।

কেবল সখের পাঠক হইয়া শব্দমাত্রে নেত্রপাতপূর্ব্বক পাঠ করিলে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাধিকার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ ধারণা করিয়া, সাধকের ভাবে পাঠ করিলে, ভাবনেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবন-লীলার ভিত্তিই রাধিকা;—দেখিতে পাওয়া যায়, আনন্দময় ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই "রাধিকা" নাম অঙ্কিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমরূপিণী রাধিকাকে ধরিয়াই আনন্দময় কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন,—

দেখিতে পাওয়া যায় প্রেমময়ীর স্বুবর্ণাধিক বর্ণপ্রভাবেই কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ আলোকিত,—দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের প্রাণ। অতএব শ্রীরাধিকার নাম কাহাকেও রাখিতে হয়না, কাহাকেও লিখিতে হয়না। যেখানে কৃষ্ণ, সেই খানেই রাধিকা; যতদিনের কৃষ্ণ, ততদিনের রাধিকা। ইহা ভাবুক বুঝিতে পারেন। তাই ত্রিকালদর্শী মহর্ষি ভাবুক ও রসিকদিগকেই আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" অর্থাৎ হে ভাবুক ও রসিকগণ, এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ রসময় ফল মুক্তিপর্য্যন্ত অনুক্ষণ পান কর। আমরা ভাবুকও নহি, রসিকও নহি; ভাবুক কাহাকে বলে এবং রসিক কাহাকে বলে, তাহাও জানি না; অথচ ভাগবতরূপ রসময় ফল পান করিতে বসিয়াছি! আস্বাদন পাইব কেন? পরিতৃপ্ত হইব কেন? এমন পরম রসময় ফলও আমাদের তিক্ত লাগে,—বিশ্বাস করিতে পারি না, ধারণা করিতে পারি না,—পদে পদেই সন্দেহ আসিয়া পড়ে, সুখ পাই না। জহুরীই জহর চেনে, অ-জহরী কাচ মনে করিয়া জহর ফেলিয়া দিয়া থাকে। ইহাও মহাজনের প্রসিদ্ধ কথা। অলমতি বিস্তরেণ ২৪

———

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥২৫

অন্বয়ঃ।—আল্যঃ (হে সখ্যঃ) অমী (এতে) গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ (গোবিন্দস্য কৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্র্যব্জে পাদপদ্মে তয়োঃ রেণবঃ রজাংসি) অহো ধন্যাঃ (পরমপাবনাঃ) ব্রহ্মেশৌ (ব্রহ্ম চ ঈশশ্চ তৌ বিধিশিবৌ) দেবীরমা (লক্ষ্মীশ্চ) অঘনুত্তয়ে (পাপনাশায়) যান (পদরেণূন্) মূর্দ্ধ্না (শিরসা) দধুঃ (ধারয়ামাসুঃ ॥ ২৫

টীকা।—হে আল্যঃ সখ্যঃ অহো ধন্যাঃ অতিপুণ্যা গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। তত্র হেতুঃ যানিতি। অস্মাভিরপ্যেতদ্রেণ্বভিষেকেণ তথৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ॥ ২৫

অনুবাদ।—অয়ি সখীগণ! শ্রীগোবিন্দের এই সকল পদাব্জরেণু অতীব পবিত্রকর; ব্রহ্মা, মহাদেব ও দেবী লক্ষ্মী আপন আপন পাপাপনোদনের নিমিত্ত যে রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥২৫

তাৎপর্য্য।—অদর্শনে একবারে ভগবানের পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইল। নায়িকা-ভাব একবারে তিরোহিত হইল। তাঁহারা ভগবানের চরণরেণুর মহিমা দেখাইলেন। সহজ মহিমা নয়; বলিলেন,—ব্রহ্মা, মহাদেব ও দেবীলক্ষ্মী যে চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইলেই আমরা দেখি, গোপীগণ কখনো প্রিয়-বিরহিণী নায়িকা, কখনো ভগবৎ-প্রার্থী পরম-প্রেমিক ভক্ত॥ ২৫

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্‌ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—তস্যাঃ (গোপ্যাঃ) অমূনি (এতানি) পদানি (পদাঙ্কাঃ) নঃ (অস্মাকং) উচ্চৈঃ (সাতিশয়ং) ক্ষোভং (মনস্তাপং) কুর্ব্বন্তি (উৎপাদয়ন্তি) যা (গোপী) একা (অনন্যা) গোপীনাং (অস্মাকং সর্ব্বাসাং) ধনং (ভোগ্যাং সম্পত্তিং) অচ্যুতাধরম্‌ (কৃষ্ণাধর-সুধাম্‌) অপহৃত্য (চোরয়িত্বা) ভুঙ্‌ক্তে (আস্বাদয়তি) ॥ ২৬

টীকা।—অন্যা আহুঃ তস্যা ইতি। গোপীনাং ধনং সর্ব্বস্বম্‌। অয়ং ভাবঃ। ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদানি সংপৃক্তানি ন ভবেয়ুঃ তানি তু কুতো নো দুঃখং কুর্ব্বন্তীতি ॥ ২৬

অনুবাদ।—তাহার এই সকল পদচিহ্ন আমাদিগকে সাতিশয় মনস্তাপ দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা আমাদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি; কিন্তু সে অপহরণ করিয়া নিজেই ভোগ করিতেছে ॥২৬

তাৎপর্য্য।—গোপী ঠিকই বলিয়াছেন। ভগবান্‌ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি; ভগবদানন্দ আস্বাদনে সকলেরই সমান অধিকার। তাহা সকলেই জানে; তবে একজন আস্বাদন পায়, একজন পায় না কেন? এ দোষ ভগবানের, কি মানুষের তাহার বিচার সুধীগণ করুন। আমরা কিন্তু, কাতরা গোপীদিগের দুঃখে দুঃখী; আমরা এখন তাঁহাদেরই পক্ষপাতী; সুতরাং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, রাধিকার খুব অন্যায় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে মনে বলিব, হে প্রেমময়ি রাধে! একটু কৃপা করিও ॥২৬

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অত্র (অস্মিন্ স্থানে) তস্যাঃ (চৌরায়াঃ গোপ্যাঃ) পদানি ন লক্ষ্যন্তে (ন দৃশ্যন্তে); নূনং (নিশ্চিতং) প্রিয়ঃ (তদনুরাগী কৃষ্ণঃ) খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলাং (খিন্নপেশলপদাং) প্রেয়সীম্ (প্রিয়তমাং তাম্) উন্নিন্যে (স্কন্ধমারোপিতবান্); [হে] গোপ্যঃ বধূং (প্রিয়তমাং গোপীং) বহতঃ (স্বস্কন্ধমারোপয়তঃ) [অতএব] ভারাক্রান্তস্য (ভারযুক্তস্য) কামিনঃ (কামুকস্য) [কৃষ্ণস্য] অধিক-মগ্নানি (সুগভীরাণি) ইমানি (অত্র স্থিতানি) পদানি পশ্যত (অবলোকয়ত)।

মহাত্মনা (রসিক-শেখরেণ) পুষ্পহেতোঃ (কুসুমচয়নার্থং) অত্র কান্তা (প্রিয়তমা কামিনী) অবরোপিতা (ভূমৌ অবস্থাপিতা)॥ ২৭

টীকা।—তদসংপৃক্তান্ কেবলকৃষ্ণপাদরেণূনেব বিচিন্বত্যস্তান্ দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং সমতপন্—তদাহ শ্লোকত্রয়েণ ন লক্ষ্যন্ত ইতি। খিদ্যন্তী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ। তামুন্নিন্যে স্কন্ধমারোপিতবান্॥ ২৭

অনুবাদ।—এই স্থানে সেই চৌরা গোপীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না; অতএব নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার সুপেশল পদতল বনভ্রমণে পরিক্লিষ্ট হওয়ায় তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন।

অয়ি সখীগণ! প্রিয়তমাকে স্কন্ধে বহন করায় সেই কামুক কৃষ্ণ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন; সেই জন্য, দেখ, এইস্থানের কৃষ্ণপদাঙ্ক অধিকতর গভীর হইয়াছে।

মহাত্মা কৃষ্ণ পুষ্পচয়নের নিমিত্ত এইস্থানে প্রিয়তমাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছেন॥ ২৭

তাৎপর্য্য।—জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িতেছে। গোপীগণ কৃষ্ণ-বিরহানলে জ্বলিতেছেন, তাহার উপর সহচরী শ্রীরাধার এত সৌভাগ্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না; তাঁহাদের হৃদয়াগ্নি অধিকতর জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের মাত্রাও চড়িতেছে। এক সঙ্গে কাত্যায়নী পূজা করিলাম, এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম, একসঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণ গুণ গান করিলাম, বংশীর গান শুনিয়া এক সঙ্গেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রিকালে কৃষ্ণসমীপে আসিলাম; কিন্তু কৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই লইয়া বিহার করিতেছেন; তাহাকে কোলে বসাইতেছেন, কাঁধে তুলিতেছেন, আর আমরা সমস্ত রাত্রি 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতেছি, এই সকল চিন্তা করিয়া গোপীদিগের অভিমান দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে, মনস্তাপে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছে, ঈর্ষায় অন্তঃকরণ অধীর হইতেছে। এক জনের প্রতি ভগবানের অত্যধিক কৃপা দেখিয়া গোপীদিগের ন্যায় উৎকট অভিমান, অসহ্য মনস্তাপ, অদম্য ঈর্ষা আমাদের কখনও,—কোনো জন্মেও হইবে কি? হইবে হইবে; গোপী হইতে পারিলেই হইবে॥ ২৭

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অত্র প্রেয়সা (প্রিয়তমেন) প্রিয়ার্থে (প্রিয়ালঙ্করণার্থং) প্রসূনাবচয়ঃ (পুষ্পচয়নং) কৃতঃ প্রপদাক্রমণে (পদাগ্র-সংমর্দ্দনে) এতে অসকলে (অসম্পূর্ণে) পদে (পদাঙ্কৌ) পশ্যত॥ ২৮

টীকা।—প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণীসম্মর্দ্দনং যয়োঃ অতএব অসকলে পদে পশ্যতেতি॥ ২৮

অনুবাদ।—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে প্রিয়তমার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। পদাগ্রে দাঁড়াইয়া পুষ্পচয়ন করায় এই স্থানের পদাঙ্ক অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, দেখ॥ ২৮

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ আবার কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একস্থানে একটি পুষ্পবৃক্ষের তলে কৃষ্ণ-চরণের কেবল অগ্রভাগ অঙ্কিত রহিয়াছে, চরণের পশ্চাদ্‌ভাগ নাই। তাহাই দেখিয়া অনুমান করিতেছেন, হস্তাগ্রাহ্য উচ্চ শাখা হইতে পুষ্প-চয়ন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ আপন পদাগ্রের উপর ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাই এখানকার পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। গোপীগণ প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেমে অসীম কৃষ্ণ-মহিমা ভুলিয়া গিয়াছেন,—কালিয়দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি ঐশ্বরী লীলা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই ঐ রূপ অনুমান করিতেছেন এবং ভগবান্‌ও স্বয়ং অসীম হইয়াও গোপীর অসীম প্রেমের কাছে ছোট হইয়া পড়িয়াছেন। তাই একটু উঁচু ডালের ফুল পাড়িতে খুঁড়িয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ধন্য লীলাময়ের লীলা॥ ২৮

কেশ-প্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ।—অত্র কামিনা (কৃষ্ণেন) হি (নিশ্চিতং) কামিন্যাঃ (কামুক্যাঃ) কেশ-প্রসাধনং (কেশবিন্যাসং) কৃতম্ কান্তাং (প্রিয়ামধিকৃত্য) তানি (অবচিতানি প্রসূনানি) চূড়য়তা (চূড়াবদ্বধ্নতা) ইহ (অত্র) ধ্রুবম্ (নিশ্চিতম্) উপবিষ্টম্॥ ২৯

টীকা।—তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণজান্বন্তরুপবিষ্টায়াশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ-কেশ-প্রসাধনমিতি। কান্তামধিকৃত্য তানি প্রসূনানি চূড়য়তা চূড়ানুকরণেন বধ্নতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টম্॥ ২৯

অনুবাদ।—এই স্থানে কামাধীন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই কামিনীর কেশ-বিন্যাস করিয়াছেন এবং অবচিত পুষ্পদ্বারা সেই কামিনীর চূড়া নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয়ই এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন॥ ২৯

তাৎপর্য্য।—উক্ত সাতটি শ্লোকে শ্রীরাধার পদাঙ্ক দর্শনে গোপীদিগের ভাব-বৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে। যদি বহুনায়িকা এক নায়কের প্রতি আসক্ত হয় এবং নায়ক যদি তাহাদের মধ্যে এক নায়িকাতেই অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া অপর সকলকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহারই সহিত অবস্থান করে, তাহা হইলে পরিত্যক্ত নায়িকাদিগের যেরূপ ভাব-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, গোপীদিগের সেইরূপ নানা প্রকার ভাবোদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের দারুণ

বিরহ-সন্তাপের মধ্যে শ্রীরাধার প্রতি ক্রোধ ও ঈর্ষার ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। নায়ক-নায়িকা-ভাবে এরূপ অবস্থায় যে এরূপ ভাব হইয়াই থাকে, ইহা আর সুরসিক পাঠক বা সাধকবর্গকে বুঝাইতে হইবে না। এখন ইহাতে পরমার্থ কথা কি আছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কেবল পাঠক না হইয়া যদি সাধকের পক্ষ ভুক্ত হইয়া এ বিষয় পাঠ করা যায়, তবে দেখা যায়, ইহাতে সম্পূর্ণ পরমার্থ কথাই নিহিত আছে। সাধক! যদি তুমি যথার্থই সাধক হও, যদি সাধন-বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া যথার্থ ভগবৎ-সাধন করিয়া থাক এবং তোমাদের মধ্যে একজন যদি অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া ভগবদ্দর্শন পাইয়া থাক, তবে তুমি কৃষ্ণ-বিরহিতা গোপী-দিগের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং ইহার অন্তর্গত চরম পরমার্থ-শিক্ষাও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি সাধক না হও, অথচ সাধন করিতে চাও, তবে খণ্ডিতা নায়িকার আদর্শে অন্যের প্রতি ভগবৎ-কৃপা দেখিয়া আত্মগ্লানি, ঈর্ষা ও অন্তঃসন্তাপ শিক্ষা করিতে পারিবে।

পার্থিব সম্পত্তির প্রতি আমাদের যেরূপ উৎকট অনুরাগ, সত্য কথা বলিতে হইলে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তাই, ভক্তের ঈর্ষা ও ক্রোধের কথা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য মনে করি। আমাদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি যদি অন্য কেহ ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া চক্ষুর উপর ভোগ করিতে থাকে, তবে আমাদের যেরূপ ঈর্ষা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, এক

ব্যক্তিকে সর্ব্বজীবের সাধারণ ধন ভগবৎ-পাদপদ্ম পাইতে দেখিয়া, যাঁহার সেইরূপ ঈর্ষা ও ক্রোধ হইয়া থাকে, তিনিই যথার্থ ভক্ত,—তিনিই ভগবান্‌কে পাইবেন। খণ্ডিতা নায়িকার দৃষ্টান্ত ভিন্ন সেরূপ উৎকট অনুরাগ বুঝাইবার উপায় নাই; সেই জন্যই কৃপাময়ের এই কৃপাময়ী লীলা এবং সেই জন্যই সুপবিত্র বৃন্দাবন-লীলায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিনী রাধা ও চন্দ্রাবলীর অবতারণা। পাছে আমরা রাসলীলা পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে নায়ক-নায়িকার পার্থিব প্রণয়েই অভিনিবিষ্ট হইয়া যাই, সেই আশঙ্কায় গোপীগণ নায়িকোচিত খেদোক্তির মধ্যেই ভগবদ্ভক্তি দেখাইলেন। তাঁহারা পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন,—"শ্রীগোবিন্দের এই সকল পদরেণুই ধন্য; যে পদরেণু ব্রহ্মা, মহাদেব ও লক্ষ্মীদেবী মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন।" অতএব দেখা যায়, নায়িকোচিত ভাবের ভিতর দিয়া ভগবদ্ভাব শিক্ষা দেওয়াই গোপীর উদ্দেশ্য। ইহাই এই লীলার তাৎপর্য্য। আমাদের মন যেরূপ কলুষিত, আমাদের নজরও সেইরূপ। সারগ্রাহী সাধকবর লালাবাবু অস্পৃশ্যা অজ্ঞা ধীবর-পত্নীর মুখে যদৃচ্ছোচ্চারিত "বেলা গেলো, পারে যেতে হবে" শুনিয়া আপন অভিপ্রায়োচিত সারার্থ গ্রহণপূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাপন করেন, আর অসারদর্শী হতভাগ্য আমরা সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসের লিখিত সত্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের প্রদর্শিত মুক্তিদায়িনী রাসলীলা পাঠ ও শ্রবণ করিয়াও নারকী হই ॥২৯

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥
ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—স্বাত্মবতঃ (স্বতস্তুষ্টঃ) আত্মারামঃ (স্বক্রীড়ঃ) অখণ্ডিতঃ অপি (পূর্ণোঽপি) [কৃষ্ণঃ] কামিনাং (কামপরতন্ত্রাণাং পুরুষাণাং) দৈন্য' (দীনতাং) স্ত্রীণাংচ দুরাত্মতাং (তেষু দৌরাত্ম্যং) দর্শয়ন্ (লোকে প্রকটয়ন্) তয়া (শ্রীরাধয়া সহ) রেমে (বিজহার)। বিচেতসঃ (কাতরচিত্তাঃ) তাঃ গোপ্যঃ ইত্যেবং (অনেন প্রকারেণ) দর্শয়ন্ত্যঃ চেরুঃ (অচরন্); কৃষ্ণঃ অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) বিহায় (ত্যক্ত্বা) যাং গোপীং বনে (একান্তে) অনয়ৎ (নিনায়)। ৩০

টীকা।—রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। স্বাত্মরতঃ স্বতস্তুষ্টঃ। আত্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ। অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈরনাকৃষ্টোঽপি। তথা চেৎ কিমিতি রেমে অত আহ কামিনামিতি॥ ৩০

অনুবাদ।—এদিকে ভগবান্ রাধাবল্লভ স্বয়ংসন্তুষ্ট, আত্মারাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও কামুক পুরুষের দীনতা এবং তাহার উপর কামিনী নারীর দৌরাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল গোপী এইরূপে পরস্পর দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছিলেন॥৩০

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকটি অযথাস্থানে বসিয়াছে; তাই, বড় অসংলগ্ন দেখাইতেছে। গোপীদিগের কাতরোক্তি সমাপ্ত হইল না, অথচ বলা হইল—"শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।" এ শ্লোকটি কাহার উক্তি তাহার উল্লেখ নাই। গোপীদিগের উক্তির মধ্যে পড়িয়াছে—অথচ ইহা তাঁহাদের উক্তি হইতেই পারে না। ইহার সামঞ্জস্য করিবার জন্যই টীকাকার শ্রীধর স্বামীকে নিজেই বলিতে হইল,—"রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ" অর্থাৎ এই শ্লোকটি শুকদেবের উক্তি। কিন্তু ইহাতেও ঠিক সামঞ্জস্য হইল না। শুকের উক্তি তাহা ত বুঝাই যাইতেছে; কিন্তু গোপীর উক্তি সমাপ্ত না হইতেই শুকের উক্তি আসিল কিরূপে? আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্যে ইহার মীমাংসা যথামতি বিবৃত করিব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতস্তুষ্ট, আত্মারাম ও পরিপূর্ণ-স্বরূপ হইয়াও যে, রমণেচ্ছা করেন, এ বিষয় আমরা রাসলীলার প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি। তথাপি এখানে অভিপ্রায়ের কিছু বিভিন্নতা আছে বলিয়া, দুই চারি কথা বলিতে হইল। এখানে মূল শ্লোক দেখিয়াই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। কামুক পুরুষদিগের দীনতা অর্থাৎ কামিনীর নিকট লাঞ্ছনা এবং কামিনীদিগের দৌরাত্ম্য অর্থাৎ কামুক পুরুষের উপর কামিনীদিগের প্রভুত্ব প্রদর্শন করাই ভগবানের অভিপ্রায়,—তাহা শুকদেব নিজেই বলিলেন; কিন্তু ইহা সাধারণ মানবগণকে লৌকিক শিক্ষা দিবার জন্য লৌকিক অভিপ্রায় অর্থাৎ নীতি-উপদেশ। এই উপদেশের অন্তরে যে পারমার্থিক উপদেশ আছে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিবৃত হইবে॥ ৩০

সাচ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ—তদা (তস্মিন্ সময়ে) সা চ (শ্রীরাধাপি) আত্মানং র্ব্বযোষিতাং (সকল-নারীজনানাং) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং) মেনে (অমন্যত) যতঃ] অসৌ প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কামযানাঃ (স্বেচ্ছয়া স্বয়মাগতাঃ) গাপীঃ (বহুগোপাঙ্গনাঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) মাং (কেবলাং) ভজতে অনুবর্ত্ততে); ততঃ (তদনন্তরং) বনোদ্দেশং (বনভাগবিশেষং) গত্বা প্তা (গর্ব্বিতা সতী) অহং চলিতুং (গন্তুং) ন পারয়ে (ন শক্নোমি) ত্র (যস্মিন্ স্থানে) তে (তব) মনঃ (ইচ্ছা) [তত্র] মাং নয় স্কন্ধমারোপ্য গচ্ছ) ইতি (ঈদৃশং দৃপ্তবচনং) কেশবং (শ্রীকৃষ্ণং) অব্রবীৎ উবাচ)॥ ৩১

টীকা।—স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ—সা চেতি দ্বাভ্যাম্। কামো যানম্ াগমনসাধনং যাসাং তাঃ গোপীর্হিত্বা মাং ভজত ইতি হেতোরাত্মানং রিষ্ঠং মেনে ইতি॥ ৩১

অনুবাদ।—ঐ সময়ে তিনি মনে করিলেন, আমিই মস্ত রমণীকুলের শিরোমণি; যে হেতুক এই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বচ্ছাগত গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমারই অনুবর্ত্তন রিতেছেন। অনন্তর কাননের একাংশে গিয়া গর্ব্বিত-চিত্তে তিনি

কেশবকে বলিলেন, আমি আর চলিতে পারি না; অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল॥৩১

তাৎপর্য্য।—সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, এই শ্লোকটি অত্যন্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকে পরিত্যক্ত গোপী-দিগের উক্তির মধ্যেই শুকোক্তি আসিয়া পড়িল; শ্রীধর স্বামী নিজের মস্‌লা দিয়া তাহা এক প্রকার পূরণ করিয়া দিলেন; শ্রীরাধার কথা আরব্ধ হইল। শুকদেব রাধার কথা একবার আরব্ধ করিয়া, আবার পূর্ব্ব গোপীদিগের কথা আনিয়া ফেলিলেন; সেই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধেই আবার রাধার কথা; বড়ই খাপছাড়া হইয়া গেল। শ্রীধরস্বামী এবার নিতান্ত অসংগতি দেখিয়া পূর্ব্ব শ্লোকের "ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ" এই অংশটি মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; প্রভুপাদ সনাতন, শ্রীজীব এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীধরের অনুবর্ত্তী হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত সকল পুস্তকেই এই শ্লোকাংশ রহিয়াছে এবং পারায়ণ-পাঠেও ইহা পঠিত হইয়া থাকে। কেবল টীকায় গ্রহণ না করিলে কি হইবে? আমরা বলি, এ শ্লোকাংশ পরিত্যাজ্য নহে; বরং অতীব প্রয়োজনীয়; কেবল স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া অসংলগ্ন ও হেয় হইয়াছে। এই শ্লোকাংশ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের পূর্ব্বে এবং গোপীদিগের উক্তির পরে বসিলেই পরিষ্কার সামঞ্জস্য হয় এবং শ্রীধর স্বামীকেও পূর্ব্বশ্লোকের টীকায় "রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ" লিখিতে হয় না। আমাদের

বোধ হয়, প্রথম লেখকের অনবধানেই এইরূপ স্থান-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; পরবর্ত্তী লেখকগণ "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" এই মহাবাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন; পাঠক মহাশয়েরাও "যথালিখিতং তথা পঠিতং" করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা-কর্ত্তারাও দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত না করিয়া একমনে সেই পথেই চলিয়াছেন। তবে শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি মহানুভব টীকাকারদিগের ইহাতে দৃষ্টি পড়িল না কেন, ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা মনে করিয়াছিলাম; আমাদের এই সংস্করণে ঐ শ্লোকার্দ্ধ উঠাইয়া যথাস্থানে বসাইয়া দি; কিন্তু চিরপ্রতিষ্ঠিত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে সাহস করিলাম না। আমরা অতি স্থূলবুদ্ধি; আমাদের অনুমান কোনো কার্য্যকর নয়; অতএব সারদর্শী সুধী সাধক ও পাঠকদিগের উপরেই ইহা বিবেচনা করিবার ভার অর্পিত রহিল। আমরা কিন্তু, স্পষ্টই বুঝিতেছি, গোপীদিগের বাক্য সমাপ্ত করাই ঐ শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার ভগবৎপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম; সেই জন্য তাঁহার মন ভগবানেই অভিনিবিষ্ট ছিল। কিন্তু ভগবান্ জীব-শিক্ষার্থ লীলা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে কামুক পুরুষের দীনতা ও কামিনীর দৌরাত্ম্য দেখাইবার ছলে পরমার্থ শিক্ষা দিতে হইবে। তাই ভগবদিচ্ছায় কৃষ্ণময়ী রাধিকারও হৃদয়ে আত্মাভিমান আসিল,—তাঁহার মন কৃষ্ণ ছাড়িয়া নিজদেহ স্মরণ করিল;—তিনি কৃষ্ণভক্তির মূলমন্ত্র ভুলিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন,—তাঁহার অধঃপতন হইল।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আরও বলিব, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ নাই। যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা; রাধাকৃষ্ণ একই মূর্ত্তি। রাধার হৃদয়ে মোহ হইতেই পারে না—অহঙ্কার আসিতেই পারে না। কিন্তু এরূপ লীলা না করিলে অভিমানপূর্ণ সংসারী জীবকে শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরাই মোহান্ধ হইয়া সত্যবন্ধু ভগবান্‌কে ভুলিয়াছি; কিন্তু তিনি আমাদিগকে ভুলিতে পারেন না,—আমাদের দুঃখ দেখিতে পারেন না। আমাদের মোহ অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়েই বিশুদ্ধ প্রেমময়ী প্রিয়তমাকে মোহান্ধ করিয়া দেখাইলেন।

কামিনীকে প্রশ্রয় দিলে, সে কাঁধে উঠিতে চায়; অতএব পুরুষগণ! সাবধান।—ইহাই এই লীলার লৌকিক শিক্ষা। অপরিণামদর্শী অপক্ক সাধক কিঞ্চিৎ ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হইলেই আত্মনাশের নিমিত্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠে; ইহাই এই লীলার পরমার্থ শিক্ষা। যোগমার্গেও অপক্ক যোগী প্রাণায়ামাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়া, অধঃপতনের নিমিত্তই গর্ব্বিত হইয়া থাকেন; ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়॥ ৩১

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরম্বতপ্যত ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ এবম্ (ঈদৃশম্) উক্তঃ (কথিতঃ সন্) স্কন্ধে আরুহ্যতাম্ ইতি প্রিয়াম্ আহ (উবাচ) ততঃ চ (তদনন্তরমেব) [স্বয়ম্] অন্তর্দ্দধে (অদৃশ্যোঽভূৎ); সা বধূঃ (প্রিয়তমা রাধিকা) অন্বতপ্যত (অনুতপ্তা অভূৎ) ॥ ৩২

টীকা।—কামিনাং দৈন্যং দর্শয়তি—এবমুক্ত ইতি। অথশিতত্ত্ব-মাহ ততশ্চেতি। তস্যাং স্কন্ধারোহোদ্যতায়ামন্তর্দ্দধে অন্তর্হিত ইত্যর্থঃ ॥৩২

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া প্রিয়-তমাকে বলিলেন, তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। রাধিকা যেমন স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন; রাধাও নিতান্ত অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন ॥৩২

তাৎপর্য্য।—লীলায় কাম-পরতন্ত্র পুরুষের দীনতা প্রদর্শিত হইল;—রমণীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হওয়ায় ভগবান্‌কেও রমণীর মন রাখিবার জন্য স্কন্ধ পাতিয়া দিতে হইল। আবার সৎপুরুষো-চিত তেজস্বিতাও শিক্ষা দিলেন। প্রথমে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সৎপ্রণয়ীর কর্ত্তব্যও শিক্ষা দেওয়া হইয়া গেল। পুরুষপ্রধান—ভগবান্ দেখাইলেন যে, যথার্থ প্রণয়িনী যদি যথার্থ চলিতে অশক্ত হয়, তবে স্কন্ধে বহন করাও সৎপ্রণয়ীর কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি কামিনী পুরুষের সমাদরে প্রশ্রয়

পাইয়া আত্মগৌরবে গর্ব্বিত হইয়া দৌর্ব্বল্যের ছলে স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহে, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। শ্রীরাধা গর্ব্বিত হইয়া স্কন্ধে আরোহণ করিতে গিয়াছিলেন; পুরুষবর কৃষ্ণ তাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহা লীলোচিত লৌকিক শিক্ষা।

তত্ত্বার্থ এই,—যিনি "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" তিনি যে ভগবৎ-পরায়ণ অশক্ত ভক্তকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া যাইবেন ইহা আবার বিচিত্র কি? তিনিই ত চলাইতেছেন, তিনিই ত বসাইতেছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"বাক্য যাঁহাকে বলিতে পারে না, যিনি বাক্যকে বলাইতেছেন; মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না, যিনি মনকে চিন্তা করাইতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম।" আমরা তাহা স্বীকার না করিয়া আপন আপন অতি সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়াসক্তির উপর নির্ভর করি; তাই ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হয়, আমরাও সকল কার্য্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি। যদি অসীম শক্তিমানের উপর আন্তরিক নির্ভর করিতে পারি, তবে আমাদেরও ইন্দ্রিয়শক্তি অসীম হইয়া যায়। তাহাই ভগবান্ লীলা করিয়া দেখাইতেছেন,—তিনি বলিতেছেন, আমি সকলেরই জন্য অনুক্ষণ স্কন্ধ পাতিয়াই আছি. কে সংসার-পথে ক্লান্ত হইয়াছ, কে আত্মশক্তির উপর যথার্থ ঘৃণা করিতে পারিয়াছ, কে আপনাকে যথার্থ অসমর্থ মনে করিতে পারিয়াছ, আইস আমার স্কন্ধে আরোহণ কর, আমার উপর ভর দিয়া স্বচ্ছন্দে চল। আর যদি অন্তরে অন্তরে তোমার আত্মাভিমান থাকে, তবে অন্তর্য্যামী আমি অন্তর্হিত হইলাম; তুমি কাঁদিয়া

কাঁদিয়া মরিতে থাক। কিন্তু আমি দয়াময়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার দুরভিমান দূর হইলে আবার দর্শন দিব।

বেদ, পুরাণ ও গীতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই এক বাক্যে বলিতেছেন, ব্রহ্ম বা ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। যদি সকল স্থানেই আছেন, তবে আমরা দেখিতে পাই না কেন? দেখিতে পাই না কেন, তাহাই বুঝাইবার জন্যেই এই লীলা। ভগবৎ-লীলা শুনিয়া কেবল 'আহা উহু' করিলে চলিবে না; সর্ব্ব ব্যাপীকে দেখিতে পাই না কেন, এই লীলা হইতে তাহা বুঝিয়া লও। শ্রীরাধা ভগবানের সহিত অভিন্ন, ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গ,—দুটিতে একটি। ভগবান্ লীলা করিয়া বেদ-বেদান্তের সারার্থ বুঝাইলেন। তিনি তোমাকে, আমাকে, সমস্ত মানবকে বুঝাইলেন; অত্মাভি-মানের গন্ধ থাকিতে আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। আমি নিকটে থাকিলেও আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। শ্রীরাধা আমারই স্বরূপশক্তি,—আমার সহিত একাত্মা; তিনিই ক্ষণকাল দেহানুসন্ধানে ও আত্মাভিমানে আমাকে হারাইলেন; আর তোমরা দেহ লইয়াই আছ, গৃহ লইয়াই আছ, সংসারেই ডুবিয়া রহিয়াছ; আমাকে দেখিতে পাইবে কিরূপে? যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে দেহ, গৃহ, আমি, আমার, সব ভুলিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর। যদি তাহা না পার, তবে আমাকে দেখিবার কথা,—আমাকে পাইবার কথা,—আমার সহিত মিলিত হইবার কথা মুখেও আনিও না ॥৩২

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—হা নাথ (পালক) রমণ (আনন্দপ্রদ) প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) মহাভুজ (দীর্ঘবাহো) ক্কাসি ক্কাসি (ত্বং কুত্র ত্বং কুত্র)? সখে (হে বন্ধো) তে (তব) দাস্যাঃ (কিঙ্কর্য্যাঃ) কৃপণায়াঃ (দুঃখিতায়াঃ) মে (মম) সন্নিধিং (স্বাবস্থিতিস্থানং) দর্শয় (নির্দ্দিশ) ॥৩৩

টীকা।—অনুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ ৩৩

অনুবাদ।—হা নাথ! হা রমণ! হা মহাভুজ! তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? আমি তোমার দাসী, বড়ই কাতর হইয়াছি; তুমি কোথায় আছ দেখাইয়া দাও ॥ ৩৩

তাৎপর্য্য।—ছি, ছি, ছি, রাধে! তুমি গলায় দড়ী দিয়া মরগে যাও। এই কাঁধে উঠিতে গিয়াছিলে, কাঁধে উঠিবার জন্যে কোমর বাঁধিয়া বাঁ প-টি তুলিয়াছিলে, আবার একবারে দাসী হইয়া পড়িলে! আমরা হইলে আর কৃষ্ণকথা মুখেও আনিতাম না; তোমার কি ঘরবাড়ী নাই? মা বাপ নাই? ভাইভগ্নী নাই? তোমার ঘরে কি ভাত নাই? তোমার কি দাঁড়াবার জায়গা নাই? তোমার ত সবই আছে। সোনার পতিও আছে। তবে কেন বিশ্বাস-ঘাতকের জন্যে কাঁদিতেছ? যাও, ঘরে ফিরিয়া যাও। যদি একান্তই না যাও তবে কাঁদো,—প্রাণ ভরিয়া "হা নাথ, হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ!" বলিয়া কাঁদো। আমরা তোমার কান্না দেখিয়া কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে শিখি ॥৩৩

শ্রীশুক উবাচ ॥

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যো বিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্।
তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ।—গোপ্যঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ ব্রজাঙ্গনাঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মার্গং (পন্থানং) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগয়মাণাঃ) অবিদূরতঃ (অনতিদূরে) প্রিয়বিশ্লেষাৎ (কৃষ্ণবিচ্ছেদাৎ) মোহিতাং (মূর্চ্ছিতপ্রায়াং) দুঃখিতাং (কাতরাং) সখীং (শ্রীরাধাং) দদৃশুঃ (অপশ্যন্)॥

তয়া (শ্রীরাধয়া) কথিতং (উক্তং) মাধবাৎ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) মানপ্রাপ্তিং (আদরলাভং) দৌরাত্ম্যাৎ (দৌর্জ্জন্যাৎ) অবমানং চ (পরিত্যাগরূপমনাদরঞ্চ) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) পরমং (অত্যন্তং) বিস্ময়ং (আশ্চর্য্যং) যযুঃ (প্রাপুঃ)॥ ৩৪

টীকা।—অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ। অবিদূরতঃ সমীপে॥ ৩৪

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, অনতিদূরে প্রিয় সখী রাধাও প্রিয়-বিচ্ছেদে কাতর ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন। পরে তাঁহারই মুখে মাধবের নিকট তাঁহার সমাদর এবং নিজ দুর্ব্ব্যবহার বশতঃ অবমানের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন॥ ৩৪

তেতো বিশন্ বনং চন্দ্র-জ্যোৎস্না যাবদ্‌বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যাবৎ (যৎপরিমিতং বনং ব্যাপ্য) চন্দ্র-জ্যোৎস্না (চন্দ্রালোকঃ) বিভাব্যতে (লক্ষ্যতে তাবৎ) বনম্ (কাননম্) অবিশন্ (বিবিশুঃ); ততঃ (তদনন্তরং) প্রবিষ্টং (প্রকর্ষেণ বিষ্টং প্রগাঢ়ং) (তমঃ অন্ধকারম্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) নিববৃতুঃ (নিবৃত্তাঃ অভবন্) ॥ ৩৫

টীকা। ততস্তয়াপি সহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণায় বনমবিশন্। ততো হরেরন্বেষণান্নিবৃত্তাঃ ॥ ৩৫

অনুবাদ।—অনন্তর গোপীগণ শ্রীরাধাকে লইয়া, যতদূর জ্যোৎস্না পাইলেন, ততদূর পর্য্যন্ত বনে প্রবেশ করিলেন; পরে তমঃ অর্থাৎ প্রগাঢ় অন্ধকার দেখিয়া কৃষ্ণান্বেষণে নিবৃত্ত হইল ॥৩৫

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত গোপীগণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাধার স্বরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অতএব রাধার সহিত মিলিত না হইলে, বৃন্দাবন-বিহারীকে পাইবার উপায় নাই। প্রথমে শ্রীরাধা গোপীদিগের নিকটে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই কৃষ্ণও অন্তর্হিত হইলেন। অহং-মম-শূন্য বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম যেখানে, আনন্দ-ময় শ্রীকৃষ্ণও সেইখানে। গোপীগণ যখন সেই প্রেম হারাইলেন, অর্থাৎ প্রেমময়ী রাধার কৃষ্ণসর্ব্বস্ব ভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে

তিরোহিত হইল,—আত্মাভিমান আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিল,—হৃদয়স্থ কৃষ্ণ আত্মাভিমানে আবৃত হইয়া গেলেন,—বাহিরেও অদৃশ্য হইলেন। যখন অত্যন্ত অনুতাপে আত্মাভিমান দূর হইয়া গেল, তখন কৃপাময় কৃষ্ণের কৃপা হইল; সেই কৃপাই পদাঙ্করূপে দর্শন দিল, আবার সেই পদাঙ্কই গোপীদিগকে প্রেমময়ী শ্রীরাধার নিকট পৌঁছাইয়া দিল। এখন আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম, মহাভাবরূপ প্রগাঢ় প্রেম না হইলে, কৃষ্ণ পাওয়া যায় না; আবার সেইরূপ প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমও কৃষ্ণ-কৃপা-সাপেক্ষ। গোপীদিগের কৃষ্ণ-দর্শনের সময় হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকৃপায় মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা তাঁহার সহিত পুনরন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যতদূর জ্যোৎস্না পাইলেন, ততদূর অন্বেষণ করিলেন; পরে নিবিড় বনে তমঃ অর্থাৎ প্রগাঢ় অন্ধকার দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন। আমরা এই স্থলে কিছু আধ্যাত্মিক আলোচনা করিব।

ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি শত শত গ্রহ নক্ষত্রাদি-সংবলিত শত শত সৌর জগতের নাম বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ড এবং এক একটি মনুষ্য-শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে বৃহদাকারে যাহা যাহা আছে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মাকারে সে সমস্তই আছে। ভাবরূপ সেই সকল সূক্ষ্মাকারের নাম আধ্যাত্মিক। বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বৃহৎ পৃথিবীমণ্ডলে যেমন বৃহৎ বৃন্দাবন আছে, এক একটি নর-শরীরের অভ্যন্তরেও সেইরূপ সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বৃন্দাবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাকে আধ্যা-

ত্মিক বৃন্দাবন বলা যায়। প্রথমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ পূর্ণ চন্দ্রের বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-দর্শন হয়; পরে বাহিরেও যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবে। হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ অর্থাৎ তমোগুণ প্রবেশ করিলে, হৃদয়-বিহারীকে হৃদয়-বৃন্দাবনেও দেখা যাইবে না এবং বহি-র্ব্বৃন্দাবনেও দেখা যাইবে না। মহর্ষি বলিয়াছেন,—বৃন্দাবনে তমঃ প্রবিষ্ট দেখিয়া গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে নিবৃত্ত হইলেন। অগ্রে তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, তাই বহির্ব্বৃন্দা-বনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহারা তমোভাবে অহঙ্কার পূর্ব্বক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়া পাদচারে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও কি হয়? পাদচারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিলেও কি কৃষ্ণ দেখা যায়? কখনই না,—অনন্তকালেও না। এখন গোপীগণ তাহা বুঝিলেন,—শ্রীরাধার সঙ্গ পাইয়া তাহা বুঝিলেন,—বুঝিলেন, আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং নিবৃত্ত হইলেন। আমরাও কত তীর্থভ্রমণ করি, কতবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছি, কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি কি? কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই? আছেন, এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছেন, যদি শাস্ত্র সত্য হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ যদি সচ্চিদানন্দ ও সর্ব্বব্যাপী হন, তবে এখনো ঠিক সেইভাবে আছেন, সেইভাবে লীলা করিতেছেন; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবন তমঃপূর্ণ;—তাই দেখিতে পাইনা। ভগবান্ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥৩৫

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্‌বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ।—তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃ যাসাং তাঃ) তদা-
গাপাঃ (সএব আলাপঃ আলাপ-বিষয়ঃ যাসাং তাঃ) তদ্‌বিচেষ্টাঃ (তৎ-
কৃষ্ণবৎ বিচেষ্টাঃ বিবিধাঃ চেষ্টাঃ যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ (সএব আত্মা
াসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) তদ্‌গুণান্ (তস্য গুণান্ এব) গায়ন্ত্যঃ
কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ) আত্মাগারাণি (আত্মানঃ দেহাশ্চ আগারাণি ভবনানি চ
ানি) ন সস্মরুঃ (ন স্মৃতবত্যঃ) ॥৩৬

টীকা।—এবং তমঃপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহান্নৈব স্মৃতবত্যঃ। তদাত্মিকাঃ
এব আত্মা যাসাং তাঃ তন্ময্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬

অনুবাদ।—গোপাগণ শ্রীকৃষ্ণেই কায়, মন, বাক্য সমর্পণ
ূর্ব্বক তন্ময় হইয়া তাঁহারই গুণ গাহিতে গাহিতে নিজ নিজ গৃহ
ও দেহ স্মরণ করিলেন না ॥ ৩৬

তাৎপর্য্য।—শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, "এবং তমঃপ্রাপ্তা
অপি স্বগৃহান্নৈব স্মৃতবত্যঃ" অর্থাৎ গোপাগণ তমঃ প্রাপ্ত হইয়াও
নিজ নিজ গৃহ স্মরণ করিলেন না। স্বামিপাদের "তমঃপ্রাপ্তা
অপি" এই বিশেষণেই আমরা লীলা ও পরমার্থ দুইই পাইলাম।
খন তাঁহারা অত্যন্ত অন্ধকার দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে
পারিলেন না, তখন গৃহ ভিন্ন আর ত আশ্রয় নাই, সুতরাং তখন
হ স্মরণ করাই স্বাভাবিক। গৃহ স্মরণ করা স্বাভাবিক হইলেও

তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ অস্বাভাবিক, অলৌকিক, তাই কৃষ্ণভিন্ন আশ্রয় চাহিলেন না। পরমার্থে দেখি, হৃদয়ে তমঃ বা রজঃ প্রবেশ করিলেই গৃহ স্মরণ করা স্বাভাবিক। তাঁহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ তমঃ প্রবিষ্ট হইলেও উহা বল প্রকাশ করিতে পারিল না, পরন্তু অগাধ ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া গেল, গৃহ স্মরণ করাইবার অবসর পাইল না। এখন তাঁহাদের নিজদোষ স্মরণ হইয়াছে, তমঃ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই এত লাঞ্ছনা পাইয়াও কৃষ্ণগুণই গাহিতে লাগিলেন। আত্মদোষ স্বীকার করিয়া, অনন্যচিত্তে কৃষ্ণগুণ গানকরাই কৃষ্ণলাভের উপায়। প্রেমময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও আত্মদোষ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণগুণ গাহিতেন। যে ব্যক্তি নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়াও কৃষ্ণের উপর নির্ভর করে, সেই কৃষ্ণ পায়। গোপীগণ ত ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন; কেবল আপনাদের দেহ স্মরণ হওয়ায় এবং আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করায় পাইয়াও হারাইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীরাধাও আপনাকে প্রধান মনে করিয়া গর্ব্বভরে দৌর্ব্বল্যের ছলে ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই সমীপস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। অগ্নির উত্তাপ না পাইলে, অগ্নিতে দগ্ধ না হইলে, সুবর্ণের মলিনতা অপগত হয় না; এখন গোপীগণ বিলক্ষণ সন্তাপ পাইলেন, কৃষ্ণবিরহানলে দগ্ধ হইলেন; তাঁহাদের হৃদয় হইতে দেহগৃহাদি সকল মলিনতা দূর হইয়া গেল ॥৩৬

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণভাবনাঃ (তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ গোপ্যঃ) পুনঃ কালিন্দ্যাঃ পুলিনম্ (তীরম্) আগত্য (প্রত্যাগন্য) সমবেতাঃ (মিলিতাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং জগুঃ (কৃষ্ণগুণান্ অগায়ন্) ॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলান্বয়ে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকা।—কিঞ্চ, পূর্ব্বং যত্র শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীৎতদেব কালিন্দ্যাঃ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তীতি তথা তাঃ কৃষ্ণস্যাগমনে কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণমেব জগুরিতি ॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-টীকায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ।—কৃষ্ণভাবিনী কৃষ্ণলাভাকাঙ্ক্ষিণী ব্রজরমণী-সকলে পুনর্ব্বার কালিন্দী-পুলিনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমবেত হইয়া কৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ কালিন্দী-পুলিনে আসিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। এইবার উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন; বৃন্দাবনীয় কালিন্দী-পুলিনেই বৃন্দাবন-বিহারীর দর্শন পাওয়া যায়। আমরা শাস্ত্রানুসারে তিন স্থানে কালিন্দীকে দেখিতে পাই। ব্রহ্ম-সংহিতানুসারে প্রকৃতির অতীত চিন্ময় গোলোক ধামে চিন্ময়ী কালিন্দীর পরিচয় পাই; গৌতমীয় তন্ত্রে সুষুম্নানাম্নী হৃদয়স্থ

সাত্ত্বিকী নাড়ীকে কালিন্দী বলিয়াছেন, এবং ভাগবতাদি পুরাণ-বর্ণিত বৃন্দাবনস্থ জলময়ী কালিন্দীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এই তিন কালিন্দীই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। বিশুদ্ধ সত্ত্বেই যে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, ইহা শাস্ত্র-প্রমিত, বিদ্বদনুভূত এবং যুক্তিসংগত। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, প্রাকৃতিক ত্রিগুণ সেখানে নাই; সেখানে অনন্ত বিসারিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব-সরিৎ অনাদি কাল হইতে অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই অপ্রাকৃত নিত্য-কালিন্দী; তাহা আমাদের ন্যায় মলিন জীবের বুদ্ধির বিষয় নহে, ভাবুকের ভাবনার বিষয়। সেখানে ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। সত্যকথা বলিতে হইলে, সাত্ত্বিকী সুষুম্নানাড়ী আমরা ধারণা করিতে পারি না; শাস্ত্রানুসারে বেশ বুঝিতে পারি যে, হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হইলে, তাহাতে ভগবদ্দর্শন হয়;—তাহাই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক কালিন্দী। আবার পৃথিবীস্থিত বৃন্দাবনীয়া জলময়ী কালিন্দী ঐ দুই প্রকার গুণাতীত কালিন্দীরই ত্রিগুণাঙ্কিত আদর্শ, বা স্থূল দাগা। তাই লীলা-বিগ্রহ-ধারী লীলাময়ের প্রিয়তম লীলাস্থান—এই কালিন্দী। এখানেও তিনি নিত্য বিরাজিত,—কখনো প্রকট, কখনো অপ্রকট। এই খানে বসিয়া জগদ্ বিস্মরণপূর্ব্বক 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কাতরচিত্তে কাঁদিতে পারিলেই কৃষ্ণ দর্শন হয়। এখানে দর্শন পাইবার পর ক্রমে আধ্যাত্মিক কালিন্দীতে, তৎপরে দেহান্তে নিত্য কালিন্দীতে তাঁহার সহিত নিত্য সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই স্থানেই গোপীদিগের সহিত ভগবানের প্রথম সাক্ষাৎকার

হয়; আবার এই স্থানেই সাক্ষাৎকার হইবে। গোলোকস্থিত কালিন্দীই শুদ্ধ জীবের নিত্যস্থান এবং সেইস্থানে উপস্থিত হইলেই জীবের স্বরূপে অবস্থিতি। ইহাই শিক্ষা দেওয়া এই লীলার তাৎপর্য্য। লোকে কথায় বলে—“শস্তার তিন অবস্থা, অর্থাৎ যে সামগ্রী সুলভ হয়,—ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়, তাহার মর্য্যাদা থাকে না, তাহাতে মনের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হয় না। এখন বাষ্পীয়যানের কল্যাণে শ্রীবৃন্দাবনাদি সুপবিত্র তীর্থ বিলক্ষণ সুলভ হইয়াছে, মনে করিলেই,—যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিলেই বিনাপরিশ্রমে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে করিতে দুই একদিনের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়। এখন শ্রীবৃন্দাবনাদি পুণ্যধাম বিষয়কার্য্যের অবসরে আরামের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তীর্থে উপস্থিত হইলেও তীর্থোচিত কার্য্য হয় না;—ভগবদ্ভাব অনুভূত হয় না। তীর্থে গমন করিতে হইলে, অগ্রে শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সংযতভাবে যাত্রা করিতে হয়, এখন সে সকল নাই। যখন তাহা ছিল, তখন শ্রীবৃন্দাবনস্থ কালিন্দী-কূলে উপস্থিত হইলেই, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত,—হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভূত হইত,—প্রাণ শীতল হইয়া যাইত। এখনও সেই বৃন্দাবনই আছে, সেই কালিন্দীই আছে, কিন্তু থাকিলে কি হইবে! শস্তা হইয়া বৃন্দাবন মাটি হইয়া গিয়াছে; কালিন্দীর আর সে মহিমা প্রকাশ পায় না। মানুষের মনই সকলের মূল। কিন্তু গোপীর বিশ্বাস, কালিন্দীতীরেই কৃষ্ণ পাইব ॥৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলাতাৎপর্য্যে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

——:•:——

শ্রীগোপিকা ঊচুঃ ॥

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ,
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়িধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তে (তব) জন্মনা (উৎপত্ত্যা) ব্রজঃ অধিকং জয়তি (অত্যুৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) হি (যতঃ) ইন্দিরা (সম্পদ্রূপা লক্ষ্মীঃ) অত্র (ব্রজে) শশ্বৎ (নিরন্তরং) শ্রয়তে (ব্রজমাশ্রিত্য বর্ত্ততে) দয়িত (হে প্রিয়তম) তাবকাঃ (ত্বদীয়াঃ গোপীজনাঃ) ত্বয়ি (ত্বদর্থমেব) ধৃতাসবঃ (ধৃতপ্রাণাঃ সত্যঃ) দিক্ষু (ইতস্ততঃ) ত্বাং বিচিন্বতে (মৃগয়ন্তি) দৃশ্যতাম্ (নিরীক্ষ্যতাম্) ॥ ১

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ।
কৃষ্ণমেবানুগায়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমম্ ॥

টীকা।—জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং যথা স্যাত্তথা জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। হি যস্মাৎ ত্বমত্র জাতঃ। তস্মাৎইন্দিরা লক্ষ্মীরত্র শ্রয়তে ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে। এবং ব্রজে সর্ব্বস্মিন্ মোদমানে তত্রতু তাবকাস্ত্বদীয়া গোপীজনাঃ ত্বয়ি তদর্থমেব কথঞ্চিদ্ধৃতাসবঃ ধৃতাঃ অসবঃ

যৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে অতস্ত্বয়া দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিতি। যদ্বা, অস্মাভির্ভবান্ দৃশ্যতামিতি। যদ্বা, এবং ত্বয়া দৃশ্যতামেতে বিচিন্বত ইতি ॥১

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তুমি এখানে জন্মিয়াছ বলিয়াই ব্রজভূমি সমুদায় পুণ্যভূমির শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে এবং সেই জন্যই দেবী লক্ষ্মী শোভা ও সম্পদ্‌রূপে নিরন্তর এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। হে প্রিয়তম! তোমারই গোপীজন তোমারই নিমিত্ত প্রাণ ধারণ করিয়া তোমাকেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে; একবার চাহিয়া দেখ (ভগবৎ প্রেম) ॥১

তাৎপর্য্য।—এই অধ্যায়ের সকল শ্লোকগুলিই গোপীদিগের খেদোক্তি; সুতরাং সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য একই। অতএব আমরা অধ্যায়ের শেষেই ইহার তাৎপর্য্য বলিব। তবে কোন শ্লোকে, আস্বাদনের উপযুক্ত ভাবাভাস থাকিলে তাহাও বলিতে হইবে। এই শ্লোকে আমরা দেখিতেছি, গোপীগণ ঈশ্বরভাবেই ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রজবালারা বলিলেন, "ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে" অর্থাৎ তোমার জন্যই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শ্রুতি বলিয়াছেন, অরে! আত্মাই জীবের দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ জীবের জীবন কেবল পরমাত্ম-দর্শনের জন্যই। তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, গোপীর বাক্য ঐ শ্রুতিরই অভিনয়। সাধক মাত্রকেই বুঝিতে হইবে, ভগবদ্দর্শনের জন্যই আমার জীবন ॥১

———

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥২

অন্বয়ঃ।—সুরতনাথ (সম্ভোগপতে) বরদ (হে অভীষ্টপ্রদ) শরদুদাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা (প্রফুল্লপদ্মমধ্যশোভাহারিণ্যা) দৃশা (নেত্রেণ) অশুল্কদাসিকাঃ (অমূল্যাঃ দাসীঃ অস্মান্) নিঘ্নতঃ (বধতঃ) ইহ (অত্রলোকে) কিং বধঃ ন (কিং হননং ন ভবতি) ॥২

টীকা।—অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহ্বীনাং বক্তৃত্বাদপরা আহুরিতি সর্ব্ব-শ্লোকেষ্ববতারণা। তথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে। তত্র বিচিন্বন্তু নাম মম কিমিতি চেৎ তত্রাহুঃ শরদিতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি সাধুজাত-সৎসরসিজোদরশ্রীমুষা সাধুজাতং সম্যগ্জাতং যৎ সৎসরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা তয়া দৃশা নেত্রেণ। হে সুরতনাথ সম্ভোগপতে বরদ অভীষ্টপ্রদ অশুল্কদাসিকা অমূল্যা দাসীর্নঃ নিঘ্নতো মারয়তস্তে তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ ইহ লোকে অয়ং বধো ন ভবতি কিং, কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ, কিং দৃশা বধো বধো ন ভবতি? কিন্তু ভব-ত্যেব। অতস্তব দৃশাপহৃতপ্রাণপ্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথাসম্ভবং সর্ব্বত্র বাক্যশেষঃ ॥২

অনুবাদ।—হে সুরত-নাথ! হে বরদ! শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্মগর্ভের ন্যায় শোভাশালি নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া এই স্বেচ্ছা-সেবিকা দাসীদিগকে বধ করিতেছ; ইহা কি বধ নয় ॥২

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৩

অন্বয়ঃ।—ঋষভ (হে পরমপুরুষ) তে (ত্বয়া) বিষজলাপ্যয়াৎ (বিষময়ং জলং বিষজলং তস্মাৎ অপ্যয়ঃ নাশঃ তস্মাৎ) ব্যালরাক্ষসাৎ (সর্পাকারাসুরাৎ) বর্ষমারুতাৎ (বায়ুবর্ষাতঃ) বৈদ্যুতানলাৎ (অশনিপাতাৎ) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃষাৎ অরিষ্টাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ) বিশ্বতঃ ভয়াৎ (সর্ব্বেভ্যোঽপি ভয়েভ্যঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বয়ং রক্ষিতাঃ (ত্রাতাঃ) ॥৩

টীকা।—কিঞ্চ, বহুভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদানীং দৃশা মন্মথং প্রেষ্য ঘাতয়সীত্যাহুঃ বিষেতি। হে ঋষভ শ্রেষ্ঠ বিষময়াজ্জলাদেযোঽপ্যয়ো বিনাশস্তস্মাৎ তথা ব্যালরাক্ষসাৎ অঘাসুরাৎ বর্ষাৎ মারুতাচ্চ বৈদ্যুতানলাৎ অশনিপাতাৎ বৃষোঽরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াচ্চ কালিয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ কিমিদানীমুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥৩

অনুবাদ।—হে পুরুষোত্তম! তুমি কালিন্দীর বিষময় জল হইতে, সর্পাকার অঘাসুর হইতে, ইন্দ্রকৃত বায়ু, বর্ষা ও বজ্রপাত হইতে, বৃষরূপী অরিষ্ট হইতে, ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে এবং আরও শত শত ভয় হইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়াছ (ঈশ্বর ভাবের কথা) ॥৩

न খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সখে (হে বন্ধো) খলু (নিশ্চিতং) ভবান্ গোপিকানন্দনঃ ন (গোপনারীপুত্রঃ ন) অখিলদেহিনাম্ (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) অন্তরাত্মদৃক্ (বুদ্ধিসাক্ষী) বিখনসা (ব্রহ্মণা) বিশ্বগুপ্তয়ে (জগৎ-পালনায়) অর্থিতঃ (যাচিতঃ সন্) সাত্বতাং (বৃষ্ণীনাং) কুলে (বংশে) উদেয়িবান্ (উদিতঃ) ॥ ৪

টীকা।—অপিচ, বিশ্বপালনায়াবতীর্ণস্য তব ভক্তোপেক্ষা অত্যন্ত-মনুচিতেত্যাশয়েনাহুঃ ন খল্বিতি। হে সখে ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদা-সুতো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। ননু স কিং দৃশ্যো ভবতি তত্রাহুঃ। বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি ॥ ৪

অনুবাদ।—হে সখে! নিশ্চয়ই তুমি গোপনারীর পুত্র নও। তুমি সমুদায় জীবের অন্তর্য্যামী; জগৎপালনের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় যদুকুলে উদিত হইয়াছ (ঈশ্বর ভাব স্পষ্ট কিন্তু "সখে" বলিয়া সম্বোধন করায় স্পষ্ট সখ্যভাবও প্রকাশিত হইয়াছে) ॥৪

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫

অন্বয়ঃ।—বৃষ্ণিধূর্য্য (হে যদুশ্রেষ্ঠ) কান্ত (হে কমনীয়) সংসৃতেঃ (সংসারাৎ) ভয়াৎ (ত্রাসাৎ) চরণম্ ঈয়ুষাং (আশ্রিতানাং জনানাং) বিরচিতাভয়ং (দত্তাভয়ং) কামদং (অভীষ্টপ্রদং) শ্রীকরগ্রহং (কমলা-করস্পর্শি) তে (তব) করসরোরুহং (করপদ্মং) নঃ (অস্মাকং) শিরসি (মস্তকে) ধেহি (স্থাপয়) ॥৫

টীকা।—তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তানামস্মাকম্ এতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহুঃ বিরচিতাভয়মিত্যাদিচতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধূর্য্য সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং দত্তম্ অভয়ং যেন তত্তথা হে কান্ত কামদং বরদং তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা তৎ তব করসরোরুহং নঃ শিরসি ধেহি ॥৫

অনুবাদ।—হে যদুকুল-তিলক! হে কমনীয় পুরুষ! যাহারা সংসার-ভয়ে তোমার চরণাশ্রয় করে, তুমি যে কর উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অভয় দিয়া থাক, যে করদ্বারা কমলার করগ্রহণ করিয়া থাক এবং যে করদ্বারা সকলের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাক, সেই কর-কমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর (ঈশ্বরভাব আরও স্পষ্ট) ॥৫

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ব্রজ-জনার্ত্তিহন্ (ব্রজস্থ-জনানাম্ আর্ত্তিং দুঃখং হন্তীতি তৎসম্বোধনং হে ব্রজবাসি-দুঃখদারণ) বীর (হে অতুলবিক্রম) সখে (হে বন্ধো) নিজজন-স্ময়ধ্বংসনস্মিত (স্বজনগর্ব্বহরহাস্য) ভবৎকিঙ্করীঃ (ভবতঃ কিঙ্কর্য্যঃ দাস্যঃ তাঃ তাঃ) ভজ স্ম (নিশ্চিতং স্বীকুরু) চারু (সুন্দরং) জলরুহাননং (পদ্মবদ্‌বদনং) যোষিতাং (অবলানাং) নঃ দর্শয় ॥ ৬

টীকা।—হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে বীর নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বঃ তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত হে সখে ভবৎকিঙ্করীর্ন অস্মান্ ভজ আশ্রয়। স্ম নিশ্চিতম্। প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ॥ ৬

অনুবাদ।—হে ব্রজ-দুঃখনাশন! হে বীর! হে বন্ধো! তোমার সুমধুর হাস্য দেখিলেই ত্বদীয় স্বজন-সমূহের অহঙ্কার দূর হইয়া যায়। আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে গ্রহণ কর। তোমার মনোহর বদনকমল একবার দেখাও। (এই শ্লোকে শান্ত, দাস্য ও সখ্য তিন ভাবের আভাস আছে। তবে শান্তভাব অস্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে, দাস্য ও 'সখ্য সখে' ও 'কিঙ্করী' শব্দে সুস্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে ॥৬

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং,
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং,
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—প্রণতদেহিনাং (আশ্রিতজনানাং) পাপকর্ষণং (পাপনাশনং) তৃণচরানুগং (তৃণচরাণাং পশূনাম্ অনুগং পশ্চাদ্‌গামি) শ্রীনিকেতনং (কমলালয়ং) ফণিফণার্পিতং (নাগশিরঃস্থাপিতং) তে (তব) পদাম্বুজং (পদকমলং) নঃ (অস্মাকং) কুচেষু (স্তনেষু) কৃণু (কুরু, অর্পয়) হৃচ্ছয়ং (কামং) কৃন্ধি (ছিন্ধি) ॥ ৭

টীকা।—অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্তৃ তৃণচরান্ পশূনপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা। সৌভাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং বীর্য্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাস্বর্পিতং তে পদাম্বুজং নঃ কুচেষু কৃণু কুরু। কিমর্থম্। হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি ॥ ৭

অনুবাদ।—তোমার যে চরণ প্রণত জনের পাপ নাশ করে, যে চরণ পশুদিগেরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়া থাকে, যে চরণ লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান এবং যে চরণ নাগরাজ কালিয়ের মস্তকে অর্পিত হইয়াছে, সেই চরণ-কমল আমাদের স্তনের উপর অর্পণ করিয়া হৃদয়স্থ কাম নষ্ট করিয়া দাও। (এখানে মধুর-মিশ্রিত শান্তভাব। গোপীগণ বলিলেন, তোমার চরণ শরণ লইলে পাপক্ষয় হয়। ইহাতে শান্ত ঈশ্বর ভাবের প্রকাশ) ॥৭

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া,
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥৮

অন্বয়ঃ।—পুষ্করেক্ষণ (হে কমললোচন) বীর (হে সমর্থ) মধুরয়া (মিষ্টয়া) বল্গুবাক্যয়া (মনোহরবাক্যয়া) বুধমনোজ্ঞয়া (বিদ্বদ্ধৃদ্যয়া) গিরা (বাচা) মুহ্যতীঃ (মোহং প্রাপ্নুবতীঃ) ইমাঃ বিধিকরীঃ (কিঙ্করীঃ) নঃ (অস্মান্) অধরসীধুনাপি (অধরামৃতেনাপি) আপ্যায়য়স্ব (তর্পয়স্ব সংজীবয়) ॥৮

টীকা।—হে পুষ্করেক্ষণ তবৈব মধুরয়া গিরা বল্গূনি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়া ইত্যর্থঃ। মুহ্যতীরিমা নো বিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধরসীধুনা চাপ্যায়য়স্ব সংজীবয়েত্যর্থঃ ॥৮

অনুবাদ।—হে কমল-লোচন! হে বীর! তোমার সুধীসম্মত মনোহর-পদান্বিত মধুর বাণীতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অতএব অধরসুধা প্রদান করিয়া ত্বদীয় এই কিঙ্করীদিগকে পরিতৃপ্ত কর। (এই শ্লোকে আপনাদিগকে বিধিকরী অর্থাৎ কিঙ্করী বলায় দাস্যভাব প্রকাশ পাইল এবং অধরসুধায় পরিতৃপ্ত করিতে বলায় মধুর ভাবও দেখা গেল। কিন্তু অভিনিবেশের সহিত দেখিলে ইহার অন্তরে অস্পষ্ট ঈশ্বর ভাবও বুঝিতে পারা যায়। অতএব ইহাতে তিন ভাবই প্রকটিত হইয়াছে ॥৮

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৯

অন্বয়ঃ।—ভুবি (পৃথিব্যাং) যে জনাঃ তপ্তজীবনং (তপ্তানাং সংসার-সন্তপ্তানাং জনানাং জীবনং জীবনতুল্যং শান্তিদং) কবিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) ঈড়িতং (কীর্ত্তিতং) কল্মষাপহং (পাপঘ্নং) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রুতিমাত্রেণ শিবদং) শ্রীমৎ (সুশান্তং) তব কথামৃতম্ (কথারূপমমৃতম্); আততং (বিস্তারেণ) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) তে ভূরিদাঃ (বদান্যতমাঃ) ॥ ৯

টীকা।—কিঞ্চ, অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং, কিন্তু ত্বৎকথামৃতং পায়য়দ্ভিঃ সুকৃতিভির্ব্বঞ্চিতম্ ইত্যাহুস্তবেতি। কথৈবামৃতং তত্র হেতুঃ তপ্তজীবনম্। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কবিভির্ব্রহ্মবিত্তিরপি ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ, কল্মষাপহং কামকর্ম্মনিরসনং তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ, শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষম্। কিঞ্চ, শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকম্ এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতম্ আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা, এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুনর্যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ॥৯

অনুবাদ।—তোমার অপূর্ব্ব কথামৃত সন্তপ্ত জনের জীবনস্বরূপ ও পাপনাশন। ঐ সুশান্ত কথামৃত শ্রবণ করিলেই জীবের

মঙ্গল হইয়া থাকে; এই জন্য ব্রহ্মাদি দেবতারা তোমার কথামৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে যাঁহারা তোমার কথামৃত কীর্ত্তন করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অনেক দান করিয়াছেন (ঈশ্বর ভাব) ॥৯

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ বলিলেন, যাঁহারা তোমার অমৃতময়ী লীলা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অনেক দান করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়, যাঁহারা দাতা, তাঁহাদেরই কৃষ্ণ-কথায় অনুরাগ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীধরস্বামী তাঁহার দ্বিতীয়ার্থে লিখিলেন "এবম্ভূতং তৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ যাঁহারা তোমার কথামৃত গান করেন, তাঁহারাই সুকৃতী। অতএব কেবল দান করিলেই যে, কৃষ্ণকথায় অনুরাগ হয়, তাহা নহে; সুকৃতী হইতে হইবে অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী হইতে হইবে; তবে কৃষ্ণকথায় রুচি জন্মিবে। কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট সদাচরণের ফলে কৃষ্ণকথায় রুচি হয় না। কিরূপ কার্য্য করিলে কৃষ্ণকথায় অনুরাগ জন্মে, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু বহু জন্মে শত শত সৎকর্ম্ম করিলে যে শুভাদৃষ্ট জন্মায়, সেই শুভাদৃষ্টের ফলে বহু জন্মের পর কৃষ্ণকথায় রুচি হয়। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, কোনও এক অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের উদয় হইলেই যথার্থ কৃষ্ণকথা সংকীর্ত্তনে প্রকৃত অভিলাষ হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকথাই এত দূরে, না জানি কৃষ্ণরূপ কতদূরে ॥৯

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ,
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥১০

অন্বয়ঃ।—প্রিয় (হে প্রিয়বন্ধো) কুহক (হে কপট) তে (তব) প্রহসিতং (প্রকৃষ্টং হাস্যং) প্রেমবীক্ষিতং (প্রণয়দৃষ্টিঃ) ধ্যানমঙ্গলং (ধ্যানেন সুখপ্রদং) বিহরণং (লীলাচেষ্টিতং) যাঃ হৃদিস্পৃশঃ (হৃদয়ঙ্গমাঃ) রহসি (একান্তে) সংবিদঃ (নর্ম্মালাপাঃ) হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) মনঃ (চিত্তং) ক্ষোভয়ন্তি (আলোড়য়ন্তি)॥ ১০

টীকা।—নন্থ, তর্হি মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত কিং মদ্দর্শনেন তদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্তা বয়ং তত্রাপি শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি। হে প্রিয় কুহক কপট। সম্বিদং সঙ্কেতনর্ম্মাণি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে প্রিয়! হে ধূর্ত্ত! তোমার সুমধুর হাস্য, তোমার সপ্রণয় দৃষ্টিপাত, তোমার ধ্যানার্হ বিহার এবং নির্জ্জনে তোমার সেই হৃদয়স্পর্শী পরিহাস-বাক্য আমাদের মন আকুল করিয়া তুলিতেছে (লৌকিক ভাব)॥ ১০

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১

অন্বয়ঃ।—নাথ (হে স্বামিন্) যৎ (যদা) [ত্বং] পশূন্ (গাঃ) চারয়ন্ (গোচরং নয়ন্) ব্রজাৎ (গোপাবাসাৎ) চলসি (নির্যাসি) [তদা] নলিন-সুন্দরং (পদ্মপেশলং) তে (তব) পদং শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতি (ক্লিশ্যেৎ); কান্ত (হে কমনীয়) ইতি (এতৎ সম্ভাব্য) নঃ (অস্মাকং) মনঃ (অন্তর্হৃদয়ং) কলিলতাং (অস্বাস্থ্যং) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ১১

টীকা।—কিঞ্চ, ত্বয়ি বয়মতিপ্রেমার্দ্রচিত্তাঃ ত্বং পুনরস্মাসু কেন হেতুনা কপটমাচরসীত্যাহুঃ শ্লোকদ্বয়েন। হে নাথ কান্ত যৎ যদা ব্রজাৎ চলসি পশূংশ্চারয়ন্ তদা নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কুলিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি নো মনঃ কলিলতাম্ অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ১১

অনুবাদ।—হে নাথ! যখন তুমি গোচারণের নিমিত্ত ব্রজ হইতে বনে প্রস্থান কর, তখন বনস্থ শিলা, তৃণ ও অঙ্কুরের স্পর্শে তোমার সুকোমল পাদপদ্মে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে; এই চিন্তা করিয়া আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠে (লৌকিক প্রেমরসের ভিতর প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেম)॥ ১১

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হে বীর! দিনপরিক্ষয়ে (দিনস্য পরিক্ষয়ঃ অবসানং তস্মিন্ সায়ংকালে) নীলকুন্তলৈঃ (সুকৃষ্ণকেশৈঃ) আবৃতং (আচ্ছন্নং) ধনরজস্বলং (গোরজশ্ছুরিতং) বনরুহাননং (বারিজবদনং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) দর্শয়ন্ (অস্মন্নয়নপথং প্রাপয়ন্) নঃ (অস্মাকং) মনসি স্মরং (কামং) যচ্ছসি (উদ্দীপয়সি)॥ ১২

টীকা।—এবম্ভূতাস্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং, ত্বন্তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ধনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননম্ অলিমালাকুল-পরাগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহুর্মুহুর্দর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপটস্ত্বমিতি ভাবঃ॥ ১২

অনুবাদ।—হে বীর পুরুষ! দিনাবসানে নীলকুন্তলাবৃত গোধূলি-ধূসরিত বদন-কমল দর্শন করাইয়া তুমি আমাদের মনে পুনঃ পুনঃ কেবল কামোদ্দীপন করিয়া থাক (লৌকিক প্রেমের আভাস)॥ ১২

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং,
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে,
রমণ নঃ স্তনেম্বর্পয়াধিহন্ ॥১৩

অন্বয়ঃ।—আধিহন্ (আধিং মনোব্যথাং হন্তীতি তৎসম্বোধনং) রমণ (হে পরমানন্দদায়িন্) প্রণতকামদং (শরণাগত-বাঞ্ছাপূরকং) পদ্মজার্চ্চিতং (পদ্মজঃ ব্রহ্মা তেন অর্চ্চিতং পূজিতং) ধরণিমণ্ডনম্ (ধরণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ মণ্ডনং ভূষণম্) আপদি (বিপদি মৃত্যুকালে বা ধ্যেয়ং চিন্তনীয়ং) শন্তমং (শান্তিময়ং) তে (তব) চরণপঙ্কজং (পদকমলং) নঃ (অস্মাকং) স্তনেষু অর্পয় (স্থাপয়) ॥ ১৩

টীকা।—অতোঽধুনা কপটং বিহায় এবং কুর্ব্বিতি প্রার্থয়ন্তে শ্লোকদ্বয়েন প্রণতকামদমিতি! হে আধিহন্ হে রমণ পদ্মজার্চ্চিতং পদ্মজেনার্চ্চিতং আপদি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণাপন্নিবর্ত্তকং শন্তমঞ্চ সেবাসময়েঽপি সুখতমং তব চরণপঙ্কজং কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেম্বর্পয়েতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—হে রমণ! হে দুঃখনাশন! যাহা ভক্তগণের অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ, ব্রহ্মাও যাহা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যাহা ধরণীর ভূষণস্বরূপ এবং মরণকালে যাহা জীবের চিন্তনীয়, তোমার সেই শান্তিময় চরণ-কমল আমাদের স্তনের উপর অর্পণ কর ॥ (সুস্পষ্ট ভক্তভাব ; স্তনের স্তনত্ব সমূলে নষ্ট করিবার প্রার্থনা,—বেশ বুঝা যায়)॥ ১৩

স্বরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং,
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং,
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ।—(হে) বীর স্বরতবর্দ্ধনং (স্বরতম্ আনন্দং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ) শোকনাশনং (শোকং নাশয়তীতি তথা তৎ) স্বরিতবেণুনা (শব্দিতবংশিকয়া) সুষ্ঠু (সুন্দরং যথাস্যাৎ তথা চুম্বিতং স্পৃষ্টং) নৃণাম্ (নরাণাম্) ইতররাগবিস্মারণং (অন্যেচ্ছাবিলোপকং) তে (তব) অধরামৃতং (অধরসুধাং) নঃ (অস্মভ্যং) বিতর (দেহি) ॥১৪

টীকা।—অপিচ, হে বীর তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ইতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ। ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাম্ ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিষু সুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ॥ ১৪

অনুবাদ।—হে বীর! যাহা পান করিলে, সকল শোক দূরে যায়, যাহা পান করিলে পরমানন্দ বর্দ্ধিত হয়, এবং যাহা পান করিলে অন্য সকল প্রকার ভোগ-সুখ ভুলিয়া যাইতে হয়, তোমার মুরলীচুম্বিত সেই অধরামৃত আমাদিগকে প্রদান কর॥ (তত্ত্বমিশ্রিত মধুর রস)॥ ১৪

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ।—ভবান্ অহ্নি (দিবাভাগে) যৎ (যদা) কাননম্ অটতি (ভ্রমতি) [তদা] ত্বাম্ অপশ্যতাং (ব্রজবাসিনাং) ত্রুটিঃ (ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিশত-তমোভাগঃ) যুগায়তে (যুগতুল্যো ভবতি) [দিনান্তে পুনঃ] কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ যস্মিন্ তৎ) তে (তব) শ্রীমুখম্ উদীক্ষতাং (সতৃষ্ণমীক্ষমাণানাং তেষাং) দৃশাং (নেত্রাণাং) পক্ষ্মকৃৎ বিধাতা) জড়ঃ (নির্ব্বিবেকঃ) ॥ ১৫

টীকা।—কিঞ্চ, ক্ষণমপি ত্বদদর্শনেন দুঃখমতুলং তদ্দর্শনেন তথা সুখঞ্চ দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যত্তয় ইব বয়ং ত্বামুপগতাঃ ত্বন্তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহস ইতি সকরুণমূচুঃ অটতীতি দ্বয়েন! যৎ যদা ভবান কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি যুগায়তে যুগবত্তবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং পুনঃ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তব শ্রীমন্মুখম্ উৎ উচ্চৈর্বীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহ্যমিতি দর্শনসুখমুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—দিবায় যখন তুমি বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে ব্রজবাসীদিগের ত্রুটি-পরিমিত কালও যুগবৎ দীর্ঘ হয়, আবার দিনান্তে যখন ব্রজে আগমন কর, তখন তাহারা তোমার কুটিল-কুন্তল শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুর পক্ষ্মকারী ব্রহ্মাকে নির্ব্বোধ মনে করে ॥ (প্রেমের পরাকাষ্ঠা) ॥১৫

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥১৬

অন্বয়ঃ।—অচ্যুত (হে সত্যবাদিন্) গতিবিদঃ (গতিম্ অস্মদাগমনং বেত্তীতি তথা তস্য) তব উদ্গীতমোহিতাঃ (উচ্চৈঃ গীতেন হৃতজ্ঞানাঃ) [বয়ং] পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য (অতিক্রম্য) তে (তব) অন্তি (অন্তিকং) আগতাঃ (আয়াতাঃ) কিতব (হে শঠ) কঃ (ত্বদ্ভিন্নঃ কঃ) নিশি (রাত্রৌ) যোষিতঃ (স্বেচ্ছাগতাঃ কামিনীঃ) ত্যজেৎ (জহ্যাৎ ॥ ১৬

টীকা।—তস্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ম্। কথম্ভূতস্য। গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতীর্বা জানতঃ গতিবিদো বয়মিতি বা। তবোদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতা, হে কিতব শঠ এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাঃ স্বয়মাহূতা বা ত্বাম্ ঋতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! আমরা তোমার অত্যুচ্চ গীতধ্বনি শ্রবণে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব, এমন কি কুল পরিত্যাগ করিয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ। হে শঠ! তুমি ভিন্ন আর কোন্ পুরুষ রাত্রিকালে স্বয়ং সমাগত কামিনীদিগকে প্রত্যাখ্যান করে? ১৬ (লৌকিক ভাব)

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ।—তে (তব) রহসি (একান্তে) সংবিদং (প্রেমালাপং) হৃচ্ছয়োদয়ং (কামোদ্রেকং) প্রহসিতাননং (সহাস্যবদনং) প্রেমবীক্ষণং (প্রণয়াবলোকনং) শ্রিয়ঃ (শোভায়াঃ) ধাম (নিকেতনং) বৃহৎ (বিস্তৃতং) বক্ষঃ (উরঃস্থলং) বীক্ষ্য (সংস্মৃত্য) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) নঃ (অস্মাকং) অতিস্পৃহা (অত্যন্তলালসা ভবতি) মনঃ মুহ্যতে (মোহং প্রাপ্নোতি)॥ ১৭

টীকা।—অতস্ত্বয়া ত্যক্তানামস্মাকং প্রাক্তন-ত্বদ্দর্শননিদানহৃদ্রোগস্য ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্বিত্যাহুর্ষ্যেন রহসীতি। শ্রিয়ো ধাম তে বৃহদ্বিশালং উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি। তস্মাচ মুহুর্মুহুর্মনো মুহ্যতি॥ ১৭

অনুবাদ।—তোমার সেই নির্জ্জনে প্রেমালাপ, সেই কামোদ্রেক, সেই সহাস্য বদন, সেই প্রণয়নিরীক্ষণ, আর সৌন্দর্য্যের আধার সেই বিস্তৃত বক্ষঃস্থল স্মরণ হওয়ায়, বলবতী লালসায় আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে॥ (লৌকিক নায়িকার কথা) ১৭

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্‌চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) তে (তব) ব্যক্তিঃ (অভিব্যক্তিঃ) ব্রজবনৌকসাং (ব্রজবনম্ ওকঃ বাসস্থানং যেষাং তেষাং ব্রজবাসিনাং) বৃজিনহন্ত্রী (দুঃখনিরসনী) বিশ্বমঙ্গলং (সর্ব্বমঙ্গলং চ) স্বজনহৃদ্রুজাং (স্বজনানাং নিজাশ্রিতজনানাং হৃদ্রুজঃ মনোব্যাধয়ঃ তাসাং) যৎ (যৎকিমপি) নিসূদনং (প্রশমনং তৎ) ত্বৎস্পৃহাত্মনাং (ত্বদাসক্তমনসাং ত্বয়ি যা স্পৃহা তস্যাম্ আত্মা চিত্তং যাসাং তাসাং) নঃ মনাক্ (ঈষৎ) ত্যজ (মুঞ্চ অর্পয়) ॥ ১৮

টীকা।—তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তির্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষাম্ অবিশেষেণ বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসনী। বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলরূপাচ। অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎস্পৃহারূঢ়মনসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। কিং তৎ স্বজনহৃদ্রোগাণাং যদতিগোপ্যং নিসূদনং নিবর্ত্তকমৌষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ॥ ১৮

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তোমার প্রকাশ ব্রজবাসীর দুঃখ-নাশন ও নিখিল মঙ্গল স্বরূপ, অতএব যাহাতে আপন অনুরক্ত জনের হৃদয়-রোগ প্রশমিত হয়, এমন কিছু ঔষধ প্রয়োগ কর; তোমাকে পাইবার জন্য আমাদের বলবতী বাসনা॥ ১৮

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।—প্রিয় (প্রাণাধিক) ভীতাঃ (বয়ং শঙ্কিতাঃ সত্যঃ) যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং (পেশলপদকমলং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু শনৈঃ (সাবধানতয়া শনৈঃ শনৈঃ) দধীমহি (ধারয়েম) তেন (চরণাম্বুরুহেণ) অটবীম্ (কাননম্) অটসি (গচ্ছসি) তৎ (চরণাম্বুরুহং) কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ) কিংস্বিৎ ন ব্যথতে (ন ক্লিশ্যতি) ইতি (এতৎ বিচিন্ত্য) ভবদায়ুষাং (ত্বদ্গতপ্রাণানাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ (মনঃ) ভ্রমতি (মুহ্যতি) ॥ ১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলান্বয়ে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকা।—অতিপ্রেমধর্ষিতাঃ রুদত্য আহুঃ যদিতি। হে প্রিয় সুকুমারং যত্তে পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈর্দ্দধীমহি ধারয়েম বয়ম্। তেনাটবীমটসি গচ্ছসি। নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাঞ্চিদন্যাং বা আত্মানং বা নয়সি প্রাপয়সি। ততস্তত্তৎ পদাম্বুজং কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিং স্বিন্ন ব্যথতে, কিন্তু ব্যথত ইতি ভবানেব আয়ুর্জীবনং যাসাং তাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহ্যতীতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলাটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

অনুবাদ।—হে প্রাণাধিক! আমরা অতি সাবধানে সশঙ্কচিত্তে ও ধীরে ধীরে তোমার যে সুকোমল পদকমল কর্কশ

স্তনের উপর রাখিতাম, তুমি সেই চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ; বনস্থ সূক্ষ্ম পাষাণ ও কণ্টকাদিদ্বারা চরণে বেদনা হইতেছে না কি ? তুমিই আমাদের জীবন ; অতএব ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে ॥১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়।

তাৎপর্য্য।—ঊনবিংশতি শ্লোকে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই অধ্যায়ের নাম গোপীগীত। গোপীগীতে গোপীদিগের কেবল অবিশ্রান্ত রোদন ও আকুল অন্তঃকরণে কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত প্রার্থনা!—কখনো প্রনষ্ট নায়কের প্রতি প্রণয়িনী কামিনীর ভাবে, কখনো বা দৃষ্ট-নষ্ট ভগবানের প্রতি সর্ব্বত্যাগী ভগবৎপ্রাণ প্রেমিক ভক্তের ভাবে। যদিও গোপীদিগের উক্তিতে বিরহিণী নায়িকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি আমরা দেখিলাম, ভগবৎপ্রেপ্সু ভক্তের ভাবই অধিক এবং সুস্পষ্ট। সঙ্কোচিত সুপবিত্র ভগবৎ-প্রেমের প্রসঙ্গে অতি অশ্লীল কদর্য্য কামিনী ভাব কেন ? আমরা এবিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বিষয় বলিয়া আবার আলোচনা করিব।

মুখে ভগবৎপ্রেম প্রেম বলিয়া চীৎকার করা, আর ভগবৎ-প্রেম শিক্ষা করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়। ভগবৎপ্রেম শিক্ষা করিতে হইলে, সংসারের আদর্শেই শিখিতে হইবে। যদি আমরা সংসারের মধ্যে পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, সুহৃৎপ্রণয় ও পত্নীপ্রেম না দেখিতাম, তবে শাস্ত্রে ঈশ্বরানুরাগের কথা পাঠ করিয়া বা গুরু-

মুখে শুনিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতাম না। অন্ধলোকে অন্যের মুখে লোহিত, শুভ্র, নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণের কথা যেভাবে শুনে, আমরাও সেই ভাবে শুনিতাম বা পড়িতাম—ইহা স্থির। সংসারে ঐ সকল স্নেহাদি অনুরাগের ভাব দেখিয়াছি বলিয়াই, ঈশ্বরানুরাগ বা ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিলে, আমরা কথঞ্চিৎ উহা ধারণা করিতে সমর্থ হই। অতএব সাংসারিক অনুরাগই ঈশ্বরানুরাগ বা ভগবৎপ্রেম শিক্ষা করিবার আদর্শ। ইহা কেবল আমাদের বিচারের কথা নহে, ভক্ত মহাজনগণও এই কথা বলিয়াছেন,—"যা চিন্তা স্বকলত্র-পুত্র-ভরণ-ব্যাপার-সম্পোষণে, যা চিন্তা ধনধান্যভূরিযশসাং লাভে সদা জায়তে। সা চিন্তা যদি নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং, কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-ভবনদ্বার-প্রয়াণে মম।' অর্থাৎ আমরা স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের নিমিত্ত এবং ধন ধান্য ও প্রভূত যশোলাভের নিমিত্ত অনুক্ষণ যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, যদি শ্রীনন্দনন্দনের পাদপদ্মে ক্ষণকাল সেইরূপ চিন্তা হয়, তবে ভীষণ যমদ্বারে প্রবেশ করিবার ভয় কোথা? এখন আমরা বুঝিতে পারি, সংসারী মানবদিগের সংসারের উপর যেরূপ অনুরাগ, ভগবানের প্রতি সেইরূপ অনুরাগ হইলেই ভগবদ্ভক্তি হইল এবং ধন ধান্য ও যশোলাভে মানবের যেরূপ ব্যাকুলতা, সেইরূপ ব্যাকুলতা ভগবানের নিমিত্ত হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। আবার সাংসারিক অনুরাগের মধ্যে পতি-পত্নীর অনুরাগ গাঢ়তর; আবার কামুক পুরুষের পরনারীর প্রতি এবং কামিনী নারীর

পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ গাঢ়তম বা একবারেই অন্ধ; ইহা আমরা সংসারে দেখিতে পাই। পতিপত্নীর অনুরাগ গাঢ়তর হইলেও তাহাদিগকে সংসারের আয়, ব্যয়, আত্মীয়, স্বজন, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয়; পুরুষ উপপত্নীতে এবং নারী উপপতিতে অত্যাসক্ত হইলে, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করে না। আত্মীয় স্বজন চাহে না, সমাজ চাহে না, আয় ব্যয় দেখিতে চাহে না এবং ধর্ম্মও চাহে না, তাহারা একমাত্র নারীর জন্য বা একমাত্র পুরুষের জন্যই উন্মত্ত,—অন্ধ। চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে পাইতে হইলে,—পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে,—আনন্দ-বিগ্রহের সহিত আলিঙ্গিত হইতে হইলে—জীবকে ঠিক্ সেইরূপ হইতে হইবে। ঘোর বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রতি চিন্তামণির উপদেশ বোধ হয় অনেকেই জানেন। যেদিন দারুণ দুর্দ্দিনে বিল্বমঙ্গল ভীষণ অশনিধ্বনি, মুষলাকার বর্ষধারা ও প্রখর পবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকার বিদারণপূর্ব্বক চিন্তামণির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া ও শত আহ্বানেও চিন্তামণির উত্তর না পাইয়া প্রাচীর-বিলম্বিত বিষধর অবলম্বনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সেই দিন চিন্তামণি তাঁহাকে বলিলেন,—"ঠাকুর! আমার প্রতি তোমার যেরূপ অনুরাগ, এইরূপ অনুরাগ যদি ভগবানের প্রতি হইত, তবে তুমি চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইয়া যাইতে;—তোমার মানবজীবন সার্থক হইত।" বেশ্যার মুখে এই কথা শুনিয়া, সুকৃতিশালী বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য হইল;—তিনি তাহাই করিলেন,—

চিন্তামণির চিন্তা জগচ্চিন্তামণির চরণে অর্পণ করিলেন। পাছে মায়ার প্রলোভন-পদার্থ নয়নগোচর হয়, সেই ভয়ে চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটন করিলেন। তাহার ফলে কি হইল,—স্বয়ং ভগবান্ স্বহস্তে ঐকান্তিক অন্ধ ভক্তের আহার যোগাইতে লাগিলেন্। কৃষ্ণার্পিত বেশ্যাসক্তিই ভগবান্‌কে দাসের দাস করিয়া ফেলিল।

আমরা এ সম্বন্ধে বৈদান্তিক প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। আবার পৌরাণিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিতেছি। পুরাণোক্ত ভক্তের প্রার্থনা,—"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥" অর্থাৎ যুবকে যুবতীদিগের এবং যুবতীতে যুবকদিগের মন যেরূপ আনন্দিত হয়, আমার মন তোমাতে সেইরূপ আনন্দিত হউক। নায়ক নায়িকা ভিন্ন ভগবৎপ্রেমের দৃষ্টান্তস্থল নাই বলিয়াই বেদান্তে ও পুরাণে ঐরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ভগবান্‌ও গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া অভিনয় দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বলোকসুহৃৎ মহর্ষিও কাব্যের ভাষায় উহা আরও বিশদ ও মধুরতর করিয়া রাখিয়াছেন। গোপীগণ একবার শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পদকমল প্রার্থনা করিতেছেন, আবার প্রিয়তম পুরুষ ভাবে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য, বিরহিণী উন্মাদিনী কামিনীর ভাব লইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণদর্শন প্রার্থনা করিতে হইবে; তাই আজ কৃষ্ণপ্রাণা গোপী জাতি কুল, লজ্জা ভয়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, গৃহ দেহ আত্মীয় স্বজন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন্,—ইহলোক পরলোক

সমস্তই "ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া, কেবল হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ স্বরে রোদন করিতেছেন।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি যশোদানন্দন নও, তুমি অখিল জীবের পরমাত্মা সাক্ষাৎ নারায়ণ। আবার বলিলেন,—তোমার কোমল পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবে ভাবিয়া আমরা অস্থির হইতেছি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের পায়ে কাঁটা ফোটে না, তাহা সকলেই জানেন এবং গোপীগণও জানিতেন। জানিলে কি হইবে! তাঁহাদের প্রবল প্রেম তাহা জানিতে দিত না। গোপীগণ বলিতেছেন—তুমি ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; আবার তখনি তাঁহাদের প্রগাঢ় মাধুর্য্য প্রেম বলিতেছে, তোমার পায়ে কাঁটা ফোটে। প্রেমিক ভাবুক ভিন্ন এ প্রেমের মহিমা কে বুঝিবে! প্রেমরূপিণী গোপী সাক্ষাৎ বিগ্রহধারী ভগবানের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাদের ত কণ্টকবেধের আশঙ্কা হইতেই পারে; গৃহ-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী ভগবৎ-প্রতিমার ক্লেশ আশঙ্কা করিয়া, অনেক নৈষ্ঠিক প্রেমিক ভক্তের হৃদয় অধীর হইয়া উঠে; তাহারা নির্ব্বোধ নয়—পাগল নয়,—তাহারা যথার্থ ভগবৎ-প্রেমিক॥

হরিহর অধিকারী ঐরূপ প্রেমিক ছিলেন। তিনি স্বহস্ত-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময় নাড়ু গোপালের সেবা করিতেন; পিতামাতা যেমন শিশু সন্তানকে লালন পালন করেন; হরিহর সেইভাবে গোপালের সেবা করিতেন। গোপালের শ্রীমন্দিরে গবাক্ষ ছিল না। পাছে গোপালের গ্রীষ্ম হয়; পাছে গোপালের নিদ্রা না হয়,

এই আশঙ্কায় গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে হরিহর গোপালকে কোলে করিয়া ছাদের উপর উঠিতেন এবং দক্ষিণ হস্তে তালবৃন্ত লইয়া প্রস্তরময় গোপালকে বীজন করিতেন। হরিহর জানিতেন, গোপাল পাষাণময়, গোপালের গ্রীষ্ম হয় না; কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম তাহা জানিতে দিত না, প্রেম বলিত,—গোপাল সজীব,—গোপালরূপে গোপাল সজীব,—গোপালের গ্রীষ্ম হয়। আমরা শব্দগ্রাহী, আমরা স্পর্শগ্রাহী, আমরা রূপগ্রাহী, আমরা রসগ্রাহী, আমরা গন্ধগ্রাহী; আমরা এ প্রেমের মহিমা কি বুঝিব? যাঁহারা প্রেমিক, যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারাই বুঝিবেন; আর বুঝিবেন,—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

প্রেমময়ী গোপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের চরণেও কণ্টক বেধের আশঙ্কা করিলেন, ইহা আমাদের নিকটে উপহাস-জনক হইলেও প্রেমিকের প্রেমোদ্দীপক, পরমানন্দ-দায়ক ও পুলকোৎপাদক। সরলা সুপেশলা শত শত ব্রজবালা সমস্ত ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গভীর রাত্রিতে শ্রীযমুনার তীরে উপবেশন পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শনের আশায় অবিশ্রান্ত রোদন করিতে-ছেন,—কি মনোহর দৃশ্য,—কি পবিত্র ভাব,—কি অলৌকিক সম্মিলন—দেখিলে, শুনিলে, ভাবিলে পাষাণও গলিয়া যায়। আমরা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন; তাই এই রূপ গোপীভাবের কথা পড়িয়া শুনিয়া, ভাবিয়াও আমাদের হৃদয় গলিয়া যায় না,—আমাদের অশ্রুপাত হয় না; আমাদের দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে না।

ইহাই গোপী ভাব এবং ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। এই সুদুরূহ অথচ অত্যুপাদেয় উপদেশ প্রদানই এই গোপী-গীতাধ্যায়ের তাৎপর্য্য। (হরিনাম নিতে পাল্যে হয়, শুধু কথার কথা নয়) অনেকে কৃষ্ণসহচরী গোপীদিগের নাম শুনিলেই ব্যভিচারিণী গোয়ালিনী-বোধে বিদ্রূপ বা ঘৃণা করিয়া থাকেন। আবার অনেকে গোপীভাব না জানিয়াই গোপীর নামে নৃত্য করিয়া উঠেন। কিন্তু কৃষ্ণসহচরী গোপী যে কাহাকে বলে, তাহার অনুসন্ধান রাখেন না। যাঁহারা গোপীর স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমানন্দ আস্বাদনের অভিলাষ রাখেন, তাঁহারা মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত শুকদেবোক্ত গোপী-গীতা অন্তরের সহিত অনুশীলন করিবেন। তখন বুঝিবেন, যিনি ভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, তিনিই গোপী, এবং গোপীগীতায় গোপীদিগের যেরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে তাহাই গোপীভাব॥১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-তাৎপর্য্যে তৃতীয়াধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥১

অন্বয়ঃ —রাজন্ (হে মহারাজ) কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণদর্শনা-ভিলাষিণ্যঃ) গোপ্যঃ (ব্রজবালাঃ) ইতি (অনেন প্রকারেণ) প্রগায়ন্ত্যঃ (প্রকৃষ্টং গায়ন্ত্যঃ) চিত্রধা (নানাপ্রকারং) প্রলপন্ত্যঃ চ প্রলাপবৎবদন্ত্যশ্চ সুস্বরং (উচ্চৈঃ মধুরং চ) রুরুদুঃ (রুদিতবত্যঃ ॥ ১

দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ।
তত্রাবিভূর্য় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্ ॥
স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ।
সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীরুভুতো নন্দনন্দনঃ ॥

টীকা।—ইতি গোপ্য ইতি। এবং প্রভৃতি চিত্রধা অনেকধা। সুস্বরম্ উচ্চৈঃ। কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ ॥ ১

অনুবাদ—হে মহারাজ! কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিত গোপী-গণ এইরূপে গান ও নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বাধ্যায়ের তাৎপর্য্যে আমরা গোপী-বিলাপের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা বলিয়াছি। প্রেমতত্ত্বজ্ঞ শুকদেবও বলিলেন,—গোপীগণ সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনের স্বর কাহারও মিষ্ট বোধ হয় না; কিন্তু গোপীদিগের রোদন ভক্তযোগী শুকদেবের সুমধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল; তাই বলিলেন,—"সুস্বরং রুরুদুঃ", অর্থাৎ মধুর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। "সুস্বর" ভিন্ন আর কি বলিবেন, কোন্ শব্দ দ্বারা গোপী-বিলাপের মধুরতা অবিকল প্রকাশ করিবেন?—সে মধুরতা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ নাই। অতএব শুকদেব কেবল "সুস্বর" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। পরন্তু প্রাকৃত মানব "সুস্বর" বলিলে যাহা বুঝে, গোপী-বিলাপের স্বর তদপেক্ষা মধুর,—তদপেক্ষা মধুরতর,—তদপেক্ষাও মধুরতম। একব্যক্তি প্রাকৃত সংগীতের সুস্বর শুনিয়া অপরকে তাহা অবিকল অনুভব করাইতে সক্ষম হয়েন না। সুতরাং অপ্রাকৃত গোপীগীতের মধুরতা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। ক্ষণপ্রিয় কাম্য বস্তুর বিরহে যে রোদন, তাহাই শ্রুতিকটু; সুতরাং অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু নিত্যপ্রিয় প্রেমোচিত পরম বস্তুর অদর্শনে যে রোদন, তাহা সুমধুর ও বাঞ্ছনীয়। সে বস্তুর জন্য যিনি কখনও প্রাণ খুলিয়া রোদন করিয়াছেন বা সে রোদন অন্তরের সহিত শুনিয়াছেন, তিনিই তাহার মধুরতা বুঝিবেন। শুকদেব বুঝিয়াছিলেন, তাই মধুরতার লোভ দেখাইয়া বৃথাশ্রুপাতক মানবকে গোপীর ন্যায় রোদন করিতে বলিতেছেন ॥১

———

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ সস্মিত-বদনকমলঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীতাম্বরং ধরতীতি তথা) স্রগ্বী (বনমালা) সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ (স্বয়ং মন্মথস্য মনঃ মথ্নাতীতি তথা, স্বয়ং মদনমোহনঃ) শৌরিঃ (শূরপৌত্রঃ কৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং সমীপে) আবিরভূৎ (প্রকটো বভূব ॥ ২

টীকা।—সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মনস্যাদগতঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ ॥ ২

অনুবাদ—বনমালালঙ্কৃত পীতাম্বর শূরকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মদন-মোহন-রূপে সহাস্য-মুখে গোপীদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥২

তাৎপর্য্য।—আবার আমাদের সেই শ্রুতি-বাক্য স্মরণ হইল, "এই আত্মা প্রবচন, অর্থাৎ গুরু, মেধা ও অনেক শাস্ত্র শ্রবণেও লভ্য হয়েন না; ইনি যাহাকে চাহেন অর্থাৎ যথার্থ ভক্ত বলিয়া বুঝেন; এই আত্মা তাহারই নিকট নিজ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ভগবান্ বাসুদেব শ্রুতিমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই জীবহিতার্থ অভিনয় করিয়া দেখাইলেন,—ঐকান্তিক প্রেম-রূপিণী গোপীদিগের সমীপে নিজ সচ্চিদানন্দ তনু প্রকাশ করিলেন। গোপীগণ স্তব, স্তুতি, অনুনয়, বিনয় পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তন্ন তন্ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন অন্বেষণ করিয়াও

কৃষ্ণ দর্শন পাইলেন না ; এখন ভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত,—যাচকের ন্যায় হাজীর। অভ্রান্ত উপনিষদের বর্ণে বর্ণে মিলিত,—সুস্পষ্ট লীলার্থ ত্যাগ করিয়া আমরা যদি দম্ভভরে কল্পিতার্থ করিতে যাই, তবে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

ভগবান্ দেখাইলেন,—আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসী মানবদিগকে অভিনয় করিয়া দেখাইলেন ; আমাকে,—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী আমাকে শাস্ত্রালোচনায় পাইবে না,—মেধায় পাইবে না,—গুরূপ-দেশে পাইবে না ; ধ্যানে, জ্ঞানে, যোগে, যাগে পাইবে না ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিলেও পাইবে না ; পরন্তু সমস্ত সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক স্থানে উপবেশন করিয়া, গোপীর ন্যায় আমার আশাপথ চাহিয়া থাক,—আমার জন্য প্রাণ খুলিয়া রোদন করিতে থাক ; আমি স্বয়ং গিয়া দর্শন দিব,—ঐকান্তিক প্রেমের বলবৎ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দর্শন দিব, আমি অকপট প্রেমের অধীন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলায় কামগন্ধও নাই, ইহা আমরা প্রথমাধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃত রাস-লীলার সময় হইয়াছে ; তাই শুকদেব বলিলেন,—"সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" অর্থাৎ সাক্ষাৎ মদন-মোহন রূপে আবির্ভূত হইলেন। কাম নিজে যে রূপের কাছে মুগ্ধ হইয়া যায়, ভগবান্ সেইরূপ রূপে রাস-লীলা করিতে আসিলেন। সে রূপ দেখিলে কামের ক্রিয়া একবারেই থাকে না ; কাম নিজে ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়াও সেই মদনমোহন রূপ-সাগরে ডুবিয়া যায়, মাথা তুলিতে পারে না ; তুলিতে চায়ও না। রাসলীলার শেষে আমরা এই মদনমোহন রূপের যথাসাধ্য

বিস্তারিত আলোচনা করিব; এখন সঙ্ক্ষেপে বলিয়া রাখি,— ত্রিগুণ-সম্বন্ধশূন্য অভূতাবৃত পরমানন্দে যদি কোনো রূপ হয়, তাহাই মদনমোহন রূপ। মদন মায়িক রাজ্যের লোক; সে মায়িক ভূতাবৃত পরমানন্দের আভাসই আস্বাদন করিয়া থাকে, সুতরাং তৃপ্ত হইতে পারে না; যেদিন, যেস্থানে নিখিলানন্দের মূল-স্বরূপ অনাবৃত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার পাইবে, সেই দিন, সেই স্থানেই পরিতৃপ্ত বা মুগ্ধ হইয়া যাইবে। আজ গোপীদিগের নিকটে নিখিলানন্দের মূলস্বরূপ সেই পরমানন্দ মূর্ত্তিমান্; অতএব তিনি মন্মথমন্মথ অর্থাৎ মদনমোহন। আনন্দময় ঐ অলোক রূপরাশি মদনমোহন রূপ ধ্যান করিতে গেলেই, মস্তকে পিচ্ছ, কর্ণে মকর কুণ্ডল, নাসায় অগুরুতিলক, অধরে মোহন মুরলী, হস্তে মণিময় কেয়ূর ও বলয়, কটিতে পিনদ্ধ পীতধটী ও চরণে রণরণায়মান নূপুর-বিশিষ্ট নটবরোচিত ত্রিভঙ্গ নব-নীরদ-শ্যাম গোপ, কিশোর-ভাবুক সন্তক্তের হৃদয়ে আপনা আপনিই অনুভূত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুগন্ধি, যাহা কিছু সুশীতল, যাহা কিছু সুস্বর এবং যাহা কিছু সুরস, তাহারই মূল তত্ত্ব মিলিত হইয়া মদনমোহন রূপ। পিচ্ছচূড়ায়, পীতাম্বরে, বনমালায় ও নূপুরাদি অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য, অগুরুচন্দনে সুগন্ধ, মোহন মুরলীতে সুস্বর, নব-জলদ-শ্যামে সুশৈত্য এবং চিদানন্দময় ত্রিভঙ্গ-বিগ্রহে পরমানন্দরূপ সুরস; ইহাই মদনমোহন রূপ,—ইহাতেই মদন মুগ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মদন-মোহন রূপে গোপীসন্নিধানে আবির্ভূত হইলেন॥ ২

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তম্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥৩

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বাঃ অবলাঃ (ব্রজবালাঃ) তন্বঃ (করচরণাদয়ঃ) আগতং (মৃতদেহে সহসা প্রত্যায়াতং) প্রাণমিব তং প্রেষ্ঠম্ (প্রিয়তমং মদনমোহনম্) আগতম্ (আবির্ভূতম্) অবলোক্য (দৃষ্ট্বা) প্রীত্যুৎফুল্ল-দৃশঃ (প্রীত্যা উৎফুল্লাঃ দৃশঃ যাসাং তাঃ আনন্দবিকশিতনেত্রাঃ) সত্যঃ) যুগপৎ (সমং) উত্তস্থুঃ (উত্থিতবত্যঃ) ॥ ৩

টীকা।—তন্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩

অনুবাদ।—অবলা ব্রজবালাগণ মৃতদেহে সহসা প্রত্যাগত প্রাণের ন্যায় প্রিয়তমকে সমাগত দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে সকলেই যুগপৎ উত্থিত হইলেন ॥ ৩

তাৎপর্য্য—কৃষ্ণদর্শনে গোপীদের অবস্থা প্রকাশ করাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ ও মনের মন।" কৃষ্ণপ্রাণ গোপীগণ সেই প্রাণের প্রাণ হারাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; এখন প্রাণ-প্রিয়তমকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, পুনর্জীবনলাভে সানন্দে যুগপৎ উত্থিত হইলেন। ঐ শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই ভক্তযোগী শুকদেব মৃতদেহের সহিত গোপী-দিগের এবং পুনরাগত প্রাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপমা দিলেন। ভগবৎপ্রাণ প্রেমিক ভক্ত! গোপীর অবস্থা বুঝিয়া লও। আমরা ভক্তিহীন, গোপীদের অবস্থা বুঝাইতে পারিলাম না ॥৩

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেজ´গৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্‌বাহুমংশে চন্দনরূষিতম্‌।
কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্‌।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (গোপী) মুদা (পরমানন্দেন) অঞ্জলিনা (করপুটেন) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) করাম্বুজং (করকমলং) জগৃহে (গৃহীতবতী); কাচিৎ (অন্যা) চন্দনরূষিতং (চন্দনেন রূষিতং চন্দনচর্চ্চিতং) তদ্‌বাহুম্‌ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বাহুম্‌) অংশে (নিজস্কন্ধে) দধার (স্থাপিতবতী); কাচিৎ (অপরা) তন্বী (সুন্দরী) অঞ্জলিনা (করপুটেন) তাম্বূলচর্ব্বিতম্‌ (চর্ব্বিততাম্বূলম্‌) অগৃহ্লাৎ (জগ্রাহ); সন্তপ্তা একা (গোপী) তদঙ্ঘ্রিকমলং) তস্য চরণপদ্মং) স্তনয়োঃ ন্যধাৎ (দধার) ॥ ৪

টীকা।—অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন ॥ ৪

অনুবাদ।—কোনো গোপী পরমানন্দে যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন; কেহ তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু লইয়া নিজস্কন্ধে রাখিলেন; কোনো সুন্দরী গোপী অঞ্জলি-দ্বারা ভগবানের চর্ব্বিত তাম্বুল-গ্রহণ করিলেন; অপর এক সন্তপ্তা গোপী নিজস্তনের উপর শ্রীকৃষ্ণের পদকমল রক্ষা করিলেন ॥৪

তাৎপর্য্য।—শুকদেব পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দে যুগপৎ উত্থিত হইলেন, এখন পঞ্চ শ্লোকে গোপীদের পরমানন্দের পরিচায়ক আচরণের কথা বলিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎ-প্রিয়তমা শতশত গোপী ছিলেন, সকলের কথা পৃথক্ পৃথক্ বলা সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে সপ্তগোপার পরিচয় দিতেছেন।

প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মধ্যেও প্রেমের তারতম্য ছিল। প্রেম দুই প্রকার, তদীয়তাময় ও মদীয়তাময়। "আমি ভগবানের" এইরূপ ধারণার নাম তদীয়তাময় প্রেম, আর "ভগবান্ আমার" এইরূপ ভাবই মদীয়তাময় প্রেম। ইহার মধ্যেও আবার অনেক অবান্তর ভেদ আছে। "আমি ভগবানের নহি, ভগবান্ আমার", ইহা সামান্য জোরের কথা নহে; সুতরাং মদীয়তাময় প্রেমই যে, শ্রেষ্ঠ এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রথমে যিনি অঞ্জলি দ্বারা ভগবানের করগ্রহণ করিলেন, ইহাঁর প্রেম তদীয়তাময়, অর্থাৎ ইনি জানিতেন; আমি কৃষ্ণের। ইহা তাঁহার আচরণেই প্রকাশ পাইয়াছে। যখন তিনি নিজেই কৃষ্ণের কাছে যাইতেছেন এবং অঞ্জলি বন্ধন করিতেছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি আপনাকে কৃষ্ণের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার কাছে বিনয় ও নম্রতা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে; ইনি বিনয় ও নম্রতার ভাব দেখাইয়া আপন তদীয়তাময় প্রেমের পরিচয় দিলেন। যাঁহাদের তদীয়তাময় প্রেম, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠা। শ্রীচৈতন্য-সহচর প্রেমরসজ্ঞ গোস্বামী প্রভুপাদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইনিই চন্দ্রাবলী। অপরা গোপী ভগবানের হস্ত লইয়া আপন স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। এই গোপীতে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় দুই ভাবের

প্রেমই দেখা যায়। অনাহূত হইয়া অযাচিত ভাবে কৃষ্ণসমীপে যাওয়ায় তদীয়তাময় প্রেম প্রকাশিত হইল এবং ভগবানের হস্ত লইয়া আপন স্কন্ধে রক্ষা করায় স্বাধীনতাসূচক মদীয়তাময় প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া গেল। উভয়ের সমান ভাব না হইলে সখ্য হয় না; চন্দ্রাবলীর সহিত ইহাঁর সম্পূর্ণ সমান ভাব না হওয়ায় ইনি চন্দ্রাবলীর সখী হইতে পারিলেন না; আবার যাঁহাদের মদীয়তাময় প্রেম, তাঁহাদেরও সখী হইবার উপযুক্ত নহেন; অতএব তটস্থা, অর্থাৎ তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় ভাবের মধ্য-বর্ত্তিনী। বৈষ্ণব প্রভুপাদদিগের সিদ্ধান্তানুসারে, ইনি শ্যামলা। ইনি তটস্থা হইলেও মদীয়তাময় ভাব অধিক থাকায় শ্রীরাধারই সখী বলিয়া পরিচিত।

যিনি ভগবানের চর্ব্বিত তাম্বুল অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং যিনি আপন হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্ম রক্ষা করিলেন; স্বয়ং কৃষ্ণসমীপে যাওয়ায় এবং অধীনের ন্যায় দৈন্য প্রকাশ করায়, ইহাঁদের উভয়েরই সম্পূর্ণ তদীয়তাময় ভাব প্রকাশিত হইল। সম্পূর্ণ সমান ভাব হওয়ায় ইহাঁরা উভয়েই চন্দ্রাবলীর সখী; ইহাদের একের নাম শৈব্যা অপরের নাম পদ্মা ॥ ৪

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈর্নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—একা (অপরা) ভ্রূকুটিং (ভ্রূভঙ্গীম্) আবধ্য (কৃত্বা) প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রণয়কোপবিবশা) নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা (নির্দ্দষ্টঃ দশনচ্ছদঃ যয়া তথা ভূতা নির্দ্দষ্টাধরা সতী) কটাক্ষেপৈঃ (তীব্রকটাক্ষপাতৈঃ) ঘ্নতীব (শ্রীকৃষ্ণং তাড়য়ন্তীব) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত) ॥৫

টীকা।—ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রুবং কুটিলীকৃত্য প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা নির্দ্দষ্টাধরৌষ্ঠা কটাঃ কটাক্ষাস্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরিভবাস্তৈস্তাড়য়ন্তীবৈক্ষত ॥৫

অনুবাদ।—অপরা এক গোপী প্রণয়কোপে অধীরা হইয়া দন্ত দ্বারা অধর দংশনপূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গী-সহকারে এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ভগবান্‌কে তাড়না করিতেছেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ইনিই সর্ব্বগোপী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা। ইহাঁর পূর্ণ মদীয়তাময় ভাব, ইহাঁকেই মহাভাব বলে। ইহাঁর বিশ্বাস, কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের নহি; অতএব আমি কৃষ্ণের নিকটে যাইব না, কৃষ্ণ আমার নিকটে আসুন। তাই চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ-সমীপে দেখিয়া ইনি অভিমান-ভরে তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের পক্ষপাতিগণ যাহাই বলুন, আমরা বলিব, পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরাধিকার সম্পূর্ণ অধীন।

যেখানে গাঢ়তম প্রেম, সেইখানেই ভগবান্; প্রেমের অধীন ভগবান্,—ভগবানের অধীন প্রেম নহে; তাই প্রেমময়ী রাধার অধীন ভগবান্; ভগবানের অধীন রাধা নহেন। যিনি শ্রীরাধার ন্যায় মহাভাবরূপ প্রগাঢ় প্রেমে হৃদয় গঠিত করিতে পারিবেন, তিনি ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিবেন না; তিনি গৃহে বসিয়া আহ্বান করিলেই ভগবান্‌কে উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি ভগবানের উপর অভিমান করিতে পারিবেন,—জোর করিতে পারিবেন;—কৃপা চাহিবেন না। জগতে আমার কিছুই নাই এবং কেহই নাই; যদি "আমার" বলিবার কিছু থাকে এবং কেহ থাকে, তবে একমাত্র ভগবান্‌ই আমার; এইরূপ ধারণার নাম ভগবৎপ্রেম, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মানবের মধ্যেও যদি কেহ কাহাকেও অনুরাগভরে একান্তঃকরণে "আমার" বলে, তবে সে তাহারই হইয়া থাকে। ঐকান্তিক অনুরাগের শক্তিই এইরূপ। ভগবান্‌কেও যদি কেহ প্রেমভরে অকপটে অন্তরের সহিত "আমার" বলিতে পারে, তবে তিনি তাহারই হইবেন, তাহার ইচ্ছায় চলিবেন, আপনিই তাহার কাছে যাইবেন,—তাহার অধীন হইবেন। প্রেমের মূর্ত্তি শ্রীরাধা; ভগবান্ তাঁহার হইবেন, স্বয়ং তাঁহার কাছে যাইবেন, ইহা আবার বিচিত্র কি? শ্রীরাধাই তাই দেখাইবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ-সমীপে গেলেন না। প্রেমিক ভক্তের ভগবদ্-বিজয়ী মহিমা প্রদর্শনই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৫

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥৬

অন্বয়ঃ।—অপরা (অন্যা গোপী) অনিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং (অনিমীল-য়নাভ্যাং) তন্মুখাম্বুজম্ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখপদ্মম্) আপীতমপি (সম্যক্ আস্বাদিতমপি) সন্তঃ (সাধবঃ) যথা তচ্চরণং [তথা] জুষাণা (পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ন্তী) ন অতৃপ্যৎ (তৃপ্তিং নাপ) ॥৬

টীকা।—অনিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাম্ অনিমীলন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাম্ আপীতমপি সম্যক্ দৃষ্টমপি পুনঃ পুনঃ জুষাণা নাতৃপ্যৎ ॥৬

অনুবাদ।—অপর এক গোপী অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল দর্শন করিয়াও পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন, তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; যেমন সাধুগণ কৃষ্ণ-চরণ দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ॥ ৬

তাৎপর্য্য।—ইনি ভগবানের নিকটে গেলেন না, দৈন্যও দেখাইলেন না, অথচ দুই দিকই বজায় রাখিলেন। কৃষ্ণসমীপে না গিয়া অভিমানভরে মদীয়তাময় প্রেম প্রদর্শন করিলেন এবং অতৃপ্ত-নয়নে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। অতএব ইনি শ্রীরাধার সমভাবাপন্না, সুতরাং তাঁহার প্রধানা সখী বা সহচরী ; ইহাঁরই নাম ভক্ত-পরিচিত ললিতা। সাধক ভক্তগণ দৃষ্টান্তভাগ লক্ষ্য করিবেন,—"সন্তস্ত-চরণং যথা" কৃষ্ণ-চরণদর্শী সাধুগণের ন্যায় তিনি তৃপ্তিলাভ

করিতে পারিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়, শান্ত ও দাস্যভাবে ভগবানের চরণে অধিকার কিন্তু সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবে শ্রীমুখে। ললিতা মাধুর্য্যভাবের মূর্ত্তি, তাই ভগবানের মুখপদ্মেই তাঁহার নয়ন নিমগ্ন রহিল,—আর উঠিতে পারিল না। সে মুখ যে দেখিবে, তাহারই নয়ন তাহাতেই ডুবিয়া থাকিবে।

আমরা ভক্তিশাস্ত্রে ললিতার চিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারি, ইনি বড়ই প্রখরা ছিলেন। প্রখরা হইলেও কর্কশ-প্রখরা ছিলেন না,—ললিত-প্রখরা ছিলেন। ইনি ভগবান্‌কে বিন্দুমাত্রও ভয় করিতেন না। ভগবানের উপর ইহাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্বয়ং ভগবান্ ইহাকে ভয় করিতেন, এবং ইহাঁর অম্ল-মধুর ব্যঙ্গোক্তিতে অস্থির হইতেন। রাধাকৃষ্ণ সম্মিলনের প্রধান সহকারিণীই ললিতা। ললিতা ভগবৎপ্রেমে শ্রীরাধার অব্যবহিত নিম্নবর্ত্তিনী, প্রায় সমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শ্রীরাধার যেমন ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় মদীয়তা-ভাব, ললিতারও প্রায় সেইরূপ। সেই জন্য ললিতাও শ্রীরাধার ন্যায় স্বয়ং ভগবানের নিকট না গিয়া কেবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ নিরীক্ষণের ভিতর আনন্দই অসীম। মদনমোহনরূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি অনিমেষ নয়নে আনন্দময়ের মুখকমল দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্তরের অভিলাষ, ভগবান্ আমার কাছে আসুন; আমি একবার ভগবানের উপর ভক্তের স্বাধীনতা এবং ভক্তের নিকট ভগবানের অধীনতা জগৎকে দেখাই ॥ ৬

———

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্যচ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥৭

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (গোপী) নেত্ররন্ধ্রেণ (নয়নচ্ছিদ্রদ্বারা) তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদিকৃত্য (হৃদয়ং নীত্বা) নিমীল্য চ (নেত্ররন্ধ্রং পিধায় চ) পুলকাঙ্গী (লোমাঞ্চিতগাত্রা সতী) যোগীব (সমাধিস্থ ইব) আনন্দসংপ্লুতা (পরমনির্বৃতিনিমগ্না) আস্তে (অবতিষ্ঠতে) ॥৭

টীকা।—হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেত্যর্থঃ ॥৭

অনুবাদ।—কোনো গোপী নেত্ররন্ধ্র দ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়ে লইয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক যোগীর ন্যায় পরমানন্দে পুলকিতা হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—ইহাঁর আচরণ ললিতারই ন্যায়; অতএব ইহাঁর ভাবও মদীয়তাময়; এই নিমিত্ত ইনিও শ্রীরাধার সুপ্রসিদ্ধ সখী; ইহাঁর নাম বিশাখা। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্ত টীকাকারগণ পৌরাণিক মতানুসারে বলেন,—শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগভাজন তিনশত কোটী গোপী ছিলেন। ইহা আপাততঃ অতীব অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মূল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও গোপী-তত্ত্ব চিন্তা করিলে, অসম্ভাবনার অবকাশ থাকে না; বরং ইহা অপেক্ষা অধিক বলিলে বা অসংখ্য বলিলেও সম্ভবপর হয়। আমরা যথাবসরে এ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোপীদিগের অনেক যূথ বা সম্প্রদায় বা

দল ছিল। এক এক যূথের প্রত্যেক যূথেশ্বরী ছিলেন এবং এক এক যূথেশ্বরীর অষ্ট অষ্ট সখী ছিলেন। সমস্ত যূথেশ্বরীর ও সমস্ত সখীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়; এই নিমিত্ত এখানে কেবল প্রধানা দুই যূথেশ্বরী ও পাঁচ সখীর কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃত -কৃষ্ণোপাসনা আমাদের ন্যায় মন্দাধিকারীর উপযুক্ত নয়। প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে এবং পরমানন্দলাভের পিপাসা বলবতী হইলে, সদ্‌গুরুর উপদেশে আপন অধিকারানুসারে ঐ সকল সখীদিগের একতমের অনুবর্ত্তী হইতে হয়। সখীর অনুবর্ত্তী হওয়া আর ভাবের অনুবর্ত্তী হওয়া একই কথা; কারণ সখীদিগের ভাবময়ী মূর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের ন্যায় মেয়েমানুষ নহেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আমাদের ন্যায় মন্দ-মানুষ নহেন। অতএব মেয়ে সাজিয়া মহাভাব-রূপিণী শ্রীরাধার সখী হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, বরং তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। আপনার হৃদয় গোপীভাবে ভাবিত করিতে হইবে; এই জন্যই গোপীভাবে কৃষ্ণোপাসনার ব্যবস্থা। যে সখীর ভাবে উপাসনা করিবে সেই সখী অপর উচ্চতর সখীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। ইহার পর আরও উচ্চতর বা সূক্ষ্মতর ভাব আছে, তাহাকে মঞ্জরী বলে। সখীগণ সাধককে মঞ্জরীর নিকটে লইয়া যাইবে, এবং মঞ্জরীগণ মহাভাবরূপ শ্রীরাধার নিকট লইয়া যাইবে; তখনই পরিপূর্ণ আনন্দ-বিগ্রহের সহিত আলিঙ্গন হইবে। প্রেমের মূর্ত্তি সখী এবং ভাবের মূর্ত্তি মঞ্জরী। "প্রেমের বিশদ অর্থ ভালবাসা, সেই ভালবাসার অভিপ্রায়-বিশেষের নাম ভাব।

যেমন এক ব্যক্তিকে তাহার মা ভাল বাসে, পত্নী ভালবাসে এবং ভগিনী ভালবাসে; ঐ তিন জনের ভালবাসা একই প্রকার; কিন্তু ভাব ভিন্ন ভিন্ন। ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম ও ভাবের বিভিন্নতাও সেইরূপ। ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তি-শাস্ত্রে সখী ও মঞ্জরীর বিভাগ। যাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক এবং ভগবদুপনিষদের অষ্টমাধ্যায়স্থ চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ শ্লোক পাঠ করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণলাভের সোপান-স্বরূপ সখী হইতে সখ্যন্তর বা ভাব হইতে ভাবান্তর-প্রাপ্তি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। উপনিষদে এবং ভগবদ্গীতায় যে, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকী দেবতার কথা আছে, ভক্তিশাস্ত্রে সখী ও মঞ্জরীর কথা ঠিক্ সেইরূপ। সেখানে যেমন এক এক দেবতার সাহায্যে দেবতান্তরে যাওয়া, এখানে সেইরূপ এক এক ভাবের সাহায্যে ভাবান্তরে যাওয়া। তথাপি গোপী-দিগের যে, রূপ নাই এমন নহে; যাঁহারা ভাবের রূপ ভাবনা করিতে পারেন, তাঁহারাই গোপীর রূপ ধারণা করিতে সমর্থ। বরং নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা কথঞ্চিৎ সাধ্য, কিন্তু আনন্দের ও ভাবের রূপ ধারণা করা বড়ই দুঃসাধ্য॥ (সে বড় শক্ত ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই)॥ ৭

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥৮

অন্বয়ঃ।—কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ (কেশবস্য আলোকঃ তেন যঃ পরমোৎসবঃ তেন নির্বৃতাঃ কৃষ্ণদর্শনানন্দতৃপ্তাঃ) সর্ব্বাঃ তাঃ (গোপ্যঃ) জনাঃ (জীবাঃ) প্রাজ্ঞং (সুষুপ্তিসাক্ষিণং) প্রাপ্য যথা [তথা] বিরহজং (কৃষ্ণাদর্শনসম্ভবং) তাপং (মনোব্যথাং) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥৮

টীকা।—প্রাজ্ঞম্ ঈশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্ষবো জনাঃ। যদ্বা, প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ। যদ্বা, প্রাজ্ঞং সৌষুপ্তং প্রাপ্য যথা বিশ্বতৈজসাবস্থা জীবাঃ ॥৮

অনুবাদ।—জীবগণ সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যেমন সন্তাপশূন্য হয়, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহ-সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥৮

তাৎপর্য্য।—প্রাকৃত জীবের অবস্থা তিন প্রকার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। ঐ তিন অবস্থাতে দেহান্তর্গত চৈতন্য সমভাবেই থাকে। যখন জীব জাগিয়া থাকে, যখন স্বপ্ন দেখে এবং যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন জীবগত বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হয় এবং বুদ্ধির অধীন দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থান্তর হইয়া থাকে; কিন্তু জীব দেহাভিমানী; এই নিমিত্ত উহা জীবেরই অবস্থান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন নাট্যশালায় অভিনয়ের সময়ে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে কেহ বা ঘুমাইতেছে, কিন্তু নাট্যশালাস্থ প্রদীপ বিভিন্নাবস্থাপন্ন

অভিনেতাদিগকে প্রকাশ করিয়া নিজে সমভাবেই প্রকাশিত থাকে, সেইরূপ দেহান্তর্গত চৈতন্য অহঙ্কার-সংবলিত দেহেন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সমভাবেই প্রকাশিত থাকে। সাধক-সুহৃৎ শাস্ত্রকারগণ উপাসকদিগের সুবিধার নিমিত্ত ঐ তিন অবস্থার অন্তর্গত একই প্রকার চৈতন্যের তিন প্রকার নাম করণ করিয়াছেন। জাগ্রদবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম তৈজস এবং সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ। যাঁহারা শান্তিলাভের জন্য সাধনা করিবেন, তাঁহাদের এ বিষয় অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যেমন দেহের অন্তর্গত শিরামাত্রেরই সাধারণ নাম শিরা, কিন্তু চিকিৎসা-শিক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক শিরার বিশেষ বিশেষ নাম জানিতেই হইবে, সেইরূপ সকল অবস্থার চৈতন্যের সাধারণ নাম চৈতন্য হইলেও সাধকদিগকে বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে চৈতন্যের বিশেষ বিশেষ নাম জানিতেই হইবে।

জাগ্রদবস্থায় জীব, স্থূল দেহ ও হস্তপদাদি স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে এবং কর্ণ-নেত্রাদি স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দরূপাদি স্থূল বিষয় ভোগ করিয়া তাৎকালিক আনন্দলাভ করে, আবার অভিলষিত বিষয়াভাবে দুঃখিত হয়। বিশ্বনামক চৈতন্য জাগ্রদবস্থার সাক্ষী। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল দেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন জীব সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা সংস্কার-কল্পিত কার্য্য করে এবং সংস্কার-কল্পিত বিষয় ভোগ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তদভাবে দুঃখিতও হয়। ঐ অবস্থায় তৈজস-নামক

চৈতন্য সমভাবেই সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশমান থাকে। সুষুপ্তি-অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ই বিলীন হইয়া যায়; এমন কি, মন-বুদ্ধিরও বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যে বিক্ষেপ-স্বভাব মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান না থাকায়, জীব তখন সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া, অবাধ শান্তিসুখ অনুভব করে। সুষুপ্তি-অবস্থায় কোনও দুঃখের অনুভূতি থাকে না; ইহা সর্ব্বজন-বিদিত, আর নির্ম্মল শান্তিসুখের আস্বাদন থাকে, ইহা শাস্ত্র-সম্মত এবং সুধীগণের অনুমিত। যদি দেহান্তর্যামী প্রাজ্ঞনামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে জীবের পরম শান্তিলাভ হয়, তবে যিনি প্রাজ্ঞচৈতন্যের মূলস্বরূপ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কিরূপ আনন্দ হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

গোপীগণ গৃহ ভুলিয়াছিলেন, দেহ ভুলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাহ্য বিষয়ে ই[ন্দ্রি]য়ের আসক্তি ছিল না; সুতরাং প্রথমে অন্তরস্থ প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া প্রেমনেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক বাহিরেও সবিগ্রহ প্রাজ্ঞের দর্শন পাইলেন; অতএব তাঁহাদের আনন্দ সুষুপ্ত জীবের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণে অধিক,—তাঁহাদের অন্তরে নিরাকার আনন্দের আস্বাদন এবং বাহিরে সবিগ্রহ আনন্দের দর্শন। প[রমা]নন্দময় মদনমোহন-রূপ-দর্শনে ভক্তের যে আনন্দ হয়, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই; এজন্য মহর্ষি নিরুপায় হইয়া প্রাজ্ঞানন্দের সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণানন্দের কেবল ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন।

মহর্ষি বলিলেন,—"জহুর্বিরহজং তাপম্" অর্থাৎ গোপীগণ

কৃষ্ণ-বিরহ-জন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। এ কথা শুনিয়া আমাদের লাভ কি? আর গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে সন্তপ্ত হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শন পাইয়া সন্তাপ ত্যাগ করিলেই বা আমাদের বৃদ্ধি কি? ফলতঃ গোপী মরুক আর বাঁচুক, আমাদের তাহাতে কিছুই ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। আমরা গোপীর কাছে যদি কিছু শিক্ষা পাই, তবেই তাহাদের অবস্থা আমাদের শুনিবার বিষয়। কিন্তু প্রণিধান-পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, গোপীদিগের অবস্থায় আমাদের চরম শিক্ষা রহিয়াছে। বস্তুতঃ গোপীর কৃষ্ণবিচ্ছেদ নাই, গোপী ভগবানের সহিত একাত্মা; সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণ বিরহ-জন্য সন্তাপও নাই। গোপী সাধারণ মানবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেই জীবের চিরশান্তি।

বাস্তবিক, যদি আমরা কৃষ্ণ-স্বরূপ স্মরণ রাখিয়া ভাবিয়া দেখি, তবে বেশ বুঝিতে পারি; আমরা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেই এত দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এবং জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যে পরিমাণে অশান্তি অনুভব করি, তাহার শতাংশের একাংশও শান্তিসুখ প্রাপ্ত হই না। তাহার কারণ যে, কেবল কৃষ্ণ-বিরহ, সেইটিই আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা দুঃখকেই সুখ ভাবিয়া বসিয়া আছি। বহু কাল বা বহুজন্ম সাংসারিক সন্তাপ সহ্য করিয়া সন্তাপ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং পরিত্রাণের চেষ্টাও নাই। যে ব্যক্তি কোন

অপরাধে বশতঃ এক বার মাত্র অতি অল্প দিন কারারুদ্ধ হইয়াছে, সে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি কারাগারে বহুদিন প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কারাযন্ত্রণা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে পাই, সে বিনা বেতনে অনিচ্ছায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে; ক্ষণকাল গুপ্ত বিরামে প্রাণান্তকর প্রহারও লাভ করিতেছে; আবার অবসর মতে সম-বৃত্তি ভ্রাতৃগণের সহিত হাস্য পরিহাসেও বিরত নহে। তাহার নিজ গৃহ ও নিজ জন স্মরণেই আইসে না। আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আমরা বহু জন্ম সংসার-কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি; আমাদের এ যন্ত্রণা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; তাই অবিরাম যন্ত্রণার মধ্যেও আবার সময়ে সময়ে স্ত্রীপুত্র-নামক স্বকর্ম্মভোগী কারা-বাসী দিগের সহিত আমোদ-প্রমোদও করিয়া থাকি। আমরা নিজ ভবন ও নিঃস্বার্থ বন্ধুকে ভুলিয়া গিয়াছি,—আনন্দময়কে হারাইয়াছি—তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। যেদিন গোপীর ন্যায় প্রাণের বন্ধুর নিমিত্ত রোদন করিতে পারিব, সেই দিন দেখিব, সম্মুখে মদন-মোহনরূপ,—সেই দিন আমাদের সকল সন্তাপ বিদূরিত হইবে ॥ ৮

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥৯

অন্বয়ঃ।—তাত (হে বৎস) ভগবান্ অচ্যুতঃ (সত্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বিধূত-শোকাভিঃ (বিধূতঃ শোকঃ যাসাং তাঃ তাভিঃ অপগত-সন্তাপাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) বৃতঃ (পরিতো বেষ্টিতঃ সন্) পুরুষঃ (ঈশ্বরঃ) শক্তিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিময়স্বরূপশক্তিভিঃ) যথা (যদ্বৎ রোচতে ইত্যর্থঃ তথা) অধিকং (নিরতিশয়ং) ব্যরোচত (শুশুভে) ॥৯

টীকা।—পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভির্যথা। যদ্বা, উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিভিঃ। যদ্বা, পুরুষোঽনুশায়ী প্রকৃত্যাদ্যুপাধিভির্বৃতো যথা বিরোচতে তদ্বৎ ॥৯

অনুবাদ।—যেমন ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যাদিময় নিজ স্বরূপ-শক্তি দ্বারা শোভিত হয়েন সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকশূন্য গোপীগণে পরিবৃত হইয়া নিরতিশয় শোভিত হইলেন ॥৯

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দমাত্র; সুতরাং নির্ব্বিশেষ। শোভার কথা দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষ বস্তুর ধারণাই হয় না। সেই নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের ঘনীভূত, অপ্রাকৃত বিগ্রহ-বিশিষ্ট ও হ্লাদিনীপ্রভৃতি স্বরূপ-শক্তিগণে সমাশ্লিষ্ট যে প্রকাশ, তাহাই ভক্ত-সাধকের পরমানন্দ-দায়ক। সেরূপের তুলনা নাই। ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে সেই অতুলনীয় অপ্রাকৃত আনন্দময় রূপেরই বিকাশ ॥ ৯

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥ ১০
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ —বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (গোপীঃ) সমাদায় (নীত্বা) বিকসৎ-কুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল-ষট্পদং শরচ্চন্দ্রাংশু-সন্দোহ-ধ্বস্ত-দোষাতমঃ (শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ ধ্বস্তম্ অপনীতং দোষায়াঃ রাত্রেঃ তমো যত্র তৎ) কৃষ্ণায়াঃ (যমুনায়াঃ) হস্ত-তরলাচিত-কোমলবালুকং (হস্তরূপৈঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আচিতাঃ আস্তৃতাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তৎ) শিবং (সুখদং) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনং (তটবিশেষং) নির্ব্বিশ্য (প্রবিশ্য) [রেমে ইতি শেষঃ] ॥ ১০॥১১

টীকা।—বিকসৎকুন্দমন্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্পদা যস্মিন্ তৎ শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ সমূহৈর্ধ্বস্তং দোষাতমঃ রাত্রিগতং তমো যস্মিন্ তৎ। অতঃ শিবং সুখকরং কালিন্দ্যা হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতাঃ কোমলা বালুকা যস্মিন্ তৎ। এবম্ভূতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্ব্বিশ্য তত্র তাভিবৃতো ঽধিকং ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ১০

অনুবাদ। যমুনা পুলিনের যে স্থানে শরচ্চন্দ্রের সুবিমল আলোকে নৈশ তিমির বিদূরিত হইয়াছিল, যে স্থানের সুকোমল বালুকাসকল যমুনার তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা সমভাবে আস্তৃত হইয়াছিল, যে স্থানের প্রফুল্ল কুন্দ ও মন্দারপুষ্প বায়ু-সহকারে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে সেই পরম সুখকর স্থানে লইয়া গেলেন ॥ ১০ ॥ ১১

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো,মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈ,-রচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে॥১২

অন্বয়ঃ।—তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রুজঃ (তস্য ভগবতঃ দর্শনেন য আহ্লাদস্তেন বিধূতা অপগতা হৃদো হৃদয়স্য মনসঃ রুক্ সন্তাপঃ যাসাং তাঃ (গোপ্যঃ) শ্রুতয়ঃ যথা (বেদা ইব) মনোরথান্তং (মনোরথঃ কামঃ তস্য অন্তং সমাপ্তিং) যযুঃ (প্রাপুঃ) আত্মবন্ধবে (স্বসুহৃদে) কুচকুঙ্কুমাচিতৈঃ (স্তনস্থ-কুঙ্কুমেন রঞ্জিতৈঃ) স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) উত্তরীয়ৈঃ (উত্তরীয়বস্ত্রৈঃ) আসনম্ অচীক্লৃপন্ (রচয়ামাসুঃ॥ ১২

টীকা।—তাশ্চ মনোরথানামন্তং যযুঃ পূর্ণকামা বভূবুঃ শ্রুতয়ো যথেত্যয়মর্থঃ। যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যস্তত্তৎকামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি। জ্ঞানকাণ্ডেতু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বৎ। আপ্তকামা অপি প্রেম্না তমভজন্নিত্যাহ স্বৈরিতি। অচীক্লৃপন্ রচয়ামাসুঃ। আত্মবন্ধবে অন্তর্যামিণে॥ ১২

অনুবাদ।—কৃষ্ণ-দর্শনজন্য আনন্দে গোপীদিগের মনস্তাপ দূর হইল; শ্রুতির ন্যায় তাঁহাদের মনোরথ শান্তি লাভ করিল। তাঁহারা আত্মবন্ধুর উপবেশনের জন্য নিজ নিজ উত্তরীয় দ্বারা আসন নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন॥ ১২

তাৎপর্য্য।—বেদ জীবের হৃদয়েই আছে। সমস্ত জীবের সমষ্টিই ব্রহ্মা; অতএব ব্রহ্মা হইতে যখন বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন ব্রহ্মাংশ জীবের হৃদয়ে বেদ অবশ্যই থাকিবে। যখন কোনো মনুষ্য আপনাকে সমষ্টিরূপে ধারণা করিতে পারিবে, তখন তাহার হৃদয়ে সমস্ত বেদ ঈশ্বরপ্রসাদে আপনা আপনিই

উদিত হইবে। এখনো আমরা এই অবস্থাতেই ক্ষুদ্র হইয়াও যদি ক্ষণকালের জন্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, শত্রু ও মিত্র, ভাল ও মন্দ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ভুলিয়া অন্তঃকরণকে অন্তর্মুখ করিতে পারি, তখনই দেখিব, আমাদের হৃদয়ে সমস্ত বেদ চিদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তখন মনের সন্তাপ ও শান্তির হেতু আপনা আপনিই বুঝিতে পারিব। বেদ শব্দময়, শব্দই বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; অতএব যে পর্য্যন্ত শব্দের সামর্থ্য, সেই পর্য্যন্তই বেদের অস্তিত্ব; যেখানে শব্দ চলেনা, সেই খানে বেদের নিবৃত্তি। আমরাও যতক্ষণ শব্দ লইয়া বিচার বিতণ্ডা করিব, ততক্ষণ নিবৃত্তি পাইব না; নানার্থ-বাচক শব্দ ছাড়িলেই নিবৃত্তি পাইব। ইহা আমরা ক্ষণকালের জন্যও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ॥" অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি নানাভ্রম অতিক্রম করিবে, তখন তোমার শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে।

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে শ্রুতির ন্যায় অর্থাৎ বেদের ন্যায় মনোরথের অর্থাৎ কামরূপ মনশ্চাঞ্চল্যের পরপার প্রাপ্ত হইলেন,—তাঁহারা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাইলেন। বেদ কর্ম্ম-কাণ্ডে ইন্দ্রাদি-শব্দ-বাচ্য নানা দেবতার রূপ বর্ণন করিলেন, যাগ যজ্ঞাদি নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা দিলেন এবং সেই সেই ক্রিয়া-কলাপের নানা প্রকার মনোলোভন ফলেরও পরিচয় দিলেন; কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না;—বেদের আকাঙ্ক্ষা

মিটিল না। পরে জ্ঞানকাণ্ডে "অতন্নিরাস" করিয়া অর্থাৎ শব্দবাচ্য সমস্ত প্রাকৃত পদার্থের ও সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের নিষেধ করিয়া, চরম লক্ষ্য "অশব্দ" পদার্থের সমর্থনপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন। ব্রজ-গোপীগণও কাত্যায়নী পূজা করিয়া এবং কায়িক কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত বৃন্দাবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্তব্য পাইলেন না,—নিবৃত্ত হইতেও পারিলেন না। পরিশেষে কায়ক্রিয়ায় অনাদরপূর্ব্বক সমস্ত জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পরমাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং তখনই দেখিলেন, বেদের লক্ষ্য অশব্দ, পদার্থ মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্রুতি অতন্নিরসন দ্বারা যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া নিবৃত্তি পাইলেন; গোপী সেই বস্তু স্বচক্ষুতে দর্শন করিলেন; সুতরাং গোপীর আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেল; গোপী ব্রহ্মনির্দ্দেশিনী শ্রুতির ন্যায় পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রুতি অশব্দ পরব্রহ্ম লক্ষ্য করিয়া আর শব্দ যোগাইতে পারিলেন না;—সুতরাং নিবৃত্ত হইলেন। গোপীর মনোরথ, বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের আস্বাদন পাইয়া চরিতার্থ হইয়া গেল।

আমরা ব্রহ্ম বুঝি নাই, তাই শব্দদ্বারা অপরকে ব্রহ্ম বুঝাইতে যাই এবং শব্দদ্বারা বিভিন্ন মতের খণ্ডন করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে কটিবন্ধন করি; কিন্তু ইহা স্থির, যেখানে শব্দের নিবৃত্তি, সেইখানেই ব্রহ্মজ্ঞান এবং যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেইখানেই মনোরথের নিবৃত্তি। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং ইহাই বেদের চরম অভিপ্রায়।

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইলেন;

আবার বলিতেছেন, "আত্মবন্ধুর উপবেশনের জন্য আসন রচনা করিলেন।" মনোরথের সমাপ্তি হইলে আবার ক্রিয়া কেন?—আবার সেবা কেন? প্রেমের স্বভাবই এইরূপ। প্রেম ত নিজের প্রয়োজন বুঝে না প্রেম সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না;—প্রয়োজন না থাকিলেও সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"মুক্ত পুরুষেরাও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ-ধারণ-পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন" ইহা জ্ঞানী ও যোগীর অনুমোদিত না হইলেও প্রেমিকের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ সেবাই প্রেমের স্বভাব। আত্মমর্য্যাদা, আত্মসুখ আত্ম-সেবার দিকে প্রেমের লক্ষ্যই থাকে না। প্রেম-পাত্রের সেবা করিয়াই প্রেম পরিতুষ্ট। কামনামক সাংসারিক মলিন প্রেমেও ইহার আভাস পাওয়া যায়; জননীর কাছে পাওয়া যায়, পতিরতা পত্নীর কাছে পাওয়া যায় এবং অকপট বন্ধুর কাছেও পাওয়া যায়। অতএব প্রেমিক ভক্তের যে, ভগবৎসেবা স্বাভাবিক, ইহা বলাই বাহুল্য। সেবার জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা দেখিয়াই ত ভগবান বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বয়ং সেবাগ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। যাহারা সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন না পায়, তাহারা ভগবৎ-প্রতিমার সেবা করিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে॥ ১২

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরান্তর্হৃদি-কল্পিতাসনঃ (যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাধিভিঃ অন্তর্হৃদি একাগ্রচিত্তে কল্পিতং রচিতম্ আসনং যস্য সঃ) সঃ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বান্তর্যামী) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (গোপী-কল্পিতে আসনে) উপবিষ্টঃ (আসীনঃ) গোপীপরিষদ্গতঃ (গোপীনাং পরিষৎ সভা তস্যাং গতঃ) অর্চ্চিতঃ (সম্মানিতঃ সন্) ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং (ত্রৈলোক্যে ত্রিভুবনে যাঃ লক্ষ্ম্যঃ সৌন্দর্য্যাণি তাসাম্ একম্ অসাধারণং পদম্ আস্পদস্বরূপম্) বপুঃ (শ্রীবিগ্রহং) দধৎ (ধারয়ন্) চকাশ (শুশুভে॥ ১৩

টীকা।—গোপীসভাগতস্তাভিঃ অর্চিতঃ সম্মানিতঃ সন্ চকাশ শুশুভে। ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুর্দধৎ দর্শয়ন্॥ ১৩

অনুবাদ।—সমাধিসিদ্ধ যোগিগণ আপন আপন হৃৎপদ্মে যাঁহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট ও সম্মানিত হইয়া ত্রিভুবনস্থ সমস্ত সৌন্দর্য্যের অসাধারণ আস্পদ-স্বরূপ রূপ ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—শুকদেব বলিলেন,—যিনি যোগীর হৃদয়াসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, তিনি গোপীর উত্তরীয়াসনে উপবেশন-

পূর্ব্বক ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বাস্তবিকই যোগীর হৃদয়াসনে ভগবানের এরূপ শোভা হয় না। শোভা দুই প্রকার,—বাহ্য শোভা ও অন্তঃশোভা। বাহ্যশোভা রূপে, অন্তঃশোভা গুণে। যাহাদের কেবল বহির্দৃষ্টি, তাহারা দৈহিকরূপ, অলঙ্কার ও বেশভূষার চাকচিক্য দেখিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু যাঁহাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে, তাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্যাদিগুণেই মুগ্ধ হন। একজন প্রভূত-বিভবশালী নরপতি আপন সমকক্ষ নরপতির নিমন্ত্রণে তাঁহার সমলঙ্কৃত সৌধালয়ে গমনপূর্ব্বক স্বযোগ্য স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলে, বাহ্য শোভা হয়; কিন্তু তাহাতে অন্তঃশোভার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই বিভবশালী নরপতি যদি এক দরিদ্রের সযত্ন আহ্বানে তাহার পর্ণকুটীরে গমনপূর্ব্বক তদ্দত্ত তৃণাসনে উপবেশন করেন, তবেই তাঁহার শোভা,—তবেই তাঁহার সমুদয় ভাবের সুষমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া যায়। শুদ্ধ ও বুদ্ধস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগীর সমাধিধৌত স্বযোগ্য বিশুদ্ধ হৃদয়াসনে অন্তর্য্যামিরূপে উপবেশন করেন, ইহাতে তাঁহার তাদৃশ শোভা হয় না; ইহা ত স্বাভাবিক, ইহাতে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই। যখন তিনি সর্ব্ব-ত্যাগিনী বনবাসিনী গোপকামিনীদিগের সকরুণ আহ্বানে যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের ব্যবহৃত পুরাতন উত্তরীয়াসনে সবিগ্রহে উপবেশন করিলেন, তখনই তাঁহার "দীনবন্ধু" নাম উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল,—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত "সমোঽহং সর্ব্ব-ভূতেষু"র পরিচয় পাওয়া গেল,—তখনই তাঁহার নিজ বাক্যের,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হইল,—তখনই তাঁহার "দয়াময়" নামের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। সে শোভায় কেবল যমুনা-পুলিন নয়,—কেবল শ্রীবৃন্দাবন নয়,—কেবল ভারতবর্ষ নয়,—সে শোভায় ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া গেল। অদ্যাপি ভক্তগণ সেই আলোকের সাহায্যে সাধন-মার্গের দিঙ্‌ নির্ণয় করিতেছে। যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা দুর্য্যো-ধনের সগর্ব্ব নিমন্ত্রণে স্বর্ণপাত্রস্থ নানাবিধ সুস্বাদু রাজভক্ষ্য ভোজন করিতেন, তবে এত দিনে সে কথা কাহারও স্মৃতিপথেই থাকিত না; কিন্তু সুদীন বিদুরের খুদ তাঁহাকে চিরকালের জন্য দীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সারজ্ঞ শুকদেব ঠিকই বলিয়াছেন,—"যিনি যোগীর হৃদয়াসনে উপবেশন করেন, তিনি গোপনারীর উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া সুশোভিত হইলেন।" আমাদের পাষাণ-হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল; ব্রজবালার বসনাসীন যমুনাপুলিনস্থ পরমেশ্বরকে আবার প্রণাম করি।

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে" ॥ ১৩

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাস-লীলেক্ষণ-বিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি হস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ঈষৎকুপিতাঃ (অসম্যগ্‌রুষ্টাঃ) [গোপ্যঃ] অনঙ্গদীপনং (কামবর্দ্ধনং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সহাস-লীলেক্ষণ-বিভ্রমভ্রুবা অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি-হস্তয়োঃ (অঙ্কে ক্রোড়ে কৃতৌ ধৃতৌ অঙ্ঘ্রিহস্তৌ পদকরৌ তয়োঃ) সংস্পর্শনেন (সম্মর্দ্দনেন চ) সভাজয়িত্বা (সম্মান্য) সংস্তুত্য (স্তুত্বা চ) বভাষিরে (ঊচুঃ) ॥ ১৪

টীকা।—সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবা উপলক্ষিতাঃ। সংস্পর্শনেন সম্মর্দ্দনেন ॥ ১৪

অনুবাদ।—গোপীগণ ভগবানের অপ্রিয়াচরণে ঈষৎ কুপিত হইয়াছিলেন এবং সহসা দর্শনদানে আনন্দিতও হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সস্মিতমুখে ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টিপাত দ্বারা প্রণয়-কোপের ভাব এবং অঙ্কে স্থাপিত হস্তপদের সম্মর্দ্দন দ্বারা সন্তোষের ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই কামোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১৪

তাৎপর্য্য।—উপরে পরিহাস-প্রচ্ছন্ন প্রণয়ী নায়কের দর্শনে অভিমানিনী প্রণয়িনীর স্বভাব বর্ণন, আর অন্তরে, চিরকাঙ্ক্ষিত ভগবদ্দর্শনে উচ্চতম প্রেমিকের উচ্চতম ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৪

শ্রীগোপ্য উচুঃ ॥

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেক এক এতদ্‌বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্য এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ভোঃ (হে কৃষ্ণ) একে (কেচিৎ জনাঃ) ভজতঃ (সেবমানান্ জনান্) অনু (অনুরূপং) ভজন্তি (সেবন্তে); একে (কেচিৎ) এতদ্বিপর্য্যয়ং (এতদ্বিপরীতং যথা স্যাত্তথা) [ভজন্তি]; অন্যে চ (কেচিচ্চ) উভয়ান্ (ভজতঃ অভজতশ্চ) ন ভজন্তি (ন সেবন্তে); এতৎ (আচরণত্রয়ং) নঃ (অস্মভ্যং) সাধু (সুস্পষ্টং যথা স্যাত্তথা) ব্রূহি ব্যাখ্যাহি॥ ১৫

টীকা।—তত্র ভগবতোঽকৃতজ্ঞতাং তদ্বচনেনৈবোপপাদয়িতুকামা সূচাভিপ্রায়া লোকবৃত্তান্তমিব পৃচ্ছন্তি ভজত ইতি। ভজতঃ প্রাণিনঃ অনু ভজনন্তরং কেচিদ্ভজনানুসারেণ ভজন্তি, কেচিদেতদ্‌বিপর্য্যয়ং যথা ভবতি তথা তদ্ভজনানপেক্ষম্ অভজতোঽপি ভজন্তি অন্যেতু নোভয়ানিতি ॥ ১৫

অনুবাদ।—গোপীগণ বলিলেন,—কৃষ্ণ! সংসারে এক-প্রকার কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ভজনা করিলে ভজনা করে অর্থাৎ ভাল বাসিলে ভাল বাসে; কেহ কেহ না ভজিলেও ভজনা করে; আবার কেহ কেহ ভজিলেও ভজে না, না ভজিলেও ভজে না; তুমি এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা বলিয়া দাও॥ ১৫

তাৎপর্য্য।—বাহিরে পরিহাসময়ী চতুরতায় শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ দিয়াই তাঁহার অসদ্‌ব্যবহারের কথা বাহির করিবার

ইচ্ছা ; এবং অন্তরে ভগবান্ কেন ভক্তের নিকট আত্মগোপন করেন এবং কেনই বা কাহারো কাহারো নিকট প্রকট হইয়া চিরবিরাজিত থাকেন, ইহা তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে জগতে প্রচারিত করিবার বাসনা। ইহাতে যেমন চাতুরী, তেমনি মাধুরী।

ভগবান্ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাণা গোপী অত্যধিক অভিমানে অন্তর্দগ্ধ, নিদারুণ দুঃখে সন্তপ্ত ও প্রণয়কোপে অধীর হইয়াছিলেন। কৃপাময় ভগবান্ পুনর্ব্বার আপনা আপনিই আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহাদের দারুণ দুঃখ বিদূরিত হইয়াছে; তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। সম্মুখে সচ্চিদানন্দ মদনমোহন-রূপ দর্শনে তাঁহাদের অসীম আনন্দ হইলেও অভিমান ও ক্রোধের ভাব এখনও হৃদয়ে অস্ফুটরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব কঠিনপ্রাণ ভগবান্‌কে দুই কথা শুনাইয়া না দিলে, তাঁহাদের হৃদয় স্থির হইতে পারিতেছে না। প্রণয়াভিমানে এরূপ হইয়াই থাকে। প্রাকৃত-প্রণয়ে যে এরূপ হয়, তাহা সকলেই জানেন এবং আমরাও জানি ; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমে এরূপ অভিলাষ হইতে পারে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। ভগবানের উপর যাঁহাদের অকপট প্রেম জন্মিয়াছে, যাঁহারা প্রেমভরে ভগবান্‌কে আপনার বলিতে পারিয়াছেন, ভগবানের নিকট যাঁহাদের ভয় বা সঙ্কোচের গন্ধমাত্রও নাই, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ ॥

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—সখ্যঃ (হে সহচর্য্যঃ) যে (জনাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) ভজন্তি (সেবন্তে) স্বার্থৈকান্তোদ্যমাঃ (স্বপ্রয়োজনৈকচেষ্টিতাঃ) তে (জনাঃ) হি (নিশ্চিতং) স্বাত্মানং (স্বমেব) [ভজন্তি] তৎ (মিথো ভজনং) অন্যথা ন (স্বার্থাভিলাষব্যতিরেকেণ ন) [ভবতি] ; তত্র (মিথোভজনে) সৌহৃদং (নিঃস্বার্থানুরাগঃ) ধর্ম্মঃ [চ] ন (নাস্তি) ॥ ১৬

টীকা।—বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। হে সখ্যঃ উপকার-প্রত্যুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি তে ত্বন্যং ন ভজন্তি, কিন্তু আত্মানমেব, কুতঃ হি যস্মাৎ স্বার্থ এবৈকান্ত উদ্যমো যেষাং তে, তত্রচ ন সৌহৃদম্ অতো ন সুখং নচ ধর্ম্মঃ দৃষ্টোদ্দেশাদ্গোমহিষ্যাদিভজনবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬

অনুবাদ।—ভগবান্ উত্তর করিলেন,—সখীগণ ! যাহারা পরস্পর ভজনা করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে ; তাহাদের আচরণ কেবল স্বার্থের জন্য ; অতএব তাহারা আপনাকেই আপনি ভজনা করে অর্থাৎ আপনাকেই আপনি ভালবাসে, সে ভজনায় সৌহার্দ্দ নাই,—ধর্ম্মও নাই। কারণ, সে ভজন স্বার্থ ব্যতিরিক্ত নয় ॥ ১৬

তাৎপর্য্য।—ভগবানের প্রতি গোপীদিগের প্রশ্ন তিনভাগে বিভক্ত ; (১) ভজিলে ভজে, (২) না ভজিলেও ভজে (৩) ভজিলেও ভজেনা, না ভজিলেও ভজেনা ; ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ প্রকৃতির লোক। ভগবান্ ক্রমানুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন।

পরমাশ্রয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি ভগবান্‌ই শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের বাচ্য ও প্রতিপাদ্য। সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে হইলে, অকপট ধর্ম্ম অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তির প্রয়োজন। ইহা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধস্থ প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবো-ঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং, বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

অর্থাৎ মহামুনি বেদব্যাস-বিরচিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সজ্জনের সাধনোপযোগী অকপট পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এবং ইহাতে জীবের অবশ্যবেদ্য ত্রিতাপনাশন মঙ্গলপ্রদ পরম সত্য বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই; অনুরাগের সহিত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেই অবিলম্বে তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করা যায়। যে ধর্ম্মের মূলে লৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা সকৈতব অর্থাৎ কপট ধর্ম্ম,—তাহা ধর্ম্মই নহে। সেই নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন,—যাহারা পরস্পর ভজনা করে অর্থাৎ ভজনা করিলে ভজনা করে, উপকার করিলে উপকার করে, ভাল বাসিলে ভালবাসে, তাহাতে সৌহার্দ্দ নাই,—ধর্ম্মও নাই। সে ত ভজনের আদান প্রদান, উপ-কারের বিনিময়, ভালবাসার ক্রয়-বিক্রয়। দেবোপাসনা কিংবা ভগবদুপাসনাতেও যদি ফলাভিলাষ থাকে, তবে তাহা সকপট উপাসনা,—তাহা উপাসনাই নয়। যে ধনপুত্রের কামনায় ঈশ্বরের

উপাসনা করে, কিংবা স্বর্গকামনায় উপাসনা করে, সে উপাসনার ভিত্তিই ধনপুত্র,—লক্ষ্যই ধনপুত্র, ঈশ্বর তাহা লক্ষ্য করেন। সে উপাসনায় যদি ভক্তি থাকে, তবে সে ধনপুত্রাদির প্রতি,—দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতি নহে। সে উপাসনাও ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় মাত্র। যেমন বস্ত্রাদি-বিক্রেতা রজত মুদ্রা লইয়া বস্ত্রাদি বিক্রয় করে এবং ক্রেতা বস্ত্রাদির বিনিময়ে রজত মুদ্রা না পাইলে বস্ত্রাদি প্রদান করে না এবং ক্রেতাও বস্ত্রাদি না পাইলে মুদ্রা প্রদান করে না; সেইরূপ দেবতা ধনপুত্রাদি দিবেন, তবে মনুষ্য তাঁহার অর্চ্চনা করিবে এবং মনুষ্য অর্চ্চনা করিবে, তবে দেবতা ধনপুত্রাদি দিবেন; ইহা ত পরিষ্কার ক্রয়-বিক্রয়। এরূপ ভজনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণ-ভজনে আদান প্রদান নাই,—নেনা দেনা নাই।

আমরা প্রচলিত দেবদেবীর প্রতিমায় দেখিতে পাই, কেহ বর দিতেছেন, কেহ অভয় দিতেছেন, কেহ বা শত্রু বিনাশ করিতেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে সে সকল নাই; আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া, কেবল মোহিনী মুরলীতে গান করিতেছেন! অকপটে তাঁহাকে ভজন করিলেই তাঁহাকে পাইবে, তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই পাইবে না;—অন্য কোনো প্রকার কামনা থাকিলে, তাঁহাকে পাইবে না। ক্ষয়-স্বভাব নশ্বর পদার্থে অক্ষয় অনশ্বর আনন্দ নাই; নশ্বর পদার্থের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নিত্যানন্দ, ইহা তত্ত্বদর্শী

ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, ইহাও সেই কথা। যেখানে অন্য কামনা আছে, সেখানে কৃষ্ণ নাই; যেখানে অন্য কামনা নাই, সেই খানেই নিত্যানন্দ মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যাহারা ভজিলে ভজে, উপকার করিলে উপকার করে, ভাল বাসিলে ভাল বাসে, তাহাদের মধ্যে ভগবান্ গণনীয় নহেন,—ইহাই ভগবনের অভিপ্রায়। কিন্তু আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভজনা না করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না; অতএব শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে ভজনা করিলেই তিনি ভজনা অর্থাৎ কৃপা করেন। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ যাহারা আমাকে যে অভিপ্রায়ে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে কৃপা করি। ইহা ভগবানেরই কথা বটে; কিন্তু যাহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুর অভিলাষ করে, তাহাদের নিমিত্তই একথা বলিয়াছেন, গোপীদিগের লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তি; অন্য কিছু নহে। যদিও ভগবৎপ্রাপ্তিও ভজন ভিন্ন হয় না, ইহাও সত্য, কিন্তু ভগবান্ ভজনের অপেক্ষা রাখেন না,—ভজনের প্রত্যাশা করেন না।

লৌকিক ভজন আর অলৌকিক ভগবদ্‌ভজনে বিভিন্নতা এই যে, লৌকিক ভজনে উভয় পক্ষই ভজনের অর্থাৎ উপকার-প্রত্যুপকারের অভিলাষ করে; আর ভগবদ্‌ভজনে ভক্ত ও ভগবান্ উভয় পক্ষেরই কোনোরূপ প্রত্যাশা নাই। অতএব যদিও ভক্ত ভজিলেই তবে ভগবান্ আত্মদান করেন, তথাপি এ ভজন লৌকিক ভজন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন একটি স্ফটিক ও একটি মৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থলে একটি জবাপুষ্প রাখিলে, স্বচ্ছ স্ফটিকে জবা

পুষ্প প্রতিবিম্বিত হইয়া যায়, মলিন মৃৎপিণ্ডে হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি গুণময় পদার্থে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিবে, তাহারই নির্ম্মল হৃদয়ে আনন্দময়ী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইবে, গুণময় হৃদয়ে হইবে না। এই নিমিত্তই ভগবান্ বলিলেন,—দেখ সখীগণ! ভক্ত ভজিলেই আমি কৃপা করি, এ কথা সত্য; কিন্তু ইহা লৌকিক স্বার্থাপেক্ষ কপট ভজন নয় এবং লৌকিক কপট প্রতিদানও নয়। অতএব আমি ভজনানুরূপ কৃপা করিয়াও তোমাদের প্রথম প্রশ্নের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণনীয় নহি।

আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, ইহা শ্রুতিবাক্য; এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আনন্দমূর্ত্তি, ইহাও আমরা গীতা, মহাভারত ও পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। অতএব ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া আর অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ আস্বাদন করা, একই কথা। যেখানে কাম্য বিষয়-সুখের কামনা আছে, সেখানে নিত্যানন্দ নাই,— যেখানে কামনা নাই, সেইখানেই নিত্যানন্দ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—"দুঃখং কামসুখাপেক্ষা সুখং দুঃখ-সুখাত্যয়ঃ।" অর্থাৎ কাম্য সুখের কামনাই দুঃখ এবং সুখ দুঃখের অনুসন্ধান না রাখাই সুখ। অতএব বিষয়সুখের কামনা থাকিতে কৃষ্ণ পাইবার আশা দূরপরাহত। তাহাই ভগবান্ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ মানবকে জানাইলেন॥ ১৬

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সুমধ্যমাঃ (সু সুন্দরঃ সূক্ষ্মঃ মধ্যমঃ দেহমধ্যমভাগ কটিদেশঃ যাসাং তাঃ হে তনুমধ্যমাঃ) যে বৈ করুণাঃ (দয়ালবঃ), পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ তৌ) যথা [তথা] অভজতঃ (অসেবমানান্) ভজন্তি (সেবন্তে), তত্র (তস্মিন্ ভজনে) নিরপবাদঃ (নির্ম্মলঃ) ধর্ম্মঃ সৌহৃদঞ্চ (অনুরাগশ্চ) [অস্তি]॥ ১৭

টীকা।—যেতু অভজতো ভজন্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণাঃ স্নিগ্ধাশ্চ। তত্র যথাক্রমং ধর্ম্মকামৌ ভবত ইত্যাহ ভজন্ত্যভজত ইতি॥ ১৭

অনুবাদ।—হে সুন্দরীগণ! দয়ালু ব্যক্তি এবং পিতা মাতা ভজনা না করিলেও ভজনা করেন। এরূপ ভজনে নির্ম্মল ধর্ম্ম আছে, সৌহার্দ্দও আছে॥ ১৭

তাৎপর্য্য।—সংসারের ভজন বা ভালবাসা মাত্রই যে সকপট অর্থাৎ স্বার্থপূর্ণ, ইহা শাস্ত্রসম্মত এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট। তবে, এই সংসারের মধ্যেই অতি অল্পসংখ্যক এমন দয়ালু লোক আছেন, তাঁহারা ভাল বাসার অপেক্ষা না রাখিয়া এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়াও অপরকে ভাল বাসিয়া থাকেন এবং অপরের উপকার করিয়া থাকেন। আবার সংসারের মধ্যেই যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোথাও থাকে, তবে জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী জননীর হৃদয়েই আছে। পুত্র ভক্তি না করিলেও পিতা মাতা পুত্রকে ভাল বাসিয়া থাকেন এবং যত্ন করিয়া থাকেন। ঐ দুই সম্প্রদায়ের ভজনে বা ভালবাসায় ধর্ম্ম

আছে, সৌহার্দ্দও আছে। দয়ালুর পরোপকার জন্য ধর্ম্ম আছে, এবং পিতামাতার পুত্রস্নেহ জন্য সৌহার্দ্দ আছে। ভগবান্ বলিতেছেন,—এই দয়ালুর ভজন ও পিতা মাতার ভজন ভাল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আমি নাই। প্রথমতঃ যখন আমি ভজনা না করিলে ভজনা করিনা, তখন ইহাদের মধ্যে আমি ত নাইই; দ্বিতীয়তঃ দয়ালুর দয়া এবং পিতা মাতার স্নেহ হইতে আমার দয়া এবং আমার স্নেহ সম্পূর্ণ পৃথক্। দয়ালুর দয়া সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র। একজনের দুঃখ দেখিলে দয়ালুর কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, তাই তিনি দয়া করিয়া নিঃস্বার্থভাবে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে চাহেন। কিন্তু আমি প্রাকৃত গুণের অতীত ও নিত্যানন্দ স্বরূপ; সুতরাং অন্যের দুঃখে আমার দুঃখ হয় না, অথচ দয়া করিয়া থাকি। আর পিতা মাতার স্নেহ কেবল পুত্রনামক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপরেই হইয়া থাকে, কিন্তু আমার স্নেহ ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া। ফলতঃ আমার দয়া ও আমার স্নেহ কোনো নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া হয় না; আমি দয়াময়,—আমি স্নেহময়,—সকলের প্রতি আমার দয়া,—আমার স্নেহ, সমভাবে হইয়াই রহিয়াছে; লইতে পারিলেই হইল।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

অতএব, না ভজিলে ভজে, এই যে তোমারে দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইহার মধ্যেও আমি নাই॥ ১৭

———

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ (কেচন জনাঃ) আত্মারামাঃ (আত্মনি আরমন্তে ইতি তথা স্বসুখনিভৃতাঃ অবাহ্যদৃশঃ) আপ্তকামাঃ (আপ্তঃ কামঃ যৈঃ লব্ধমনোরথাঃ) অকৃতজ্ঞাঃ (ন কৃতং জানন্তি ইতি তথা কৃতঘ্নাঃ) গুরুদ্রুহঃ (গুরবে দ্রুহ্যন্তি ইতি গুরুদ্রুহঃ উপকার্য্য-পকারিণঃ) হি (নিশ্চিতং) ভজতোঽপি (সেবমানানপি) ন বৈ ভজন্তি, অভজতঃ কুতঃ (অভজতঃ ন ভজন্তীত্যত্র কা কথা)॥ ১৮

টীকা।—তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোঽপীতি। অয়মর্থঃ। তে চতুর্ব্বিধা একে আত্মারামাঃ অপরাগ্দৃশঃ, কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শনেঽপি পূর্ণকামত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ, অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢ়াঃ, অন্যেচ গুরুদ্রুহঃ অতিকঠিনাঃ। স পিতা যস্ত পোষক ইতি ন্যায়াদুপকর্ত্তা গুরুতুল্যঃ তস্মৈ দ্রুহ্যন্তীতি তথা তে॥ ১৮

অনুবাদ।—কেহ কেহ আত্মারাম অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিশূন্য, কেহ কেহ আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ, কেহ কেহ অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কৃতঘ্ন এবং কেহ কেহ গুরুদ্রোহী অর্থাৎ উপকারীরও অপকারী; ইহারা ভজিলেও ভজেনা; অতএব না ভজিলে ভজে না ইহার আর কথা কি?॥ ১৮

তাৎপর্য্য।—গোপীদিগের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, যাহারা ভজিলেও ভজেনা, না ভজিলেও ভজেনা, ইহাদের মধ্যে তুমি আছ কি না? গোপীদের বিশ্বাস, ইহাদের মধ্যে ভগবান্‌ও একজন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াছেন; তিনি তাহা বুঝিয়াই বলিতে-

ছেন, আমি উহাদের মধ্যে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা আত্মারাম, তাহারা আত্মানন্দেই অন্তর্মুখ হইয়া থাকে, তাহাদের বহির্দৃষ্টি নাই। আমিও আত্মারাম বটে, কিন্তু আত্মারাম হইলেও আমাকে সকলই দেখিতে হয়; আমি প্রতিনিয়তই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের অন্তর বাহির দেখিতেছি; অতএব উহাদের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য নাই। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই, সেই জন্য কাহাকেও ভালবাসে না। আমিও আপ্তকাম বটে, কিন্তু ভক্তের ইচ্ছায় আমাকে বলপূর্ব্বক ইচ্ছা করায়; অতএব উহাদের সঙ্গেও আমার তুলনা হইতে পারে না। যাহারা অকৃতজ্ঞ তাহাদের মধ্যেও আমি গণনীয় নহি; কারণ, আমি ভক্তের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি। আর যাহারা গুরুদ্রোহী অর্থাৎ উপকারীর প্রত্যুপকার না করিয়া প্রত্যুত অপকার করিয়া থাকে, সেই সকল পাষণ্ডদিগের সহিত আমার তুলনা হইতেই পারে না, আমি পাষণ্ডের শমন।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এই তিন শ্লোকে চতুরচূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের চতুরতাময় বাগ্‌জালের তিন গ্রন্থি হইতেই আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি দেখাইলেন, মন্দ হউক আর ভালই হউক, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য নাই,—আমি সৃষ্টিছাড়া॥ ১৮

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—সখ্যঃ (হে সহচর্য্যঃ) অহন্তু (সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ) যথা অধনঃ (দরিদ্রঃ) লব্ধধনে (প্রাপ্তবিত্তে) বিনষ্টে [সতি] তচ্চিন্তয়া (তদ্ধনভাবনয়া) নিভৃতঃ (পূর্ণঃ সন্) অন্যৎ (ধনভিন্নং কিমপি) ন বেদ (ন জানাতি) [তথা] অমীষাম্ (ভজতাং জীবানাং) অনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে (অনুবৃত্তিঃ নিরন্তরধ্যানং তস্যা বৃত্তয়ে প্রবৃত্তয়ে) ভজতোঽপি (ভক্ত্যা মাম্ অনুবর্ত্তমানানপি) জন্তূন্ (জীবান্) ন ভজামি (ন অনুবর্ত্তে ; আত্মানং সকৃদ্দর্শয়িত্বা গোপয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা।—অত্র চরমকোটিগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিনিকোচৈঃ পরস্পরং গূঢ়স্মিতমুখীস্তা দৃষ্ট্বাহ নাহন্ত্বিতি। হে সখ্যঃ অহং তেষাং মধ্যে ন কোঽপি কিন্তু পরমকারুণিকঃ পরমসুহৃচ্চ কথম্ অমীষাং ভজতাম্ অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ ন ভজামি? এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ ॥ ১৯

অনুবাদ।—হে সখীগণ! দরিদ্র ব্যক্তি, দৈবলব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে, যেমন সেই ধনচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অন্য কিছুই জানিতে পারে না; আমার ভক্ত যাহাতে সেইরূপ নিরন্তর আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জগৎ বিস্মৃত হইতে পারে, সেই নিমিত্তই আমি ভক্তকেও ভজনা করি না অর্থাৎ দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হই ॥ ১৯

তাৎপর্য্য।—এতক্ষণে রাসলীলায় যাহা কিছু প্রাকৃত প্রণয়ের আবরণ ছিল, তাহাও উন্মোচিত হইল; ভগবানের নিজ মুখ হইতেই নিজ ভগবত্তা প্রকাশিত হইয়া গেল। ভগবান্ কেবল আপনার দোষ প্রক্ষালন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত ক্লেশপ্রদানের মধ্যেও আপন অসীম সুহৃদ্ভাবের পরিচয় দিলেন। সংসার-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরদিনের জন্য ভগবান্‌কে পাইতে হইলে, নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা চাই.—অনুতপ্ত-চিত্তে, কাতরপ্রাণে অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিন্তা চাই। তাই অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেন। আমরা পূর্ব্বে এই ধনতৃষ্ণার কথা বলিয়াছি, এখন ভগবান্ নিজেই তাহা বলিতেছেন। আমরা একটি পয়সাকে পরমার্থ মনে করি, অথচ মানবের নেত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, কেবল তিলক মালায় ভক্ত সাজিয়া, পথে ঘাটে হরি-নামের ঝুলি হাতে করিয়া মনে মনে কেবল পয়সা পয়সাই জপ করি। ভগবান্‌কে পাইতে হইলে, তিলক-মালার প্রয়োজন হয় না; কেবল মনের প্রয়োজন; কেবল নিরন্তর ধ্যানের প্রয়োজন। সেই নিরন্তর ধ্যান কিরূপ, ভগবান্ তাহাই বলিয়া দিতেছেন। তিনি অন্তর্য্যামী,—তিনি আমাদের মনের ভাব অবগত আছেন; তাই তিনি বলিতেছেন,—হে বিষয়াসক্ত মানবগণ! ধনের প্রতি তোমাদের যেমন উৎকট অনুরাগ, সেইরূপ অনুরাগ আমার প্রতি করিতে হইবে এবং প্রাপ্তধন হারাইলে যেমন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ তাহাই চিন্তা করিয়া থাক, সেইরূপ কাতর-প্রাণে নিরন্তর আমাকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ধন পাইয়া

হারাইলেই নিরন্তর চিন্তা হইয়া থাকে; আমাকেও যদি কেহ পাইয়া হারায়, তবেই তাহার নিরন্তর আমার ধ্যান হইতে পারে। তাই আমি যাহাকে কৃপা করিব বলিয়া মনে করি, তাহাকে একবার দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হই। অনন্তকালের জন্য ভগবান্‌কে পাইতে হইলে কিরূপ ধ্যানের প্রয়োজন, জীবকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া এই শ্লোকের তাৎপর্য্য; গোপী উপলক্ষ্য মাত্র।

যাঁহারা অশ্লীলবোধে রাসলীলার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবানের কথিত কথা শুনুন এবং যাঁহারা রাসলীলার নাম শুনিয়া নাচিয়া উঠেন, অর্থগতপ্রাণ তাঁহারাও শুনুন। সংসারের প্রতি অনুরাগ আমূল উৎপাটন করিয়া, ভগবৎ-পাদপদ্মে বসাইতে হইবে। ইহা শুনিয়াও যদি অশ্লীল বোধ হয়, তবে অনতিক্রম্য দুর্ভাগ্য এবং ইহা শুনিয়াও,—সংসারের কীট হইয়াও—ধনতৃষ্ণায় পাগল হইয়াও—যদি কৃষ্ণ পাইবার প্রত্যাশা জানাও, তবে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি অথবা লোক-বঞ্চনা। ভগবান্ যে, সংসার-সাগরের অপর পারে; এখানকার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যিনি পাইতে চাহেন, চেষ্টা করুন; কিন্তু আমাদের আশা একবারেই নাই॥ ১৯

এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অবলাঃ (হে মদনুগতাঃ গোপ্যঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাং বঃ (যুষ্মাকং) ময়ি (পরমানন্দ-রূপে) অনুবৃত্তয়ে (নিরন্তরধ্যানায়) পরোক্ষং (অদর্শনং যথাস্যাত্তথা) ভজতা (যুষ্মান্ পশ্যতা যুষ্মৎকথাঃ শৃণ্বতা) ময়া তিরোহিতম্ (অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং); তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়াঃ (মৎপ্রাণাধিকাঃ যূয়ং) প্রিয়ং (হিতকারিণং) মা (মাং) অসূয়িতুং (দোষারোপণেন দ্রষ্টুং) মা অর্হথ (ন যোগ্যাঃ ভবথ)॥২০

টীকা।—এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থমুজ্ঝিতো লোকো যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপরীক্ষণাৎ স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষম্ অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎ-প্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতম্ অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং তত্তস্মাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ মা মাং অসূয়িতুং দোষারোপণেন দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থ॥ ২০

অনুবাদ।—হে অবলাগণ! তোমরা আমারই নিমিত্ত লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ। আমিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাই নাই; কেবল আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্ত অদৃশ্যভাবে ছিলাম; তোমাদিগকে দেখিতেছিলাম এবং তোমাদের বিলাপ-বাক্য শুনিতেছিলাম; তোমরা আমার প্রিয়তমা এবং আমিও তোমাদের

পরম হিতৈষী; অতএব আমার উপর দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নয়॥ ২০

তাৎপর্য্য।—গোপীদিগের সহিত প্রথম সম্মিলনের পর যখন ভগবান্ অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তখন শুকদেব বলিয়াছিলেন—"তত্রৈবান্তরধীয়ত" অর্থাৎ ভগবান্ গোপীদিগের গর্ব্ব দেখিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন,—অদৃশ্য হইলেন। এখন ভগবান্ নিজেই সেই কথা বলিলেন। আমরা সেই সময়ে অন্তর্দ্ধানের বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

ভগবান্ বলিলেন,—অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তোমাদিগকে দেখিয়াছি এবং তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি। এ কথা কেবল গোপীদিগের প্রতি নহে; এ কথা তোমার প্রতি, আমার প্রতি এবং জগৎ জুড়িয়া সমস্ত মানবের প্রতি। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বদা সকলের নিকট থাকিয়া সকলেরই ক্রিয়া-কলাপ দেখিতেছেন, সকলেরই কথা শুনিতেছেন এবং সকলেরই মন বুঝিতেছেন। তাঁহার অগোচরে কেহ কিছু করিতে পারে না, কিছু বলিতে পারে না, কিছু ভাবিতেও পারে না। গোপী-দিগের সরলাচার দেখিলেন, অকপট কথা শুনিলেন এবং ঐকান্তিক ভাব বুঝিলেন—তাই দর্শন দিলেন। আমাদের কুটিলা-চার দেখিতেছেন, কপট বাক্য শুনিতেছেন এবং সংসারময় মন বুঝিতেছেন; তাই নিকটে থাকিয়াও দর্শন দিতেছেন না। ইহা প্রেমমার্গের কথা, প্রেমমার্গে ভক্তের সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হয়,

তাই এইরূপ কথা হইতেছে ; কিন্তু জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা নাই ; আছে উপাসক ও উপাস্যে একাকারতা। জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ, যোগীর আত্মানন্দ এবং প্রেমিক ভক্তের ভগবদানন্দ। ব্রহ্মানন্দে ও আত্মানন্দে যদিও আনন্দমাত্রের সহিত উপাসকের একাকারতা, তথাপি ভগবান্ যাহা বলিলেন, জ্ঞানী ও যোগীরও অনুরাগ বৃদ্ধি ঐরূপেই হইয়া থাকে। আরূঢ় জ্ঞানীর প্রথমাবস্থায় এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় ব্রহ্মানুভূতি হইয়া আবার লয় প্রাপ্ত হয় এবং লয়প্রাপ্ত হইলেই পূর্ব্বানুভূতি পাইবার জন্য লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। যোগীরও সমাধি অবস্থায় আত্মানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে এক একবার ব্যুত্থান অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি হয় এবং সেই পূর্ব্বানু-[ভূ]ত আত্মানন্দ পাইবার জন্য অধিকতর ব্যাকুলতা হইয়া থাকে। [এ]ইরূপ হইতে হইতে ক্রমে মুক্তাবস্থা স্থির হইয়া দাঁড়ায়। [আ]রূঢ় ভক্তেরও প্রথমাবস্থায় এক এক বার অত্যন্ত অভিনিবেশে [সা]ক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হয়, আবার অভিনিবেশ বিচলিত হইলেই, [সং]সারের স্মরণ হয় এবং পূর্ব্বদৃষ্ট আনন্দমূর্ত্তি না দেখিয়া মন [ত]ারপর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়ে ; ঐ ব্যাকুলতা বলবতী হইলেই [চি]রদিনের জন্য ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত [ভ]গবান্ গোপীদিগকে বলিতেছেন, "আমার প্রতি দোষারোপ [ক]রিওনা, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদিগকে ক্লেশ [দি]য়াছি অর্থাৎ চিরদিনের জন্য আত্মদান করিব বলিয়া ক্ষণকালের [জ]ন্য অদৃশ্য হইয়াছি। সকল শাস্ত্রের সার কথা ॥ ২০

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।—যাঃ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুশ্চ্ছেদ্যমায়াবন্ধনানি) সংবৃশ্চ্য (সম্যক্‌ছিত্বা) মা (মাং) অভজন্ (আশ্রিতবত্যঃ); অহং নিরবদ্যসংযুজাং (নিষ্কাম-মদাশ্রয়াণাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (নিজসাধ্বাচরণং) বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাম্ আয়ুঃ তেনাপি) [কর্ত্তুং] ন পারয়ে (ন শক্নোমি); বঃ (যুষ্মাকং) সাধুনা (সৌশীল্যেন) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃত্যং) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু) ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলান্বয়ে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

টীকা।—আস্তামিদং পরমার্থস্তু শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যসংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ, বিবুধানাম্ আয়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি। কথম্ভূতানাম্? যা ভবত্যো দুর্জ্জরা অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মাম্ অভজন্ তাসাম্। মচ্চিত্তস্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাৎ বো যুষ্মাকমেব সাধুনা কৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু

প্রত্যুপকৃতং ভবতু, যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং নতুমৎকৃতপ্রত্যুপকরেণেত্যর্থঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-টীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ।—তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াছ। আমি দেবতাদিগের পরমায়ু পাইলেও তোমাদের এই সদাচারের প্রতিশোধ দিতে পারিব না। অতএব তোমরাই আপন আপন উদারতার গুণে আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া লও ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলানুবাদে চতুর্থ অধ্যায়।

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ ব্রজগোপীদিগের নিকট ঋণী রহিলেন। তিনি সর্ব্বত্যাগিনী গোপীদিগের নিকট অনৃণী হইতে পারিতেছেন না। এ কথা শুনিলে, আপাততঃ অসংগত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কথাটা সত্য;—অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে বুঝা যায়, কথাটা পূর্ণমাত্রায় সত্য। যাঁহারা নিষ্কামভাবে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট অখিলস্বামীও ঋণী হইয়া থাকেন, এ কথা পরম সত্য। ভক্ত জ্ঞানীর ন্যায় ব্রহ্মে লীন হইয়া আপন পৃথক্ সত্তা নষ্ট করিতে চাহেন না; চিন্ময় নিত্যদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল অতৃপ্ত-অন্তঃকরণে ভগবদানন্দ আস্বাদন করিতে চাহেন। ভক্তাধীন

ভগবান্‌কেও ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতেই হয়। অপ্রাকৃত ভগবদানন্দ আস্বাদন করিয়া ভক্তের অলং-বুদ্ধি হয় না এবং অসীম অনন্ত স্বরূপ ভগবানের পরমানন্দ নিঃশেষ ও হয় না; অতএব ঋণ পরিশোধের কার্য্য চিরকালই চলিয়া থাকে। ভক্ত ভগবান্‌কে প্রীত করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ ভক্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না। এই নিমিত্তই তিনি গোপীদিগের নিকট আপনাকে ঋণী বলিয়া স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ ভগবান্‌কে 'ভগবান্' বলিয়া কে চিনিত! ভক্তইত ভগবান্‌কে ভগবান্ করিয়া রাখিয়াছে। ভক্তই সমস্ত সংসারসুখ তুচ্ছ করিয়া,—সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া,—পরিপূর্ণ ভগবৎসুখ আস্বাদন-পূর্ব্বক জগতে প্রচার করে এবং সেই জন্যই, সেই পূর্ণানন্দের লোভেই নিখিল মানবকুল তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ভক্ত যদি তাঁহার শোক-তাপশূন্য, আধিব্যাধি-বিরহিত, নিত্যানন্দময় নিত্যধামের কথা জগতে প্রচার না করিতেন, ভক্ত যদি তাঁহার অসীম অহৈতুকী দয়ার কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা না করিতেন এবং ভক্ত যদি তাঁহার অসীম মহিমার কথা উচ্চকণ্ঠে সংকীর্ত্তন না করিতেন, তবে তাঁহাকে কে চিনিত? কে তাঁহার গুণগান করিত? কেই বা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিত? ঐকান্তিক ভক্ত সকলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে চিনিলেন,—তাঁহার মহিমা প্রচার করিলেন,—তাই তিনি অখিলেশ্বর বলিয়া পরিচিত, সমাদৃত ও অর্চ্চিত হইলেন; কিন্তু অখিলপতি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ভক্ত, অভক্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, জীব অজীব সমস্তই

তাঁহাকে পরিদর্শন করিতে হয়, সুতরাং তিনি ঐকান্তিক ভক্ত-মাত্রেরই নিকট অনন্তকালের জন্য ঋণী; ভগবৎপ্রাণা গোপী-দিগের নিকট যে তিনি ঋণী, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। লোকে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বসমর্থ বলিয়া জানে, অথচ তিনি ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না! আবার তিনি সত্যস্বরূপ, সুতরাং অলীক অক্ষমতার ভান করিয়া তাঁহার ইন্‌সল্‌ভেণ্ট লইবারও উপায় নাই; কাযে কাযেই তাঁহাকে উদারচিত্ত উত্তমর্ণের শরণাগত হইতেই হইল এবং বলিতে হইল, তোমাদের নিজগুণেই আমার ঋণ পরিশোধ হউক। (ধন্য ব্রজগোপী—ধন্য ঐকান্তিক ভক্ত!!)

এখন আমরা শাস্ত্রানুমোদিত, সর্ব্বানুভূত ও আমাদের অভি-প্রেত প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিব। প্রকৃত সিদ্ধান্ত, ভগবান্ ভক্তের নিকট চিরঋণী এবং ভক্তও ভগবানের নিকট চিরঋণী। পৃথিবীর ব্যাপার দেখিয়াই অপার্থিব বিষয় বুঝিয়া লইতে হয়। পার্থিব রাজা প্রজার নিকট ঋণী এবং প্রজাও রাজার নিকট ঋণী; অসি-চর্ম্মহীন গঙ্গারাম সর্দ্দারের ন্যায় প্রজাহীন রাজা হাস্যরসের আলম্বনমাত্র। বস্তুতঃ প্রজা লইয়া রাজা এবং রাজা লইয়াই প্রজা; রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন, প্রজাও রাজাকে রক্ষা করে। এইরূপ ঋণের আদান প্রদানেই পার্থিব রাজ্য চলিয়া থাকে। এক পক্ষ এই ঋণ হইতে মুক্ত হইলেই রাজ্য উঠিয়া যায়। অপ্রাকৃত অনশ্বর আনন্দময় রাজ্যও প্রেমময় শুদ্ধ জীবের এবং আনন্দময়-ভগবানের প্রেমানন্দের পরস্পর ঋণ-বন্ধনেই

অনাদিকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আনন্দলিপ্সু ভক্ত ভগবৎ-প্রদত্ত অবিচ্ছিন্ন বিমলানন্দলাভে ভগবানের নিকট ঋণী এবং প্রেমপ্রিয় পুরুষোত্তমও ভক্তদত্ত অকৈতব প্রেমাস্বাদনে ভক্তের নিকট ঋণী। কোন পক্ষেরই কখনও এ ঋণ পরিশোধ হইবে না; উভয় পক্ষেরই এ ঋণ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে, কখনও কিছুমাত্র উসুলও যাইবেনা। এই উভয়তঃ অকারণ ঋণের বন্ধনেই গোলোকাদি ভগবদ্ধাম নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক পক্ষের ঋণ পরিশোধ হইলেই নিত্য ধাম নামমাত্র হইয়া যায়। প্রজাহীন রাজার ন্যায় ভক্তহীন ভজনীয় ভগবান্‌ও কেবল নামমাত্র। ভক্ত লইয়াই ভগবান্ এবং ভগবান্ লইয়াই ভক্ত। উভয়েই পরস্পর রক্ষা করিতেছেন। এস্থলে কমলাপতি গোপীদিগকে বলিলেন,—"চিরজীবনেও তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।" আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, কৃষ্ণ-কৃপা-ভাজন গোপীগণও মনে মনে বলিয়াছিলেন,—"দয়াময় তোমার শ্রীপদাশ্রিত এই দাসীগণ অনন্তকালের জন্য তোমা কৃপাময় পদকমলেব নিকট ঋ'ণী রহিল।" অপ্রাকৃত ধামে এই এক অপ্রাকৃত রহস্য,—কোনো পক্ষেরই অভাব নাই অথচ উভয় পক্ষই চিরঋণী, কোনো পক্ষই ঋণ পরিশোধ করিতে চাহে না, ঋণ যত বাড়ে ততই প্রীতি। আমরা কিন্তু, অঋণী অপ্রবাসী—আমরা ভগবানের ধার ধারি না,—বেশ আছি!!

সংসার-নিরসনী ও পরমানন্দ-দায়িনী শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার প্রথম অধ্যায়ে ঐকান্তিক ভক্তের সাময়িক ভগবদ্দর্শন ও ক্ষণিক

অন্যাভিনিবেশ জন্য অদর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আনন্দমূর্ত্তির অদর্শন-জন্য ভক্তের অনুতাপ, আত্মগ্লানি, দিদৃক্ষা, তন্নিষ্ঠতা ও তদাকারতা; তৃতীয় অধ্যায়ে, সমস্ত সংসার-সম্বন্ধ-বিস্মরণপূর্ব্বক অনুক্ষণ ভগবচ্চিন্তনে ও আলাপনে কৃষ্ণানুরাগের পরিপাক এবং চতুর্থ অধ্যায়ে পুনর্ভগবৎপ্রাপ্তি। চারি অধ্যায়ে উত্তম ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত প্রদর্শন ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-তাৎপর্য্যে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তদঙ্গোপচিতাশিষঃ (কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসমৃদ্ধোৎসবাঃ) গোপ্যঃ ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) ইত্থং (এবম্ভূতাঃ) সুপেশলাঃ (মনোহারিণীঃ) বাচঃ (বাক্যানি) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) বিরহজং (ভগবদদর্শনজনিতং) তাপং (মনোব্যথাং) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥১

ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপীমণ্ডলীমধ্যগো হরিঃ।
প্রিয়াস্তা রময়ামাস হ্লাদিনীবনকেলিভিঃ ॥

টীকা।—তত্তদা হে অঙ্গ রাজন্! যদ্বা, তস্য ভগবতোঽঙ্গেন বপুষা করচরণাদ্যবয়বৈর্বা উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষো যাসাং তাঃ ॥ ১

অনুবাদ।—ভগবানের অঙ্গসঙ্গলাভে পরমানন্দিত গোপী-গণ ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এইরূপ মনোহারিণী বাণী শ্রবণ করিয়া বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥১

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥২

অন্বয়ঃ।—গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (তস্মিন্ স্থানে) অনুব্রতৈঃ (অনু অনুরূপং স্বাভিপ্রায়ানুসারি ব্রতম্ আচরণং যেষাং তৈঃ) প্রীতৈঃ (আনন্দিতৈঃ) অন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ (পরস্পরগৃহীতহস্তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ (স্ত্রীষু রত্নানি রত্নতুল্যানি শ্রেষ্ঠানি তৈঃ গোপীজনৈঃ সহ) অন্বিতঃ (মিলিতঃ সন্) রাসক্রীড়াং (রাসাখ্যাং লীলাং) আরভত (কর্ত্তুং প্রববৃতে) ॥২

টীকা।—রাসক্রীড়াং রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ। তাং ক্রীড়াম্ অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ ॥ ২

অনুবাদ।—সেই স্থানে ভগবান্ গোবিন্দ পরমানন্দিত নিজানুবর্ত্তী নারীকুল-শিরোমণি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন ॥ ২

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে প্রকৃত রাসলীলার কথা আরব্ধ হইল। রাসলীলাই আমাদের বুঝিবার বিষয়। এবিষয় আমাদের সামান্য বোধের অতীত; সুতরাং এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে অনেক কথা বলিতে হইবে। কিন্তু এ শ্লোকের তাৎপর্য্যে আমরা কিছুই না বলিয়া ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছি; কারণ সেই শ্লোকেই প্রকৃত রাসের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ—॥৩
—যং মন্যেরন্, নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদযশোঽমলম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কণ্ঠে গৃহীতানাং (কৃষ্ণেন উভয়তঃ আলিঙ্গিতানাং) তাসাং (গোপীনাং) দ্বয়োর্দ্বয়ো র্মধ্যে প্রবিষ্টেন যোগেশ্বরেণ (অচিন্ত্য-যোগবলেন) কৃষ্ণেন গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিতঃ শোভিতঃ) রাসোৎসবঃ (রাসাখ্যসুখময়লীলাবিশেষঃ) সংপ্রবৃত্তঃ (সম্যক্ প্রবর্ত্তিতঃ, প্রারব্ধঃ) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বনিকটং (নিজনিকট এব স্থিতং) মন্যেরন্ (নিশ্চিতবত্যঃ) ॥ ৩

তাবৎ (তৎক্ষণমেব) নভঃ (আকাশঃ) অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (অত্যৌৎসুক্যেন পরমবৈয়গ্র্যেণ ভৃতঃ পূর্ণঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তে তেষাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দ্যোঃ স্বর্গঃ ওকঃ বাসস্থানং যেষাং তে তেষাং দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানানাং ব্যোমযানানাং শতানি তৈঃ সঙ্কুলং সমাচ্ছন্নম্) [অভূৎ]।

ততঃ (তদনন্তরং) দুন্দুভয়ঃ (দিব্যবাদ্যযন্ত্রবিশেষাঃ) নেদুঃ (শব্দায়-মানাঃ বভূবুঃ) ; পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ ; সস্ত্রীকাঃ (সপত্নীকাঃ) গন্ধর্ব্বপতয়ঃ (গন্ধর্ব্বাণাং পতয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) অমলং (পবিত্রং) তদ্‌যশঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশঃ কীর্ত্তিং) জগুঃ (গীতবন্তঃ)॥ ৪

টীকা।—তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি অক্ষরচতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন *। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম্। কথম্ভূতেন যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্। তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা।—তাবৎ তৎক্ষণমেব অত্যৌৎসুক্যমনসাং দেবানাং সস্ত্রীকাণাং বিমানশতৈঃ সঙ্কীর্ণং নভো বভূব ॥৪

অনুবাদ।—ব্রজগোপীগণ পরম শোভাময় মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন; যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সকলেরই কণ্ঠধারণ-পূর্ব্বক রাসোৎসব আরম্ভ করিলেন। গোপীদিগের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, "কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন, অন্য কাহারও কাছে নাই।" তৎক্ষণাৎ রাসদর্শনোৎসুক সস্ত্রীক সুরগণের শত শত বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তাহার পর দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ আপন আপন পত্নীদিগের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মহিমা গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩।৪

তাৎপর্য্য।—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী ব্রজগোপীদিগকে লইয়া মহারাস আরম্ভ করিলেন। রাস কাহাকে বলে, "রাস"

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, এখন আমরা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, যথামতি তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাসলীলার তাৎপর্য্য অতিগভীর; সুতরাং দুরূহ। বেদাদি শাস্ত্র এবং মহানুভব টীকাকারদিগের অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে।

রাসক্রীড়ার সামান্য লক্ষণ রসশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, "নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥" অর্থাৎ নট ও নর্ত্তকীগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলে, নটগণ নর্ত্তকীদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলে, নর্ত্তকীগণ পরস্পর করধারণ করিয়া তাহাদের সহিত যে নৃত্য করে, তাহার নাম "রাস"। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রধান টীকাকার শ্রীধরস্বামী ঐ লক্ষণ ধরিয়াই বলিলেন,—"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্য-বিশেষঃ" অর্থাৎ বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষের নাম রাস। আবার এই শ্রীধরস্বামীই রাসলীলার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামজয় প্রদর্শনের নিমিত্তই রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নর্ত্তকীযুক্ত প্রাকৃত রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, প্রাকৃত নটনটীর অনুকরণে অপ্রাকৃত প্রকৃত রসতত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। আমরাও পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্তেই অপ্রাকৃতধামের আভাস গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবান্ও প্রাকৃত নটনটীর ন্যায় লীলা করিয়া দুর্গম তত্ত্বপথ সুগম করিয়া

দিলেন। প্রাকৃত রঙ্গভূমিতে পুরুষ নারী সাজিয়া, সুশীল চোর সাজিয়া এবং মূর্খও পণ্ডিত সাজিয়া অভিনয় করে ; অর্থাৎ যে যাহা নয়, সে তাহারই অনুকরণ করে। তবেই আমরা স্বামীর ব্যাখ্যায় আপাততঃ বুঝিলাম, ভগবানের রাসলীলায় প্রাকৃত রাসলীলার অনুকরণ অর্থাৎ রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মানব নট নহেন এবং রাসেশ্বরী গোপীরাও প্রাকৃত মানবী নর্ত্তকী নহেন ; নট ও নর্ত্তকীর ন্যায় সাজিয়া তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

ভগবানের লীলা তিন প্রকার ; নির্গুণে অর্থাৎ অপ্রাকৃতগুণে নিত্য চিন্ময় অপ্রাকৃত ধামে নিত্যলীলা, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ান্তরে আধ্যাত্মিক লীলা এবং অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত কাদাচিৎক পার্থিব লীলা। এই পার্থিব লীলা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীমথুরা ধামে এবং শ্রীদ্বারকাধামেই হইয়া থাকে। এই তিন লীলার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই প্রধান এবং সমস্ত বৃন্দাবন-লীলার মধ্যে রাসলীলাই প্রধান ; কারণ, রাসলীলাই নিত্যানন্দময়ী নিত্যলীলার আদর্শ। কিন্তু এখনো আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আরও অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

গৌরানুচর প্রভু সনাতন গোস্বামী তাঁহার তোষণীনাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন,—"রাসঃ পরম-রসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ" অর্থাৎ রাস শব্দের যৌগিক অর্থ পরম-রসময়ী লীলা। ভক্তিরসাপ্লুত মহানুভব বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী-নাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন,—"নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো

রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া" অর্থাৎ যে লীলায় নৃত্য, গীত, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি রস-সমূহ আছে তাহাই রাসলীলা।

তত্ত্ব-বিচার ও রসাস্বাদন এক সঙ্গে হয় না। অগ্রে তত্ত্ববিচার করিয়া পরমতত্ত্ব স্থির করিতে হয়; তাহার পর লীলারসের আস্বাদন। কৃষ্ণলীলা ভাবুক ও ভক্তের আস্বাদনের সামগ্রী,— বিচারের বস্তু নয়। ভোজন করিতে বসিয়া, এ তণ্ডুল কোথায় জম্মে,— কেমন করিয়া জম্মে,—ইহার মূল্য কত,—ইহার গুণ কি; এইরূপ বিচার আরম্ভ করিলে, আহারে সুখ হয় না, অন্নের আস্বাদন পাওয়াও যায় না। যদি তণ্ডুলের তথ্য জানিতে হয়, তবে অগ্রে জানিয়া আহারে উদ্যত হও, আস্বাদন পাইবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বৈদ্যদত্ত ঔষধ সেবন করিবার সময়ে যদি ঔষধের তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে আরোগ্যলাভ করা দূরে থাকুক, সে জীবন হারাইবে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদ্য বস্তু ও ভবরোগীর অব্যর্থ মহৌষধ। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতেই নবমস্কন্ধ পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপে বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর আস্বাদ্য ও ভবৌষধ ভগবল্লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি লোকহিতৈষী রসজ্ঞ টীকাকারগণও সাধক শ্রোতৃবর্গের ও পাঠকবর্গের সুখানুভবের জন্য ব্যাসবর্ণিত লীলারসই পরিস্ফুট করিয়া দিলেন,— লীলা ব্যাখ্যায় তত্ত্ববিচার করিলেন না। কিন্তু আমরা সাধক নহি, সাধন করিবার বাঞ্ছাও রাখিনা, ভগবল্লীলা শুনিয়াই চরিতার্থ

হইব, এ বিশ্বাস আমাদের নাই; সুতরাং দুর্ব্বোধ রাস-সম্বন্ধীয় তত্ত্ববিচারে দুঃসাহস করিতে হইল।

'রস' শব্দের উত্তর 'ঘঙ্' প্রত্যয় করিলে 'রাস' শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাতে অর্থ হয় রস-সম্বন্ধীয় বা সকল রসের সমূহ। সাহিত্যদর্পণ-নামক অলঙ্কার শাস্ত্রে 'রস' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন, "রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ রসঃ" অর্থাৎ যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহাই রস। আবার ঐ গ্রন্থেই বলিয়াছেন, "বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা। রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্।" শৃঙ্গারাদি রসের রত্যাদি স্থায়ী ভাব বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া রসতা (অস্বাদ্যতা) প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আস্বাদনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে রস নয় প্রকার; শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্তরস। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, শৃঙ্গারের স্থায়ী ভাব রতির মধ্যে রস আছে এবং হাস্যের স্থায়ী ভাব হাস্যের মধ্যে, করুণের স্থায়ী ভাব শোকের মধ্যে, রৌদ্রের স্থায়ী ভাব ক্রোধের মধ্যে, বীরের স্থায়ী ভাব উৎসাহের মধ্যে, ভয়ানকের স্থায়ী ভাব ভয়ের মধ্যে, বীভৎসের স্থায়ী ভাব ঘৃণার মধ্যে, অদ্ভুতের স্থায়ী ভাব বিস্ময়ের মধ্যে এবং শান্তের স্থায়ী ভাব শান্তির মধ্যে রস অর্থাৎ আস্বাদ্য বস্তু আছে। ঐ সকল রসের বাস্তব ঘটনায় বা অভিনয়ে কিংবা শ্রবণকীর্ত্তনে আমরা আস্বাদন করি কেবল আনন্দ। প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে, আমরা বেশ বুঝিতে পারি, আনন্দ ভিন্ন আমাদের আস্বাদ্য বস্তুই

নাই। শৃঙ্গারের মধ্যে ও হাস্যের মধ্যে আনন্দ সুস্পষ্টই আছে; শান্তের মধ্যেও আনন্দ বুঝিতে পারা যায়; করুণাদি অপর সকল রসেরও আস্বাদ্য আনন্দ। যে ব্যক্তি প্রিয়জনের বিরহে কাতর-প্রাণে রোদন করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সেই শোকাত্মক রোদনের অন্তস্তলে অস্ফুট আনন্দ রহিয়াছে; বুঝিতে পারা যায়, রোদনের আধারই আনন্দ। সেইরূপ রৌদ্র, বীর, ভয়ানক এমন কি ঘৃণাত্মক বীভৎস রসের অন্তরেও আনন্দের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যে যাহাতে আনন্দ পায়না, তাহার মন সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যে কাঁদিতে যায়, সেও কাঁদিয়া আরাম পায়, যে যুদ্ধ করে সে তাহাতে আনন্দ পায়, যে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়, সেও আনন্দ প্রণোদিত হইয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। আবার কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লবণ ও মধুর এই ছয় রসনাস্বাদ্য রসের মধ্যেও আস্বাদ্য কেবল আনন্দ। একজন মিষ্ট খাইতে ভালবাসে, আবার একজন কটু অর্থাৎ ঝাল ভিন্ন কোনো ব্যঞ্জনই ভক্ষণ করিতে পারে না। ঝালে জিহ্বা জ্বালা করে, কিন্তু যে ঝাল ভালবাসে, সে তাহাতেই আনন্দ পায়। একজন দাতা নিজধন অন্যকে দান করে, এক জন চোর অন্যের ধন অপহরণ করে, একজন বিলাসী আপন সঞ্চিত ধন নানা প্রকারে ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে, আবার একজন কৃপণ কাহাকেও কিছু না দিয়া এবং নিজেও ভোগ না করিয়া মঞ্জুষা মধ্যে ধন আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহারা সকলেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন

আচরণ করে বটে কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য বা আস্বাদ্য সেই আনন্দ। আনন্দের জন্যই সমস্তজীব দিবানিশি ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছে এবং ছটফট্ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। ফলতঃ পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি সকলেই সেই এক আনন্দের অনুসন্ধান করিতেছে, এবং অনুসন্ধান করিয়াই কথঞ্চিৎ আনন্দ আস্বাদন করিতেছে। সাধু চোরকে নিন্দা করে, চোর সাধুকে নিন্দা করে, দাতা কৃপণকে নিন্দা করে, কৃপণ দাতাকে নিন্দা করে, ধার্ম্মিক মাতালকে নিন্দা করে, মাতাল ধার্ম্মিককে নিন্দা করে ভোগী বৈরাগীকে নিন্দা করে, বিরাগী ভোগীকে নিন্দা করে বটে, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক,—লক্ষ্য এক,—আস্বাদ্য এক,—সেই আনন্দ। মানবের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত ইতর জীবেরও উদ্দেশ্য ও আস্বাদ্য—সেই এক আনন্দ।

এক স্থানে যাত্রা হইতেছে,—গায়ক 'তানা নানা' করিয়া গান গাইতেছে,—ঢোলক 'তেরে খেটে তা' করিয়া বাজিতেছে,—বেহালা 'কঁ্যা কোঁ' করিতেছে,—মন্দিরে 'টুং টাং' করিতেছে এবং তম্বুরা 'ম্যাও ম্যাও' করিতেছে; সকলেরই বাহিরের স্বর ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু সবই যে, এক সুরে বাঁধা আছে, ইহা সংগীতজ্ঞ লোক বুঝিতে পারে। সেইরূপ জগৎ-যাত্রাতেও কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ দান করিতেছে, কেহ চুরি করিতেছে, কেহ চাকরী করিতেছে, কেহ চাকর

রাখিতেছে, কেহ বেচিতেছে, কেহ কিনিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ মাখিতেছে ইত্যাদি নানা জীব নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। সকলেরই বাহিরের কার্য্য দেখিলে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; সকলেরই মূল উদ্দেশ্য,—আসল আস্বাদ্য এক,—সেই আনন্দ। অতএব জগৎ-যাত্রাতেও সেই এক সুর,—সেই এক আনন্দের সুরেই জগৎ বাঁধা রহিয়াছে।

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"আনন্দ হইতে জীব উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত থাকে এবং আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়।" এখন আমরা বুঝিলাম, আনন্দই জীবের উদ্দেশ্য এবং আনন্দই জীবের একমাত্র আস্বাদ্য। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, যাহা আস্বাদ্য, তাহারই নাম রস। যদি আস্বাদ্য বস্তুর নাম রস হইল এবং যদি আনন্দই সকলের একমাত্র আস্বাদ্য হইল, তবে আনন্দই রস। এই রস যিনি বুঝিতে পারেন অর্থাৎ এক সুরে, এক আনন্দে, একই রসে জগৎ বাঁধা রহিয়াছে, ইহা যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনিই রসিক।

আবার এক রহস্য,—সকলেই রসের অনুসন্ধান করিতেছে,—রসের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, কিন্তু কেহই আসল রস পাইতেছে না। রসের অর্থাৎ আনন্দের অনুসন্ধানকেই রস অর্থাৎ আনন্দ মনে করিতেছে এবং তাহাতেই কথঞ্চিৎ ক্ষণিক শান্তিবোধ করিতেছে। জীব যাহাকে রস অর্থাৎ আনন্দ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহা প্রকৃত রস অর্থাৎ আনন্দ নহে; তাহা রসের

অর্থাৎ আনন্দের আভাস মাত্র। সেই জন্যই জীব স্থির শান্তি পাইতেছেনা; বরং ক্রমে ক্রমে অধিকতর অশান্তিই অনুভব করিতেছে। আসল রস বা আনন্দ পাইলেই জীবের চিরশান্তি। রসের বা আনন্দের এই আভাস কোথা হইতে আসিল? নকল থাকিলে আসল আছেই,—প্রতিবিম্ব থাকিলে বিম্ব আছেই এবং আভাস থাকিলে ভাস আছেই।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তিনিই রস, সেই রস পাইলেই জীব আনন্দময় হয়।" আবার বলিয়াছেন,—"আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দেরই মাত্রা অর্থাৎ আভাস মাত্রই সমস্ত জীবের উপজীব্য।" এখন আমরা বুঝিলাম, ব্রহ্মই আনন্দ এবং ব্রহ্মই রস। সমস্ত জীব সেই ব্রহ্মানন্দের বা ব্রহ্ম-রসেরই আভাস মাত্র আস্বাদন করিয়া থাকে। জীব যে বিষয়ানন্দ ভোগ করে, তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতে বা ব্রহ্মরস হইতে ভিন্ন নহে; অথচ প্রকৃত ব্রহ্মরসও নহে। তাহা ত্রিগুণাবৃত বা ত্রিগুণ-মিশ্রিত রস, সুতরাং রস হইয়াও বিরস। যেমন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি শীতল জলপূর্ণ নিশ্ছিদ্র কুম্ভ প্রাপ্ত হইলে, অগত্যা তাহার শীতল গাত্র-মাত্র লেহন করে অথবা নিজ গাত্রে ঘর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে তাহার তৃষ্ণা ত দূর হয়ই না, অধিকন্তু উত্তরোত্তর ব্যাকুলতাই বৃদ্ধি পায়; জীবের দশা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। এই ত্রিগুণময় জগতের অন্তরেই ব্রহ্মরস রহিয়াছে; জীব তাহা বাহির করিতে না পারিয়া, কেবল উহার উপরি ভাগ পঞ্চেন্দ্রিয়ে বুলাইতেছে; সুতরাং শান্তির পরিবর্তে তাহার চাঞ্চল্যই বাড়িতেছে।

সেই অমিশ্রিত আসল রস বাহির করিতে পারিলেই শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

এখন দেখা গেল, ব্রহ্মাই আনন্দ এবং ব্রহ্মাই রস ; অতএব রসের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লীলার নাম "রাসলীলা"। সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মই বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা,—ঘনীভূত ব্রহ্ম। সেই ঘনীভূতব্রহ্মের রাসলীলা প্রকৃতির বাহিরে অপ্রাকৃত ধামে নিত্যই হইতেছে। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপন অংশ বা শক্তিস্বরূপ শুদ্ধ জীবগণকে লইয়া প্রতিনিয়তই রসময়ী লীলা করিতেছেন। জীব ভগবানের স্বরূপানন্দ আস্বাদন করিতেছে এবং ভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও প্রেম-স্বভাব শুদ্ধ জীবের সহজ প্রেমে পরানন্দ পাইতেছেন। সেই অনাদিসিদ্ধ নিত্য রাসলীলাই, জীবের সুখবোধের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাকৃত রাসলীলার আকারে অভিনীত হইয়াছে। এখন আমরা সেই নিত্যধামস্থ নিত্যরাসলীলার আলোচনা করিয়া, বৃন্দাবনস্থ রাস-লীলা আরও বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির আদি অন্ত নাই। তবে, সৃষ্টি হইতেছে যাইতেছে, এরূপ আদি আদি অন্ত আছে ; এক বারে ছিলনা, এইবার নূতন হইল, এরূপ আদি নাই ; সুতরাং অন্তও নাই। যখন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয়, তখন একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। ব্রহ্ম সৎ, চৎ ও আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীব তাঁহাতে

লীন হইয়া থাকে,—একবারে নাশপ্রাপ্ত হয় না। আবার সৃষ্টি-কালে নিজ নিজ বাসনানুরূপ অদৃষ্টানুসারে পূর্ব্বের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে বহির্গত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, —"যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" বাসনা-বিশিষ্ট জীব শুদ্ধ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় না,—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকে। আবার প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে। যদিও তখন সকলই একাকার, তথাপি প্রকৃতিস্থ সমস্ত জীব সূক্ষ্মাকারে পৃথক্ পৃথক্ থাকে এবং প্রকৃতিও ততোঽধিক সূক্ষ্মাকারে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মে পৃথক্ ভাবেই থাকে। সমস্ত জীবের বাসনা ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং সকলেই আপন আপন সূক্ষ্ম বাসনার সূক্ষ্ম বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে।

তখন পরব্রহ্ম গন্ধবণিকের পুটুলীর ন্যায় হইয়া থাকেন। গন্ধ-বণিক প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুটুলী (মোড়ক) বাঁধে, তাহার পর কতকগুলি ক্ষুদ্র পুটুলীতে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুটুলী প্রস্তুত করে; আবার ঐরূপ দুইচারিটি পুটুলীতে একটি বৃহত্তর পুটুলী বন্ধন করে। আপাতত দেখিলে মনে হয়, একটি পুটুলী; কিন্তু ভিতরে সব ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে। প্রলয়ের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন বাসনাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীব, তাহার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রকৃতি, তৎপরে অনন্ত অপরিসীম পরব্রহ্ম। সৃষ্টির সময় সকলই বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু যে জীব জ্ঞানাস্ত্রে বাসনার বেষ্টনী ছেদন করিতে পারে, সে আর

বাহির হয় না ; সে নিরবচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের সমভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির আবরণ ছেদনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মিশিয়া যায়। যাঁহারা শ্রুতি, বেদান্ত ও গীতার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় অবগত আছেন। এই যে, সৃষ্টির ব্যাপার, ইহা পর ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি,—সিকিঅংশ অর্থাৎ অতি অল্পমাত্র বিকাশ। ইহার পরে অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে, তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি,—বারোআনা অংশ অর্থাৎ অনন্ত অসীম বিকাশ। এ কথাও শ্রুতি এবং গীতায় আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদ এবং স্বর্গ অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাঁহার ত্রিপাদ।" শ্রীমদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" আমরা এই ত্রিপাদ বিভূতির মধ্যেই রাসলীলার অনুসন্ধান করিব।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এক পরব্রহ্ম অনেকের কামনা পূর্ণ করেন।" শ্রীমদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ যাহারা যে অভিপ্রায়ে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া থাকি।" সর্ব্বলোক-বিদিত মহাজন-বাক্য আছে,—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতির বাহিরেও অনন্ত-স্বরূপে নিত্যই আছেন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অনন্ত সত্তায় আপন সত্তা মিলাইতে চাহেন; সুতরাং তাঁহাদের সেই অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয় ; তাঁহারা নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্মসত্তায় মিশ্রিত হইয়া যান। যোগিগণ ব্রহ্মের চিদংশের সহিত একাকার হইতে ইচ্ছা করেন; সুতরাং তাঁহাদের সেই ইচ্ছাই ফলবতী হয়; তাঁহারা চৈতন্য স্বরূপেই অবস্থান করেন। ভক্তগণ পরব্রহ্মকে আনন্দ-প্রধান বলিয়া দেখেন এবং অনন্তকাল পৃথক ভাবে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিতে বাসনা করেন; সুতরাং শ্রুতি, গীতা ও মহাজন-বাক্যানুসারে তাঁহাদেরও সে অভিলাষ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। ভক্তের ভাব পাঁচ প্রকার,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। মাধুর্য্য ভাবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই রাসলীলার প্রসঙ্গে মাধুর্য্য ভাবই আমাদের আলোচ্য।

পঞ্চদশী-নামক বেদান্তগ্রন্থে আছে,—"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ।" অর্থাৎ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আনন্দময়, যে-হেতুক আত্মাই পরমপ্রেমের বিষয়। আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আমাদের আত্মার প্রতি স্বাভাবিক প্রেম হইয়া থাকে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইল, আমরা প্রেমদ্বারাই আত্মানন্দ আস্বাদন করি। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অগ্রে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা।" ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মস্বরূপে আছি। তাহা হইলে আমরা দুই প্রকার আত্মা পাইলাম; এক অনন্ত অসীম আনন্দস্বরূপ মূল আত্মা এবং অপর সর্ব্বজীবের অন্তরস্থ অংশাত্মা। সেই অংশাত্মাই আমি,—প্রকৃত আমি; অতএব আমি আমাকেই প্রেম করি;

আমাকেই ভাল বাসি। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, অংশের স্বভাব দেখিয়া রাশির স্বভাব অনুমান করা যায়। যেমন অগ্নি-কণার দাহিকা শক্তি দেখিয়া অগ্নিরাশির দাহিকা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। মূল অনন্ত আনন্দস্বরূপ আত্মার অংশ জীব যখন আপনিই আপনার প্রতি প্রেম করিয়া আপনিই আত্মসুখ অনুভব করে, তখন সেই মূল অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ আত্মাও নিজ-প্রেমে নিজানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি আপন প্রেমে আপনাকেই আস্বাদন করেন। যখন প্রেমদ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন করেন, তখন আনন্দাস্বাদনী শক্তির নামই "প্রেম"। ঐ আনন্দা-স্বাদনী শক্তি আনন্দকেও আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। সেই জন্য উহাঁর অপর নাম "হ্লাদিনী শক্তি"। তবেই বুঝিলাম, তিনি আপন প্রেমাংশদ্বারা আপন আনন্দাংশ আস্বাদন করেন। শক্তি শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং শক্তিমান্‌ও শক্তিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; অথচ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর বিভিন্ন বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং পরব্রহ্ম বা মূল আত্মা এক হইয়াও দুই এবং দুই হইয়াও এক,—দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত।

প্রেমের অন্তরে আবার ভাব; প্রেম এক, ভাব নানা প্রকার। প্রেমের প্রকৃতি অনুরাগ বা ভালবাসা। একই ব্যক্তিকে, তাহার মা ভাল বাসে, তাহার স্ত্রী ভালবাসে, তাহার ভগিনী ভাল বাসে; সকলেরই ভালবাসা বা প্রেম এক, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার। পত্নী পতিকে মধুর ভাবে ভাল বাসে; ঐ মধুর ভাবও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

অবান্তর-ভেদে শত শত প্রকার। সুতরাং আনন্দ-স্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমাংশ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য ভাবে আনন্দাংশ আস্বাদন করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য প্রেমাংশ আপন আপন ভাবের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বেষ্টনীর মধ্যে বা গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ; এক ভাবের প্রেম অপর ভাবের প্রেমের সহিত মিশিতে পারে না। ইহা আমরা আমাদের ন্যায় প্রাকৃত বদ্ধ জীবের অবস্থা আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি। পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যই যেমন বাহ্যাকারে পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ হৃদয়ের ভাবে বা প্রবৃত্তিতে বা স্বভাবে বা বাসনাতেও ভিন্ন ভিন্ন। সকল জীব চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং একই প্রকার হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া সকলেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। সেই জন্যই মৃত্যুর পর দেহস্থ চৈতন্য বা জীব মহাচৈতন্যে মিশিতে পারেনা। ঐ ভাবের বেষ্টনী না থাকিলে, সকলেই মৃত্যুর পরই মুক্ত হইয়া যাইত। ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয়েও সমস্ত জীব ঐ ভাবের বা ভাবানুরূপ অদৃষ্টের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে, ইহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ত্রিগুণময় ভাবের বেষ্টনী বা ব্যবধান জ্ঞানে, যোগে এবং প্রেমে বিচ্ছিন্ন হয়; স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমের বেষ্টনী কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না; উহা নিত্যই আছে এবং থাকিবে; কারণ উহা আদ্যন্তহীন পরব্রহ্মেরই অংশ বা শক্তি। ঐ বেষ্টনী বা ব্যবধান এত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে, মানবী বুদ্ধির ধারণায় আইসে না; সেই জন্যই পর ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। বস্তুতঃ তিনি নির্বিশেষ ও সবিশেষ

দুইই,—জ্ঞানের নিকট নির্ব্বিশেষ, প্রেমের নিকট সবিশেষ। প্রাকৃত ভূতময় ব্যবধানও অত্যন্ত স্বচ্ছ হইলে নেত্রগোচর হয় না, ইহা আমরা মহাভারত পাঠে জানিতে পারি এবং নিজেও এক এক সময়ে অনুভব করিয়াছি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব-নির্ম্মিত সভায় কাচনির্ম্মিত কৃত্রিম দ্বারে দুর্য্যোধনের মাথা ঠুকিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ভূতময় ব্যবধান স্বচ্ছ হইলে, যখন নয়ন গোচর হয় না, তখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছাদপি স্বচ্ছ প্রেমের বা ভাবের ব্যবধান যে মনেরও অগোচর হইবে, ইহা বিচিত্র নয়।

প্রেম ও আনন্দ যে পরস্পর নিত্য সহচর, ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি এবং প্রেম যে প্রকৃতি স্বভাব, তাহাও বলিয়াছি, অতএব ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রেমকে আনন্দময়ের সহচরী বলা যায়। ভগবান্ শ্রীমদ্গীতায় বলিয়াছেন,—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" অর্থাৎ ভূম্যাদি অষ্ট পদার্থ আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি এবং জীব আমার পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা প্রকৃতি; যে হেতুক জীব নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা জগৎপ্রবাহ রক্ষা করিতেছে। অতএব জীবও প্রকৃতি, প্রেমও প্রকৃতি। এই কর্ম্মাধীন জীব ভগবদ্ ভজনে কর্ম্মক্ষয় করিয়া প্রেমরূপা নিত্য প্রকৃতিতে মিশ্রিত হইতে পারে। ঐ প্রেমরূপা প্রকৃতি আনন্দরূপ পরম রসের সহিত নিত্য জড়িত, নিত্য আলিঙ্গিত, নিত্য মাখামাখি। এই যে অসংখ্য প্রেমরূপা প্রকৃতি বা সহচরীদিগের সহিত পরমানন্দের বা

পরমরসের নিত্য মিলন বা নিত্য আলিঙ্গন বা নিত্য বিহার, ইহারই নাম "রাসলীলা"।

এই প্রকৃত রাসলীলা যেমন নিত্য—তেমনি অনন্ত অসীম। পরব্রহ্ম-স্বরূপ দয়াময় ভগবান্ এই সমস্ত সংসার-সন্তপ্ত জীবকে ঐ নিত্যরাসের পরম রস আস্বাদন করাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে প্রাকৃতের ন্যায় রাসলীলা করিয়াছেন। আপনি সেই আনন্দ-স্বরূপেই নটবর বেশ ধারণ করিয়া এবং অসংখ্য নিত্য সহচরদিগকে গোপী সহচরী সাজাইয়া মণ্ডলাকারে নাচিয়াছেন, গাইয়াছেন ও আলিঙ্গনাদি করিয়াছেন। নিত্যরাসের অনন্ততা দেখাইবার জন্যই মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়াছিলেন। অনন্তভাব দেখাইতে হইলে, মণ্ডলের ন্যায় দেখাইতেই হয়; কেননা মণ্ডলের আদি অন্ত নাই,—অনন্তেরও আদি অন্ত নাই। আমরা পরব্রহ্মকে কেবল মুখেই 'অনন্ত অনন্ত' বলিয়া থাকি; অনন্ত ভাবিতে জানিনা,—ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু এক বস্তুকে অনন্তস্বরূপে ভাবিতে গেলেই যে মণ্ডলাকার হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিতে পারি। মহাসাগরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারি দিকে ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখিলে, মণ্ডলাকার দেখা যায়,—অপার জলরাশিও মণ্ডলাকার, এবং অনন্ত-বিসারিত আকাশও মণ্ডলাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব, যাঁহারা আমাদের ন্যায় কেবল মুখেই ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্ম অনন্ত বলেন, তাঁহাদের কথা পৃথক্; কিন্তু যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা অনন্ত ভাবিতে গেলেই দেখিবেন—মণ্ডলাকার। যাহার মধ্যস্থলে

দাঁড়াইয়া সকলদিকেই সমান্তরাল দেখা যায়, তাহাই মণ্ডল; অনন্তেরও যেখানে দাঁড়াইয়া দেখিবে, সকল দিকেই সমান্তরাল দেখিতে পাইবে; অতএব অনন্তকে বুঝাইতে হইলে, মণ্ডলাকারেই বুঝাইতে হইবে। আমরা যে, গোলাকার শালগ্রাম শিলায় বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকি, তাহাও অনন্ত সত্তাস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আদর্শ। পৃথিবীর চিত্রাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র গোলক অবলম্বন করিয়া যখন বিপুলা পৃথ্বীর ধারণা করা যায়, তখন বৃন্দাবনের রাসমণ্ডল অবলম্বনে অনন্ত প্রেমানন্দের মণ্ডলও কথঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎ-প্রিয়তমা গোপী অসংখ্য; এখন সে কথা মিলিয়া গেল। অনেকে বলিবেন,—অসংখ্য গোপী সীমাবদ্ধ বৃন্দাবনে স্থান পাইল কিরূপে? তাহার উত্তরে আমরা বলিব,—যেমন অনন্ত বুঝিবার উপায় নাই, বৃহৎ মণ্ডল দেখিয়াই বুঝিতে হয়, সেইরূপ অসংখ্যও বুঝিবারও উপায় নাই, বহুসংখ্যক ধরিয়াই বুঝিতে হইবে।

আমরা মূল শ্লোকে দেখিলাম, প্রত্যেক গোপীর বামে দক্ষিণে উভয় পার্শ্বেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্তে প্রত্যেক গোপীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন। মণ্ডলের শোভা দেখাইবার জন্য আপাততঃ ঐরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে উর্দ্ধে, নিম্নে সকল দিকেই কৃষ্ণ। নিত্যরাস স্মরণ করিলে, আমরা ইহা বুঝিতে পারি। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির সকল দিকে, সকল অঙ্গই জল-সংলগ্ন,

সেইরূপ যে যে ভাবের মূর্ত্তি সেই অনন্ত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন আছেন, তাঁহাদেরও সকল দিকেই সকল অঙ্গই আনন্দালিঙ্গিত। বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডল হইতে তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

আমরা ভাবের মূর্ত্তি বলিলাম, ইহাতে সজ্জনগণের অসন্তোষ উৎপাদন করা হইল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ভাবের রূপ আছে, আনন্দেরও রূপ আছে; ভাবনা করিলে বুঝি পারা যায় এবং সাধন করিলে প্রত্যক্ষ অনুভব করাও যায়। আমরা দেখিলাম, চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অর্দ্ধাংশ প্রেম এবং অর্দ্ধাংশ চিদানন্দ; সুতরাং প্রেমাংশও চিন্ময়। যখন ঐ সকল চিন্ময় প্রেমাংশ আপন আপন পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব করেন, তখন আপন আপন রূপও অনুভব করেন, ইহা স্থির। তাঁহারা নিজে নিজে আপনাদের যেরূপ রূপ অনুভব করেন, সেই রূপই তাঁহাদের রূপ। তবে, সে রূপ কিরূপ, তাহা আমরা বলিতে পারি না—কেহই বলিতে পারেন না। আমরা মানব ও মানবী; সুতরাং পরম সুন্দর মানব ও মানবীর মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে উহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর যিনি সাধনবলে অনুভব করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত রূপ অবগত হইবেন, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

মূল শ্লোকে শুকদেব বলিয়াছেন,—মণ্ডলস্থ প্রত্যেক গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিকটেই দেখিলেন, অন্যের নিকটে দেখিতে পাইলেন না। ইহাও সেই মূল অনন্ত প্রেমানন্দ-মণ্ডলেরই

আদর্শ। সেখানে অসংখ্য প্রেমময় ভাবরূপের যে রূপ অনন্ত আনন্দ স্বরূপের যে অংশে নিমগ্ন আছেন, তিনি সেই অংশই পূর্ণ মনে করিতেছেন এবং সেই অংশই আস্বাদন করিয়া আপনাকেও পূর্ণ বলিয়া পরিতৃপ্ত আছেন। তাঁহার সকল দিকে আনন্দময় রূপ,—সকল দিকেই কৃষ্ণ; সুতরাং তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। মানবের মধ্যেও যদি শত শত ভক্ত একত্র উপবেশন করিয়া ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হন, তবে তাঁহাদেরও প্রত্যেকেই দেখিবেন, আমারই কাছে ভগবান্ রহিয়াছেন,—অন্যের কাছে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেননা। অতএব আমরা শ্রীবৃন্দাবনের রাসলীলায় বহুগোপী ও বহুকৃষ্ণ দেখিয়া এবং প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃদয়স্থ আধ্যাত্মিক রাসলীলা ও নিত্য-ধামস্থ নিত্য-রাসলীলার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।

এখন গোপীর কথা।—আমরা যেরূপ আলোচনা করিলাম, পরমানন্দময় পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে আপনিই আপন প্রেমে আপনাকে আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার প্রেমাংশ আবার অসংখ্য ভাব ভেদে অসংখ্য এবং তিনিও এক হইয়াও প্রত্যেকভাবে আলিঙ্গিত হইয়া অসংখ্য। ঐ সকল প্রেমাংশই তাঁহার প্রকৃতি অর্থাৎ সহচরী। ঐ সকল সহচরীই শ্রীবৃন্দাবনলীলায় গোপী। গোপীগণ ভাবভেদে এবং প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। তন্মধ্যে যাহাতে প্রেমের ও ভাবের পূর্ণতা, তিনিই রাধা; তদ্ভিন্ন সকলের ললিতা বিশাখা প্রভৃতি বহু নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে যে নিত্যসিদ্ধা গোপীর কথা বলিয়াছি, এখন তাহা বুঝিলাম। এই সমস্ত বদ্ধ জীব যদি নিত্যলীলার নিত্যানন্দ আস্বাদন করিতে চাহে, ঐ সকল নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের অনুগত হইতে হইবে অর্থাৎ যিনি যে ভাবে ভগবানকে পাইতে বাসনা করেন, তিনি সেই ভাবের গোপীকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সেই ভাব লইয়া সাধন করিবেন। ঐ সকল ভাবই মঞ্জরী নামে অভিহিত। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে কেহই সাধন-বলে রাধা হইতে পারিবেন না; তবে যদি কখনও কেহ ঠিক রাধার ভাবে পূর্ণ হইতে পারেন, তিনি নিত্য-রাধায় সাযুজ্য পাইবেন। ঐরূপ যিনি যে গোপীর ভাবে পরিপূর্ণ হইবেন, তিনি সেই গোপীতে সাযুজ্য লাভ করিবেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি বিভিন্ন ভাবের বেষ্টনীতে ব্যবহিত হইয়া সকল ভাবই পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে; সুতরাং দুই ভাবে ঠিক এক রকম হইলেই মিশিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারত পাঠেও এ বিষয়ের আভাস পাইয়াছি। মহাভারতের মহাপ্রস্থানপর্ব্বে দেখিতে পাই, শাপভ্রষ্ট ধর্ম্ম বিদুর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের শরীরে মিশিয়া গেলেন। ইহাও ঠিক ঐ কথা। শাস্ত্রে আছে,—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" অর্থাৎ পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে; অতএব যে পিতা, সেই পুত্র। বিদুর স্বয়ং ধর্ম্ম এবং যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের ঔরসপুত্র, অতএব উভয়েই অন্তরে অন্তরে এক; সুতরাং যখন বিদুরের মাংসময় আবরণ নষ্ট হইল, তখন তাঁহার অন্তরস্থ সূক্ষ্ম ধর্ম্মময় দেহ যুধিষ্ঠিরের অন্তরস্থ ধর্ম্মময় দেহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। এখন আমরা বুঝিতে

পারি, দুই তিন রাধা, দুই তিন ললিতা বা দুই তিন বিশাখা হইতে পারে না। জীব সাধনবলে নিত্যলীলাস্থ অনন্ত সখীভাবের অন্যতম এক ভাবে মিশিয়া থাকে।

এই সখীর কথা আর একবার আলোচনা করিব।—শ্রুতি বলিয়াছেন,—"দুটি পক্ষীতে পরস্পর পরম সখ্য; দুটিতে একই বৃক্ষে বাস করে, কখনও পৃথক্ থাকেনা; একটি পক্ষী বৃক্ষের ফল আস্বাদন করে, অপরটি কেবল সাক্ষি-স্বরূপে অবলোকন করে।" অর্থাৎ একই দেহে পরমাত্মা ও জীবাত্মা নিত্যই অবস্থান করেন, উভয়ে পরম সখ্য। জীবাত্মা দেহকৃত পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ ও সুখ ভোগ করে, পরমাত্মা সাক্ষিস্বরূপে দেখেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পরের সখা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম প্রকৃতি-স্বভাব; সুতরাং জীব চৈতন্য-প্রধান হইলেই পরমাত্মার সখা এবং প্রেমপ্রধান হইলেই সখী। শ্রুতি বলিলেন,—যেখানে জীবাত্মা সেইখানেই পরমাত্মা; আমরাও পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ; সুতরাং যেখানে প্রেমময়ী রাধা, সেইখানেই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ। যে জীব চিৎস্বরূপে চৈতন্যময় অন্তর্য্যামী পরমাত্মার নিত্যসখা, সেই চৈতন্যস্বরূপ জীবই প্রেমস্বভাবে চিদানন্দঘন বিগ্রহবান্ সেই পরমাত্মারই নিত্যসখী। দেহভেদে জীবও অসংখ্য, পরমাত্মাও অসংখ্য এবং ভাবভেদে সখীও অসংখ্য; বিগ্রহবান্ পরমাত্মাও অসংখ্য। যিনি চিজ্জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে বহু হইতে পারেন, তিনি বিশুদ্ধ চিদানন্দ স্বরূপেও বহু হইতে অবশ্যই পারেন।

সেই পরমানন্দ চিদানন্দ-স্বরূপে বহু হইয়া আপনিই আপন প্রেমে আপন রস নিত্যই আস্বাদন করিতেছেন; তাহারই নাম "রাস"।

শুকদেব বলিলেন,—শত শত দেবতা বিমানারোহণে আকাশ হইতে ভগবানের রাসলীলা দেখিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? আমরা স্বর্গস্থ দেবতা বিশ্বাস করি; সুতরাং আমাদের অভিপ্রায়ে ইহা বিচিত্র নয়। তদ্ভিন্ন অধ্যাত্মলীলা আলোচনা করিলে, ইহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের শাস্ত্রানুসারে মানবদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। সেই ইন্দ্রিয়স্থ দেবতারাই শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহিরের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোগ করিয়া ক্ষণস্থায়ী আনন্দের আস্বাদন করেন; আবার পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণাদি বাহ্যক্রিয়ায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু যখন যোগী সমাধিস্থ থাকেন, তখন তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাহিরের কোন কার্য্যই করেন না; সকলেই অন্তর্মুখ হইয়া থাকেন। এরূপ হয় কেন? ঐ রাসলীলার জন্যই হয়। সমাধি অবস্থায় যোগীর জীবাত্মা আপন নিত্য সখা পরমাত্মার সহিত আলিঙ্গিত হইয়া পরমানন্দ—পরম রস আস্বাদন করিতেছে; অর্থাৎ তখন যোগীর হৃদয়-বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক রাসলীলা হইতেছে; তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বাহিরের তুচ্ছানন্দ পরিত্যাগ করিয়া, জীবের সহিত সেই পরমানন্দ আস্বাদনেই মোহিত হইয়া থাকেন ॥৪

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—রাসমণ্ডলে সপ্রিয়াণাং (সকৃষ্ণানাং) যোষিতা (ব্রজাঙ্গনানাং) বলয়ানাং (করালঙ্কারবিশেষাণাং) নূপুরাণাং (পদালঙ্কার-বিশেষাণাং মঞ্জীরাণাং) কিঙ্কিণীনাং (কাঞ্চিস্থ-ক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং) তুমুলঃ (সঙ্কীর্ণঃ মিশ্রিতঃ) শব্দঃ (ধ্বনিঃ) অভূৎ (বভূব) ॥

তত্র (তস্মিন্ রাসমণ্ডলে) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ) দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাভিঃ (স্বর্ণবর্ণাভিঃ গোপীভিঃ) হৈমানাং (সৌবর্ণানাং) মণীনাং মধ্যে (মধ্যে মধ্যে) মহামরকতঃ (মহানীলকান্তমণিঃ) যথা [তথা] অতিশুশুভে (নিরতিশয়মশোভত ॥ ৫ ॥ ৬

টীকা।—সপ্রিয়াণাং শ্রীকৃষ্ণসহিতানাম্। তুমুলঃ সঙ্কীর্ণঃ ॥ ৫

মহামরকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে তা স্বর্ণবর্ণাভিস্তাম্মিষ্টাভিঃ শুশুভে। গোপীদৃষ্ট্যাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ পদাবৃত্তিমেকবচনম্ (তাসাং মধ্যেষু ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—রাসমণ্ডলে বহুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সমন্বি শত শত ব্রজবালাদিগের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল মিশ্রি ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫

ঐ রাসমণ্ডলে নবজলদশ্যাম ভগবান দেবকীনন্দন স্বর্ণব

গোপীগণের মধ্যে মধ্যে, স্বর্ণময় মণিমালার মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত মণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬

তাৎপর্য্য—শুকদেব বলিলেন, রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের বলয়াদি অলঙ্কারের মিশ্রিত ধ্বনি হইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত মণির ন্যায় সুশোভিত হইলেন। ভূষণ ধ্বনির সম্বন্ধে বলিবার কথা বিশেষ কিছুই নাই; ব্রজবাসীদিগের মধ্যে অন্য কেহই বৃন্দাবনীয় রাসলীলা দেখেন নাই,—অলঙ্কারের ধ্বনিও শুনেন নাই এবং পুরাণকর্ত্তা মহর্ষিও তথায় উপস্থিত ছিলেন না। মহর্ষি সর্ব্বজ্ঞতা-সাধক যোগবলেই ঐ সকল দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও যে প্রাকৃত নট-নটীর অনুকরণেই বৃন্দাবনে রাসলীলা করেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অতএব বৃন্দাবনের রাসলীলাতেই অলঙ্কারের শব্দ হইয়াছিল; আধ্যাত্মিক লীলায় ও নিত্যলীলায় এ সকল নাই।

ভগবান্ যে শ্যামবর্ণ এবং ব্রজবালারা যে স্বর্ণবর্ণা, তাহা মহর্ষি স্বচক্ষুতেই দেখিয়াছিলেন। সেই জন্য স্বর্ণমালার মধ্যে মধ্যে অবস্থিত নীলকান্ত-মণির দৃষ্টান্তে ভগবানের শোভা দেখাইয়াছেন। ইহার পারমার্থিক অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিলেও আমরা বুঝিতে পারি, ভগবান্ নিত্যশ্যাম এবং গোপী নিত্যগৌরী। আনন্দ ও প্রেম উভয়েরই পরস্পর প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ। প্রেমেই আনন্দের বিকাশ এবং আনন্দেই প্রেমের তৃপ্তি; সুতরাং উভয়েই উভয়ের উপকারক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘন এবং গোপী প্রেমের মূর্ত্তি; সুতরাং গোপীকে লইয়াই কৃষ্ণের শোভা

এবং কৃষ্ণকে লইয়াই গোপীর শোভা। আমরা ভাবনা করিলে বুঝিতে পারি, আনন্দ যেন স্নিগ্ধ-মধুর এবং প্রেম যেন সুন্দর-সমুজ্জ্বল; অতএব প্রেম স্নিগ্ধমধুর শ্রীকৃষ্ণকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং নিজেও কৃষ্ণমাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত ও উজ্জ্বলতর হইতেছে। আনন্দঘন ভগবানের ও প্রেমঘন গোপীর বর্ণ কিরূপ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তবে পরস্পর প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ ধরিয়া, মরকত-মণি ও স্বর্ণমালার দৃষ্টান্ত দিয়া আপাততঃ ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে। শ্যামবর্ণ ও পীতবর্ণ পরস্পর প্রকাশ্য-প্রকাশক; কারণ, শ্যামবর্ণের নিকট পীতবর্ণ থাকিলে শ্যাম সন্নিধানে পীত উজ্জ্বল দেখায় এবং পীত-সন্নিধানে শ্যামও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহা সকলেই জানেন; সেই জন্যই ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ গোপীকৃষ্ণের সম্মিলনে কিরূপ শোভা হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তেরই অনুভবনীয়,—ভাষায় বর্ণনা করিবার বা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তিনি অস্থূল ও অনণু, স্থূল ও অণু এবং তিনি অবর্ণ অথচ শ্যামবর্ণ।" অতএব আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের বা ভগবানের শ্যামবর্ণ শ্রুতিরও অভিপ্রেত। আমরা যদিও প্রেমের বর্ণ কোথাও পাই নাই, তথাপি যখন প্রেমই আনন্দময় জলদশ্যাম ভগবানের প্রকাশক, তখন প্রেমের সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ ভাবনা করাই উচিত ও স্বাভাবিক ॥ ৫।৬

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—স্বিদ্যন্মুখ্যঃ (ঘর্মাক্তবদনাঃ) কবর-রসনাগ্রন্থয়ঃ (দৃঢ়বদ্ধকেশকটিবসনাঃ) তাঃ (মণ্ডলস্থাঃ) কৃষ্ণবধ্বঃ (ভগবৎপ্রিয়াঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্ত্যঃ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) পাদন্যাসৈঃ (সতাল-পদবিক্ষেপৈঃ) ভুজবিধুতিভিঃ (করচালনৈঃ) সস্মিতৈঃ ভ্রূবিলাসৈঃ (সহাস্যৈঃ ভ্রূভঙ্গিভিঃ) ভজ্যন্মধ্যৈঃ (ভগ্নপ্রায়-কটিদেশৈঃ) চলকুচ-পটৈঃ (স্খলৎকুচবসনৈঃ) গণ্ডলোলৈঃ কুণ্ডলৈঃ (কপোলচঞ্চলৈঃ কর্ণালঙ্কারৈঃ) মেঘচক্রে (জলদমণ্ডলে) তড়িত ইব (বিদ্যুতইব) বিরেজুঃ (শুশুভিরে) ॥ ৭

টীকা।—স যথা তাভিঃ শুশুভে, তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ-পাদন্যাসৈরিতি। ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ ভজ্যমানৈর্মধ্যৈশ্চলদ্ভিঃ কুচৈশ্চ পটৈশ্চ গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেষু লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ। কবরেষু রসনাসু চ গ্রন্থয়ো দৃঢ়া যাসাং তাঃ। যদ্বা, তেষু তাসু চ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলগ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। তত্র নানামূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণো মেঘচক্রমিব তাস্ত বহুবিধাস্তড়িত ইব স্বেদস্ত আসার ইব গীতং গর্জিতমিবেতি যথাসম্ভবমূহ্যম্ ॥ ৭

অনুবাদ।—কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজবালারা মস্তকের কেশ ও কটিদেশের বসন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, পদবিন্যাস, করচালন ও

সহাস্য ভ্রূভঙ্গিসহকারে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বক্ষঃস্থলের বসন শিথিল হইয়া পড়িল; গণ্ডস্থলে কুণ্ডল দুলিতে লাগিল এবং বদনকমল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিল। ঐ সময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া মেঘমণ্ডলস্থ চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ গোপীদিগকে লইয়া প্রাকৃত রাসের অনুকরণে যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই কাব্যাকারে অবিকল বর্ণনা করা ভিন্ন এ শ্লোকের অন্য তাৎপর্য্য নাই। তবে পূর্ব্বশ্লোকে গোপীমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের শোভাবর্ণনা করা হইয়াছে; এ শ্লোকে কৃষ্ণমধ্যগত গোপীর শোভা দেখাইলেন। ভগবান্ শ্যামবর্ণ এবং গোপী স্বর্ণবর্ণা; অতএব সেখানে হৈমমণির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত মরকতমণির দৃষ্টান্তে ভগবানের শোভা বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও ঐ কারণেই মেঘচক্রস্থ তড়িতের দৃষ্টান্তে গোপীর শোভা প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল কৃষ্ণ-শোভা বর্ণনা করিয়া নিরস্ত থাকিলে কাব্যরস অসম্পূর্ণ থাকিত; ইহা কাব্যরসিকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। তদ্ভিন্ন পরমার্থেও গোপী-কৃষ্ণের শোভা দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, কৃষ্ণলীলা কেবল কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পাঠের বিষয় নহে; ইহা ভক্তসাধকের ধ্যানের বস্তু। মন্দাধিকারী ভক্ত প্রেমানন্দের সুসূক্ষ্মলীলা ধ্যান করিতে সমর্থ নহে; অতএব পরম কারুণিক মহর্ষিবর ঐ সকল মন্দাধিকারী ভক্তদিগের আপাততঃ ধ্যানসৌকার্য্যার্থ ঐরূপ বর্ণনা করিলেন ॥ ৭

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥ ৯
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্ত্যঃ) রক্তকণ্ঠ্যঃ (মধুরস্বরাঃ) রতিপ্রিয়াঃ (সদানন্দরতাঃ) কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতাঃ (কৃষ্ণসংস্পর্শজাতানন্দাঃ) [গোপ্যঃ] উচ্চৈঃ (তারস্বরেণ) জগুঃ (অগায়ন্) যদ্গীতেন ইদং (বিশ্বং) আবৃতম্ (ব্যাপ্তম্) ॥ ৮

কাচিৎ (গোপী) মুকুন্দেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সমং (সহ) অমিশ্রিত (অসঙ্কীর্ণাঃ) স্বরজাতীঃ (ষড়জাদি-স্বরালাপ-গতীঃ) উন্নিন্যে (উৎকৃষ্ট যথাস্যাৎতথা নীতবতী) তেন (কৃষ্ণেন) সাধু সাধু ইতি পূজিত (সম্মানিতা) ॥ ৯

তদেব (ষড়্জাদ্যুন্নয়নমেব) ধ্রুবং (ধ্রুবাখ্যতালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে (উন্নীতবতী) [কৃষ্ণশ্চ] তস্যৈ (উন্নয়নকারিণ্যৈ) বহু (ভূরি মানম্ (প্রশংসাম্) অদাৎ (দদৌ)) ॥ ১০

টীকা।—নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ। রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্য কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতাঃ। ইদং বিশ্বম্ ॥ ৮

মুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ ষড়্জাদিস্বরালাপগতীঃ অমিশ্রিতা শ্রীকৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ। প্রীয়তা প্রীয়মাণেন সম্মানিতা ॥ ৯

তৎ ষড়্জাদ্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী ॥ ১০

অনুবাদ। গোপীগণ স্বভাবতই আনন্দপ্রিয় এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বর অতি মধুর তাঁহারা মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে অধিকতর আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে অতি উচ্চ ও মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ সংগীতে বিশ্বসংসার প্রতিধ্বনিত হইল ॥৮

সংগীতশাস্ত্রে স্বরালাপ-বিশেষের নাম জাতি। "ষাড়্‌জ্যার্ষভী চ গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈষাদী শুদ্ধা এতাস্তু জাতয়ঃ" অর্থাৎ ষাড়্‌জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী এই সাতটির নাম জাতি। রাসমণ্ডলস্থ কোনো গোপী মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতি মধুরস্বরে ঐ স্বরজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন। উহা অমিশ্রিত অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্বরালাপ শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সাধু সাধু বলিয়া ঐ গোপীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সংগীত-শাস্ত্রে একপ্রকার তালবিশেষের নাম ধ্রুব। পূর্ব্বোক্ত গোপী পূর্ব্বোক্ত ঐ অমিশ্রিত স্বর-জাতি ধ্রুবতালের সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর প্রীত হইলেন এবং ঐ গানকারিণী গোপীকে পুনর্ব্বার অধিকতর সম্মানের সহিত প্রশংসা করিলেন ॥ ১০

তাৎপর্য্য—এ সকল যথান্বিত বিষয়ের বর্ণনামাত্র, ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই; কেবল গোপীকৃষ্ণের নৃত্যসম্বন্ধে

আমাদের যাহা মনে হয়, তাহাই বলিতেছি। প্রেম ও আনন্দই গোপীকৃষ্ণের স্বরূপ; সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের মূল তত্ত্ব। এক একটি মানবহৃদয়ে জীবাত্মা আছেন, পরমাত্মাও আছেন; সুতরাং ভক্তও আছেন, ভগবান্‌ও আছেন, অর্থাৎ প্রেমও আছে, আনন্দও আছে। যখন কোনো প্রাকৃত প্রেমিক ভক্ত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিবশ হইয়া নৃত্য করেন, তখন আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার কেবল হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট স্থূল দেহই নৃত্য করিতেছে; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, অগ্রে সেই দেহের অন্তর্গত প্রেমানন্দ-স্বরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্পন্দন হইয়াছে; সেই স্পন্দনের প্রতিঘাতে জড়দেহও নাচিয়া উঠিয়াছে। এ ত প্রকৃত প্রেমানন্দের মিলন; ইহাতে দেহ ত নাচিবেই; সাংসারিক অত্যধিক আনন্দেও অন্তরে বাহিরে নৃত্য হইয়া থাকে। যাহার প্রতি আমাদের অত্যধিক প্রেম, যাহাকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহাকে বহুদিনের পর সহসা সম্মুখে দেখিলে আনন্দ স্ফীত হইয়া উঠে; তাহারই স্পন্দনে অন্তরাত্মা অন্তরে অন্তরে নৃত্য করিতে থাকে এবং দেহও সেই স্পন্দনের প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় উত্থিত হইয়া পড়ে। তখন নিশ্চয়ই আমাদের জীবাত্মা আনন্দ সম্মিলনে নৃত্য করিতে থাকেন এবং দেহও যে, বিনা চেষ্টায় উত্থিত হইয়া প্রিয়জনকে ধরিতে যায়, —আলিঙ্গন করিতে যায়, তাহাও দেহের নৃত্য ভিন্ন আর কি!

অন্য প্রসঙ্গে শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"সহসা আগত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিলে যুবকের

প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়, যথোচিত সংবর্দ্ধনের পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।” অতএব উপবিষ্ট যুবক পূজ্য ব্যক্তিকে দেখিয়া যে উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহার প্রণালীও এইরূপ। অগ্রে ভক্তিজন্য আনন্দে ক্রিয়াত্মক প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়, সেই উচ্ছ্বাসে দেহ আপনা আপনিই উঠিয়া পড়ে। অতএব প্রথমে আনন্দজন্য জীবের স্পন্দন, তৎপরে প্রাণের উচ্ছ্বাস, তৎপরে দেহের উত্থান।

অতএব যখন সামান্য সাংসারিক আনন্দে অন্তরাত্মার স্পন্দন অর্থাৎ নৃত্য হইয়া থাকে এবং সেই নৃত্যের প্রতিঘাতে দেহও নৃত্য করিতে থাকে, তখন প্রকৃত যে প্রেমাস্পদ পরমানন্দের সাক্ষাৎকারে জীবাত্মা পরমোল্লাসে নৃত্য করিবে এবং সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহও নাচিয়া উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? যেমন তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষে ভাসমান জলযান নৃত্যশীল তরঙ্গের বশেই নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ আনন্দসাগরে নর্ত্তনশীল প্রেমতরঙ্গের বশেই স্থূল দেহ আপনা আপনিই নাচিয়া উঠে। অথবা যেমন অর্দ্ধপূর্ণ জলকুম্ভের অন্তর্গত জল আন্দোলিত হইলে, কুম্ভ আন্দোলিত বা স্পন্দিত হয়, সেইরূপ দেহান্তর্গত জীবাত্মা ও পরমাত্মার নর্ত্তনেই দেহও নাচিয়া উঠে। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে এবং হরিনাম-শ্রবণে ভক্ত যে নৃত্য করিতে থাকেন, তাহার কারণও এই। অবশ্য, আমরা আমাদের ন্যায় ভক্তের কথা বলিতেছি না; চৈতন্যের ন্যায় ভক্তাবতারের কথাই বলিতেছি। হরিনামে আমাদের অন্তরাত্মা নাচে না; আমরা বলপূর্ব্বক দেহকেই নাচাই।

এখন আমরা বুঝিলাম, প্রেমানন্দের সম্মিলনে উভয়েরই স্পন্দন বা নৃত্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রেম ও আনন্দ উভয়ে নিত্য-মিশ্রিত; সুতরাং একটি স্পন্দিত হইলে বা নাচিয়া উঠিলে, অপরটি নাচিয়া উঠিবেই। পরন্তু প্রথমে আনন্দ দর্শনে প্রেমের নৃত্য, তাহার পর আনন্দের নৃত্য, কিংবা প্রথমে প্রেমদর্শনে আনন্দের নৃত্য, তাহার পর প্রেমের নৃত্য, তাহা ঠিক বলা যায় না। উভয়ের নৃত্যই পরস্পর সাপেক্ষ। প্রেমের স্পন্দনে আনন্দের স্পন্দন, আর আনন্দের স্পন্দনে প্রেমের স্পন্দন; প্রেম যত নাচে, আনন্দ ততই নাচে এবং আনন্দ যত নাচে, প্রেম ততই নাচে; উভয়ে যেন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নাচিতে থাকে। আজ রাসমণ্ডলে প্রেমের পুত্তলি গোপী যত নাচিতেছেন, আনন্দের বিগ্রহ কৃষ্ণও তত নাচিতেছেন এবং কৃষ্ণও যত নাচিতেছেন, গোপীও ততই নাচিতেছেন। রসিক,ভাবুক, প্রেমিক, চিন্তাশীল, সজ্জনগণ! একবার ভাবনা-দৃষ্টিতে গোপীকৃষ্ণের নৃত্য অবলোকন কর, পরমানন্দ পাইবে।

আমরা যে, অপ্রাকৃত ধামে অনন্ত নিত্য-রাসের কথা বলিয়াছি, তাহাতে এইরূপ প্রেমানন্দের নৃত্য অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। সেখানেও অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তিমান্ প্রেমানন্দের রাসলীলা নিত্যই হইতেছে। সেখানে হইতেছে বলিয়া জীবহৃদয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নৃত্য হইয়া থাকে। সংসার-সন্তপ্ত জীবগণকে তাহাই বুঝাইবার জন্য এবং সেই পরমানন্দময় নিত্য রাসে লইয়া যাইবার জন্য, ঐ দুই লীলার নির্দ্দেশ-স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমময়ী

গোপী ও আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য। আপনি নৃত্য না করিলে, অপর কাহাকেও নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয় না। তত্ত্বদর্শী সুবুদ্ধি সাধক অবশ্যই বুঝিবেন, এই প্রাকৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি আপনি নাচিয়া অনুক্ষণ অসংখ্য জীবগণকে নাচাইতেছেন; তবে মন্দবুদ্ধি জীব তাঁহার তালে তাল দিয়া নাচিতে পারিতেছে না। বুঝিয়া দেখিবেন, পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-সমাজ যে, প্রতিনিয়ত শৃঙ্গার হাস্য করুণাদি নবরসের নাট্যাভিনয় করিতেছে, ইহাও নৃত্যবিশেষ। তবে, প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাসে ভক্ত ও ভগবানের নৃত্য; আর কামানন্দের উচ্ছ্বাসেই সংসারাসক্ত মানবের নৃত্য। সংসারী মানব যে, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এবং প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে ধা ধা করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; এ নৃত্য কোথায় হইতেছে? এ নৃত্যের মূল কোথায়? অগ্রে অভিলষিত পদার্থ পাইবার জন্য তাহাদের অন্তরস্থ কাম-কৃশাণু উদ্ধূত হইয়া উঠে; তাহাতেই অলীক আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, সেই কামামোদের উচ্ছ্বাসেই প্রাণ বায়ু স্ফীত হইয়া পড়ে; সুতরাং বায়ুর প্রতিঘাতে বা প্রেরণায় দেহ স্থির থাকিতে পারে না,—নাচিয়া উঠে অর্থাৎ ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সকলেই সর্ব্বদা নাচিতেছে; কিন্তু ভগবানের প্রদর্শিত তালে পা ফেলিতে পারিতেছে না॥ ১০

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১১
তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১২
কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥১৩
নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (গোপী) রাসপরিশ্রান্তা (নৃত্যগীতাদিনা ক্লান্তা) শ্লথদ্বলয়-মল্লিকা [সতী] বাহুনা (নিজহস্তেন) পার্শ্বস্থস্য (বামে দক্ষিণেচ স্থিতস্য) অস্য গদাভৃতঃ (গদাধরস্য কৃষ্ণস্য) স্কন্ধং জগ্রাহ (শিশ্রিয়ে)॥ ১১

তত্র (রাসমণ্ডলে) একা (অপরাগোপী) অংসগতং (নিজস্কন্ধস্থিতং) চন্দনালিপ্তম্ (উৎপলসৌরভং) বাহুম্ আঘ্রায় হৃষ্টরোমা (পুলকিতাঙ্গী সতী) চুচুম্ব হ (চুম্বতিস্ম)॥ ১২

নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্ (নৃত্যচঞ্চল-কুণ্ডল-প্রোদ্ভাসিতং) গণ্ডং (স্বকপোলং) গণ্ডে (কৃষ্ণকপোলে) সন্দধত্যাঃ (সন্দধত্যৈ) কস্যাশ্চিৎ (কস্যৈচিদিত্যর্থঃ) [গোপ্যৈ] তাম্বূলচর্ব্বিতং (চর্ব্বিত-তাম্বূলং) প্রাদাৎ (প্রদদৌ) [শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ]॥ ১৩

কূজন্নূপুরমেখলা নৃত্যতী (নৃত্যন্তী) গায়তী (গায়ন্তী) কাচিৎ (গোপী) শ্রান্তা (ক্লান্তা সতী) শিবং (শৈত্যসৌগন্ধ-মার্দ্দবযুক্তং)

পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং (পার্শ্বস্থস্য অচ্যুতস্য হস্তাব্জং পার্শ্বস্থকৃষ্ণকরকমলং) স্তনয়োঃ (স্তনদ্বয়োপরি) অধাৎ (স্থাপয়ামাস) ॥১৪

টীকা। – এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসম্মানিতানাং তাসাম্ অতিপ্রীতি-বিলসিতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। শ্লথন্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ যস্যাঃ সা ॥১১

উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং বাহুম্ ॥ ১২

নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং গণ্ডং কপোলং তথাভূতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ ॥ ১৩

কূজন্তী নূপুরে মেখলাচ যস্যাঃ সা ॥ ১৪

অনুবাদ।—নৃত্যজন্য কোনো গোপীর বলয় দুলিতেছিল এবং মস্তকের মল্লিকামালা বিগলিত হইতেছিল। তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া নিজ বাহুদ্বারা পার্শ্বস্থিত গদাধরের স্কন্ধ অবলম্বন করিলেন ॥ ১১

ঐ স্থানে কোনো গোপী আপন স্কন্ধস্থিত কমলগন্ধি চন্দন-চর্চ্চিত কৃষ্ণবাহু আঘ্রাণ করিয়া লোমাঞ্চিত-শরীরে চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

নাট্যজন্য দোলায়মান কুণ্ডলের প্রভায় কোনো গোপীর কপোলতল সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণকপোলে আপন কপোল সংলগ্ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখে চর্ব্বিত তাম্বূল অর্পণ করিলেন ॥ ১৩

কোনো গোপী নূপুর ও মেখলাধ্বনি সহকারে নৃত্য ও গান করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের সুখকর কর-কমল আপন স্তনের উপর স্থাপন করিলেন ॥ ১৪

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—(অন্যা অপি কাশ্চিদ্ ব্রজাঙ্গনাঃ গোপ্যঃ শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) একান্তবল্লভম্ (অত্যন্ত-প্রিয়ম্) অচ্যুতং (পূর্ণস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং) কান্তং (পতিং) লব্ধা (প্রাপ্য) তদ্দোর্ভ্যাং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাং) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (ধৃতস্কন্ধাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্ত্যঃ (তদ্ গুণান্ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ) বিজহ্রিরে (খেলন্তিস্ম) ॥ ১৫

টীকা—এবমন্যা অপি গোপ্যো যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্বিজহ্রুরিত্যাহ গোপ্য ইতি ॥ ১৫

অনুবাদ।—কোন গোপী রমাপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহারই বাহুদ্বারা বেষ্টিতকণ্ঠী হইয়া তাঁহারই গুণ গান করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাৎপর্য্য।—একাদশ হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঁচ শ্লোকে বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই। কেবল যথাঘটিত বিষয় বর্ণনা করিয়া প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে। যখন শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায় প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের ছলেই অপ্রাকৃত পরম রস প্রদর্শন করা হইয়াছে, তখন প্রাকৃত রসের পুষ্টিসাধনেই অপ্রাকৃত রসও পরিপুষ্ট হইবে। এই জন্যই ভগবান্ ঐরূপ লীলা করেন এবং এই জন্যই ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৫

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—ভ্রমরগায়ক-রাসগোষ্ঠ্যাং স্বকেশস্রস্তস্রজঃ (স্বকবর-বিগলিতমালাঃ) কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ঃ গোপ্যঃ বলয়নূপুরবাদ্যৈঃ ভগবতা সমং ননৃতুঃ (নৃত্যন্তিস্ম) ॥ ১৬

টীকা।—তত্র বাদকেষু গায়কেষুচ সস্ত্রীকেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহ্যৎসু নৃত্যৎসু চান্তামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাসসম্ভ্রমমাহ কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈরলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ বলয়নূপুর-ঘোষৈর্বাদ্যৈর্বাদিত্রৈঃ। কেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ স্বশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্ ইত্যুৎপ্রেক্ষিতম্। ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসসভায়াম্ ॥ ১৬

অনুবাদ।—গোপীগণ যখন ভগবানের সহিত নৃত্য করেন, তখন তাঁহাদের কবরস্থ পুষ্পমালা বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের বদন কর্ণস্থ রক্তকমলে অলকালঙ্কৃত কপোলে ও ঘর্ম্মবিন্দুসমূহে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সময়ে ভ্রমর-গণই গায়ক এবং বলয় ও নূপুরনিকরই বাদক হইয়াছিল ॥ ১৬

তাৎপর্য্য।—এ শ্লোকেও সুস্পষ্ট পারমার্থিক তাৎপর্য্য নাই; তথাপি ভ্রমর-গায়কের কথায় আমাদের হৃদয়ে যেরূপ একটি

ভাবের উদয় হইল, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যিনি অদূরবর্ত্তী জলাশয়স্থ বিকসিত কমল-মালার মধুলোভে আমোদিত শত শত ষট্‌পদের সম্মিলিত গুন্‌গুন্ ধ্বনি শুনিয়াছেন এবং ক্ষণকালের জন্ম সংসার বিস্মরণ-পূর্ব্বক নির্জ্জনে ভগবদ্ধ্যানে নিম হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রণব সাধন করিয়াছেন, তিনি এই রাস-লীলায় ভ্রমরগানের তাৎপর্য্য বুঝিবেন। ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অনন্যচিত্তে প্রণবসাধন করিলেই অদূরবর্ত্তী ভ্রমর-নিকরের অস্পষ্ট অথচ সুমধুর সম্মিলিত সূক্ষ্ম গুন্‌গুন্ ধ্বনির ন্যায় নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে মৃণাল-সূত্রের ন্যায় সুসূক্ষ্ম নাদ অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হইলেই হৃৎপদ্মস্থ ভগবানের সহিত জীবের সম্মিলন বা আলিঙ্গন হয়; তাই ত আধ্যাত্মিক রাসলীলা। ঐ রাসলীলায় প্রণবের উৎপত্তি ও লয়-স্থান-নাদই ভ্রমরধ্বনি। ইহা ধ্যানযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূত।

মায়াতীত চৈতন্যময় বৈষ্ণবধামে অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিত্য রাস-লীলাতেও এইরূপ ভ্রমরধ্বনি নিত্যই হইতেছে। তাহাও ভাবুক ভাবিয়া দেখিবেন। শব্দ ও অর্থ নিত্য সম্পৃক্ত; যেখানে শব্দ, সেইখানেই অর্থ এবং যেখানে অর্থ, সেইখানেই শব্দ; অতএব শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মও নিত্য-সম্পৃক্ত। যেখানে শব্দময় প্রণব, সেই-খানেই অর্থস্বরূপ ব্রহ্ম এবং যেখানে ব্রহ্ম, সেইখানেই প্রণব। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে প্রণব ও পরব্রহ্মকে অভিন্নস্বরূপ বলিয়া-ছেন। ভক্তিশাস্ত্রেও নাম নামীর অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব আমরা এখন বলিতে পারি, অপ্রাকৃত নিত্য রাসেও ভ্রমরধ্বনি

হইতেছে। সেখানে প্রেমানন্দের স্পন্দনে অপূর্ব্ব নাদধ্বনি নিত্যই সমুত্থিত হইতেছে,—প্রেমময়ী সখীদিগের সহিত আনন্দ-ময় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-নৃত্যে সুমধুর নাদরূপ ভ্রমরগান নিত্যই হইতেছে। নিভৃতে বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিলে, এখান হইতেও শুনা যায়। আমরা বধির ; বৃন্দাবনের গান শুনিতে পাই না !—আপন হৃদয়ের গান শুনিতে পাই না ! মায়াতীত ধামের গান শুনিব কিরূপে ?

গ্রন্থকারের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সহজ কথা নহে। বিশেষতঃ ঋষি-প্রণীত ভক্তি ও জ্ঞান-বিষয়ক অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তাহার উপর আবার শৃঙ্গার-রসাবৃত পরমতত্ত্ব নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য। তবে, যেমন ভগবানের স্বরূপরূপ কিরূপ, তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও ভক্তগণ আপন হৃদয়-কল্পিত রূপেই আনন্দ পাইয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার লীলাকথারও স্বাভিপ্রেত অর্থ করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ মনে করিয়া থাকেন। আমরা ভক্ত ন হইয়াও কেবল চপল-স্বভাব মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন ভ্রমরগানের কথা লিখিলাম। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি আমাদের হৃদয়ে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে—তাহা বলিতেছি। শুকদেবের অভিপ্রায় তিনিই জানেন ॥ ১৬

———

এবং পরিষঙ্গ-করাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম-বিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ (স্ব-চ্ছায়াক্রীড়ঃ) অর্ভকঃ যথা (বালকঃ যথা) [তথা] রমেশঃ (লক্ষ্মীপতিঃ) এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষ-স্নিগ্ধে-ক্ষণোদ্দাম-বিলাসহাসৈঃ (পরিষঙ্গঃ আলিঙ্গনং করাভিমর্ষঃ করগ্রহণং স্নিগ্ধেক্ষণং সপ্রেমদৃষ্টিঃ উদ্দামবিলাসঃ প্রকৃষ্টপ্রমোদঃ হাসশ্চ হাস্যঞ্চ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীভিঃ (ব্রজবালাভিঃ সহ) রেমে (অরমত)॥ ১৭

টীকা।—যথা গোপ্যো নানাবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ, এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি। তদ্বিলাসান-ভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি। স্বপ্রতিবিম্বৈর্বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য স ইব। অনেনৈতদ্দর্শিতম্—স্বীয়মেব সর্ব্বকলাকৌশলং সৌগন্ধলাবণ্য-মাধুর্য্যাদিচ তাসু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বৈরিতি॥১৭

অনুবাদ।—বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মাধব আলিঙ্গন, প্রণয়-নিরীক্ষণ, করগ্রহণ, পরমামোদ ও হাস্যসহকারে ব্রজগোপী-দিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন॥ ১৭

তাৎপর্য্য।—ভাগবতবক্তা সর্ব্বলোকহিতৈষী শুকদেবের কি অপূর্ব্ব কৌশল! সুচতুর পাঠক তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লোকহিতৈষী সুচতুর চিকিৎসকের ন্যায়

শ্রুতিসুখকর কাব্যরসের প্রলোভনে অতত্ত্বদর্শী কোমলমতি মানব-গণকে ধীরে ধীরে দুর্ব্বোধ পরমার্থ-তত্ত্ব আস্বাদন করাইতেছেন। তিনি প্রাকৃত নটনটীর ন্যায় গোপীকৃষ্ণের নৃত্যগীতাদি অতি মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়া, পাছে মানবের মন প্রাকৃত রসেই আবিষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দ্বারা কৌশলে গোপীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—"বালক যেমন আপন প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ ভগবান্ মাধব গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অতএব শুকদেবের দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ অন্য কোনো নারীর সহিত ক্রীড়া করেন নাই; তিনি আপন প্রতিবিম্ব বা ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" আমরা গোপীকৃষ্ণের নৃত্য-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, আনন্দলাভে প্রেম যত স্ফীত হয়, প্রেমস্পর্শে আনন্দও ততই স্ফীত হয় অর্থাৎ উভয়ে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে নৃত্য করিতে থাকে। বালক নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়া তাহারই শক্তিতে তাহার অধীন হইয়া তাহারই অনুকরণে নাচিতে থাকে; আবার ছায়ার নৃত্য দেখিয়া বালক যতই অধিকতর উৎসাহের সহিত নাচিতে থাকে, তাহার ছায়াও তদনুরূপ নৃত্য করে। অতএব শুকদেব অতি সুন্দর উপমা দিয়া প্রেমানন্দের অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণের ক্রীড়া বুঝাইয়া দিলেন। ভগবানের নারীসঙ্গ বা পরনারীসঙ্গের আশঙ্কা অপনীত হইল। পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তরে এ বিষয় আরও পরিস্ফুট হইবে।

এই বালক ও তাহার প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে গোপীকৃষ্ণের

স্বরূপ দেখাইলে একটু প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। আনন্দ ও প্রেম, ভগবান্ ও জীব বিম্ব-প্রতিবিম্বস্বরূপ হইলে, প্রতিবিম্ববাদই সমর্থিত হইল। তাহাতে নব্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রকুপিত হয়। প্রতিবিম্ব জড় ও মিথ্যাপদার্থ; জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিলে, জীবও জড় ও মিথ্যাপদার্থ হইয়া পড়ে; অতএব চৈতন্যস্বরূপ সত্য-পদার্থ জীব ঈশ্বরের অংশ,—সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় অথবা অগ্নিরাশি ও অগ্নিকণার ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশ,—প্রতিবিম্ব নহে। বৈষ্ণবগণ ঐরূপ আশঙ্কায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। আমরা বলি, জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিলে, কোনোও দোষ হয় না। মূল পদার্থের নাম বিম্ব এবং ঐ মূল পদার্থের বা বিম্বের প্রতিরূপ, প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতির নাম প্রতিবিম্ব। বিম্ব যে জাতীয়, প্রতিবিম্বও সেই জাতীয় হইবে। সূর্য্যমণ্ডল জড় এবং শাস্ত্রানুসারে মায়াকল্পিত মিথ্যা; সুতরাং জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বও জড় এবং সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা। বালকের দেহও জড় এবং শাস্ত্রানুসারে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা; সুতরাং তাহার প্রতিবিম্ব বা ছায়াও সেই জাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ তাহার জড় ও মিথ্যা দেহের প্রতিবিম্বও জড় ও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা। ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; সুতরাং যেমন জড়ের প্রতিবিম্ব জড় এবং মিথ্যার প্রতিবিম্ব মিথ্যা, সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব চৈতন্য, সত্যের প্রতিবিম্ব সত্য এবং আনন্দের প্রতিবিম্ব আনন্দই হইবে, ইহা স্থির। অতএব ভগবান্ যে-জাতীয় বস্তু, তাঁহার প্রতিবিম্ব

জীবও সেই জাতীয় বস্তু ; সুতরাং জীবকে প্রতিবিম্ব বলিলে দোষের আপত্তি হয় না। বেদে ও পুরাণে ভূরি ভূরি ঐ দৃষ্টান্তই আছে।

দৃষ্টান্ত বা উপমা সর্ব্বাংশে হয় না, ইহা সকলেই জানেন। গোপীগণ যে ভগবান্ হইতে অত্যন্ত অসংযুক্ত অপর পদার্থ নহে, ইহাই দেখাইবার জন্য পরস্পর সংযুক্ত বালক ও তাহার প্রতিবিম্বের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। বালকের প্রতিবিম্ব স্বয়ং নাচিতে পারে না এবং তাহার দেহও স্বয়ং নাচিতে পারে না। অগ্রে তাহার চৈতন্য-সংবলিত ক্রিয়াত্মক প্রাণ নাচিয়া উঠে, তাহারই উচ্ছ্বাসে দেহ-পুত্তলি নাচিয়া উঠে এবং পুত্তলির অঙ্গভঙ্গির অধীনে ছায়ারও অঙ্গভঙ্গি হইয়া থাকে। কিন্তু জীব-ব্রহ্মের বা গোপী-কৃষ্ণের ক্রীড়ায় সেরূপ নহে। কারণ, উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ ; অতএব উভয়েরই ক্রীড়া করিবার স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। অথচ উভয়ের ইচ্ছা পরস্পর-সাপেক্ষ। ফলতঃ জীবব্রহ্মের বা গোপী-কৃষ্ণের যুগপৎ একত্ব ও পৃথক্ত্ব প্রদর্শনই শুক-বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ১৭

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥১৮

অন্বয়ঃ।—কুরূদ্বহ (হে কুরুকুলগৌরব) তদঙ্গসঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ (কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শানন্দাকুলচিত্তাঃ) বিস্রস্তমালাভরণাঃ (বিগলিতমালালঙ্কারাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজরমণ্যঃ) কেশান্ দুকূলং (পরিধেয়ক্ষৌমবস্ত্রং) কুচপট্টিকাং বা (কঞ্চুলিকাং বা) অঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুং (যথোচিতং প্রতিবন্ধুং) ন অলম্ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৮

টীকা।—তাশ্চ ভগবদ্‌বিলাসৈরাকুলা বভূবুরিত্যাহ তদঙ্গেতি। তস্যাঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা মুৎ প্রীতিস্তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ। বিশ্লথবন্ধনান্ কেশাদীন্ অঞ্জসা প্রতিব্যোঢ়ুং যথা পূর্ব্বং ধর্ত্তুং নালং সমর্থা বুভূবুঃ। বিস্রস্তা মালা আভরণানিচ যাসাং তাঃ ॥১৮

অনুবাদ।—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রজরমণীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দবশে এত আকুলচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মস্তকস্থ পুষ্পমালা ও অঙ্গস্থ অলঙ্কার বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা আলুলায়িত কেশ, শ্লথ পরিধেয় ও স্থানচ্যুত কঞ্চুলি যথোচিতভাবে প্রতিবন্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণসঙ্গে-গোপীদের আনন্দ-চিহ্ন ॥১৮

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—খেচরস্ত্রিয়ঃ (দেবকামিন্যঃ) কৃষ্ণবিক্রীড়িতং (কৃষ্ণ-ক্রীড়াং) বীক্ষ্য (বিমানাদবলোক্য) কামার্দ্দিতাঃ (কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন অনুরাগেণ অর্দ্দিতাঃ ব্যাকুলীকৃতাঃ) ব্যমুহ্যন্ (মোহং প্রাপুঃ) সগণঃ (সগ্রহনক্ষত্রঃ) শশাঙ্কশ্চ (চন্দ্রশ্চ) বিস্মিতঃ (বিস্ময়ান্বিতঃ উদ্ভ্রান্তঃ) অভবৎ (বভূব)॥ ১৯

টীকা।—ন কেবলং তা এব আকুলেন্দ্রিয়াঃ কিন্তু দেব্যোঽপীত্যাহ কৃষ্ণবিক্রীড়িতমিতি। কিঞ্চ, শশাঙ্কশ্চেত্যনেনৈতৎ সূচিতম্—শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি॥ ১৯

অনুবাদ।—দেব-কামিনীগণ বিমান হইতে ব্রজগোপী-দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ক্রীড়া দেখিয়া, তাহাই পাইবার কামনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিশাকরও তদ্দর্শনে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত বিস্মিত হইলেন॥ ১৯

তাৎপর্য্য।—প্রেমময়ী গোপীদিগের সহিত মদনমোহনের পরমানন্দময় রাসলীলা দেখিলে, বেদ-বিধাতা ব্রহ্মারও মন মোহিত হয় এবং কন্দর্প-দাহক জ্ঞানরূপী মহাদেবও মোহিত হইয়া যান; স্বর্গস্থ দেবীগণ যে মুগ্ধ হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? প্রাকৃত জগতে সর্ব্বত্রই শৃঙ্গার-রসের ক্রীড়ায় কামের

সহিতই ক্রীড়া হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের রাসলীলায় প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের ক্রীড়ার ন্যায় সকলই আছে, অথচ কাম নাই; কাম-ভাবের চিহ্নও নাই। ইহাই দেবদেবীদিগের মোহিত হইবার কারণ। বিধাতা আপন কন্যাদর্শনে কামের বশীভূত হইয়াছিলেন এবং মহাদেব কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন; তাই মূর্ত্তিমতী মহামায়াকে লইয়া নির্লিপ্তভাবে সংসার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরমানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকে না মারিয়া, সজীবনে মোহিত করিয়া, অনাসক্ত-ভাবে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা দেখিলে কাহার মোহ না হইয়া থাকিতে পারে? কলঙ্কী শশাঙ্কও তারা দর্শনে আত্মহারা হইয়াছিলেন; অতএব তিনিও কামের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাই আজ ভগবানের রাসলীলায় মদনকে মুগ্ধ দেখিয়া, কাযে কাযেই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে "শশাঙ্ক" শব্দের অর্থ চন্দ্রমণ্ডল নয়; মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চৈতন্যময় চন্দ্রদেবই এই শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছেন। যেমন সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দেব নারায়ণ প্রসিদ্ধই আছেন, সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবও অবশ্যই আছেন, সন্দেহ নাই। গ্রহ নক্ষত্রাদির অর্থও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

এই শ্লোকস্থ "শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ" এই অংশের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—"শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহা স্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ।

ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি।" অর্থাৎ রাস-দর্শনে শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া আপন গতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তদনুবর্ত্তী গ্রহগণও একস্থানে অবস্থিত ছিল; অতএব সেই রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, ভগবান্ গোপীদিগকে লইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন। বস্ত্রহরণের সময় ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" অর্থাৎ হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, কিন্তু এখন ব্রজে যাও, আগামিনী এই সকল রাত্রিতে আমার সহিত বিহার করিবে। এখানে এই রাত্রিবাচক "ক্ষপা" শব্দে বহু-বচনের বিভক্তি আছে। ইহার পরেও শুকদেব বলিবেন,—"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ, স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ গোপীদিগকে লইয়া চন্দ্রালোকিত সেই সকল নিশায় বিহার করিলেন। এখানেও রাত্রিবাচক "নিশা" শব্দে বহুবচনের বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, সেই জন্যই শ্রীধর স্বামী বহুরাত্রি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তোষণীকার প্রভু সনাতন স্বামীর এই ব্যাখ্যায় অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"গতিস্থগিতত্ব-ত্বুৎপ্রেক্ষামাত্রম্", অর্থাৎ স্বামিপাদ যে, বলিয়াছেন, চন্দ্রের গতি রহিত হইয়াছিল, তাহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র। কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তি সত্যসঙ্কল্প স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় সকলই সম্ভব; অতএব শম্ভুসমাদৃত স্বামিপাদ প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের সহিত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের অবশ্যই শিরোধার্য্য॥১৭

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মারামোঽপি (স্বানন্দপূর্ণোঽপি) যাবতীঃ (যাবত্যঃ যৎসংখ্যকাঃ) ব্রজযোষিতঃ (ব্রজরমণ্যঃ) আত্মানং (স্বং) তাবন্তং (তৎসংখ্যকং) কৃত্বা (দর্শয়িত্বা) তাভিঃ (ব্রজযোষিদ্ভিঃ সহ) লীলয়া (স্বচ্ছন্দেন) রেমে (অক্রীড়ৎ)॥ ২০

টীকা।—কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ। কাত্যায়নি মহামায়ে ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাৎ ভগবতাপি যাতাবলা ব্রজমিত্যাদিনা তথৈব প্রতিশ্রুত্য তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা তাভীরেমে ইতি। যাবতীর্যাবতঃ॥ ২০॥

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও, যত গোপী তত রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ২০

তাৎপর্য্য।—ইহা ভক্তের ও ভাবুকের প্রত্যক্ষ অনুভূত এবং রাসমণ্ডলের প্রসঙ্গে এ কথার সমালোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি বহু হয়েন না; বহু ভক্তের প্রেম ও ভাব তাঁহাকে বহু করিয়া লয়। নিত্যধামের নিত্য রাসেও তিনি অসংখ্য ভাব-মূর্ত্তির সহিত অসংখ্য রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্যই বিহার করিতেছেন। বিশেষতঃ গোপীগণ কাত্যায়নী পূজার সময়ে সকলে একই স্থানে, একই সময়ে, একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি, নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥" অর্থাৎ মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি কাত্যায়নি! শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি কর। কাযে কাযেই ভক্তাধীন ভগবান্‌কেও একই স্থানে, একই সময়ে, একই ভাবে, সমস্ত গোপীর পৃথক পৃথক পতি হইয়া ক্রীড়া করিতে হইল। তিনি ভক্তের অভিলাষ অন্যথা করেন না বা করিতে পারেন না। যিনি অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ত্রিগুণ-সংযোগে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতে পারেন, অসংখ্য ভক্তের অভিলাষে অসংখ্য সচ্চিদানন্দরূপে পরিণত হওয়াও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বা ভগবৎ-সম্বন্ধে তর্ক নাই। তর্ক করিয়া কিংবা বিচার করিয়া ভগবল্লীলা বুঝিবার চেষ্টা করায় কোনও ফল নাই। যাহা বাক্যের ও মনের অগোচর, বাক্য তাহা কিরূপে প্রকাশ করিবে? এবং মনই বা কিরূপে চিন্তা করিবে? বেদ পুরাণাদি মূল গ্রন্থে বিচার নাই, কেবল স্বরূপ বর্ণনাই আছে। তাহাও ব্রহ্ম বা ভগবৎসম্বন্ধে যথেষ্ট নহে। তাহাই দেখিয়া যাঁহারা বিশ্বাসের সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারাই চতুর। যখন বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের ভাষ্য ছিল না, টীকা ছিল না, টিপ্পনী ছিল না, তখনই যথার্থ উপাসনা ছিল; এখন ক্রমে যতই ভাষ্য ও টীকা টিপ্পনীর প্রসার হইল, অমনি উপাসনার স্থলে বাগাড়ম্বর আসিয়া বসিল॥ ২০

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে রাজন্) করুণঃ (কৃপাময়ঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রেম্না (প্রীত্যা) রতিবিহারেণ (রাসক্রীড়য়া) শ্রান্তানাং (ক্লান্তানাং) তাসাং (গোপীনাং) বদনানি (মুখানি) শন্তমেন (সুখস্পর্শেন) পাণিনা (স্বহস্তেন) প্রামৃজৎ (মৃজতিস্ম) ॥ ২১

টীকা।—কৃপাতিশয়মাহ তাসামিতি ॥ ২১

অনুবাদ।—অধিকক্ষণ নৃত্যগীতে গোপীগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় সুকোমল করে তাঁহাদের বদন মার্জ্জন করিয়া দিলেন ॥২১

তাৎপর্য্য।—শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের আভাসে লিখিয়াছেন,—"কৃপাতিশয়মাহ" অর্থাৎ শুকদেব এই শ্লোকে গোপীদিগের প্রতি ভগবানের সাতিশয় কৃপার কথা বলিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আবার কৃপা কি হইতে পারে? অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ স্বহস্তে ভক্তের সেবা করিতেছেন। ধন্য কৃপা! তাঁহার লাঘব নাই,—অপমান নাই; বরং এই জন্যই তিনি 'ভক্তাধীন' 'ভক্তবৎসল' প্রভৃতি যশস্কর নামে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের ইহা বলিতে, লিখিতে বা ভাবিতেও শরীর সিহরিয়া উঠে—অপরাধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হয় বটে, কিন্তু প্রেমের লোভে রাখালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া, রাখালগণকে স্কন্ধে বহন করা, ইহা অপেক্ষাও বিস্ময় কর।২১

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ (শ্রীকৃষ্ণনখাঘাতহৃষ্টাঃ) গোপ্য স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন ঋষভস্য (জগৎপতেঃ) মানং দধত্যঃ (আনন্দং বর্দ্ধয়ন্ত্যঃ) পুণ্যানি (জগৎপাবনানি কৃতানি (কৃষ্ণচরিতানি) জগুঃ (অগায়ন্) ॥ ২২

টীকা।—ততোঽতিহৃষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং সুবর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতৈঃ অমৃতান্বিতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেনচ ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মানং দধত্যঃ পূজাং কুর্ব্বত্যস্তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। তস্য কররুহৈর্নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদো যাসাং তাঃ ॥ ২২

অনুবাদ।—কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে পরমানন্দিত গোপীগণ কপোল-দোলায়মান মনোহর স্বর্ণ কুণ্ডলের ও সুকোমল কেশ-কলাপের সৌন্দর্য্যে এবং সুধাময় বাক্যে ও সপ্রেম নিরীক্ষণে ভগবানের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহারই পবিত্র চরিত্র গান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তাৎপর্য্য।—এ শ্লোকে বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই। কেবল আনন্দময়ের আনন্দবর্দ্ধনের কথা ॥২২

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ সম্বন্ধিভিঃ] গন্ধর্ব্বপালিভিঃ অনুদ্রুতঃ (অনুগতঃ) [সন্] শ্রমম্ অপোহিতুং (বিনেতুং) তাভিঃ (গোপীভিঃ) যুতঃ (মিলিতঃ) বাঃ (কালিন্দীজলং আবিশৎ (বিবেশ) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবপ্রঃ) শ্রান্তঃ ইভরাট্ (গজেন্দ্রঃ) গজীভিঃ ইব (হস্তিনীভিঃ ইব) ॥ ২৩

টীকা।—অথ জলকেলিমাহ—তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ। অতস্তাসাং কুচকুঙ্কমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপালিভির্গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তি যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ বাঃ উদকম্ আবিশৎ। ভিন্নসেতুর্বিদারিতবপ্রঃ। স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ ॥ ২৩

অনুবাদ—যেমন গজরাজ শৈলসেতু বিদারণ পূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়া গজীদিগের সহিত জলাশয়ে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রম অপনয়নের নিমিত্ত গোপীদিগের সহিত যমুনা জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত সংগীত-কারী ভ্রমরগণ ব্রজবালাদিগের আলিঙ্গনে ঘৃষ্ট ও কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত কৃষ্ণকণ্ঠস্থ মালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ২৩

তাৎপর্য্য।—যথাঘটিত বিষয় বর্ণনা করাই তাৎপর্য্য ॥ ২৩

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে রাজন্) অত্র অম্ভসি (অস্মিন্ জলে) গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রস্য লীলেব লীলা যস্য সঃ) স্বরতিঃ (স্বস্মিন্ রতির্যস্য সঃ আত্মারামঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রহসতীভিঃ (সহাস্যমুখীভিঃ) ইতস্ততঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু) অলং (অত্যন্তং) পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণা (প্রীত্যা) উক্ষিতঃ (সিক্তঃ) কুসুমবর্ষিভিঃ (পুষ্পবৃষ্টিকারিভিঃ) বৈমানিকৈঃ (বিমানস্থদেবৈঃ) ঈড্যমানঃ (স্তুতঃ সন্) স্বয়ং রেমে (অরমত)॥ ২৪

টীকা—স্বরতিরাত্মারামোঽপি। তত্র গোপীমণ্ডলেঽম্ভসি বা॥ ২৪

অনুবাদ।—হে মহারাজ! আত্মারাম ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ গজেন্দ্রের ন্যায় যমুনা জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ব্রজবালাগণ সহাস্য মুখে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার গাত্রে বারি নিক্ষেপ ও প্রীতির সহিত তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিমানস্থ দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি সহকারে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২৪

তাৎপর্য্য।—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, প্রেমানন্দের ক্রীড়াই চলিতেছে; বিবেকিগণ তাহা অনুভব করিতে পারেন। তাহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্থল ক্রীড়ার পর প্রেমময়ী গোপীদিগকে লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। বাহ্যলীলাতেও ইহা রসপোষক॥ ২৪

তত*চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ।—ততঃ (জলক্রীড়ানন্তরং) করেণুভিঃ (করিণীভিঃ যুতঃ) মদচ্যুৎ (মদানাং চ্যুৎ ক্ষরণং যস্য সঃ মদস্রাবী) দ্বিরদঃ (দ্বৌ রদৌ দন্তৌ যস্য সঃ হস্তী) যথা [তথা] ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতঃ (অলিগোপবালাসংযুতঃ) কৃষ্ণঃ জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ উপবনে তটস্থকাননে) চচার (লীলয়া বভ্রাম) ॥ ২৫

টীকা।—স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে বনক্রীড়াং দর্শয়তি তত*চেতি। যমুনায়া উপবনে জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেনানিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্তা যস্মিন্, যদ্‌বা, দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্ বনে ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ ॥ ২৫

অনুবাদ।—যমুনাতটস্থ উপবনের চারিদিকে সুশীতল বায়ু জলপুষ্প ও স্থলপুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ার পর সেই সুখময় উপবনে, করিণীসংযুত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অনুবর্ত্তী ভ্রমর ও গোপীদিগের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তাৎপর্য্য।—আমাদের মনে হয়, এই শ্লোকে প্রেমানন্দের অন্তরীক্ষ-লীলারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বোধ হয়, শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়ও ঐরূপ। সেই জন্য তিনি আপন প্রথমার্থে পরিতুষ্ট

না হইয়া দ্বিতীয়ার্থে বলিলেন,—"দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ বনে" অর্থাৎ যে উপবনে সমস্ত দিক্ আছে, ও স্থল আছে, সেই উপবনে ক্রীড়া করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সকল স্থানেই ত সমস্ত দিক আছে, তবে আবার "যে বনে সমস্ত দিক আছে" এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় এই যে, ভগবান্ দশ দিক্ ব্যাপিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলিতার্থে অন্তরীক্ষ-লীলাই অনুমিত হয়। সুতরাং ইহা যে অন্তরীক্ষ লীলারই ইঙ্গিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহ্যলীলায় কেবল লীলাসৌষ্ঠব মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা শাস্ত্রযুক্তি দেখাইয়া অনেকবার বলিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অন্তরে অন্তরে কেবল প্রকৃতি পুরুষের অহৈতুকী নিত্যক্রীড়া বা নিত্যবিহার অনুক্ষণ চলিতেছে। উহাই সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে আধ্যাত্মিক ভগবল্লীলা। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, যেখানে ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি, সেখানেও চিদাকাশে প্রকৃতি-পুরুষের বা প্রেমানন্দের লীলা নিত্যই হইতেছে। ত্রিগুণ সংস্রবে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সুখদুঃখ অনুভূত হইতেছে; কিন্তু সকলই আনন্দময়ের রাজ্য, এখানে সুখদুঃখ নাই, ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে ভরা। শ্রুতি-ব্যাক্যানুসারে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময় হইলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মাণ্ড আনন্দময়। অতএব বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবল প্রেমানন্দের ক্রীড়া হইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ক্রীড়া করিয়া তাহাই দেখাইলেন॥ ২৫

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—এবং (অনেন প্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ অবলানাং গণঃ সমূহঃ যস্য সঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনি (স্বাত্মন্) অবরুদ্ধসৌরতঃ (নিরুদ্ধশুক্রঃ সন্) শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য চন্দ্রস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতা উদ্ভাসিতাঃ) সর্ব্বাঃ নিশাঃ (দীর্ঘরাত্রীঃ) রসাশ্রয়াঃ (রসঃ শৃঙ্গাররসঃ আশ্রয়ঃ যাসাং তাঃ) শরৎকাব্যকথাঃ (শরৎকালোচিতকাব্যকথাঃ) সিষেবে (অসেবত ॥ ২৬

টীকা।—রাসক্রীড়ানিগমনম্ এবমিতি। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পঃ অনুরাগিস্ত্রীকদম্বঃ। এবং সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্ শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যদ্বা, নিশা ইতি দ্বিতীয়াত্যন্তসংযোগে। শৃঙ্গাররসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি। এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ ॥ ২৬

অনুবাদ।—এইরূপে সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন শরীরেই শুক্রাবরোধনপূর্ব্বক অনুরক্ত অবলাগণের সহিত কবি-প্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শৃঙ্গার-রসের অভিনয়ে চন্দ্রালোকিত সেই সুদীর্ঘ শর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৬

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে ফলিত সিদ্ধান্তের সহিত রাস-লীলার উপসংহার হইল। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিলেন,—'এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া শৃঙ্গার-রসের অভিনয় করিলেও তাঁহার ধাতু-স্খলন হয় নাই, ইহাতেই কামজয় প্রদর্শিত হইল। স্বামিপাদ রাসলীলার উপক্রমেই বলিয়াছিলেন,—"তস্মাদ্রাস-ক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম-জয়াখ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্" অর্থাৎ রাসলীলার অনুকরণে কাম-জয় প্রদর্শনই প্রকৃত তত্ত্ব। এখন তিনি আপন পূর্ব্বকথা উপসংহারের সহিত মিলাইয়া দিলেন। স্বামিপাদের কথা কিরূপে মিলিল অর্থাৎ কেমন করিয়া কামজয় প্রদর্শিত হইল, আমরা তাহার অনতিবিস্তর আলোচনা করিব।

কামের জন্ম মনে এবং বিকাশ ইন্দ্রিয়ে। জীব কোনো বিষয় ভোগ করিবার কামনা করিলেই সেই বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইয়া থাকে এবং বিষয় ভোগ পরিসমাপ্ত হইলেই সেই উত্তেজনার নিবৃত্তি হয়। কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়েরই এইরূপ স্বভাব। কোনো বিষয় ভোগ করিবার পূর্ব্বে জীবের মনে একটা অভাব বোধ হয়; সেই অভাব পূরণের কামনাই কাম। শুকদেব পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে 'আত্মারাম', 'পূর্ণকাম', 'আত্মরতি' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহার পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। যদি তিনি পূর্ণ হইলেন, তবে তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; অতএব তাঁহার বিষয়-ভোগের কামনা বা

কামও হইতে পারে না ; কাম না হইলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অসম্ভব, আবার উত্তেজনা না হইলে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও সম্ভবপর নহে ; পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হইলে ধাতুস্খলনও হইতে পারে না। ধাতুস্খলনের মূল কারণই কাম ; অতএব যখন তাঁহার ধাতুস্খলন হয় নাই, তখন তাঁহার মনে কামও জন্মে নাই ; সুতরাং ধাতুস্খলনের নিষেধ করাতেই কামজয় প্রদর্শিত হইল।

প্রভু সনাতন, শ্রীজীব ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় "অবরুদ্ধসৌরতঃ" শব্দের ঐরূপ স্বামি-পাদের সম্মত অর্থ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা আপন আপন অভিপ্রেত অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা যদিও নগণ্য, তথাপি আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লজ্জাবোধ করিব না।

আমরা দেখিয়াছি, রাসলীলার যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বিহারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শুকদেব সেই সেই স্থানেই 'ভগবান্', 'আত্মারাম' 'স্বাত্মরত' প্রভৃতি বিশেষণে তাঁহার পূর্ণতা ও নিষ্কামতার পরিচয় দিয়াছেন। রাসের প্রথম শ্লোকেই বলিলেন—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, যশে, সম্পত্তিতে, জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়াও যোগমায়াশ্রয়ে রমণের ইচ্ছা করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে না ; তথাপি মায়াশ্রয়ে রমণেচ্ছার ন্যায় দেখাইলেন। রাসলীলার প্রথমাধ্যায়ে উনচত্বারিংশ শ্লোকে বলিলেন,—"ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগে-

স্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ হইয়াও গোপীদিগকে রমণ করাইলেন। এ শ্লোকেও শুকদেব দেখাইলেন,—শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা নাই। রাসের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লোকে বলিলেন,— "রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বতস্তুষ্ট, অনাসক্ত ও আত্মারাম হইয়াও কামুক পুরুষের দীনতা ও কামিনীর দৌরাত্ম্য দেখাইবার জন্য তাঁহার (রাধার) সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের রমণেচ্ছা নাই, যে হেতুক তিনি পূর্ণ। আবার রাসের পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশ শ্লোকে বলিলেন,—"কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ। রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম অর্থাৎ নিত্যানন্দ-পূর্ণ হইয়াও, যত গোপী তত রূপে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত রমণ করিলেন। এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, যেখানে যেখানে ভগবানের রমণের কথা হইতেছে, সেই সেইখানেই শুকদেব পাঠক ও শ্রোতৃগণকে সাবধান করিয়া যাইতেছেন— পাছে রমণের কথা শুনিয়া পাঠক ও শ্রোতার মনে কামোদ্ভূত প্রাকৃত রমণের ভাব আসিয়া পড়ে; সেইজন্য পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ তিনি আত্মারাম, তিনি স্বাত্মরত, তিনি নিজানন্দ-পূর্ণ, তাঁহার রমণ-কামনা হইতে পারে না; কেবল যোগমায়াশ্রয়ে ঐরূপ দেখাইয়াছিলেন।

এই শ্লোকে আবার সেই রমণের কথা আসিয়াছে।

সেই জন্য শুকদেব এখানেও বলিলেন,—"আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ।" অতএব আমাদের অভিপ্রায়ে, "ভগবান্" "আত্মারাম" ও "স্বাত্মরত" প্রভৃতি শব্দের যে অর্থ "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ" পদটিরও সেই অর্থ। বিশেষতঃ "স্বাত্মরত" আর "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরত" এই দুই শব্দ আকারেও সমান,—অর্থেও সমান। 'সুরত' শব্দের অর্থ উত্তম রতিক্রিয়া। 'রত' শব্দের আভিধানিক অর্থ রতিক্রিয়া, তদ্ভিন্ন যাঁহারা নৈষধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন,—'তদাত্মতাধ্যাতধবা রতেচ কা, চকার বা ন স্বমনোভবোদ্ভবম্' এই শ্লোকস্থ 'রত' শব্দের অর্থ রতিক্রিয়া। অত্যন্ত অশ্লীল হয় বলিয়া ঐ শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যা করিলাম না। কেবল প্রয়োজনীয় রতশব্দের অর্থই করিলাম। 'রত' শব্দের অর্থ রতিক্রিয়া হইলে, 'সু-রত' শব্দের অর্থ সুতরাং উত্তম রতিক্রিয়া। সেই সুরতের অর্থাৎ উদ্দাম রতিক্রিয়ার যে ভাব অর্থাৎ সু-রত-জন্য যে আনন্দ, তাহারই নাম সৌরত। সেই সৌরত অর্থাৎ সুরত-জন্য আনন্দ যাঁহাতে নিত্যই অবরুদ্ধ রহিয়াছে, তিনিই "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত।" অতএব আমাদের অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অর্থ, যাঁহাতে সুরত জন্য আনন্দ নিত্যই রহিয়াছে, যিনি নিজেই আনন্দস্বরূপ, তিনিই গোপাদিগকে লইয়া শৃঙ্গার-রসের অনুকরণ করিলেন।

আমরা ভগবানের বিহারে "কাম-জয়" না বলিয়া 'কাম-লয়' বলিতে ইচ্ছা করি। কারণ যেখানে বিপক্ষের আক্রমণ আছে, সেইখানেই জয়-পরাজয়ের কথা উঠিতে পারে; যেখানে আক্রমণ

নাই, সেখানে জয়-পরাজয়ের কথা উঠিতেই পারে না। সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ভগবানের মদনমোহন রূপে মদন আপনা আপনিই মুগ্ধ; সুতরাং ভগবান্ কামকে জয় করিয়াছেন বলিলে, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" হইয়া পড়ে। মনুষ্যের মধ্যে যিনি যোগবলে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে "অমুক ব্যক্তি কামজয় করিয়াছেন।" কারণ, তাঁহার উপর কামের আক্রমণ ছিল; কিন্তু তিনি যোগবলে তাহাকে জয় করিয়াছেন। আনন্দময় মদনমোহনের কাছে কাম যাইতেই পারে না; তবে তাঁহার আবার জয় করা কি? তবে শ্রীধর স্বামী যে, "কামজয়োক্তি" লিখিয়াছেন, তাহাও অসংলগ্ন হয় নাই; কেননা তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন,—ভগবান্ রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব, ভগবানের বৃন্দাবনস্থ রাসলীলা যেমন প্রাকৃত রাসের অনুকরণ, সেইরূপ তাঁহার রমণও অনুকরণ এবং কামজয়ও অনুকরণ মাত্র। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত নরনারীর ন্যায় রমণও করেন নাই এবং তাঁহাকে কামজয়ও করিতে হয় নাই; সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে শুক্রই নাই; শুক্রপাত কিরূপে হইবে? ফলতঃ রাসলীলা পাঠে বা শ্রবণে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাঁহাতে তাহার কিছুই ছিল না; কেবল যোগমায়া-প্রভাবে তিনি ঐরূপ দেখাইয়া ছিলেন মাত্র। কেন তিনি ঐরূপ দেখাইয়াছিলেন; এ কথা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং শুকদেবই তাহার উত্তর দিবেন; আমরাও সেই অবসরে শুক-বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইব ॥ ২৬

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ ॥

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মস্বরূপ) জগদীশ্বরঃ (অখিলনিয়ন্তা) ভগবান্ হি (নিশ্চিতং) ধর্ম্মস্য (সদাচারস্য) সংস্থাপনায় (রক্ষণায়) ইতরস্যচ (অধর্ম্মস্যচ) প্রশমায় (দমনায়) অংশেন অবতীর্ণঃ (আবির্ভূতঃ) ধর্ম্মসেতূনাং (ধর্ম্মমর্য্যাদানাং) বক্তা (উপদেষ্টা) কর্ত্তা (প্রণেতা) অভিরক্ষিতা (সর্ব্বতঃ পালয়িতা) সঃ (ভগবান্) কথং (কিমর্থং) প্রতীপং (ধর্ম্মবিপরীতং) পরদারাভিমর্ষণম্ (পরস্ত্রীসংসর্গম্) আচরৎ (কৃতবান্) ॥ ২৭

টীকা।—প্রতীপং প্রতিকূলম্ অধর্ম্মমিত্যর্থঃ। আচরৎ কৃতবান্। নচেদমধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্ষণমিতি ॥ ২৭

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! সমস্ত জগতের নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ নিশ্চয়ই ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত এবং অধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়া এ রূপ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পরস্ত্রী-সংসর্গ করিলেন কেন? ॥ ২৭

তাৎপর্য্য।—ইহা পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসামাত্র, অতএব

ইহাতে তাৎপর্য্য কিছুই নাই; কিন্তু "অংশ" শব্দের উপর কিছু বলিবার আছে। প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ী লোকেই আপন আপন উপাস্য দেবতাকে পূর্ণ ও অপরকে অংশ বলিয়া বিতণ্ডা করেন এবং আপন আপন উপাস্যকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র কল্পতরুর সাহায্য ও শব্দগত নানাপ্রকার কলকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ স্থলেই শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশমস্কন্ধের প্রথমেই পরীক্ষিৎ বলিতেছেন, "তত্রাংশেনাবতীর্ণস্ত বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংসনঃ।" দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ নিজেই যোগমায়াকে বলিতেছেন, "অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে। প্রাপ্স্যামি ত্বং নন্দ পত্ন্যাং যশোদায়াং ভবিষ্যসি।" ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়েই দেবতাগণ দেবকীকে বলিতেছেন, "দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্, অংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।" ঐ অধ্যায়েই শুকদেব বলিতেছেন, "ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানাম ভয়প্রদঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনক দুন্দুভেঃ," ঐ স্থানে আবার তিনিই বলিতেছেন, ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং, সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং, কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥' আরও অনেক স্থলে অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং এখানেও পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণকে অংশই বলিতেছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত যে যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে বৈষ্ণব টীকাকারগণ, এমন কি শ্রীধর-

স্বামীও আপন আপন পাণ্ডিত্য-বলে দূরান্বয়, শব্দ-বিশ্লেষ ও অর্থসঙ্কোচ প্রভৃতি কষ্ট-কল্পিত উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ণার্থে পর্য্যবসান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীধরস্বামী পরীক্ষিতের উক্তির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অংশেনেতি প্রতীত্যভিপ্রায়েণোক্তম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে যে, অংশে অবতীর্ণ বলা হইয়াছে, তাহা কেবল জনসাধারণের যেরূপ প্রতীতি হয়, তদভিপ্রায়েই বলিয়াছেন।, এই অর্থটিই আমাদের ভাল লাগে। এখানেও যে, পরীক্ষিৎ বলিলেন, "অংশেন জগদীশ্বরঃ" ইহার অর্থও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে সকল অসম্ভবই সম্ভবে। তিনি লোকলোচনে অংশের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে পূর্ণ। কিন্তু সে পূর্ণতা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; অতএব যে কোনো দেবতাকে পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইলে বিশ্বাস ভিন্ন উপায় নাই। অতএব উহা লইয়া বিবাদ করা কেবল সময়ক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ পূর্ণে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা নিজে কিরূপে পূর্ণ হইব, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। আমরা যদি পূর্ণের এক বিন্দুরও আস্বাদন পাই,তাহা হইলেই আমরা পূর্ণ হইয়া যাইব। বর্দ্ধমানের রাজার টাকা অধিক, কিংবা দারভাঙ্গার রাজার টাকা অধিক, তাহা লইয়া তর্ক করা অপেক্ষা নিজের আপন প্রয়োজন মত অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করাই দরিদ্রের কর্ত্তব্য। যদি তোমার তৃষ্ণা হইয়া থাকে, গঙ্গায় গিয়া এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পান করিয়া লও, তোমার তৃষ্ণা দূর হইল,চলিয়া যাও,গঙ্গা যেমন

আছেন, তেমনি থাকুন। গজার দৈর্ঘ্য বিস্তার লইয়া বিচারের প্রয়োজন নাই। অতএব যাহাতে কৃষ্ণভক্তি হয়, বিশ্বাসের সহিত তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

শাস্ত্রানুসারে সকলই পূর্ণ এবং পূর্ণের অংশও হয় না; অংশেরই অংশ হইয়া থাকে, ইহা বিবেচক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু একটি বিশিষ্ট নাম কিংবা একটি বিশিষ্ট রূপ অথবা একটি বিশিষ্ট ভাবের কথা বলিলেই অংশ হইয়া গেল। অন্তরে পূর্ণ থাকিয়াও অংশ রূপে পরিণত হইল। যাঁহারা স্ব স্ব অভীষ্টদেবকে নির্দ্দিষ্ট কোনও একটি নামে, রূপে বা ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াও পূর্ণ বলিয়া চীৎকার করেন, ফলতঃ তাঁহাদের সে চীৎকার বিফল হইয়া যায়। পরব্রহ্মের বা ভগবানের নির্দ্দিষ্ট স্থান, নির্দ্দিষ্ট কাল, নির্দ্দিষ্ট নাম, নির্দ্দিষ্ট রূপ, নির্দ্দিষ্ট ভাব ও নির্দ্দিষ্ট শক্তি উল্লেখ করিলে অংশ বলিয়া প্রতীতি হইবেই। যাঁহাদের চিন্তাশীলতা আছে এবং যাঁহারা মনকে বঞ্চনা করিয়া কথা কহেন না, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অতএব শ্রীধর যে, বলিয়াছেন, "অংশেনেতি প্রতীত্যভিপ্রায়েণ" ইহাই ঠিক। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ বলিয়াই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, কিন্তু টানাটানি করিয়া "অংশ" শব্দের পূর্ণার্থ করিতে চাহি না। পুরাণকার মহর্ষিরও ঐরূপ অভিপ্রায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না॥ ২৭॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—আপ্তকামঃ (পূর্ণমনোরথঃ) যদুপতিঃ (যদুশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) কিমভিপ্রায়ঃ (কঃ অভিপ্রায়ঃ যস্য সঃ) জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং কর্ম্ম) কৃতবান্ (অকরোৎ) সুব্রত (হে ব্রহ্মনিষ্ঠ) নঃ (অস্মাকং) এতং সংশয়ং (সন্দেহং) ছিন্ধি (অপনয়)॥ ২৮

টীকা।—আপ্তকামস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎতাহ' কামাভাবান্নিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি ॥ ২৮

অনুবাদ।—কামনাশূন্য যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এইরূপ লোকবিগর্হিত কার্য্য করিলেন? হে ব্রহ্মান্! আমার এই সংশয় দূর করিয়া দিন ॥ ২৮

তাৎপর্য্য।—ইহাও পরীক্ষিতের প্রশ্ন। পূর্ব্বশ্লোকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাতেও তাহাই; তথাপি কিছু বিশেষ আছে। পূর্ব্বপ্রশ্ন শুনিলে মনে হয় যেন পরীক্ষিৎ ভগবান্‌কে অসদাচারী বলিয়াই মনে করিয়াছেন। এ শ্লোকের ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষিৎ বুঝিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোনও সদভিপ্রায় আছেই; সেই সদভিপ্রায় কি, তাহাই জানিতে চাহিতেছেন। অতএব অনর্থক এক কথা দুইবার বলা হয় নাই ॥ ২৮

শ্রীশুক উবাচ ॥

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরাণাং (জিতেন্দ্রিয়াণাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (অবিহিতাচরণং) দৃষ্টঃ সাহসং চ (দৃষ্টং) যথা সর্ব্বভুজঃ (সর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে ইতি সর্ব্বভুক্ তস্য) বহ্নেঃ (অনলস্য যথা তথা) তেজীয়সাং (তেজস্বিনাং) দোষায় (ন ভবতি) ॥ ২৯

টীকা।—পরমেশ্বরে কৈমুত্যন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তিমাহ ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি ॥ ২৯

অনুবাদ।—শুকদেব উত্তর করিলেন, মহারাজ! তেজস্বী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন অগ্নি সর্ব্বভোজী হইয়াও তেজোহীন বা অপবিত্র হয় না, সেইরূপ তেজস্বী পুরুষদিগের ধর্ম্মব্যতিক্রম ঘটিলেও তাহা দোষের নহে ॥ ২৯

তাৎপর্য্য।—বিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দেখিতে হয়। যদি তাহাতেই বিপক্ষ প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে আর গুলি গোলার প্রয়োজন হয় না। বাগ্‌বিশারদ শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্ন-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ

করিয়া দেখিতেছেন। তিনি কেবল গর্হিত'চারী অথচ অদোষ-স্পৃষ্ট অন্যের দৃষ্টান্তে ভগবানের দোষাপনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যাঁহারা ঈশ্বর, তাঁহাদের অধর্ম্মাচরণও দোষের হয় না; কারণ, তাঁহারা তেজস্বী। তেজস্বীদিগের অধর্ম্মে দোষ নাই। বড়ই বিষম কথা; ঈশ্বর ও তেজীয়ান্ বলিলে আমরা কি বুঝিব? শ্রীধর স্বামী ঐ দুই শব্দের অর্থ না করিয়া নামোল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রজা-পতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাম্" অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রাদি তেজস্বীদিগের অধর্ম্মে পাপ হয় নাই। সনাতন গোস্বামী লিখিলেন "কর্ম্মাদি-পারতন্ত্র্যরহিতানাং," অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মের পরতন্ত্র নহেন, তাঁহাদের অধর্ম্মে দোষ হয় না। তিনিও ব্রহ্মাদির নাম উল্লেখ করিলেন। জীব গোস্বামীও ঐ কয় জনের নাম লিখিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অন্যের উচ্ছিষ্ট নাম গ্রহণ না করিয়া লিখিলেন, "রুদ্রাদীনাম্ অর্থাৎ রুদ্রাদি" তেজস্বীদিগের অধর্ম্মে দোষ নাই।

এক জন নয়, তিন জন টীকাকারেরই এক রা; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেছি, আমাদের অতিস্থূল ও মলিন বুদ্ধি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও বুঝিতে পারি, কামনাশূন্য হইয়া অনাসক্ত-চিত্তে কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে পাপ বা পুণ্য হয় না। সেই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অনাসক্ত-চিত্তে ক্ষত্রিয়োচিত নরহত্যা করিতেও আদেশ দিয়াছিলেন। মহানুভব টীকাকারগণ

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতিকে ঈশ্বর ও তেজস্বীর মধ্যে পরিগণিত করিলেন। কিন্তু কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি চন্দ্র, কি বৃহস্পতি সকলেই ত কামোন্মত্ত হইয়া কাম্যা নারীর সনির্ব্বন্ধ নিবারণে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক অযথাচরণ করিয়াছিলেন; তবে ইহাঁদের যে অধর্ম্ম হইবে না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বৃহস্পতির নাম না করিয়া বেদব্যাসের নাম করিলে সংগত হইত। বেদব্যাস মাতৃবাক্যের অনুরোধে যে ভাবে ভ্রাতৃবধূতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ ভাবে ভ্রাতৃবধূগমনেও যে অধর্ম্ম হয় না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং বোধ হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদের মতে যাঁহারা আত্মাভিমান রাখেন না এবং ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া সকাম-ভাবে কোনও কার্য্য করেন না, তাঁহারাই ঈশ্বর, তাঁহারাই তেজীয়ান্, তাঁহাদের লোক-বিগর্হিত কার্য্যেও অধর্ম্ম হয় না। 'ঈশ' ধাতুর অর্থ পরিচালন করা বা প্রভুত্ব করা; অতএব যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া, ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, তাঁহারাই ঈশ্বর বা তেজীয়ান্; তাঁহাদের পাপ পুণ্য নাই। আবার দেহে যাঁহাদের আত্মাভিমান নাই, তাঁহাদের যে পাপপুণ্য নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কেননা যাহার কর্ম্ম, তাহারই ফল; দেহ যদি "আমি" না হইলাম, তবে যদৃচ্ছাক্রমে দেহকৃত কর্ম্মের ফলও

আমার হইবে না ইহা স্থির। এ পর্য্যন্ত আমরা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার যে ভাবে দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে ব্রহ্মা ইন্দ্র, চন্দ্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টান্ত চলেই না। বরং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যে রুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাই খুব সঙ্গত; পরবর্ত্তী শ্লোকে শুকদেব নিজেই সে কথা বলিবেন।

দুর্বোধ্য বিষয় অপরকে বুঝাইতে হইলে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হয়; তৎপরে অনুরূপ উদাহরণ দেখাইলে শ্রোতার বা পাঠকের সুখবোধ্য হইয়া থাকে। সেই জন্য গোতমোক্ত ন্যায় শাস্ত্রে পরার্থানুমানের যে পঞ্চাবয়ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উদাহরণও একটি অবয়ব। যদি গ্রন্থকার নিজেই উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তবে টীকাকার বা ভাষ্যকারদিগের, তদতিরিক্ত অন্য উদাহরণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। পরশ্লোক গ্রন্থকার নিজেই রুদ্রের উদাহরণ দিয়া এ বিষয় বুঝাইয়াছেন এবং সেই উদাহরণই সুসঙ্গত। টীকাকারদিগের প্রদত্ত উদাহরণে আমাদের হিতে বিপরীত হইল। অবশ্য আমাদেরই বুদ্ধির দোষ। আমাদের বুদ্ধি অতি স্থূল; মহানুভব টীকাকারদিগের সুগভীর অভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি নাই বলিয়াই সরলভাবে নিজাভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। অপক্ষপাতী পাঠকবর্গের ভাবনায় অবশ্যই পরীক্ষিত হইবে॥ ২৯

———

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্ ॥৩০

অন্বয়ঃ।—অনীশ্বরঃ (অজিতেন্দ্রিয়ঃ দেহাভিমানী) হি (নিশ্চিতং) মনসাপি (কল্পনয়াপি) জাতু (কদাচিৎ) এতৎ (পরদারাভিমর্ষণং) ন সমাচরেৎ (ন কুর্য্যাৎ); মৌঢ্যাৎ (দুর্ব্বুদ্ধ্যাঃ) আচরন্ (তথা কুর্ব্বন্) বিনশ্যতি (বিনষ্টো ভবতি) যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতিরিক্তঃ অন্যঃ জনঃ) অব্ধিজং (অব্ধেঃ সমুদ্রাৎ জায়তে ইতি তথা সমুদ্রোত্থং) বিষং (গরলং) [পিবন্ বিনশ্যতি তদ্ বৎ] ॥ ৩০

টীকা।—তর্হি যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েনান্যোহপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনীশ্বরো দেহাদিপরতন্ত্রঃ। যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন্ ॥ ৩০

অনুবাদ।—দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনে মনে ঐরূপ আচরণের সংকল্পও করিবে না। যেমন মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ সাগর-সম্ভূত গরল পান করিলে বিনষ্ট হইবেই, সেইরূপ দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ ঐরূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট অর্থাৎ পাপস্পৃষ্ট হইবেই ॥ ৩০

তাৎপর্য্য।—মহাপুরুষেরা যেরূপ আচরণ করিবেন, তাহাই দেখিয়া সাধারণ লোকে আপন আপন কার্য্যাকার্য্য শিক্ষা করিবে, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম। অতএব জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ যদি পরদার-স্পর্শ করেন, তবে সাধারণ লোকেও তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ঐরূপ করিতে পারে; তাহা হইলেই ধর্ম্ম-বিপ্লব

উপস্থিত হইল। এই আশঙ্কায় শুকদেব বলিতেছেন,—তাহা নহে। জ্ঞানরূপী মহাদেব সাগরসম্ভূত গরল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি বিষপান করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; সেইরূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া মহাজনদিগের অসদাচরণের অনুকরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে। অভিনিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মহাদেব যে বিষ পান করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন, এখানেও পরনারীর ছলে সেই বিষেরই কথা হইতেছে। মহাদেব ভ্রূমধ্যস্থ জ্ঞান নেত্রের সুদীপ্ত শিখায় ভুবনবিজয়ী কামকে ভস্মীভূত করিয়া, ভবসাগর-সম্ভূত বিষয়-বিষ পান করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী অলোক-সুন্দরী মহামায়ার সংসর্গে থাকিয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। যে ব্যক্তি মহাদেবের ন্যায় মদনকে ভস্ম করিয়া উদাসীন-ভাবে-অনাসক্ত হইয়া-অসদাচরণও করিবে, তাহার পাপ হইবে না। অন্যথা সে অধঃপাতে যাইবেই যাইবে—মরিবেই মরিবে? এখন আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; কত মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী বৈরাগী, এবং কত গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী মহাপুরুষের অনুকরণ করিয়া অধঃপাতে যাইতেছেন এবং কত কোমল-মতি নরনারীকে অধঃপাতে যাওয়াইতেছেন। অতএব হে সরল-স্বভাব সংসারী নরনারীগণ! মুণ্ডিত-মস্তক ও সুদীর্ঘ শিখাকে ভয় করিও,—অত্যধিক তিলক-মালাকে ভয় করিও,—কৌপীন বহির্ব্বাসকে ভয় করিও,—সুবৃহৎ হরি নামের ঝুলিকে ভয় করিও এবং গৈরিকবসন, জটা ভস্মকেও

ভয় করিও। পৃথিবীতে ঐরূপ সর্ব্বনেশে বৈষ্ণব এবং ঐরূপ সর্ব্বনেশে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব না হয়, তাহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

অবশ্য শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচায়ক বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-ধারণের ব্যবস্থা আছে; সুতরাং সেই সেই চিহ্নধারণ যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, ইন্দ্রিয় দমনের অণুমাত্র চেষ্টা না করিয়া এবং বিষয়-বাসনার ক্রীতদাস হইয়া, কেবল মাথা মুড়াই-লেই, মাটি বা ছাই মাখিলেই, কৌপীন ও কণ্ঠী ধারণ করিলেই, ইন্দ্রিয়াগোচর আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে পাওয়া যায়; ভগবান্ এত শস্তা নহেন। পরপ্রতারণার অভিলাষে যাঁহারা ঐরূপ করেন, তাঁহারাও আমাদের নমস্য; কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না,—করা উচিতও নয় এ কথা আমরা নিজেই বলিতেছি এমন নহে; ভগবৎপ্রেমের একমাত্র প্রদর্শক শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভুও ঐরূপ বাহ্য বৈরাগ্যকে বানরের বৈরাগ্য বলিয়াছেন এবং ঐরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির মুখাবলোকন করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণদাস-বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই। আমরা তাঁহারই সারগর্ভ উপদেশের অব াদ করিলাম মাত্র। অতএব ভরসা করি, সারদর্শী সুধী সাধক ও পাঠকগণ ইহাতে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না॥ ৩০

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরাণাং (তেজীয়সাং মহাপুরুষাণাং) বচঃ (আদেশ এব) সত্যং (সত্যত্বেন পালয়িতব্যম্) ; ক্বচিৎ (ক্বচিৎ ক্বচিৎ) আচরিতং (আচরণং) তথৈব [পালয়িতব্যং অনুকর্ত্তব্যং] ; তেষাং (মহাপুরুষাণাং) যৎ (আচরিতং) স্ববচোযুক্তং (স্ববচনানুরূপং) বুদ্ধিমান্ [জনঃ] তত্তৎ (আচরিতম্) আচরেৎ (অনুকুর্য্যাৎ) ॥ ৩১

টীকা।—কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি। তেষাং বচঃ সত্যম্ অতস্তদুক্তমাচরেদেব, আচরিতন্তু ক্বচিৎ সত্যম্, অতঃ স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসা যদ্যদুক্তম্ অবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ॥ ৩১

অনুবাদ।— মহাপুরুষদিগের বাক্যই সত্য অর্থাৎ তাঁহারা যাহা করিতে বলিবেন, সাধারণ লোকে তাহাই করিবে এবং কোন কোন স্থলে তাঁহাদের ন্যায় আচরণও করিবে। তাঁহাদের যে কার্য্য তাঁহাদের উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাও করিবে॥ ৩১

তাৎপর্য্য।—শাস্ত্রে আছে,—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত-দেবেতরো জনঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করিবেন, সাধারণ লোকের তাহা তাহাই কর্ত্তব্য। এই শাস্ত্রানু-সারে পাছে অজিতেন্দ্রিয়, সাধারণ লোকেও অনাসক্ত বিরাগী পুরুষদিগের লৌকিক নিন্দিত কার্য্যের অনুকরণ করিতে যায়, সেই আশঙ্কায় আবার এই শ্লোক বলিতেছেন॥ ৩১

কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—প্রভো (হে রাজন্) ইহ (সংসারে) এষাং নিরহঙ্কারিণাং (তেজীয়সাং) কুশলাচরিতৈঃ (সদাচরণৈঃ) অর্থঃ (পুণ্যং) ন বিদ্যতে (নাস্তি); বিপর্য্যয়েণ বা (অসদাচরণেন বা) অনর্থঃ (পাপং) ন [বিদ্যতে] ॥৩২

ঈশিতব্যানাং (নিয়ম্যানাং) তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাং (তির্য্যঞ্চশ্চ মর্ত্ত্যাশ্চ দিবৌকসশ্চ তেষাং পশু-পক্ষি-নর-দেবানাং) অখিলসত্ত্বানাম্ (নিখিল-জীবানাম্) ঈশিতুঃ (নিয়ন্তুঃ পরমেশস্য) কুশলাকুশলান্বয়ঃ (কুশলং পুণ্যম্ অকুশলং পাপং তাভ্যাম্ অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ) কিমুত (নাস্তীতি কিমুবক্তব্যম্) ॥৩৩

টীকা।—নন্থ তর্হি তেঽপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তত্রাহ কুশলেতি। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষপণমাত্রমেব তেষাং কৃত্যং নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৩২

প্রস্তুতমাহ কিমুতেতি। কুশলাকুশলান্বয়ো ন বিদ্যত ইতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৩৩

অনুবাদ।—হে মহারাজ! নিরহঙ্কার পুরুষদিগের সদাচরণে পুণ্য নাই এবং অসদাচরণে পাপ নাই ॥ ৩২

পরমেশ্বর নিয়ন্তা; আর পশু পক্ষী, মানব ও দেবতা প্রভৃতি সমস্ত জীব তাঁহারই নিয়মের অধীন। অতএব যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার যে পাপ পুণ্য নাই, এ কথা আর কি বলিব।

তাৎপর্য্য।—শুকদেব স্পষ্টই বলিলেন,--যাঁহারা নিরহঙ্কার তাঁহাদের পাপপুণ্য নাই; অতএব পূর্ব্বে যে,বলিয়াছেন, তেজস্বী-দিগের ধর্ম্ম ব্যতিক্রমে দোষ হয় না, সেই 'তেজস্বী' শব্দের অর্থ নিরহঙ্কার। যাঁহাদের দেহে অহং বুদ্ধি নাই এবং আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান নাই, তাঁহাদের পাপ পুণ্যও নাই; ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যাহা দেহ ও আত্মার অনিষ্টকর, তাহাই পাপ এবং যাহা লোক-সমাজে নিন্দাকর তাহাও পাপ। লোকতত্ত্ব-বিশারদ শাস্ত্রকারগণ পরীক্ষা করিয়াই পাপ-পুণ্যের বিভাগ করিয়াছেন। অতএব যাঁহাদের দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, যাঁহাদের সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই,—তাঁহাদের ইষ্টানিষ্টও নাই; সুতরাং তাঁহাদিগের পাপ নাই।

যে অসৎ কর্ম্ম করে, সে আপনা আপনিই জানে, অসৎ কর্ম্ম করিতেছি। চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী প্রভৃতি অসদাচারীও আপনার দোষ বুঝিতে পারে; সেই জন্য আপন অসৎকর্ম্ম গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে। যাহারা বৈধ বা অবৈধ রূপে অন্যের প্রাণ হিংসা করে, তাহারাও জানে, অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি। যদিও পশুহিংসার সময়ে মোহান্ধ হইয়া বুঝিতে পারেনা, তথাপি আত্ম হিংসার সময়ে বুঝিতে পারে অর্থাৎ যদি অপর কেহ তাহার কিংবা তাহার পুত্রাদি কোন আত্মীয়ের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হয়, তখন সে তাহাকে পাপাচারী বা অনিষ্টকারী বলিবেই বলিবে। অতএব স্বভাবতঃ পশুঘাতীও জানে, হিংসা পাপ; কেবল নিজের

হীন স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া যায়। যে ব্যক্তি পর-পত্নীর উপর অনায়াসে অত্যাচার করে, সেও নিজের পত্নীর উপর অন্যের অত্যাচার সহ্য করিতে পারেনা। অতএব সে জানে পরদার-স্পর্শ পাপ, কেবল হীন স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া যায়। যে চোর, সে অনায়াসে অন্যের ধন অপহরণ করে, কিন্তু তাহার নিজের ধন অন্যে অপহরণ করিলে, তাহাকে চোর বা পাপী বলিতে কুণ্ঠিত হয়না। অতএব চুরী করা যে মন্দ কর্ম্ম, তাহা সে জানে, কেবল স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া যায়। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, একজন মিথ্যাবাদী অপর এক মিথ্যাবাদীকে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া নিন্দা করে।

উক্তবিধ ব্যক্তিগণের কাহারও শান্তি নাই; উহাদিগকে অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই ভয় ও লজ্জার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহাই পাপ বা পাপের ফল। কিন্তু যাঁহাদের 'আমি' নাই, 'আমার' নাই,—সুতরাং 'পর' নাই, 'পরের' নাই,—তাঁহাদের নিজের ইষ্টানিষ্টে ও পরের ইষ্টানিষ্টে দৃষ্টিই নাই। তাঁহারা জানেন, আমি কিছু করি না এবং অন্য কেহও কিছু করে না; এক জন সর্ব্বনিয়ন্তা জীবদেহরূপ যন্ত্রদ্বারা সকল কার্য্যই করিতেছেন; এবং তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাই উত্তম। এইরূপ মনুষ্যের যদৃচ্ছাকৃত সদাচারে পুণ্য বা যদৃচ্ছাকৃত অসদাচারে পাপ নাই, ইহা সত্যই। অতএব আমরা এখন হইতে বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ বা পুণ্য নামে বাস্তবিক কিছুই নাই; জীব অজ্ঞানবশতঃ আত্মাভিমানে মত্ত হইয়া,

আপন মনে পাপ বা পুণ্যের কল্পনা করিয়া, ঊর্ণনাভের (মাকড়সা) ন্যায় আপন সূত্রে আপনিই বদ্ধ হইতেছে।

শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে "মনঃ কৃতং কৃতং কর্ম্ম শরীর-কৃতমকৃতম্।" অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্ম করিলেই তাহা কর্ম্ম অর্থাৎ তাহাই পাপ-পুণ্যের জনক, সুতরাং বন্ধনের কারণ; কোনও ফলের অভিসন্ধি না রাখিয়া যদৃচ্ছাক্রমে অথবা কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে কেবল কায়িক কর্ম্ম করা হয়, তাহা পাপ-পুণ্যের জনক নহে; সুতরাং তাহাতে বন্ধনও হয় না। রাসলীলার মূল ভিত্তিই বস্ত্রহরণ। আমরা বস্ত্রহরণ লীলায় দেখিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আত্মলাভে অযোগ্য দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং তাহার পর বংশীর গানে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াও আত্মাভিমান দর্শনে আবার অদৃশ্য হইলেন। অতএব ইহাতে যে তাঁহার নিজের কিছুই অভিলাষ নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার জন্য পাপস্পর্শ হইতেই পারে না।

আরও কথা এই যে, একজন সর্ব্বনিয়ন্তার অমোঘ নিয়মেই নিখিল জীব পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারপূর্ব্বক "আমি কর্ত্তা" বলিয়া মনে করিবে, সেই পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিবে, ইহাই তাঁহার নিয়ম বা মায়াশক্তি। অতএব যাঁহার নিয়মে বা মায়া-শক্তির প্রভাবে জীব পাপপুণ্যে আবদ্ধ হয়, তাঁহার নিজের পাপপুণ্যের সম্বন্ধ যে ঘটিতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য ॥ ৩৩

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা
যোগ-প্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—যোগ-প্রভাব-বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ (যোগপ্রভাবেন ভক্তিযোগবলেন বিধুতাঃ ছিন্নাঃ অখিলবন্ধাঃ যেষাং তে) মুনয়োঽপি যৎপাদ-পঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তাঃ (যচ্চরণরজঃসেবন-নির্ব্বৃতাঃ) ন নহ্যমানাঃ (অপ্রাপ্তবন্ধনাঃ) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) চরন্তি (অবিচারেণ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি) স্বেচ্ছয়া (নিজেচ্ছয়া) আত্তবপুষঃ (আত্তং বপুঃ যেন তস্য গৃহীত-লীলা-বিগ্রহস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বন্ধনং (কর্ম্মলেপঃ) কুত এব (কুত্রবা) ॥৩৪

টীকা।—এতদেব স্ফুটীকরোতি যস্য পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবেণ তৃপ্তাঃ। যদ্বা যস্য পাদপঙ্কজপরাগাণাং নিষেবা যেষাং তে তথা তেচ তৃপ্তাশ্চেতি ভক্তা ইত্যর্থঃ জ্ঞানিনশ্চ ন নহ্যমানা বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ ॥৩৪

অনুবাদ।—মুনিগণও যাঁহার পদরজঃ আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া যোগবলে সমস্ত বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার করিয়াও বদ্ধ হয়েন না, স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায় ॥ ৩৪

তাৎপর্য্য।—জীবমাত্রেই স্ব স্ব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ জন্ম, সেইরূপ কর্ম্ম এবং সেইরূপ স্বভাব পাইতেই হইবে; সুতরাং জীবমাত্রেই কর্ম্মবদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সেরূপ

নহে; তিনি আপন ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং আপন ইচ্ছানুসারেই স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইচ্ছা দুই প্রকার; আপন অভাব-পূরণের নিমিত্ত কামাধীন ইচ্ছা এবং অভাব না থাকিলেও অহৈতুক স্বাধীন ইচ্ছা। জীবের ইচ্ছা কামের অধীন এবং ভগবানের ইচ্ছা তাঁহার নিজের অধীন। যাহারা কামাধীন ইচ্ছায় কার্য্য করে, তাহারাই বদ্ধ; কেননা তাহাদিগকে অন্যের অধীন হইয়া কাজ করিতে হয়, এবং কামের তীব্র তাড়নায় অস্থির হইতে হয়। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাহারাও কর্ম্মফল-ভোগী।

যেমন চিকিৎসক হইতে হইলে কোন সুনিপুণ চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয়, ব্যবসায়ী হইতে হইলে, কোন সুচতুর ব্যবসায়ীর আশ্রয় লইতে হয় এবং সাধু হইতে হইলে একজন অকপট সাধুর আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, একজন স্বেচ্ছাবিহারী নিত্যমুক্তের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিত্য-বুদ্ধ-স্বরূপ; তিনি কর্ম্মাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন না এবং কামাধীন হইয়া কোন কার্য্যই করেন না। তাঁহার জন্ম-বৃত্তাও এবং গোপীদিগের সহিত তাঁহার বিহার-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব যাঁহারা সর্ব্বান্তঃ-করণে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েন, তাঁহারা অনাসক্তভাবে স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধনও হয় না। যাঁহার অশ্রয় লইলে, বদ্ধ জীবেরও কর্ম্মবন্ধন থাকে না, তাঁহার

নিজের আবার কর্ম্মবন্ধন কোথায়? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে গোপীদিগকে ভগবানের পরদার বলিয়া স্বীকার করিলেও বস্তুতঃ তাঁহাতে দোষের আশঙ্কা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিগ্রহে যে যে কর্ম্ম করিয়া ছিলেন, অভিনিবেশের সহিত সে সকল আলোচনা করিলে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পরব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ আমাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভালও আছে, মন্দও আছে; সেই ভাল মন্দের জন্য পরব্রহ্ম কি বদ্ধ হইবেন? এক বাক্যে সকলেই বলিবেন,—না। সেই পরব্রহ্মই নরাকারে অভিনয় করিয়া তাহাই দেখাইতেছেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" কর্ম্মসকল আমায় লিপ্ত করিতে পারেনা; কর্ম্মফলে আমার ইচ্ছা নাই; সুতরাং আমার কর্ম্মবন্ধনও নাই।

বেদ, বেদান্ত ও পুরাণাদির অভিপ্রেত ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত কত ভাষ্য, কত টীকা ও কত টিপ্পনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যে মতভেদ, সেই মতভেদই রহিয়াছে। ফল কথা, ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বমূলে একটু বিশ্বাসের প্রয়োজন। নতুবা সায়ণই বলুন, শঙ্করই বলুন, রামানুজই বলুন অথবা শ্রীধর স্বামীই বলুন; বিশ্বাস না থাকিলে কেহই কিছুই করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে বিশ্বাস থাকিলেই সব সহজ। শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিলে সকল কথারই মীমাংসা হইয়া যায়; তাঁহাতে বিশ্বাস না থাকিলে, কেহই কাহাকেও বুঝাইতে পারিবে না॥ ৩৪

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—যঃ (পুরুষঃ) অধ্যক্ষঃ (অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইত্যধ্যক্ষঃ অন্তর্য্যামী) [সন্] গোপীনাং তৎপতীনাং সর্ব্বেষাং দেহিনাং জীবানাং চ অন্তঃ (হৃদি) চরতি (বর্ত্ততে) স এষ ক্রীড়নদেহভাক্ (লীলাবিগ্রহধারী)॥ ৩৫

টীকা।—পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতম্। ইদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী স এব ক্রীড়নেন দেহভাক্ নত্বস্মদাদি-তুল্যঃ যেন দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥৩৫

অনুবাদ।—যিনি গোপীদিগের, গোপীপতিদিগের এবং দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্তর্য্যামী হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই লীলা-বিগ্রহধারী এই শ্রীকৃষ্ণ॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—শুকদেব প্রথমে পরীক্ষিতের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার-সঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদিও আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তকে "ফাকা আওয়াজ" বলিয়াছি, তথাপি উহা নিতান্ত নিরর্থক সিদ্ধান্তও নহে; মানুষের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়া অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পদার্থের দোষাপনয়ন করাতেই আমরা ঐ কথা বলিয়াছি। শুকদেব নিজেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই; তাই এখন প্রকৃত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে এবং যিনি নিখিলভুবনে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন, সেই দেবকে নমো নমঃ।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" অর্থাৎ অর্জ্জুন! তুমি আমাকে সকল শরীরের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বলিয়া জানিও। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মান-মখিলাত্মনাম্" অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের আত্মা বলিয়া জানিও। শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, গীতা যাহা বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিল জীবের দেহরূপ আধারে অবস্থান করিয়া,আপনিই আপনার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; তাঁহার কেহ পর নাই; সুতরাং পরদারও নাই। বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে গোপীর সহিত কৃষ্ণের বিহার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে "কৃষ্ণেরই সহিত কৃষ্ণের বিহার।" এই বিহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়তই হইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। ভাবুক পাঠক সুগভীর ভাবনা-বলে বুঝিতে পারিবেন, প্রেম ও আনন্দের ক্রীড়াতেই জগৎ বাঁধা রহিয়াছে। সেই সুনির্ম্মল সুশান্ত প্রেমানন্দের ক্রীড়াই ত্রিগুণ-সংযোগে লয়-বিক্ষেপযুক্ত ও নানা প্রকার হইয়াছে। এই সুদৃঢ় প্রেমানন্দের নিত্যলীলা বুঝিতে পারিলেই জীবের নিবৃত্তি। তখন অদ্বয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ

করা দূরে থাকুক, সাধারণ মানবগণের নানা প্রকার আচরণ দেখিয়া দোষ বা গুণের সমালোচনপূর্ব্বক রুষ্ট বা তুষ্ট হইয়া নিন্দা বা সুখ্যাতি করিবে না এবং এক আনন্দ-স্বরূপ ভগবান্‌কেই সর্ব্বঘটে অবস্থিত দেখিয়া শান্তিলাভ করিবে। এই নিমিত্তই শ্রীধর স্বামী রাসলীলার প্রথমেই বলিয়াছেন,—"শৃঙ্গারকথা-পদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী, অর্থাৎ ভগবানের রাসলীলায় শৃঙ্গার-কথা কেবল ছলমাত্র; বাস্তবিক ইহা মুক্তির দ্বারস্বরূপ। শুকদেবও পরে এ কথা বলিবেন।

সর্ব্বময় পরমেশ্বরের কেহই পর নাই; সুতরাং তাঁহার পরদারও নাই; তিনি আপন জীবরূপা প্রকৃতির সহিত বা আপনারই সহিত আপনিই ক্রীড়া করিয়াছেন; শুকদেব সন্দিহান পরীক্ষিৎকে ইহা বুঝাইলেন; আমরাও বুঝিলাম। কিন্তু এখনও কিছু বুঝিবার কথা রহিয়াছে। ভগবান্ যদি স্বীয় প্রকৃতির সহিতই ক্রীড়া করিলেন, তবে গোপীদিগকে পরিণীতা পত্নী করিয়া ক্রীড়া করিলেই ত চলিত; তাঁহাদিগকে পরপত্নী করিয়া লোক-লোচনে কলঙ্কের ভাগী হইলেন কেন?

এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে। সাধন-মার্গানুসারে ইহার প্রথম উত্তর এই যে, সর্ব্বত্যাগ না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। গোপীগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন কি স্ত্রীজাতির অত্যাজ্য পতি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই ভগবান্‌কে পাইলেন। যদি ভগবান্ গোপীদিগকে আপন পত্নী করিয়া বিহার করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ

মানবকে ভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হইত না; কারণ অত্যাজ্য পতিত্যাগ বাকি রহিয়া যাইত।

দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বকথা এই যে, বাস্তবিকই ভগবান্ পরকীয় প্রিয়; তিনি পরকীয়ার সহিত ক্রীড়া করিতেই ভালবাসেন। এদিকে তাঁহার কেহ পর নাই, অথচ পর লইয়া তাঁহাকে খেলিতেই হইবে। সেই জন্য আপনিই বহু হইয়া, আপনিই আপনাকে পর করিয়া আত্মস্বরূপ জীবগণকে অবিদ্যায় ভুলাইয়া পর করিয়া দিলেন। জীব অবিদ্যার কুহকে তাঁহারই রচিত জগৎ সংসার দেখিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গেল। এই খেলাই তিনি অনাদিকাল হইতে খেলিতেছেন। আমরাও তাঁহার পর নহি; আমরা তাঁহারই অংশ প্রকৃতি, অবিদ্যায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে পর ভাবিয়া সংসারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছি। কিন্তু ক্রীড়াপ্রিয় জ্ঞানানন্দরূপী ভগবান্ কাহাকেও ভুলেন নাই। তিনি সমস্ত মানবকে পর করিয়াও আবার বেদ-পুরাণাদি শব্দময় শাস্ত্ররূপ বংশীর গানে সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন! বলিতে লাগিলেন—"আইস, আমার কাছে আইস, আমিই তোমাদের একমাত্র বন্ধু,—সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আইস।" সৌভাগ্য-ক্রমে যে ব্যক্তি সে গান,—সে আহ্বান শুনিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল, সে অবিদ্যা-রচিত গৃহ দেহাদির সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে অন্তরে সেই পরমাত্মীয় পরমা-নন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল; তৎপরে যথাসময়ে দেহা-বসান হইলে, আবার নিত্যধামে গিয়া নিত্যবন্ধুর সহিত সম্মিলিত

হইল। মায়া-মুগ্ধ মনুষ্য যখন শাস্ত্র পাঠে এই প্রকৃত পরকীয় রস বুঝিতে পারিল না, তখন পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীরাধা-প্রভৃতি স্বকীয়া হ্লাদিনী শক্তিদিগকে পরকীয়া করিয়া অভিনয়ন পূর্ব্বক পরকীয় রসের পরম রহস্য প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। সংসারে মানবের ক্রীড়াতেও ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দুই, তিন বা ততোধিক বন্ধুগণে মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে হইলে পরস্পর বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ না হইলে, ক্রীড়ায় আনন্দ হয় না।

অজ্ঞানই জ্ঞানানন্দময় ভগবানের বিরোধী, ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমার-লীলাপ্রিয় ভগবানের পরমাত্মীয় হইয়াও তাঁহারই ইচ্ছায় অজ্ঞানের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার পরকীয় হইয়াছি এবং তাঁহাকে পর ভাবিয়াছি। আবার যখন কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্যের ফলে তাঁহার বাঁশীর গান শুনিতে পাইব, অমনি ব্রজগোপীর ন্যায় সকল ফেলিয়া তাঁহারই কাছে যাইব এবং তাঁহার স্বকীয় হইয়া থাকিব। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড লইয়া এই খেলাই তিনি প্রতিনিয়ত খেলিতেছেন; ইহা ভিন্ন আর তাঁহার কার্য্যই নাই।

নব্য ভক্তিশাস্ত্রে আছে, পরকীয় রসেই শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর আনন্দ হইয়া থাকে। বন্ধুগণের ক্রীড়া এবং ভগবানের জগৎ-লীলা আলোচনা করিলেই ইহার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই অতি পবিত্র পরকীয় রসও অতি কদর্য্য হইয়াছে। সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা॥ ৩১

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৩৬

অন্বয়ঃ।—ভক্তানাম্ (উপাসকানাম্) অনুগ্রহায় (কৃপায়ৈ) মানুষং (মানুষাকারং) দেহম্ (শ্রীবিগ্রহম্) আশ্রিতঃ (ধৃত্বা) তাদৃশীঃ (নরলীলাসদৃশীঃ) ক্রীড়াঃ (লীলাঃ) ভজতে (প্রকটীকরোতি) যাঃ ক্রীড়াঃ (ক্রীড়াকথাঃ) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) তৎপরঃ (শ্রীকৃষ্ণৈকশরণঃ) ভবেৎ (স্যাৎ) ॥ ৩৬

টীকা।—নন্বু এবঞ্চেৎ আপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ অনুগ্রহায়েতি। শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসো বহির্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥৩৬

অনুবাদ।—স্বয়ং ভগবান্ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরাকার দেহ ধারণ পূর্ব্বক ঐরূপ লীলা করিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া একজনও বহির্মুখ লোক কৃষ্ণ পরায়ণ হয় ॥৩৬

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকটির যে রূপ রচনা, তাহা হইতে প্রকৃত অর্থ বাহির করা বড়ই কঠিন। শুকদেব বলিলেন,—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং" অর্থাৎ ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐরূপ লীলা করেন। শ্লোকের শেষার্দ্ধে সেই অনুগ্রহই দেখাইতেছেন, "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" অর্থাৎ যাহা শুনিয়া তৎপর হইবে। ইহাতে মনে হয়, ভক্তকেই তৎপর করিবার নিমিত্ত ঐরূপ লীলা করেন। কিন্তু শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে "অনুগ্রহায় ভক্তনাং।" এখানে "ভক্ত" শব্দে বহুবচনের

বিভক্তি; দ্বিতীয়ার্দ্ধে আছে "তৎপরো ভবেৎ„ এখানে এক বচনের বিভক্তি, অথচ ভক্ত কি অভক্ত তাহার নির্দ্দেশ নাই। যদি ভক্তদিগকেই অনুগ্রহ করা শ্লোকের অভিপ্রেত হয়, তবে প্রথমার্দ্ধস্থ "ভক্তানাং" এর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, শেষার্দ্ধ "তৎপরা ভবেয়ুঃ" এইরূপ হইত। যখন তাহা নাই, তখন মনে হয়, ভক্ত ভিন্ন অন্য একজন তৎপর হইবে। আবার 'ভক্ত ভিন্ন অন্য একজন তৎপর হইবে' এরূপ অর্থও শ্লোক দেখিয়া সঙ্গত বোধ হয় না। কেননা, এরূপ অর্থ করিলে, ভক্ত ও অভক্ত উভয়কেই অনুগ্রহ করা হইল; কিন্তু প্রথমার্দ্ধে রহিয়াছে, কেবল ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত। এইরূপ বিসংবাদ দেখিয়া আমাদের ন্যায় মন্দবুদ্ধির ত কথাই নাই, সুপণ্ডিত টীকাকার মহাশয়েরাও সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামী গোলযোগ দেখিয়া "তৎপরো ভবেৎ"এর ভাবার্থ দিলেন 'শৃঙ্গার-রসাকৃষ্টচেতসোঽন্যানপি বহির্ম্মুখান্ স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ অর্থাৎ শৃঙ্গার রসপ্রিয় অন্যান্য বহির্ম্মুখদিগকেও আত্মরত করিবার নিমিত্ত ঐরূপ লীলা করিয়া থাকেন।'

সনাতন গোস্বামী লিখিলেন—'যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি তৎপরো ভবেৎ কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ' অর্থাৎ ভগবানের অন্যান্য যে সকল সাধারণ লীলা তাহাই শুনিয়া ভক্ত ভিন্ন অন্যেও তৎপর হইবে; রাসলীলা শুনিয়া তৎপর হইবে, ইহা আর বলিবার কথা কি? ইনি "যাঃ শ্রুত্বা" এই "যদ্" শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচন দেখিয়া ঐরূপ অর্থ করিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দূরান্বয় স্বীকার করিয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনেই লাগে না। ফলতঃ তিন জনেই দুই শ্রেণীর শ্রোতা স্বীকার করিয়াছেন; এক শ্রেণী ভক্ত ও অপর শ্রেণী অভক্ত। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় যে কিরূপ, তাহা মূল শ্লোক ও শ্লোকের পাঠান্তর দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন হস্ত-লিখিত পুস্তকে "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" এর স্থলে "অনুগ্রহায় জীবানাং" এইরূপ পাঠ আছে। কোন্ পাঠ গ্রন্থকারের রচিত, তাহা স্থির করা বড়ই দুরূহ। আমাদের বোধ হয়, "ভক্তানাং এর অর্থ "জীবানাং" করিলে উভয় পাঠেরই সম্মান থাকে এবং অর্থসঙ্গতিও বেশ হয়। তবে, "ভক্ত" শব্দের অর্থ সাধারণ জীব কেমন করিয়া হয়, ইহাই আলোচনার বিষয়। আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

যে ভজনা করে, সেই ভক্ত এবং মনুষ্যমাত্রেই কোন না কোন দেবতাকে ভজনা করেই। কেহ সাক্ষাৎ ভগবানের ভজনা করে, কেহ ইন্দ্রাদি দেবতার ভজনা করে; কেহ বা কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি স্বাভিলষিত দেবতার ভজনা করিয়া থাকে। আবার যাহারা শ্রমজীবী কৃষক, স্থপতি ও বণিক, তাহারাও দেবতা বোধে নিজ নিজ কার্য্য-সাধন যন্ত্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই ভক্ত এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্য দেবতার ভক্ত হইলেও পরম্পরায় ভগবানেরই ভক্ত। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে

শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।” অর্থাৎ যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও অবিধি-পূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব অন্য দেবতার উপাসকেরাও ভগবানেরই অতৎপর গৌণভক্ত। কারণ, ভগবান্ ভিন্ন দেবতা নাই; প্রত্যেক দেবতাই পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা শক্তি মাত্র। যাহারা ক্ষুদ্র ফলের অভিলাষ করে, তাহারা ভগবানেরই ক্ষুদ্রাংশের উপাসনা করিয়া থাকে। যেমন সকলেই প্রকারান্তরে ভগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে যাহা চাহে, প্রকারান্তরে ভগবানকেই চাহে। কারণ, যে যাহাই চাহে, সকলেরই মূলে সেই একই আনন্দ-লিপ্সা বলবতী। ভগবান্ই আনন্দময়; সুতরাং আনন্দলিপ্সা ও ভগবল্লিপ্সা একই কথা। কিন্তু মনুষ্য ভ্রান্তিবশতঃ আনন্দস্থলে ভৌতিক নশ্বর পদার্থেই আনন্দের অনুসন্ধান করে সুতরাং কৃত-কার্য্য হইতে পারে না। সেই জন্য ভগবান্ প্রাকৃত মানবের ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন। কারণ, প্রাকৃত বোধেও তাঁহার লীলা আলোচনা করিলে জীব ক্রমে ক্রমে ভগবান্কে চিনিবে এবং পরমানন্দ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণচরিত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ভগবান্ সকল রসেরই লীলা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি প্রাকৃত যে রসে অনুরক্ত, সে সেই প্রাকৃত রসের লোভেও ভগবৎকথা শুনিলে পরিণামে ভগবৎ-পরায়ণ হইবে। যাহারা শৃঙ্গার রসেই অনুরক্ত, তাহাদের নিমিত্তই প্রাকৃত আবরণে আবৃত এই রাসলীলা।

সকলেই আনন্দ চাহে; কিন্তু যাঁহারা আনন্দ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দ-স্বরূপ ভগবানেই তৎপর। তাঁহারা প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া ভগবানের স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন। আর যাহারা শৃঙ্গার রসেই পরমানন্দ মনে করেন, তাঁহারা শৃঙ্গার রসের লোভেও রাসলীলা শ্রবণ করিলে ক্রমে ক্রমে পরম রসের আস্বাদন পাইয়া ভগবানেই তৎপর হইবে। অযথা ভাবিয়া ভগবৎকথা শুনিলে বা কীর্ত্তন করিলেও যে সিদ্ধি লাভ হয়, পুরাণাদি ভক্তি শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদান্তেও প্রমাণের অভাব নাই। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—দীপপ্রভা মণিভ্রান্তির্বিসংবাদি ভ্রমঃ স্মৃতঃ। মণিপ্রভা মণিভ্রান্তিঃ সংবাদিভ্রম উচ্যতে॥ ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা। প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যেতৈব মণির্মণেঃ॥ অর্থাৎ ভ্রম দুই প্রকার, বিসংবাদী ভ্রম ও সংবাদী ভ্রম। দূর হইতে প্রদীপের প্রভা দেখিয়া তাহাতেই মণি জ্ঞান হইলে, তাহাকে বিসংবাদী ভ্রম বলে এবং দূর হইতে মণি প্রভা দেখিয়া তাঁহাতেই মণি জ্ঞান হইলে তাহাকে সংবাদী ভ্রম বলা যায়। যে ব্যক্তি মণি জ্ঞানে দীপপ্রভার দিকে ধাবমান হইবে, সে মণি পাইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি মণিপ্রভায় মণি জ্ঞান করিয়া মণি লাভার্থে ধাবমান হইবে, সে মণি পাইবেই। উভয়েরই ভ্রম; কিন্তু একজনের বিসংবাদী ভ্রম এবং অপরের সংবাদী ভ্রম। বিসংবাদী ভ্রমে বস্তু লাভ হয় না, সংবাদী ভ্রমে বস্তুলাভ হইয়া থাকে।

দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সমস্ত মনুষ্যই স্থিরানন্দ লাভের

নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে; কিন্তু কেহই তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ, প্রায় সকলেই বিসংবাদী ভ্রমে পড়িয়া আনন্দের আপাত-মধুর শব্দাদির অনুসন্ধানে প্রাকৃত বিষয়ে আনন্দের অনুসন্ধান করিতেছে; সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। প্রত্যেক বিষয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া বিষয়ান্তর অবলম্বন করিতেছে। তাহাদের জীবন এইরূপেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু যাঁহারা পরমানন্দের লোভে পরমানন্দেরই নরোচিত লীলায় আনন্দের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদেরও ভ্রম বটে; কিন্তু মণি-প্রভায় মণিভ্রান্তির ন্যায় সংবাদী ভ্রম; সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত লীলার ন্যায় মনে করিয়া কৃষ্ণ-লীলার আলোচনা করিয়াও গুরু-কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরম তত্ত্বে উপনীত হইয়া অপ্রাকৃত পরমানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইবেন। ভগবন্নামের অচিন্ত্য মহিমায় আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস থাকুক আর নাইই থাকুক, আমরা তাহা স্বীকার করি; কিন্তু এক্ষণে জড়-বিজ্ঞানের যেরূপ গৌরব, তাহাতে সে কথা কেবল উপহাসের বিষয় হইবে; সুতরাং পুরাণোক্ত নাম-মাহাত্ম্যের বিবরণে ক্ষান্ত রহিলাম। অদ্বৈতবাদী পঞ্চদশীকারও অকুণ্ঠচিত্তে নাম-মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন;—তিনি বলিয়াছেন, —"জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং বদন্। মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সসংবাদী ভ্রমো মতঃ॥" অর্থাৎ মনুষ্য সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপেও নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিলে, দেহান্তে স্বর্গলাভ করে; কারণ তাহার ঐ প্রলাপ সংবাদী প্রলাপ। ফলতঃ আসন্ন মৃত্যুর সময়ে প্রলাপে নারায়ণ

নাম উচ্চারণ করাও পূর্ব্বসঞ্চিত ভূরি ভূরি সুকৃতির ফল। যে সকল মন্দাধিকারী ভক্ত প্রাকৃত শৃঙ্গার রস মনে করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদেরও সংবাদী ভ্রম; অতএব তাঁহারাও সময়ান্তরে পরমানন্দ স্বরূপ আস্বাদনে চরিতার্থ হইতে পারিবেন।

শুকদেব বলিলেন, "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" অর্থাৎ যে সকল লীলা শ্রবণ করিয়া তৎপর হইবে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজে নিজে ভগবল্লীলাঙ্কিত গ্রন্থ পাঠ করিলে, প্রকৃত রসের আস্বাদন পাইবে না; সদ্‌গুরুর মুখে শ্রবণ করিলে সুগূঢ় পরম রসের অলৌকিক আস্বাদন পাইবে। কারণ, গুরু মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাই যে প্রথমাধিকারীর প্রথম সাধন, ইহা শ্রুতিসম্মত। কেবল রাসলীলা নয়; ভগবানের সমস্ত লীলাই কাষ্ঠপুটান্তর্গত হীরকখণ্ডের ন্যায় ছলনাবৃত। সদ্‌গুরু ভিন্ন ঐ ছলনাবরণ উন্মোচন করা কাহারো সাধ্য নহে।

আমরা বালক কালে বয়োবৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়্যাছিলাম এবং এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, পরমেশ্বর জল, বায়ু, অগ্নি ও সময়োচিত নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যের সৃষ্টি করিয়া, আমাদিগকে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শুকদেব বলিলেন,—তিনি নরাকারে ঐ সকল লীলা করিয়াই জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। যে যাহা ভালবাসে সে তাহাই পাইলে দাতাকে দয়ালু বলিয়া মনে করে। যে ব্যক্তি দুই ছিলিম গাঁজা দান করে, গাঁজাখোরের কাছে সেই দয়ালু; পরমেশ্বর ভক্ষ্য

ভোজ্যাদি জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী অর্পণ করেন বলিয়া, সংসার-খোরদিগের কাছে তিনি দয়ালু। কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি সে জন্য দয়ালু নহেন; তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়াও ধরাধামে নরাকার অঙ্গীকার পূর্ব্বক নরোচিত লীলা করিয়া কৌশলে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন বলিয়াই নিবৃত্তিলিপ্সু ভক্তগণ তাঁহাকে দয়ালু বলিয়া থাকেন। আমরাও তাহাই বলি।

পরমেশ্বর যে, আমাদের জীবনোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার দয়া নহে; ইহা তাঁহার নিজেরই প্রয়োজন। তিনি যে সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ প্রেরণ করেন ইহাও তাঁহার দয়া নহে, ইহাও তাঁহার নিজেরই প্রয়োজন। পৃথিবীস্থ রাজা যখন দেশান্তরে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন অগ্রে সৈন্যদিগের বাসোপযোগী পটবাস, আহারোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্য, আরোগ্যোপযোগী ঔষধ প্রেরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহার নিজেরই প্রয়োজন, সৈন্যদিগের প্রতি দয়া নহে। কারণ অনাহারে সৈন্য মরিয়া গেলে তাঁহারই ক্ষতি অধিক। রাজা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন, সে কি তাঁহার দয়া? কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া ঐ সকল বন্দি-দ্বারা কঠোর শ্রম-সাধ্য কার্য্য করাইয়া লয়েন; অতএব তাঁহার নিজের প্রয়োজনেই তাহাদের ভরণপোষণ করেন। একজন বিলাসী বাবু আমোদের নিমিত্ত পশু পক্ষী রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সুব্যবস্থাও করেন, সে

কি তাঁহার দয়া? কখনই নয়; সে তাহার নিজেরই আমোদ-প্রিয় চিত্তের তৃপ্তি সাধন মাত্র। বেদান্ত সূত্র বলিয়াছে, "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" পরমেশ্বর যে, জীবের সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার লৌকিক ক্রীড়ার ন্যায় ক্রীড়া মাত্র।" অতএব আমরা শাস্ত্রানুসারেও দেখিতে পাই; তিনি আপন ক্রীড়ার জন্য জীবগণের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন, দয়া করিয়া নহে।

পার্থিব রাজা যখন মাসিক বৃত্তি দানের অঙ্গীকারে এক প্রাচীন সৈন্যকে কার্য্যবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দেন তখনই তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং যখন একজন চিররুদ্ধ বন্দীকে কারামুক্ত করেন তখনই তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাসী বাবু যখন পিঞ্জর-বদ্ধ পশু বা পক্ষীকে পিঞ্জর মুক্ত করিয়া যথেচ্ছা-বিহারের জন্য পরিত্যাগ করেন তখনই তাঁহার দয়া বুঝিতে পারা যায়। ভগবানও মানবগণকে সংসার কারা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আত্মবোধক বেদ পুরাণাদি প্রেরণ করিয়া দয়ার পরিচয় দিয়াছেন, আবার দুরূহ বেদার্থ বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে সদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া ততোধিক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আবার সর্ব্বোপরি, প্রকৃতির অতীত অনন্ত অতীন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়াও মানবাকারে পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া মানবোচিত লীলায় আত্ম স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়া কাল-কলুষিত মানবগণের প্রতি অনু-গ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সেই জন্যই সারদর্শী শুকদেব

ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দানের উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥" অন্যে যাহাই বলুন, আমরা শুকদেবের সিদ্ধান্তানুসারে বলিব,—অসঙ্কোচে বলিব, যদি ভগবানের অসীম দয়ার পরিচয় কোথাও পাইয়া থাকি তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলায়।

শ্রুতি বলিয়াছেন তাঁহাকে না জানিলে মুক্তির উপায় নাই অথচ আবার বলিলেন তিনি সমস্ত-ইন্দ্রিয়ের ও মনের অগোচর; তবে জীব কিরূপে তাঁহাকে জানিবে এবং কিরূপেই বা মুক্তি পাইবে; তাই পরম দয়াময় অতীন্দ্রিয় হইয়াও ইন্দ্রিয় গোচর হইলেন, অপ্রাকৃত হইয়াও প্রপঞ্চে প্রকাশ পাইলেন, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিমিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং স্বানন্দ পূর্ণ হইয়াও গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়া অনন্ত অসীম অপ্রাকৃত আনন্দময়ী নিত্যলীলার দিক প্রদর্শন করিলেন। ইহাই তাঁহার অনুগ্রহ। তিনি নিগুর্ণ, তিনি অনন্ত, তিনি ভূমা, তাহা শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি কিন্তু যখন নিগুর্ণ, অনন্ত ও ভূমা ভাবিতে যাই; আর থাই পাই না, হাঁপাইয়া পড়ি। অতএব আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি; দয়াময়! আমরা তোমার ভূমা স্বরূপ বুঝিতে পারি না, ভূমা হইতেও চাহি না, তুমি যদি সত্যসত্যই দয়াময় হও, তবে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া দেখা দাও, নতুবা আমাদের উপায় নাই। "ভূমা" শুনিলে আমাদের ভয় হয়, অতএব যাঁহারা সাহসী

তাঁহাদের কাছে তুমি 'ভুমা' হইয়া থাক। আমরা তোমার ভূমায় মিশিতে চাহি না; আমরা আমাদের হৃদয় পরিমিত তোমার আনন্দ ঘন মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই; নতুবা আমাদের তৃপ্তি হয় না। দয়াময় দীন হীনের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া যখন তাঁহাদের অভিলষিত আনন্দ বিগ্রহে অবতীর্ণ হন তখনই তাঁহার দয়া প্রকাশিত হয়, তখনই তাঁহার অনুগ্রহ ফুটিয়া উঠে॥

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা সুমন্দ-মলয়ানিল, সুশীতল পানীয় সলিল, সময়োচিত সুমিষ্ট ফলমূলাদি এবং অন্যান্য নানাবিধ জীবনোপযোগী ভোগ্য বস্তুকেই ঈশ্বরের দয়া বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার সময়ে সময়ে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রার্থনা করেন। এই সকল সুখসেব্য সাংসারিক পদার্থ যদি তাঁহার দয়াই হইল, তবে এমন সুখকরী দয়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির কামনা কেন? তাঁহাদের ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দুই প্রকার কথায় হাস্য সম্বরণ করা যায় না। তবে আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, অতত্ত্বদর্শী কোমলমতি বালকদিগকে আপাততঃ ঐরূপেই ঈশ্বরোন্মুখ করিতে হয়। তাহারা ঈশ্বর কাহাকে বলে তাহা জানে না এবং ঈশ্বরভক্তির কারণ কি তাহাও জানে না সুতরাং আম কাঁঠালের দয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরভক্তি শিখাইতে হয়। কিন্তু সারজ্ঞ সুধী কখনই বলিবেন না যে, ভক্ষ্য ভোজ্য দানই ঈশ্বরের দয়া। অজ্ঞ লোকে ঐ সকল বস্তুকেই ঈশ্বরের দয়া মনে করিয়া মুগ্ধ হয়, প্রকৃত দয়া বুঝিতে পারে না, তাই সারদর্শী শুকদেব ভগবানের প্রকৃত দয়া দেখাইয়া দিলেন। ৩৬

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ।—ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ গোপীপতয়ঃ) খলু (নিশ্চিতং) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া (অচিন্ত্যশক্ত্যা) মোহিতাঃ (সন্তঃ) স্বান্ স্বান্ দারান্ (পত্নীঃ) স্বপার্শ্বস্থান্ (স্বস্বপার্শ্বস্থিতান্) মন্যমানাঃ (নিশ্চিন্বন্তঃ) কৃষ্ণায় ন অসূয়ন্ (দোষারোপেণ ন দদৃশুঃ) ॥৩৭

টীকা।—নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বদন্তি তত্রাহ নাসূয়ন্নিতি। এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥৩৭

অনুবাদ।—ব্রজবাসিগণ অর্থাৎ ঐ সকল গোপীদিগের পতিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া আপন আপন পত্নীকে আপন আপন পার্শ্বেই শয়ান দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার উপর দোষারোপ করেন নাই ॥৩৭

তাৎপর্য্য।—শাস্ত্র মানিতে হইলে ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে। যদি মানিতেই হয় তবে সব চুকিয়া গেল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। তর্ক করিলে তর্কের শেষ হয় না, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা করিলে আর শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ করিবার পন্থা নাই। যে সকল গোপীকে লইয়া তিনি রাসলীলা করিলেন, তাঁহাদের পতিগণ শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ করিবার ছিদ্র পাইলেন না; দোষারোপ করিলেনও না। বাহিরের লোকের বড় মাথা ব্যথা ইহাই আশ্চর্য্য।

সকল চুকিয়া গেল বটে, কিন্তু এক কথা এখনও চুকে নাই। যদি গোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে আপন আপন পার্শ্বেই দেখিলেন,

তবে রাসে যাইবার সময় তত ধরাধরি হইল কেন? ইহার কারণ, গোপীদিগের অপ্রতিবার্য্য কৃষ্ণানুরাগপ্রদর্শন করিবার নিমিত্তই গোপগণ কর্ত্তৃক পত্নীদিগের নিবারণ এবং গোপী কর্ত্তৃক নিবারণ-লঙ্ঘন। গোপগণ মায়া গোপীদিগকেই নিবারণ করিয়াছিলেন আবার পরিশেষে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে অবস্থিত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন গোপগণ পত্নীদিগের রাসে যাওয়া পরিহাস মনে করিলেন। এখন রাসলীলার সাধারণ ভক্তগত আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি গোপী দুই প্রকার, মায়া গোপী ও চিদ্গোপী। যাহারা মায়া গোপী তাহারা আপন আপন পতির শয্যায় শয়ান ছিলেন, চিদ্গোপীগণ রাস মণ্ডলে চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সাংসারিক ব্যবহারেও আমরা দেখিতে পাই, যখন কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বা কোনও সুদৃশ্য স্বাস্থ্যকর স্থানের চিন্তায় অভি-নিবিষ্ট থাকি তখন অস্থি-মাংসময় মায়াদেহ কলিকাতাতেই থাকে এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে নিজ গৃহস্থিত বলিয়াই দেখে কিন্তু আমার আত্মা অর্থাৎ চিন্ময় "আমি" শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিতেছি অথবা কোনও নয়নরঞ্জন বিলাসিতা-ময় স্থানে বিলাস-বন্ধু-দিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছি। সুচতুর ভক্ত-সাধকেরও ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে। তাঁহার অস্থি মাংসময় মায়াদেহ প্রাকৃত সংসারে প্রাকৃত আত্মীয় স্বজনের নিকটেই থাকে কিন্তু তাঁহার আত্মা অর্থাৎ অপ্রাকৃত চৈতন্যময় দেহ আপন নিত্যধামে নিত্য সম্বন্ধীয় স্বজনগণের সহিত সচ্চিদা-

নন্দময় নিত্যবন্ধুর সহিত নিত্য ক্রীড়ায় নিরত থাকে। অচিন্ত্য শক্তি ও অপার করুণাসিন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ গৃহে ও অপর ভাগ আত্মসমীপে রাখিয়া ভক্ত সাধকের চরম অবস্থা দেখাইলেন। ইহার পর ভজন-সাধন-সম্বন্ধীয় উচ্চ উপদেশ আর কি হইতে পারে। ইহাতেও যদি রাসলীলা অশ্লীল হয় তবে আমাদের নিতান্তই কপাল মন্দ।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভাবার্থ লিখিলেন, "এবম্ভূতৈশ্বর্যন্য-ভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ যাহাদের এরূপ ক্ষমতা নাই, তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিলে পাপী হইবে। একটু অভিনিবেশ করিলে স্বামীর কথা ঠিক বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যিনি অত্যাচার করেন এবং যাহার উপর অত্যাচার করেন, এই উভয়ের মনের ভাব লইয়াই পাপের বিচার। যিনি অত্যাচার করিলেন তাঁহার মনে যদি সম্পূর্ণ ধারণা থাকে যে, আমি কাহারও অনিষ্ট করি নাই এবং যাঁহার অনিষ্ট করা হয় তিনি যদি মনে করেন, কেহ আমার অনিষ্ট করে নাই তবে আর পাপ কোথা হইতে হইবে। বাহিরের লোকে মনে করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যের নারী লইয়া ক্রীড়া করিলেন, কিন্তু যাহাদের নারী তাহারা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পত্নী লইয়া ক্রীড়া করেন নাই, আমাদের পত্নীগণ আমাদের কাছেই রহিয়াছে, এমন স্থলে পাপের আশঙ্কা কোথায়? অতএব সারজ্ঞ শ্রীধর স্বামী ঠিকই বলিয়াছেন, "যাহাদের এরূপ ক্ষমতা নাই তাহারা ঐরূপ আচরণ করিলে পাপী হইবে; অখিল-স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণে পাপাশঙ্কা নাই ॥৩৭

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মরাত্রে (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে) উপাবৃত্তে (উপস্থিতে সতি) ভগবৎপ্রিয়াঃ (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ) গোপ্যঃ (রাসবিলাসিন্যঃ ব্রজাঙ্গনাঃ) বাসুদেবানুমোদিতাঃ (বাসুদেবেন শ্রীকৃষ্ণেন অনুমোদিতাঃ আদিষ্টাঃ অতএব) অনিচ্ছন্ত্যঃ (অনভিলষন্ত্যঃ অপি) স্বগৃহান্ (স্বস্বভবনানি) যযুঃ (জগ্মুঃ) ॥৩৮

টীকা।—ব্রহ্মরাত্রে ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উপাবৃত্তে প্রাপ্তে ॥৩৮

অনুবাদ—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে কৃষ্ণপ্রিয় গোপীগণ তাঁহারই আদেশে অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥৩৮

তাৎপর্য্য। এ শ্লোকের বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই; কেবল রাসলীলার সমাপ্তিমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত নিত্য রাসের আরম্ভও নাই সমাপ্তিও নাই। শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট রাসেই আরম্ভ ও সমাপ্তি। এখানেও প্রাকৃত নট নটীর ন্যায় উপরিভাগে যাহা দেখাইলেন, তাহারই আরম্ভ ও সমাপ্তি। বহির্দৃষ্টি মানবের দৃষ্টিতে গোপীগণ গৃহে গমন করিলেন; অন্তর্দৃষ্টি ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রকৃত রাসলীলা অন্তর্হিত হইয়া ভক্তভূমির অন্তরে অন্তরে রহিয়া গেল। আসল প্রেমময়ী গোপী আনন্দময় কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন না। শ্লোকে বাসুদেবের অনুমতি এবং তদনুসারে গোপীদের গৃহে গমন কেবল উপরিভাগের আবরণ মাত্র ॥৩৮

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা-সমাপ্তা ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (নরবিশেষঃ) শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ যুক্তঃ সন্) ব্রজবধূভিঃ (ব্রজাঙ্গনাভিঃ সহ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ) ইদং বিক্রীড়িতং (রাসলীলারূপং) শৃণুয়াৎ (কর্ণপথং নয়েৎ) অথ বর্ণয়েৎ (অথবা স্বয়ং কীর্ত্তয়েৎ) অচিরেণ (অত্যল্পকালেন) ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) ভগবতি (কৃষ্ণাখ্য-পরব্রহ্মণি) পরাং (প্রেমলক্ষণাং) ভক্তিং (অনুরাগং) প্রতিলভ্য (সংপ্রাপ্য) আশু (তৎক্ষণাৎ) কামং (তন্নামানং) হৃদ্রোগং (মনঃ পীড়াং অপহিনোতি (দোষবুদ্ধ্যা পরিত্যজতি) ॥৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলান্বয়ে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

টীকা।—ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামং আশু অপহিনোতি পরিত্যজতি॥

সেয়ং শ্রীপরমানন্দসেবিশ্রীধরনির্ম্মিতা।
শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকা দশমাশ্রয় চ॥৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা টীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর এই রাসলীলা শ্রবণ করেন অথবা স্বয়ং

কীর্ত্তন করেন, তিনি অবিলম্বেই ইন্দ্রিয়-দমনপূর্ব্বক ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া সত্বরেই কাম-নামক উৎকট মনো-ব্যাধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন।৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলানুবাদে পঞ্চম অধ্যায়।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে শুকদেব রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া কাম-নামক উৎকট হৃদ্‌রোগ হইতে পরিত্রাণ পা'ন। মুনিবর শ্রোতা ও বক্তার বিশেষণ দিলেন "ধীর" এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিশেষণ দিলেন "শ্রদ্ধার সহিত"। শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার উপরি-ভাগে প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের আবরণ রহিয়াছে। অতএব চঞ্চল-চিত্তে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে গেলে, প্রথমেই আবরণের উপর দৃষ্টি পড়িলে, অশ্লীলবোধে আর শুনিতে বা পড়িতে ইচ্ছা হইবে না। এই জন্যই বর্ত্তমান কালে রাসলীলার উপর অনেকের অশ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে দেখিতে হইবে, রাসলীলার প্রণেতা কে? বক্তা কে? শ্রোতা কে? এবং প্রণেতা, বক্তা ও শ্রোতার অভিপ্রায় কি? তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইব, যিনি বেদের বিভাগকর্ত্তা, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এবং বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা সেই পুরাণ মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস রাসলীলার রচয়িতা; আজন্ম-বিরাগী, ব্রহ্মানন্দ-

নিমগ্ন, ভক্তযোগী বেদব্যাস-নন্দন শুকদেব ইহার বক্তা এবং বিপ্রাভিশপ্ত অতএব নিতান্ত অনুতপ্ত, সুতরাং মুক্তিকামনায় প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎ ইহার শ্রোতা। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে, শ্রদ্ধা আপনা আপনিই আসিবে; তখন মনে হইবে, লোক-নিস্তারের জন্য অবতীর্ণ নারায়ণাবতার কখনই লোক-বিগর্হিত অশ্লীল বিষয় লিখিবেন না এবং সর্ব্বলোক হিতৈষী শুকদেবও মুক্তি কামনায় রোরুদ্যমান শরণাগত পরীক্ষিৎকে প্রতারণা করিয়া বিলাসি-মানবোচিত শৃঙ্গার-রসের কথা শুনাইবেন না। অতএব ভগবানের রাসলীলায় আপাত-প্রতীয়মান শৃঙ্গার রসের অভ্যন্তরে পরমহিতকর অমানুষিক তত্ত্ব-বিষয় আছেই আছে। তুষাবরণ দেখিয়া ধান্য পরিত্যাগ করিলে, আত্ম-বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাদের প্রকৃতি চঞ্চল, তাহারা রাস-লীলার উপরিভাগস্থ অশ্লীলতার আবরণ দেখিয়াই চটিয়া যায়; ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। যাঁহারা স্বভাবতঃ ধীর এবং ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন করিতে করিতে রাস-লীলার অন্তর্নিহিত অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে 'মহামুনি-কৃতে" বলিয়া গ্রন্থের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত রাসলীলা শ্রবণ করিলে, সংসার-মোচন হইবেই, ইহা শুকদেবের অভিপ্রায়।

প্রথম হইতে রাসলীলা যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে

শুকদেব-কথিত ফল-কীর্ত্তন অতীব সংগত। যেমন উত্তাপময় তপনের বহিঃস্থিত তাপনী শক্তি পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থকেই উত্তপ্ত করে, ঐ সকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, হ্রাস হয়, ধ্বংসও, হয়; কিন্তু সূর্য্যের স্বরূপস্থ তাপের বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংসও নাই; সেইরূপ ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী বহিরঙ্গা শক্তি বাহ্য জগতের কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিতে কার্য্যান্তর আছে, রূপান্তর আছে, ভাবান্তর আছে এবং বৃদ্ধি আছে, হ্রাস আছে, ধ্বংসও আছে; সুতরাং সেখানে অতর্পণীয় কন্দর্পের চাপল্যও আছে। কিন্তু আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী-নাম্নী স্বগত স্বরূপ-শক্তি অনাদি কাল হইতে একরূপে ও এক ভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতই আছে; বাহ্য সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্রব নাই। উহাতে ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কার্য্যান্তর নাই,—অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই এবং অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন ভাবান্তর নাই; সুতরাং দুর্দর্প কন্দর্পের দৌরাত্ম্যও নাই। পরানন্দ-পরিতৃপ্তা ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তির নিকট কন্দর্প বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত। সেখানে কাম আপনার আগন্তুক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপ-রূপে অর্থাৎ প্রেমরূপেই পরিণত হয়। সেখানে কাম সলজ্জভাবে, কল্পিত নাম ও কল্পিত রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেম হইয়া হ্লাদিনী শক্তির সহিত ভগবদানন্দেই নিরত; অপরকে উৎপীড়ন করিবার তাহার ইচ্ছা নাই,—শক্তি নাই, —অবসরও নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কাম নামে কোনও মূল মনোভাব নাই। যেমন অমিশ্রিত সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মাই ত্রিগুণ-সংযোগে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন, সেইরূপ ঐ সচ্চিদানন্দ-নিষ্ঠ নিত্য নির্ম্মল প্রেমও গুণময় পদার্থ-নিষ্ঠ হইলেই চঞ্চল-স্বভাব কাম হইয়া দাঁড়ায়। যে যাহা চাহে, সে তাহা না পাইলেই অস্থির হইয়া থাকে, ইহা সকলেই বুঝেন। কামও সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌কেই চাহে; পায় না বলিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠে। কাম যে দিন্ পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবান্‌কে পাইবে, সেই দিনই তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। জীবদেহ-ব্যতিরেকে কামের ত পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; অতএব কামাসক্ত মানবই কাম। সেই মূর্ত্তিমান্ কামস্বরূপ জীব যে দিন নিজাভিলষিত পরমানন্দ পাইবে, সেই দিন ক্ষুদ্র পার্থিব আনন্দে অবজ্ঞা করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইবে; সুতরাং চিরশান্তি লাভ করিবে; আর তাহার প্রাপ্তব্য কিছুই থাকিবে না। সেই পরমানন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ; অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের মিলন বা আলিঙ্গনই চিরশান্তি বা পরমানন্দ আস্বাদনের হেতু; এবং তাহারই নাম শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা। অতএব শুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন, ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়া ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরে কামরোগ হইতে পরিত্রাণ পায় অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

মুক্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় মিলিত হওয়াই মুক্তি; কেহ বলেন,

মুক্তাবস্থায় সকল জীবই চৈতন্য স্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় আনন্দের আস্বাদন নাই, তাহাতে কেবল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি মাত্র; কেহ বলেন, চিৎশরীরে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন ভাবে থাকিয়া অনন্ত কাল অবিচ্ছিন্ন অপ্রাকৃত ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করাই মুক্তি। আমরা শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয়, জীব স্বভাবতই যাহা চাহে, তাহা পাইলেই মুক্ত। আমি চিরকাল বাঁচিয়া থাকি, আমার সকল দুঃখ দূর হউক এবং আমি সুখী হই; জীব মাত্রেরই এই তিনটি অভিলাষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; অতএব উহাই মুক্তির অবস্থা। যদি মুক্তির প্রকার ভেদ থাকে, তবে ঐ তৃতীয় প্রকারের মুক্তিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। শ্রুত্যুক্ত রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেম-প্রধান পরা প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলন, নিত্যালিঙ্গন, নিত্যানন্দাস্বাদনই প্রকৃত রাস, এ কথা আমরা রাসপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইলে, জীবের কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। প্রাকৃত শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া একজনের যেরূপ আনন্দ হয় তাহা অপরকে অবিকল বুঝাইবার ভাষা নাই; অথচ তাহা ব্রহ্মানন্দের আভাস মাত্র। যদি ব্রহ্মানন্দের আভাসও বুঝাইবার উপায় না থাকে, তবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ বুঝাইবার যে ভাষা নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই অরুন্ধতী-প্রদর্শনের ন্যায় প্রাকৃত শৃঙ্গারানন্দের নির্দ্দেশে ভগবদানন্দের দিক প্রদর্শন করা হইয়াছে; কারণ প্রাকৃত সকল

প্রকার আনন্দ অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষের রমণানন্দই প্রধান। সেই জন্যই ঋগ্‌বেদস্থ জ্যোতির্ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন,—"যেমন প্রিয়তমা পত্নী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, মনুষ্যের অন্তর বাহির কিছুই স্মরণ থাকে না, সেইরূপ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে জীব অন্তর বাহির সকলই ভুলিয়া যায়।" গোপীগণ সেই মূর্ত্তিমান আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সংসার ভুলিয়া গেলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জীবব্রহ্মের আলিঙ্গনের অভিনয়। প্রাকৃত সংসার ভুলিতে পারিলেই কাম বিদূরিত হইল,—জীব পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইল। অতএব শুকোক্ত রাসলীলার ফলশ্রুতি খুব সংগত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের উপায় জ্ঞান, পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের উপায় যোগ এবং আনন্দ-বিগ্রহে আলিঙ্গিত হইবার উপায় প্রেম। সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ প্রিয়জনের অপ্রাপ্তিতে উৎকট উৎকণ্ঠা; প্রিয়-বিরহিণী ব্যভিচারিণী কামিনীই সেই উৎকণ্ঠার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। এই নিমিত্ত গোপীদিগকে ব্যভিচারিণী পরনারী সাজাইয়া ভগবদ্দর্শনে ভক্তের উৎকণ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐরূপ উৎকণ্ঠা হইলেই জীব ভগবান্‌কে পাইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার চরম শিক্ষা। ইহা ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সারতত্ত্ব মনন করিলে, পরম নির্ব্বৃতি বা পরমানন্দ লাভে সংশয় নাই।

শুকদেব "কৃষ্ণের ক্রীড়া" না বলিয়া "বিষ্ণুর ক্রীড়া" বলিলেন। "বিষ্ণু" শব্দের অর্থ বিশ্বব্যাপী পুরুষ। যিনি

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্তলে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রতি নিয়তই আপন স্বরূপ-শক্তির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু এবং সেই বিষ্ণুই কৃষ্ণ হইয়া আপন-প্রাপ্তির উপায় আপনিই দেখাইয়া দিলেন। আনন্দ প্রধান বিষ্ণুই কৃষ্ণ। সেই আনন্দময় কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর পরম পদ পাইতে হইলে এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে, সর্ব্ববাসনা-বিহীন একনিষ্ঠ অকপট প্রেমের প্রয়োজন; সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ, ভগবদ্দর্শনজন্য উৎকট উৎকণ্ঠা; সেই উৎকণ্ঠা ব্যভিচারিণী বিরহিণী কামিনীর দৃষ্টান্তেই বুঝিতে হইবে। যখন জীব প্রিয়জনের অদর্শনে পরপুরুষানুরক্তা রমণীর ন্যায় সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! বলিয়া রোদন করিবে, তখনই ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই আপন ভক্তকে আপন সুপবিত্র শান্তিময় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিবেন; ভক্ত চিরদিনের জন্য আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিবে,—কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ইহাই সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার তাৎপর্য্য।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা সম্বন্ধে কেহ বলেন বড় অশ্লীল, সুতরাং পাঠের বা শ্রবণের যোগ্য নহে; কেহ বা রূপক করিয়া লীলা উড়াইয়া দিতে চাহেন, আবার কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আপন পুরুষত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু ভক্তযোগী তত্ত্বসার-দর্শী শুকদেব বলিলেন, "শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুর এই রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে ভগবানে পরাভক্তি জন্মে এবং কামরূপ হৃদ্রোগ একবারে নিবৃত্তি পায়। আমরা সর্ব্বদর্শী

শুকদেবের অনুসরণ করিয়া সাহস পূর্ব্বক বলিব "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ বা পাঠ করিলে জীবের চির শান্তি ও স্থির নিবৃত্তি। আমরা এ পর্য্যন্ত "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা, যেরূপ আলোচনা করিলাম তাহাতে "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায়, কেবল ভক্তের চরম সাধন ও ভগবানের পরম কৃপাই দেখিতে পাইলাম। ভগবানের বস্ত্রহরণ লীলায় রাসলীলার সূত্রপাত। সেই বস্ত্র হরণে ভক্তিরূপিণী গোপীদিগের শ্রুত্যুক্ত অদ্বয় জ্ঞানের পরীক্ষা। মৎ প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত, নামক পুস্তকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; জিজ্ঞাসু সাধক ও পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন। সে পরীক্ষায় গোপী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সেই জন্য অখিলান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অযোগ্য বোধে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা কি সাধন মার্গের কথা নয়? তাহার পরে রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথমাধ্যায়ে দেখিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর গানে গোপীদিগকে স্বসমীপে আকর্ষণ করিয়াও তাঁহাদিগকে লোকভয় ও প্রাণভয় দেখাইলেন; তাঁহারা কিন্তু কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলেন না। ইহা কি ভগবানের প্রতি ভক্তের ঐকান্তিক অনুরাগ নয়? হয়ত কেহ বলিবেন, কামোন্মত্ত ব্যভিচারিণী কামিনীদের পরপুরুষের প্রতিও ঐরূপ অনুরাগ হইয়া থাকে। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম হইয়া থাকে। কিন্তু একজন পুরুষের উপর শতশত কামিনীর অনুরাগ জন্মিলে, সকলেই ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক দল বাঁধিয়া অভীষ্ট পুরুষের নিকটে অভিসার করে; প্রকৃত নরনারীর অনুরাগে এরূপ

কোথাও হইয়াছে কি ? অথবা হওয়া সম্ভব কি ? কখনই নয়। অতএব ইহা সমচিত্ত ঐকান্তিক ভক্ত বৃন্দের ভগবদাশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাহার পর ঐ প্রথমাধ্যায়েই দেখি, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা আরম্ভ হইল; পরক্ষণেই তাঁহাদের দেহাভিনিবেশ জন্য গর্ব্ব হওয়ায় ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ইহা কি শ্রুত্যুক্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশে ব্রহ্ম বিস্মৃতি নহে ? শ্রুতি বলিয়াছেন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইলেই জীবের ভয় অর্থাৎ প্রাকৃত গৃহদেহাদিতে মনোনিবেশ করাতেই জীব সর্ব্বময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের আস্বাদন না পাইয়া ক্লেশ ভোগ করে। গোপীদের তাহাই হইয়াছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকলে মিলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তরুলতাদিগকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তৎপরে তন্ময় হইয়া গেলেন। ইহাও আরূঢ় ভক্তের ভগবদ্দর্শন জন্য উন্মত্ততা এবং অনুক্ষণ ভগবদ্ধ্যানের ফল স্বরূপ সমাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শত শত ব্যভিচারিণী কামিনী একত্র মিলিত হইয়া একজন পর পুরুষের অনুসন্ধান করিতেছে; এরূপ কে কোথায় দেখিয়াছেন ? তৃতীয়াধ্যায়ে দেখি সমস্ত গোপী যমুনা পুলিনে উপবেশন পূর্ব্বক ঈশ্বর বাচক শব্দে সম্বোধন করিয়া কেবল কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতেছেন। কে বলিতে পারে, ইহা ব্যভিচারিণী নারীদের জার-বিচ্ছেদের রোদন ? চতুর্থাধ্যায়ে গোপীদের ঐকান্তিক কাতরতা দেখিয়া ভগবান সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। ঐ সময়ে উভয় পক্ষে ভক্তিতত্ত্ব সূচক যে সকল কথোপকথন হইল;

তাহা শুনিলেও মানুষ মানুষ হইয়া যায়, মানুষ দেবতা হইয়া যায়, মানুষ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। পঞ্চমাধ্যায়ে, যাহা জীবের একমাত্র লক্ষ্য, যাহা ভগবন্নিষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত, যাহা পাইলেই জীব চিরশান্তি লাভ করিয়া স্থিরানন্দ আস্বাদন করে তাহাই দেখিলাম। প্রেমরূপা গোপী সংসার সন্তপ্ত জীবকে চরম শিক্ষা প্রদান করিয়া পরমানন্দ বিগ্রহে সমালিঙ্গিত হইলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা।

ভক্ত জ্ঞানীর ন্যায় নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না। ভক্ত কেন, অভিনিবেশের সহিত আত্ম সাদৃশ্যে জীবের হৃদয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেহই নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা করে না। নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা কাহারও স্বাভাবিক নহে। যেমন কেহই মরিতে চাহে না; কিন্তু অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কেহ কেহ কদাচিৎ উদ্‌বন্ধনাদি দ্বারা আত্মঘাতী হইয়া থাকে; সেইরূপ স্বভাবতঃ কাহারো নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষা নাই; কেবল সংসার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কেহ কেহ কদাচিৎ নির্ব্বাণ প্রার্থনা করে। নির্ব্বাণের জন্য কাহারও স্বাভাবিক ইচ্ছা নাই; পক্ষান্তরে, চিরকাল জীবিত থাকিয়া চিরানন্দ আস্বাদন করি, ইহাই পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হয়। যে ব্যক্তি স্বভাবতই যাহা চাহে তাহা পাইলেই কৃতার্থ হইল। ভগবানের শ্রীমুখের বাক্য;—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"। অতএব ঐকান্তিক প্রেমের ফলে, ভগবৎ কৃপায়

অকাল-স্পৃশ্য অভৌত দেহে অনন্ত স্থিরানন্দ আস্বাদন করিতে পাইলেই, জীব প্রাপ্তব্য পাইল, রসস্বরূপ পরমানন্দে আলিঙ্গিত হ ইল,— কৃতার্থ হইয়া গেল। ইহাই "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা"।

তত্ত্বদর্শী শুকদেব শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাকে বিষ্ণুর লীলা বলিলেন, কিন্তু এখনকার অভিনব বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও এবং আপনাদিগকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণূপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বলিতে চাহেন না বরং বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ছোট করিতে চাহেন। সেই জন্যই অনেকের নিকট শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রুত্যুক্ত "ব্রহ্ম" শব্দের অপর পর্য্যায় "বিষ্ণু"। সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিষ্ণুর লীলা বলিয়াই রাসলীলা মুক্তিদায়িনী। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের লীলা হইলেই অশ্লীল হইবেই। তাই মহামুনি বেদব্যাস দশম স্কন্ধের প্রথমেই পরীক্ষিতের মুখ দ্বারা বলাইলেন "তত্রাংশেনা বতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ" অর্থাৎ যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর লীলা আমাকে বলুন। ভগবানের জন্ম কালে দেবকীর মুখ দ্বারা বলাইলেন "সত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ"। দেবকী ভগবান্‌কে বলিতেছেন, "সেই শ্রুত্যুক্ত অধ্যাত্ম দীপ-স্বরূপ স্বয়ং বিষ্ণুই তুমি; আবার এখন শুকদেবের মুখ দ্বারা বলাইলেন "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"। মানবগণ ভগবানের নরলীলা শ্রবণ করিয়া পাছে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া কদর্য্য, কুৎসিৎ বা অশ্লীল মনে করে, সেই জন্যই মহর্ষি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—সেই শ্রুত্যুক্ত বিষ্ণুই

শ্রীকৃষ্ণ। তাই শুকদেব বলিলেন, ব্রজবধূদিগের সহিত বিষ্ণুর ক্রীড়া। ভগবান্ বিষ্ণুই নিজমায়ায় স্ব স্বরূপ জীবকে মুগ্ধ করিয়া পরকীয় করেন; ইহা তাঁহার জগৎলীলা; আবার যে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপে বেদ-সার বংশীর গানে আহ্বান পূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থ মুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস এবং পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ বিশদরূপে বুঝিবে। তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, বেদেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা পুরাণ। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই মহর্ষি বেদব্যাস সূত মুখে ভাগবতকে "অখিল শ্রুতি সারং" বলিয়াছেন। তবেই আমরা বুঝিলাম, পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ। সেই ভাগবতের মধ্যে কৃষ্ণলীলাঙ্কিত দশমস্কন্ধই প্রধান, সেই দশমস্কন্ধের মধ্যে ভগবানের শ্রীবৃন্দাবন লীলাই সার এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলার মধ্যে নির্ব্বাণ-ন্যক্করী নিত্যানন্দ দায়িনী "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাই সারাদপি সার।

মহর্ষি বেদব্যাস এই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, শুকদেব কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, পরীক্ষিৎ শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; আর আমরাও তাঁহাদেরই কৃপায় আলোচনা করিয়া ধন্য হইলাম।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা তাৎপর্য্যে পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শেষ নিবেদন।

——:·:——

আমার কৃষ্ণভক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি এবং আমার ভাষা জ্ঞানও নাই; এ কথা আমি স্বীকার করিয়াছি। কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক দৈন্য দেখাইবার জন্য স্বীকার করিয়াছি, তাহা নহে; প্রকৃতই আমি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার সমাধানে সর্ব্বাংশেই অযোগ্য। তবে, যে কোন কারণে অত্যল্প কাল কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিলেও জীবন পবিত্র হয়, ইহা আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে এখনকার মতে যদি কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিতে চাহেন, বলুন, আমি তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিব। কেন না আমার বিশ্বাস, যে দিন যাঁহার ভগবানে প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেইদিন তিনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাসও নাই; অন্ধ বিশ্বাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই বিশ্বাস-গন্ধের প্ররোচনায় আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্ণনাম ভালবাসি এবং কৃষ্ণলীলা ভালবাসি। যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার গুণ গাহিতেই চাহে; ইহা মানবের আজন্মসিদ্ধ স্বভাব। সে স্বভাব আপন মনেই প্রিয়জনের গুণ গাহিয়া যায়, কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। আমি,—ভক্তিহীন আমি,—জ্ঞানহীন আমি,—শব্দসম্পত্তিহীন আমি সেই মানবোচিত স্বভাবের বশী-

ভূত হইয়া, কেবল অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলোচনায় কিঞ্চিৎ আনন্দলাভের লোভে "শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা" নামক পরম রসের লীলা আলোচনা করিলাম।

বিজ্ঞাপনে আমি পাঠক ও সাধকবর্গের নিকট শিষ্টোচিত ত্রুটিমার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করি নাই, তাহার দুটি কারণ আছে; লোকে কথায় বলে, "সর্ব্বাঙ্গে ঘা ওষুধ দেবো কোথা" আমার সকলই ত্রুটি; কোন্‌টির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব? দ্বিতীয় কারণ এই যে, মন্দমতি আমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের কথাই আলোচনা করিয়াছি এবং পুস্তকের শেষে "শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া তাঁহাকেই অর্পণ করিয়াছি, অতএব ভক্তিভরে "বিষ্ণায় নমঃ" বলিলেও যিনি তুষ্ট হয়েন; তিনি আমার সহস্র অশুদ্ধিতেও এবং সহস্র অপসিদ্ধান্তেও সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ। তদ্ভিন্ন, শাস্ত্রানুসারে ভগবান ও জীব অভিন্ন সুতরাং সর্ব্বময় ভগবান্ যাহার প্রতি সন্তুষ্ট ভগবদংশ মানব মাত্রেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেনই, ইহাও আমার বিশ্বাস। বিশেষতঃ "শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা" কৃষ্ণভক্তের জন্যই লেখা হইয়াছে; এবং ভক্ত মাত্রেই দয়াময়; সুতরাং তাঁহারা আমাকে দীন বলিয়া দয়া করিবেনই। যদিও আমি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছি, "মানব মুখে নিন্দা বা যশের আশা অতি অল্পই রাখি" তথাপি ভক্তের দয়া আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অবশ্য প্রার্থনীয় কারণ, আমি জানি ভগবন্ময় ভক্তের দয়া হইলেই ভক্তাধীন ভগবানের দয়া অবশ্যম্ভাবিনী?

লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য্য সাধনের জন্য আমাকে এই মর্ত্যলোকে পাঠাইয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা সমাপ্ত হইয়া আসিল, কারণ আমার কার্য্যোপযোগি যে যে উপকরণ দিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে লইতেছেন। শরীরের সামর্থ্য ও মনের বল লইয়াছেন। শরীরের সঙ্গে প্রতিভা মেধা ও স্মরণ শক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অতএব অচিন্ত্যস্বরূপ চিন্তা-মণির মনে কি আছে জানিনা, আমার বোধ হয় কাগজ কলম হাতে করিয়া সাধক ও পাঠক বর্গের সহিত আমার এই শেষ দেখা।

শ্রীনীল কান্ত দেব শর্ম্মা

স্বাং বৈঁচী।

ভাগবতাচার্য্য-

মহাপ্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেব-গোস্বামি-

মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলী।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত,—গ্রন্থকার-বিরচিত সরল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ। ইহা পাঠ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলায় আর কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না। মহাপ্রভুপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলা জ্ঞানীর অনুসন্ধেয় শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বেরই ভক্তাস্বাদ্য সুমধুর লীলাময় অভিনয়। ইহাতে ১৪টী লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—**গোলোক-লীলা, অবতার-লীলা, জন্মলীলা অসুর-সংহার, চৌর্য্য, মৃদ্ভক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্ম-মোহন, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরি-ধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস।** অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত, ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৪।২।১ নং বাহির মৃজাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিকট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে ও সংস্কৃত ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

এই পুস্তক সকল সংবাদ পত্রেই একবাক্যে প্রশংসিত। সংবাদ পত্রের মন্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হিতবাদী—"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এমন মধুর সরল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে, করিতে পারেন এ.বিশ্বাস আমাদের ছিল না। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে ঋষি-বিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ লীলায় অশ্লীলতার লেশমাত্রও নাই; সাধারণের মনে এই

তাব বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় দেশের পরম উপকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যা—গোস্বামী মহাশয় সমুদয় জীবন ধরিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা করিয়া জগৎকে গ্রন্থাকারে উপহার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলাবাদের দার্শনিক তত্ত্ব যাঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন; আর যাহারা ভক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

HINDOO PATRIOT SAYS

Such sonorious Sanskrit verse, so chaste, so elegant, so fragrant in thought, so fascinating, such expressive Bengali translation too, and yet with all their beauty, they are most serious contribution to the literature on the subject. It is impossidle to put the book untill every page has been perused. The book is priced at Re. 1-8.

স্যার ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আপনার সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তথাপি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হওয়ায় এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কৃত রচনা করিতে পারেন; এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন ইহা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আপনার বাঙ্গালা রচনাও তেমনই সরল ও সুমিষ্ট, এবং তাহা হইবে না কেন? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন তাহাতে আবার আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের লেখা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে **ভারতবর্ষ** বলেন—এই পরম পবিত্র গ্রন্থ খানিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ব্যাখ্যা করাই পূজনীয় প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য ইহাতে গোলোক লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড; ইহাতে রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর স্বামীর টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনই মধুর আবার তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত সাধক ও লীলা রসজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনী মুখে এরূপ সুমধুর বাণী নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রভুপাদরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই সুন্দর যে, আজ কালকার পণ্ডিতগণের লিখিত বলিয়া মনেই হয় না; মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি। তাহার পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও সুললিত গদ্যে ব্যাখ্যা লিখিত; কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অনুমাত্র চিহ্ন নাই; অথচ ভাবৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। এই লীলামৃত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। লেখক ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে।

ভক্তি মাসিক পত্রিকায় বলেন—এ ব্যাখ্যা যেমন সুন্দর ও সরল তেমনই মধুরতর ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় লেখক প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না অধিকন্তু পাঠ করিতে করিতে মনে হয় এ যেন প্রাচীন কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আজীবন ভগবৎ-লীলা আলোচনা করিয়া প্রভু যে অমূল্য রত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি, সকলেই সে রত্ন সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন।

মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আস্বাদনের জিনিষ। প্রভু ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাতা। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

পঞ্চরত্ন।

পঞ্চরত্ন সর্ব্বলোক সমাদৃত গ্রন্থ। ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম্ম, বিবেক ও হরিনামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার সঙ্গে শত শ্লোকাত্মক শ্রীগৌরশতক সন্নিবদ্ধ আছে। গৌর শতকের সরল পদ্যানুবাদও দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য ॥৴০ আনা মাত্র।

কেবল শ্রীগৌরশতক - মূল্য ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ।

সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যানুবাদ। ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কল্কি পুরাণ বঙ্গানুবাদ—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পতিব্রতা। সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ—মূল্য ।০ আনা।

পিতৃস্তোত্র—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সত্যের জয়—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ। মূল্য ।০ মাত্র।

আবার গৌর—বাঙ্গালাপদ্য। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

মহাপ্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন, রামবাগান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া যায়।